একটি সত্যের সন্ধানে ইবুক

প্যারাডক্স এবং বায়েজিদ

বেঙ্গল আরজ

shottershondhane.com

ইবুক তৈরি শুভ্র ফয়সাল

প্যারাডক্স এবং বায়েজিদ (১ম সংস্করণ)
বেঙ্গল আরজ

গ্রন্থস্বত্ব
বেঙ্গল আরজ
(অনুমতি ব্যতিরেকে
এই বই এর কোন অংশের মুদ্রণ করা যাবে না: তবে ইবুকটি বন্টন করা যাবে, ধন্যবাদ)
প্রকাশকাল (২য়)
মার্চ ২০২২ ইংরেজি

ইবুক তৈরী
শুভ্র ফয়সাল

প্রচ্ছদ
শুভ্র ফয়সাল

সম্পাদনা
সত্যের সন্ধানে

প্রকাশক
সত্যের সন্ধানে

ইমেইল
info@shottershondhane.com

ওয়েব
www.shottershondhane.com
www.shottershondhane.org

মূল্য
ইবুকটি বিনামূল্যে
বন্টন করা যাবে

উৎসর্গ

আরজ আলী মাতব্বর

প্যারাডক্স এবং বায়েজিদ

বেঙ্গল আরজ

বিশ্বাস কে যুক্তির দাঁড়িপাল্লায় মাপা বোকামি কাজ, কারণ বিশ্বাস আর যুক্তি দুটো পরস্পর বিরোধী জিনিস। জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, যুক্তি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব। বিশ্বাস খুবই আরামদায়ক এবং সুখনীয় বস্তু, কারণ এতে মাথা খাটাতে হয় না, এতে যুক্তি বা বিজ্ঞান নেই, জাস্ট বিশ্বাস করে নিলেই হয়। কিন্তু এটা মনের জিজ্ঞাসু চোখকে অন্ধ করে দেয়। আপনার বিশ্বাস হচ্ছে আপনার নিজের মস্তিস্কের তৈরি করা জেলখানা, যা আপনার মন তৈরি করে আপনাকেই তাতে কয়েদ করে রাখে, কিন্তু জেলখানার এই দরজা সবসময়ই উন্মুক্ত, আপনি যদি সচেতন হন, তাহলে চাইলেই খোলা মন নিয়ে বের হয়ে আসতে পারেন। আপনি যদি যুক্তির সাথ ছেড়ে দেন, তাহলে সবকিছুই অযৌক্তিক মনে হবে এবং যেকোন কিছুই বিশ্বাস করা শুরু করে দিবেন।

লেখকের কথা - আপনারা জানেন যে, সবরকমের বিশ্বাসীগন (ধর্মে এবং অপ্রমানিত কিছুতে) বহু আগে থেকেই তাদের বিশ্বাসের পিছনে মনগড়া কিছু কুযুক্তি দিয়ে যান,মজার ব্যাপার হচ্ছে এইসব কুযুক্তি গুলা বহু বহু আগেই খণ্ডন করা হয়েছে কিন্তু আমাদের দেশের বিশেষ করে একজন LAYMAN বা এভারেজ ব্যাক্তি জানেন না। যেদিন থেকে বিজ্ঞানের অগ্রগতি শুরু হয়েছে এবং মানুষ শিক্ষিত হওয়া শুরু করেছে, সেদিন থেকে ধর্মীয় স্কলার/এপলজিস্টরা বুঝে গেছেন যে, এই শিক্ষিত সমাজকে শুধু ধর্মীয় গ্রন্থ দিয়েই খাওয়ান যাবে না। কারণ শিক্ষিত মানুষ ধর্মীয় গ্রন্থের আজগুবি তথ্য মেনে নিবে না। তাই প্রায় এক যুগ আগে থেকেই ধর্মীয় এপলজিস্টরা কিভাবে তাদের স্রষ্টা প্রদত্ত গ্রন্থের মাঝে বিজ্ঞান আবিষ্কার করা যায় তা নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন। অথচ এই প্রবণতা/TREND মাত্র বহু দশক আগেও দেখা যেত না; সমস্যা হয়েছে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি ধর্মীয় গ্রন্থের অনেক কিছুই বিজ্ঞানের সাথে কোনভাবেই মিলে না, তখন ধর্মীয় গ্রন্থ (যেমন- কুরআন,হাদিস,বাইবেল,ভেদা ইত্যাদি) বাঁচাতে স্ব স্ব গ্রন্থের আলেম সমাজ/স্কলার উঠে পড়ে লেগে গেলেন। এর থেকে পরিত্রাণের জন্যে কিছু যুক্তি ওনারা ধার করেন বিধর্মীদের (মুলত খ্রিষ্টান) কাছ থেকে। বাকিগুলাতে একটা কমন প্যাটার্ন অনুসরণ করেন,মুসলমানদের ক্ষেত্রে যেমন- সবার প্রথমেই তারা নানারকম ছুতো দিয়ে আরবি অর্থ পরিবর্তন করে দিবেন/অনেক অর্থ থেকে নিজেদের পছন্দমত অর্থ গ্রহন করবেন, দ্বিতীয়ত আক্ষরিক অর্থ কে রুপক, রুপক অর্থকে আক্ষরিক বানিয়ে দিবেন, তৃতীয়ত প্রসঙ্গ বা শানে নুযূল নিয়ে টানাটানি করবেন, সব শেষ কোন কাজ না হলে মুল বক্তব্য/রেফারেন্সকেই (যেমন-সহিহ হাদিসকে) দুর্বল বানাবার পাঁয়তারা শুরু করে দিবেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই প্যাটার্ন সব প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের অনুসারীদের মধ্যেও পাওয়া যায়। তারাও ঠিক একইভাবে তাদের গ্রন্থগুলোকে সঠিক প্রমাণ করে এসেছেন। আর আপনি ঠিক একই প্যাটার্ন অনুসরণ করে যেকোনো সাহিত্য,কাব্য, রচনা ইত্যাদি বা লিখাকে স্বর্গীয়/ ঐশী রূপ দিতে পারবেন। ধর্মীয় স্কলারদের ব্যাখ্যা মানেই "রূপক ইঞ্জিন" চালু। এছাড়া আছে PICK & CHOOSE FALLACY এবং EQUIVOCATION FALLACY, শুধু সেই অনুবাদ/অর্থটিই গ্রহণ করেন যেটা তাদের বক্তব্যের সাথে যাবে, যা একরকমের ''অনুবাদ জোচ্চুরি''।

আমরা একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে বাস করলেও এখানে ধার্মিকরা যতটুকু ধর্ম প্রচারে সুযোগ পান সেরকম নিধার্মিকরা তাদের মত প্রচারে পান না। তাই দেশের বিপুল অংশের মানুষ জানতেই পারেন না যে নিধার্মিক/অজ্ঞেয়বাদীরা আসলে কি বলতে চায়, তাদের যুক্তিগুলা আসলে কি? আপনি ধর্মের পক্ষে একটি বই লিখে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যেতে পারবেন (সেটা যতই গাঁজাখুরি তথ্য সম্বলিত হউক না কেন), কিন্তু

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

ধর্মের বিপক্ষে যতই মার্জিত ভাষায় গঠনমূলক সমালোচনা করুন না কেন, আপনার বই প্রকাশ (PRINT) হবার সম্ভাবনা একদমই ক্ষীণ। সেক্ষেত্রে বেশির ভাগ মানুষের জানার অগোচরে থেকে যায় নিধার্মিকদের কথাগুলো। এর উপরে বিশ্বাসী ভাইজানেরা যতটা সাচ্ছন্দ্যে, আরামে, মনের সুখে বই লিখতে পারেন, নিধার্মিক /অজ্ঞেয়বাদিরা লিখতে পারেন না। কারণ উগ্র/ জঙ্গী মানসিকতার কিছু মুসলমানেরা এই পর্যন্ত বহু নিধার্মিক /অজ্ঞেয়বাদিকে হত্যা করেছেন, শুধুমাত্র ধর্ম সমালোচনার জন্যে (ইসলামে এটার অনুমোদনও আছে বটে)। আপনি যতই মার্জিত এবং গঠনমুলকভাবে সমালোচনা করেন না কেন এদের থেকে রেহাই নেই। পৃথিবীতে একমাত্র দেশ বাংলাদেশ যেখানে এত বেশি সংখ্যক ব্লগার হত্যা করা হয়েছে। এদের দৌরাত্ম্য এতই বেড়েছে যে সরকার বাধ্য হয়েছে "জঙ্গি দমন সেল" তৈরি করতে। ধর্ম রক্ষা করতে ধার্মিকরা (বিশেষ করে মুসলমানরা) সাধারণত যেসব (কু)যুক্তি দেন, সেগুলা বহু আগেই খণ্ডন করা হয়ে গেছে, কিন্তু অনেকেই এসব জানেন না, এর কারণ আগেই বলা হয়েছে। তাই এখানে কিছু কমন ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা হল, যা আসলে বহু আগেই খণ্ডন করা আছে।

DISCLAIMER- এখানে ভাষাগত অনেক ভুল থাকতে পারে (বানান এবং ব্যাকরণ ইত্যাদি), কারন লেখকের এভাবে লিখার কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই, তাই সেগুলা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। এখানে সবার জানার লক্ষ্যে মুল যুক্তিগুলা তুলে ধরাই আসল উদ্দেশ্য ছিল। যেহেতু বাংলাদেশের মত মুসলিম প্রধান দেশে এটা পাবলিশ/প্রিন্ট হবার সম্ভাবনা নেই, তাই এটা প্রফেশনাল ভাবে রিভিউ/রিভিসন করা হয়নি, এটাকে গতানুগতিক বই হিসেবে না দেখার অনুরোধ রইল। এছাড়া এখানে বেশিরভাগ গবেষণা/ব্যাখ্যা/অনুসন্ধান করা হয়েছে কুরআন ও হাদিসের ইংলিশ অনুবাদ কেন্দ্র করে (কারন ইংলিশে লিখিত গ্রন্থ সবথেকে বেশি পঠিত এবং সমালোচিত হয়, দুনিয়াতে অল্পকিছু বাংলাভাষী মানুষ আছে)। সময় স্বল্পতার কারনে কিছু তথ্য এবং সামান্য কিছু ব্যাখ্যা অন্যান্য সোর্স থেকেও নেয়া হয়েছে। এছাড়া এখানে শুধু অবিশ্বাসীদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ চ্যাপটারগুলোই সংযুক্ত করা হয়েছে। তথ্যসুত্র/রেফারেন্সগুলো গতানুগতিক ভাবে অধ্যায় এর শেষে সংযুক্ত না করে পঠনের সুবিধার জন্যে আলোচ্য বিষয়ের সাথে সাথেই দেয়া হয়েছে।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

সূচীপত্র

একজন অবিশ্বাসীর বিশ্বাস	7
তাকদির বনাম স্বাধীন ইচ্ছা	14
স্রষ্টা কেন মন্দ কাজের দায় নেন না	21
শুন্যস্থান থেকে স্রষ্টার দূরত্ব	26
তাদের অন্তরে আল্লাহ্ মোহর মেরে দেন	30
মুশরিকদের যেখানেই পাও হত্যা কর	37
স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করল	44
একটি সাম্প্রদায়িক আয়াত	53
সূর্য কিভাবে পানির নিচে ডুবে গেলে জানুন	57
কুরবানি ঈদ এবং স্রষ্টার মাতব্বরি	63
কুরআন কি মানব রচিত	67
রিলেটিভিটির গল্প	76
কুরআন,আকাশ এবং ছাদ	84
শিশু আয়েশা ও তার ৫১ বছর জামাই	98
কুরআন কি মোহাম্মদের নিজের কথা	113
স্রষ্টা যদি দয়ালুই হবেন তাহলে জাহান্নাম কেন?	118
কুরআন মতে পৃথিবী সমতল নাকি গোল	124
একটি DNA' র জবানবন্দী	134
কুরআনে বিজ্ঞান- কাকতালীয় নাকি বাস্তবতা	149
THE OMNIPOTENCE PARADOX	154
ভেল্কিবাজির সাতকাহন	159

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

একজন অবিশ্বাসীর বিশ্বাস

রুমে ঢুকেই দেখি বায়েজিদ ভাই নামাজে দাঁড়িয়ে আছে, ঢাকা ভার্সিটির হলের দরজা, তাই অনেক সময় খোলাই থাকে,চারিদিকে বই পত্র ছিটিয়ে আছে,বায়েজিদ ভাই মাস্টার্স ফাইনাল ইয়ার আছেন এপ্লাইড কেমেস্ট্রিতে। আমি গিয়ে উনার বিছানায় বসলাম। আমি আরজ, আমি আর বায়েজিদ ভাই একই গ্রামের, আমি মাত্র নতুন ঢাকা ভার্সিটি ঢুকলাম। আমি আর বায়েজিদ ভাই পাশাপাশি রুমে থাকি। বায়েজিদ ভাই আমাকে নিজের ভাইয়ের মত দেখেন। তবে বায়েজিদ ভাই একজন গোঁড়া প্রকৃতির মুমিন বান্দা, অন্যদিকে আমি একজন অজ্ঞেয়বাদী। তবে আমাদের মাঝে অমিল থেকে মিল বেশী।

উনি নামাজ শেষ করে আমাকে বললেন,"কিরে,তুই আজ এত তাড়াতাড়ি?",তোর ক্লাস কি শেষ? আমি বললাম,ক্লাশের কথা রাখেন,আগে বলেন নামাজ পড়ে কি দোয়া চাইলেন? বায়েজিদ ভাই বলল,"এইত নিজের জন্যে,জাতির জন্যে,বিশ্ব বাসীর জন্যে ইত্যাদি"। আমি বললাম,"আপনি তো মুমিন বান্দা,অমুসলিমের জন্যে কি দোয়া চাইতে পারেন?" বায়েজিদ ভাই বললেন,"পারি না কেন? অবশ্যই তার হেদায়েতের জন্যে দোয়া চাইতে পারি"

আরজ -আপনি কি একজন অমুসলিম এবং কাফের জন্যে হেদায়েত ছাড়া অন্য কিছু ব্যাপারে দোয়া চাইতে পারেন বা চেয়েছেন কোন দিন,যেমন ধরেন -তার আর্থিক অবস্থা বা সুস্থতার জন্যে ইত্যাদি?

বায়েজিদ-নাহহ সেরম তো চাই নাই,আর এটা ইসলাম অনুমোদন করেও না।শুধু হয়ত হেদায়েত জন্যেই চাইতে পারি।

আরজ -তাহলে এটা কি করে সকলের জন্যে পক্ষপাতিত্বহীন ভাবে চাওয়া হল? আপনি তো চাওয়ার মাঝেই ঘাপলা বা পক্ষপাতিত্ব করে রেখেছেন?

বায়েজিদ- দেখ,আমার ধর্ম আমাকে যে নির্দেশ দিয়েছে আমি তাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করি।

আমি আর বায়েজিদ ভাইর সাথে বিতর্কে জড়ালাম না।

সেদিন রাতে একসাথে আড্ডা মারার সময়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম- "বায়েজিদ ভাই, আপনারা যে স্রষ্টা বিশ্বাস করেন তা কিসের ভিত্তিতে"

বায়েজিদ ভাই বললেন-"দেখ,বিশ্বাস দু'রকমের হয়,একটা হচ্ছে প্রমাণের ভিত্তিতে বিশ্বাস, আরেকটা হচ্ছে,প্রমাণ ছাড়াই বিশ্বাস। তুই দেখ যে আমাদের বিজ্ঞান কত সীমিত। টলেমির GEOCENTRIC EARTH MODEL থেকে আমরা ভুল বুঝতে পেরে,পেয়েছি কপারনিকাসের HELIOCENTRIC EARTH,এইসব হয়ত তুই জানিস। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে জ্ঞান বা বিজ্ঞান কিন্তু নড়বড়ে। অন্যদিকে সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস হচ্ছে প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাস, যেটা নড়বড়ে নয়,সব সময় একই থাকে। সুরা বাকারায় বলা আছে, "এটা (কুরআন) তাদের জন্যে যারা বিশ্বাস করে"।

আমি বললাম,"প্রথমত আপনি ভুল সংজ্ঞা দিলেন, প্রমাণের ভিত্তিতে বিশ্বাস বলে কিছু হয় না। আমার মতে, প্রমাণ আর বিশ্বাস দুটো পরস্পর সাংঘর্ষিক ব্যাপার। প্রমাণ থাকলে সেটা আর বিশ্বাস হয় না,আবার বিশ্বাস

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

থাকলে সেখানে কোন প্রমানই থাকে না। ধরেন আমি আপনাকে বললাম,সিলেটে এক অঞ্চলে কয়লা খনি পাওয়া গেছে, আপনি কি সাথে সাথে বিশ্বাস করবেন? আপনি হয়ত প্রথমে আমার কথায় বিশ্বাস করবেন সেটা প্রমাণ ছাড়াই,কাছের লোক বলে। কিন্তু আপনি যখন নিজে গিয়ে দেখে আসবেন,যাচাই করে আসবেন,তখন সেটা আর প্রমাণের ভিত্তিতে বিশ্বাস হবে না,সেটা তখন হয়ে যাবে আপনার নলেজ বা পর্যবেক্ষণমূলক অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। আপনি কি সূর্যে বিশ্বাস করেন? নাকি সূর্য আছে এটা আপনার এবং সবার পর্যবেক্ষণমূলক অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, যাতে আপনি আস্থা রাখেন, বিশ্বাস নয়।

অপরদিকে বিজ্ঞান বিশ্বাসের বস্তু নয়, বিজ্ঞান হচ্ছে ফ্যাক্ট,এক্সপেরিমেন্ট, পর্যবেক্ষণ এবং থিওরির বিষয়। আপনি এই কথা বলেন না যে, আমি "থিওরী অভ রিলেটিভিটি" বিশ্বাস করি,আপনি বলেন যে আমি এটা ভালো করে বুঝি এবং এতে আস্থা রাখি। বিজ্ঞানের কোন অথরিটি নাই, কিন্তু বিশ্বাসের,বিশেষ করে ধর্মীয় বিশ্বাসের এক বা একাধিক অথরিটি আছেই এবং এই অথরিটিগুলার কারোর সাথেই কারোর কোন মিল নাই, তাই বিশ্বাসের নড়চড় হয় না, কিন্তু বিজ্ঞানের নড়চড় হয়। তবে সব **বিজ্ঞানেরও যে সবসময় নড়চড় হয় সেটাও ভুল**,এখন কোন বিজ্ঞানী এসে আপনাকে বলবে না পৃথিবী সমতল,যা ধর্মীয় গ্রন্থগুলাতে আছে। বিংশ শতকের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কয়টা প্রতিষ্ঠিত থিওরি ভুল প্রমানিত হয়েছে?

আরজ- আপনি বলুনত বিজ্ঞানের আসল সৌন্দর্য কোথায়?
বায়েজিদ- বিজ্ঞান সবকিছু পরিষ্কার করে ব্যাখা করে।

আরজ- তা ঠিক আছে, তবে বিজ্ঞানের আসল সৌন্দর্য হচ্ছে বিজ্ঞান পরিবর্তনশীল। যে কেউ যখন তখন বিজ্ঞানকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে, যে কেউ বিজ্ঞানকে ভুল প্রমান করতে পারে, বিজ্ঞান সেই সুযোগ টা সব সময় খোলা রাখে। বিজ্ঞান সমালোচনা কে সাদরে গ্রহন করে এবং প্রয়োজনে নিজে পরিবর্তিত হয়। ধর্ম ঠিক তার উল্টো। ধর্মকে সমালোচনা করা যায় না, করা গেলেও একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে এবং ধর্ম চিরন্তন অপরিবর্তনশীল। আপনি খেয়াল করে দেখেন, ইসলামের প্রাচীন কালের অনেক কিছু আজকে পালন করা হয় না এবং এই নিয়ে ইজমা-কিয়াসের অভাব নাই। আপনি বা কেউই এমন কোন গাইড লাইন বানাতে পারবে না যেটা চিরন্তন অনুসরণ করা যাবে। অন্তত ১৪৫০ বছর আগের কোন কিছু তো নয়ই। ABSOLUTE MORALITY বলতে কি আদৌ কিছু সম্ভব? দুনিয়াতে প্রায় ৪০০০+ ধর্ম আছে, দেখবেন যে একই নৈতিকতার ইস্যুতে একেক ধর্ম একেক শিক্ষা দেয়। আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে একই ধর্মের মধ্যে একই নৈতিক ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন আলেমের/পণ্ডিতের মত পাওয়া যায়। সৃষ্টিকর্তা হাজার বছর আগে সব ABSOLUTE MORALITY এক জায়গায় লিখে রাখবেন (i.e. DIVINE COMMAND THEORY),এবং অনন্তকাল মানুষ এটা মানবে,তা হাস্যকর। বিশেষ করে ইসলামের সৃষ্টিকর্তা অনেকবার অনেক কিছু নিজেই পরিবর্তন করেছেন (মানসুখ)। আবার আমরাও ১৪৫০ বছরের আগের অনেক কিছুই এখন পালন করি না (দাসী সেক্স, গনিমতের মাল,পালিত পুত্রের বউকে বিয়ে ইত্যাদি)। যদি ABSOLUTE MORALITY বলে কিছু থাকত তাহলে দেখা যেত একেবারে প্রথম থেকেই সৃষ্টিকর্তা যে আদেশ গুলা দিচ্ছেন তা আর পরে পরিবর্তন হত না, অথবা মুমিনরা সময়ের প্রেক্ষিতে তা নিজেরা রহিত করত না (দাসী সেক্স)। কারণ ABSOLUTE MORALITY সময়, ব্যাক্তি এবং পর্যবেক্ষক নির্ভরশীল নয়। অথচ আমরা দেখতে পারি ধর্ম তাই করে যাচ্ছে। কুরআন আর হাদিসের শিক্ষা থেকে ইজমা-কিয়াস বেশি। এটাও কি বিজ্ঞানের মত "একরকম" পরিবর্তনশীল নয়?

[Quran 2:106] "আমি কোন আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে, আল্লাহ সব কিছুর উপর শক্তিমান?"

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

আল্লাহ বলেন,কুরআন নাযিলের আগেই তা লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ। তাছাড়া, কখন কি নাযিল করবেন তা তো সবজান্তা আল্লাহ আগেই থেকেই জানবেন। তিনি কেনো প্রথমে নিম্ন মানের আয়াত নাযিল করে পরবর্তীতে উক্ত আয়াতের স্থলে এর থেকে উত্তম আয়াত নাযিল করবেন? তাহলে, প্রথমে অধম আয়াতটি নাযিল কেনো করা হয়েছিলো? আল্লাহ নিজেও কি ভুল করেন এবং পরে তা সংশোধন করেন? ABSOLUTE MORALITY কি কখনও পরিবর্তন হতে পারে? তাও সর্বজ্ঞানী স্রষ্টা দ্বারা? আর এভাবে যদি হয়েই থাকে তাহলে সেই লাওহে মাফহুজে কোন কুরআন উনি আগেই লিখে রেখেছিলেন?

আবার দেখেন যে আজকাল এই ধর্মগুলাই আবার প্রয়োজন হলে সেই বিজ্ঞানের সহায়তা নিয়ে নিজের অস্তিত্ব প্রমান করে-এটা কি একরকম ভন্ডামি নয়। যেই বিজ্ঞান পরিবর্তনশীল বলে নির্ভরযোগ্য নয় বললেন,আবার সেই বিজ্ঞানের সহায়তা নিয়েই ধর্মগ্রন্থ প্রমানের চেষ্টা করেন। কুরআনে ভুরি ভুরি বিজ্ঞান পাওয়া যায়,কিন্তু বিজ্ঞান আবিস্কারের পরে,এর আগে নয়। এত এত বিজ্ঞান কুরআনে অথচ সেই হিসেবে মুসলমানদের বৈজ্ঞানিক আবিস্কার/থিওরি একেবারে নাই বললেই চলে। আপনারাই আজকাল কুরআনে এত এত বৈজ্ঞানিক থিওরি পান যে আমার প্রশ্ন জাগে,যদি এর মধ্যে একটা থিওরি পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে কি কুরআনও পরিবর্তন করে ফেলবেন নাকি আবার অর্থ পরিবর্তন করে নতুন ব্যাখা দিবেন। আমাদের দৈনিক জীবনে প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে আমরা বিজ্ঞানের শরণাপন্ন হই,মুসলমানরা তাদের ইসলাম ছড়িয়ে দেয় নাস্তিকীয়/কাফের প্লাটফর্মগুলা ব্যবহার করেই। ইসলাম আজ দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছে,তাতে এই বিজ্ঞানেরই অবদান, অথচ আপনাদের কাছে বিজ্ঞান থেকে ধর্ম বেশি নির্ভরযোগ্য মনে হয়,যার অবদান সভ্যতা বিকাশে চোখেই পড়ে না।

বায়েজিদ ভাই বললেন, “বুঝলাম, তো আমাকে বল বিজ্ঞান দিয়ে কি সব ব্যাখ্যা করা যায়? ধর তোর পরিচিত কাউকে কেউ ধর্ষণ করে দিল, এখন বিজ্ঞান দিয়ে প্রমাণ কর যে ধর্ষণকারীর শাস্তি হওয়া দরকার”।

আরজ- “এটা অপরাধবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানের ভাষায়ও অপরাধ, একইসাথে এটা মোরাল/ নৈতিকতার প্রশ্ন। **কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেকোনো কিছুই করাই অপরাধ**,শুধু সহবাসই নয় এবং এর বিচার পাওয়ার ধারণা ব্যাক্তি স্বার্থের ধারণা থেকেই। ধর্মে ব্যাক্তি স্বার্থের আগে ধর্মীয় স্বার্থ। পুঁজিবাদে নিজের স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সহবাস করলেও তা ধর্ষণ হবে কিন্তু ধর্মে এই রকম আইডিয়াই নাই। উল্টো স্বামী ডাকা মাত্রই তাকে ছুটে যেতে হবে স্ত্রীর কাছে সহবাসের জন্যে যা ব্যাক্তি স্বার্থের বিরোধী এক নীতি। আর জোর পূর্বক সহবাসের মাধ্যমে শারীরিক ক্ষতিও হয়, তাই অপরাধ বিজ্ঞানের ভাষায়ও এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এছাড়া ধর্ষণ,খুন করা ইত্যাদি খারাপ, এসব ন্যাচারালি আমাদের মন প্রডিউস করে।একজন শিশু যে এসব বুঝেই না,যে ধর্মে কী আছে জানেই না,তাকে হাতে ছুড়ি দিয়ে খুন করতে বললেও সে ইতস্তত বোধ করবে।

(Your conscience works much better if there's no god to forgive you to offer vicarious redemption. Religion also blunts our desire for justice by reassuring us that all accounts will be settled in Cloud Cuckoo Land after we die. So if you stop searching for your soul and god, and concentrate instead on your humanity, your inbuilt awareness of good and bad will come into much sharper focus)

আর অপরাধ বিজ্ঞান এবং ফরেনসিক বা CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE দিয়ে খুব ভালো করে প্রমান করা যাবে যে ধর্ষণ সংঘটিত হয়েছে। এখন আপনার কাছে আমার পাল্টা প্রশ্ন, ধর্ষনকারীর শাস্তি হতে হবে এই ব্যাপারে তো কারোই দ্বিমত নাই,কিন্তু ধর্ষণ (অথবা ব্যাভিচার) যে সজ্ঘটিত হয়েছে সেটা তো সবার আগে

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

প্রমান করতে হবে,তাই না? তো এই ব্যাপারে আপনার ধর্ম কিভাবে সমাধান দেয়, যেটা বিজ্ঞান দিতে পারে না?

বায়েজিদ ভাই- ইসলাম অনুযায়ী ৪ জন পুরুষ সাক্ষী হাজির করাতে হবে (বেশিরভাগ আলেমের মতে), তাহলেই হয়ে যাবে, ব্যাস।

আমি হো হো করে হাসলাম কিছুক্ষণ৷ তারপর বললাম, “ধরেন, একটা মহিলা মাদ্রাসায় ১০ জন সন্ত্রাসী প্রবেশ করে দরজা জানালা সব লাগিয়ে দিয়ে সব মোমেনাকে ধরে গনধর্ষণ চালাল এবং মাদ্রাসার দুজন পুরুষ প্রহরীকে বেধে রাখল এক রুমে। এখন আপনি আপনার ‘সকল কিছুর সমাধানকারী ইসলাম’ দিয়ে কিভাবে অপরাধ প্রমাণ করবেন”

বায়েজিদ ভাই মাথা চুলকাতে লাগল। “মাদ্রাসায় পুরুষ আছে মাত্র ২জন প্রহরী আর বাকি সব মেয়ে। এক্ষেত্রে কি করা যেতে পারে? এতগুলা মেয়ে এবং ২ জন মাত্র পুরুষের সাক্ষী তো ইসলাম গ্রহন করবে না”।

আমি বললাম,“১৪৫০ বছর আগের একটা নিয়ম যে এখন কত অসহায় এবং অচল, আপনাদের ধর্ষণের প্রমাণই তার প্রমাণ। প্রথমত ধর্ষণের মত এত গুরুতর একটা অপরাধের কথা আপনার কুরআনে নাই,কুরআনে ব্যাভিচারের কথা বলা আছে। রাসুলের একটা হাদিস আছে যেখানে উনি বলেছেন যে সাক্ষী তাদের কেই গণ্য করা হবে যারা ধর্ষিতার যোনিতে লিঙ্গ প্রবেশ করতে নিজে দেখেছে, সেই ক্ষেত্রে দুজন পুরুষ হলেই হবে না,তাদের একেবারে চোখের সামনে ধর্ষণ/ব্যভিচার দেখতে হবে। আরো হাস্যকর হচ্ছে, যদি সাক্ষী যোগার না করা যায় বা সম্পূর্ণ ৪ জন না হয়,তখন উল্টো ভিকটিম শাস্তি পাবে “নিরীহ ধর্ষণকারিদের!” অপবাদ দেয়ার কারনে। আপনি বলেন তো, কোন ব্যভিচারী বা ধর্ষণকারী এভাবে চোখের সামনে চারজন পুরুষ রেখে অপরাধ করে!!! এই আজগুবি আইন করে রাসুল তার শিশু বউ আয়েশাকে রক্ষা করেছিল আমরা তা খুব ভাল করেই জানি। আর বিজ্ঞান চাইলে ১০০ বছর আগের অপরাধও এখন বের করে ফেলতে পারে প্রমাণসহ। এক্ষেত্রে আপনার ধর্ম শুধু অচলই নয়,হাস্যকরও বটে। তাই বিজ্ঞানই একমাত্র এখানে সমাধান দিতে পারে এবং বাস্তবে আপনারা মুসলিমরা নিজেরাই সেই বিজ্ঞানের কাছেই দ্বারস্থ হচ্ছেন অপরাধ প্রমাণের জন্যে। অপরাধ প্রমানের জন্যে আপনাদের মুসলমানদের বিজ্ঞানের কাছে যাওয়া ছাড়া গতিও নাই”

আরও আশ্চর্য হবেন জেনে যে ধর্ষণের মত জঘন্য অপরাধেও শুধুমাত্র মোহরানা দিয়ে ছাড় পাবার মত হাদিস (ফিকহ) আছে। এইসব কি এই যমানায় মানুষ মানবে?

রেওয়ায়ত ১৪. ইবন যুহরী (রহঃ) হইতে বর্ণিত, আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান জবরদস্তিভাবে যিনা করান হইয়াছে এমন স্ত্রীলোকের ফয়সালা এই দিয়াছেন: ব্যভিচার যে করিয়াছে ঐ স্ত্রীলোকটিকে মোহর দান করিবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমাদের নিকট এই ফয়সালা যে, যদি কেহ কোন স্ত্রীলোকের উপর জবরদস্তি করে, চাই সে কুমারী হউক অথবা অকুমারী, যদি সে স্বাধীন হয় তবে তাহাকে মাহরে মিসাল দেওয়া আবশ্যক। আর যদি যে দাসী হয় তবে যিনার দ্বারা যে মূল্য কম হইয়াছে তাহা আদায় করিতে হইবে এবং ব্যভিচারীর শাস্তিও সঙ্গে সঙ্গে হইবে এবং উক্ত স্ত্রীলোকের উপর কোন শাস্তিও হইবে না। আর যদি ব্যভিচারী গোলাম হয় তবে মনিবের জরিমানা দিতে হইবে। কিন্তু যদি গোলামকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিয়া দেয় তবে ভিন্ন কথা। (মুয়াত্তা মালিক,ইসলামিক প্রকাঃ, নাঃ ১৪৩৫)

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

বায়েজিদ ভাই একটু লজ্জা পেয়ে নড়েচড়ে বসল, উনি বললেন,"কিন্তু তুই তো না দেখেই অনেক কিছু বিশ্বাস করিস,এই যেমন ধর-তুই কি প্রমাণ করতে পারবি তুই তোর নিজের বাবার সন্তান? তুই কি দেখেছিস তোর মা আর কারো সাথে দৈহিক সম্পর্ক করেছিল কিনা?"

আরজ- -"আপনি কি ঘোরার ডিম বিশ্বাস করেন?"

বায়েজিদ - "নাহ ঘোড়া ডিম পারে না,বাচ্চা প্রসব করে"

আরজ- "ঠিক তেমনি, যৌন সম্পর্ক ছাড়া যেহেতু বাচ্চা জন্ম নেয়া সম্ভব না,তেমনি আমার যে একজন BIOLOGICAL FATHER আছে সেটা একদম পরিষ্কার। আর বাবাকে কেউ জিগ্যেস করে না,সে বাবা কিনা,এটা সামাজিক সম্পর্ক। এইরকম বাস্তব প্রমাণের সাথে আল্লাহকে না দেখে বিশ্বাস করার তুলনা বোকামি। তাহলে আমিও একই ভাবে বলতে পারি,আমাদেরও একজন BIOLOGICAL GOD আছে যিনি কারো সাথে সেক্স করে আমাদেরকে জন্ম দেন, তাই না?

এছাড়া যদি খুব প্রয়োজন হয়ই,তখন আমরা এটা **DNA TEST** করে বের করে ফেলতে পারি খুব সহজেই,এই আপনারা মুমিনরাই বিপদে পড়লে বিজ্ঞানের কাছে দৌড়ে যান পরিচয় বের করতে। আর আমাদের এখনকার সমাজ ব্যবস্থায় মায়ের স্বামীই যে বাবা হবে তা বুঝতে জ্যোতিষ লাগে না। এছাড়া বাবা-মার সাথে সন্তানের বাহ্যিক চেহারা এবং গড়নেও মিল থাকে। তবে আমার কাছে এর থেকেও ভালো একটি ব্যাখা আছে;

প্রথমত আপনাকে বুঝতে হবে আমি কাকে বাবা এবং মা বলি। আমি তাকেই বাবা বা মা বলব যিনি আমাকে ছোটবেলা থেকেই লালন পালন করে আসছেন। যাদের আদর এবং ভালবাসা আমি নিজেই প্রত্যক্ষ করেছি,তাকেই আমি বাবা এবং মা বলব,এখন সে যদি আমার আসল BIOLOGICAL PARENTS নাও হয়ে থাকে,এতে আমার কিছু যায় আসেও না। কারণ যে আমাকে সময়মত লালন পালন করেই নাই তার জন্যে আমার বিশেষ কোন অনুভূতি নাই। কারন জনক আর পিতা/মাতা এক জিনিস নয়। এক্ষেত্রে আমার নৈতিকতার স্ট্যান্ডার্ড বা মানদণ্ড আপনার এবং আপনাদের ধর্ম থেকে অনেক অনেক উপরে। দুনিয়াতে ৪০০০+ ধর্ম আছে,সবাই নিজেরটা কে আসল বলে মানে,বাকিগুলা সব ভুয়া বলে, সেই হিসেবে দুনিয়ার বেশি সংখ্যক মানুষের মতেই আপনার ধর্ম ভুল। তাই ধর্ম বিশ্বাস করার থেকে নিজের বাবা-মাকে "বিশ্বাস!!" করা বা সনাক্ত করা অনেক সহজ।

আরজ- আপনি বলুন তো,একজন ইয়াতিম/দত্তক ছেলে মেয়ের ব্যাপারে আপনার ধর্ম আপনাকে কি বলে?

বায়েজিদ- অবশ্যই তাদের ভালবাসা ও অধিকার দেয়ার কথা বলে।

আরজ- হা হা, ভালবাসা আর অধিকার!! শুনুন আমার জানামতে সারা দুনিয়ায় একমাত্র ধর্ম ইসলাম যা কিনা সন্তান দত্তক বা ADOPTION অনুমোদন করে না, এই ব্যাপারে কিছু বিতর্ক থাকলেও, বেশির ভাগ আলেমরা একমত । আর কেউ সন্তান দত্তক নিলেও তাকে নিজের আপন ছেলে/মেয়ের মত বড় করতে পারবে না, তাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হবে, এমনকি তার দত্তক বাবার নামের সাথে মিল রেখে নাম রাখতেও পারবে না,দত্তক বাবা-মার পরিচয়ে সে বড় হতে পারবে না, বাচ্চার বয়স যদি ২ বছরের অধিক হয়, তার নিজের দত্তক মা এবং তার মেয়ে (বোনের) কাছে গায়রে মাহরম হয়ে যাবে, মানে তার নিজের দত্তক মা ও বোনরা তার সামনে পর্দা করবে, তাকে এড়িয়ে চলবে। এমনকি পালিত সন্তান লালন-পালনকারীকে "বাবা অথবা মা" বলে সম্বোধন করাও অনুত্তম ও অনুচিত বলে অনেকের মত, কি অমানবিক চিন্তা করুন (আহকামুল

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

কোরআন:৩/২৯২)। আরো আজগুবি হচ্ছে, আপনি একটা শিশু মেয়েকে “নিজের সন্তানের মত” বড় করে, এরপর ইচ্ছা করলে তাকে বিয়ে করতে পারবেন! (ইরানে দত্তক মেয়েকে বিয়ে করা যাবে মর্মে একটি বিলও পাশ হয়েছিল বহু আগে, পরে বাতিল হয়),কত জঘন্য এবং অমানবিক চিন্তাভাবনা এটা! রাসুলও তার নিজের মেয়ের মত বউমাকে বিয়ে করেছিল। কুরআনে FOSTER DAUGHTER/MOTHER কে বিয়ে করতে নিষেধ আছে (৪:২৩), কিন্তু কি কারনে সর্বজ্ঞানী আল্লাহ FOSTER FATHER ব্যাপারটা এড়িয়ে গেলেন তা বোধগম্য নয়? এমনকি ADOPTION শব্দটাই কুরআনে নাই, আছে FOSTER. এই নিয়ে এমনকি ফতোয়াও পাওয়া যায় আজকাল (সুত্রঃ ফতোয়া নাম্বারঃ ৩৯৩৪৯,AskIMAM.org)

এর মানে হচ্ছে,শিশুকাল থেকেই তাকে প্রতি পদে পদে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিবে- তুমি একজন বাইরের মানুষ!! অন্যদিকে সারা দুনিয়ায় মানুষ সন্তান দত্তক নিয়ে একটা শিশুর সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করছে,এছাড়া এটা নিঃসন্তান দম্পতিদের জন্যে একটা সুন্দর সমাধানও।চিন্তা করে দেখেন যে আপনি একটা ছোট নিষ্পাপ শিশুকে অবহেলা করলেন শুধু এইজন্যে যে আপনার ধর্ম আপনাকে নিষেধ করেছে।আধুনিক যুগে আমরা শুধু সন্তান দত্তকই নেই না,আমরা সেই সন্তানকে একেবারে নিজের সন্তানের মত করে বড় করি**,** বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাবা-মা রা সন্তানকে বুঝতেও দেন না যে**,** সে দত্তক সন্তান। অথচ ইসলাম এই মহৎ কাজটিকে শুধু এই জন্যেই হারাম করে দিয়েছে, কারণ রাসুল তার নিজের পালিত পুত্রের বউকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। এখন ইসলাম বাঁচাতে অনেক আলেম দত্তক নেয়াকে হালাল করার চেষ্টায়ও আছেন”

বায়েজিদ ভাই- তুমি যেটা জান না,তা নিয়ে কথা বইল না, রাসুল তার পালিত পুত্রের বউকে বিয়ে করেছিল একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্যে, তখন কেউ পালিত পুত্রের বউকে বিয়ে করত না

আরজ--হা হা হা, আইন প্রণয়ন করা জন্যে উনাকেই বিয়ে করতে হবে কেন, আল্লাহ একটা আয়াত নাজিল করলে তো আরো শক্তিশালী হতো ব্যাপারটা, মানুষ কি আল্লাহর আয়াতও পাত্তা দিত না বলতে চাচ্ছেন? এছাড়া উনার নিজের মুখের কথাই তো মানুষ অন্ধের মত মান্য করত। কিন্তু এই ক্ষেত্রে নিজের পালিত পুত্রের বউ কে বিয়ে করেই উনাকে আইন বাস্তবায়ন করতে হবে কেন? এইসব জোড়াতালি মার্কা কুযুক্তি কি এই যমানায় চলে?

ধরেন আপনি দেশের একমাত্র প্রধান কেউ – একনায়কতন্ত্র চলছে এবং আপনার অলরেডি অনেকগুলা বউ আছে,আপনার একটা দত্তক মেয়েও আছে,দেশে কেউই নিজের দত্তক মেয়েকে বিয়ে করার প্রথা নাই। আপনি চাচ্ছেন দেশের মানুষ এই প্রথা থেকে বের হয়ে আসুক,তো আপনি কি করবেন? দত্তক মেয়েকে বিয়ে করা হালাল এই মর্মে আইন জারী করবেন নাকি আইন করার আগেই নিজের দত্তক মেয়েকেই বিয়ে করে বাস্তবায়িত করে দেখাবেন? বর্তমান সমাজে এই কাজ করলে অনেক বড় বিপদ হবে! নিজের পালিত পুত্রের বউ কি নিজের মেয়ের মতই না?

আপনি কি জানেন,বিখ্যাত ইসলামিক পন্ডিত,ইতিহাসবিদ ও মুফাসসির আত তাবারি বর্নিত মোহাম্মদের জীবনী তে উল্লেখ আছে এই কাহিনী। একদা মহানবী তার পালিত পূত্র জায়েদের বাড়ীতে গেলেন তার সাথে দেখা করতে। জায়েদ তখন বাড়ীতে ছিল না। ঘরে তার স্ত্রী জয়নাব চামড়া রং করছিল। তার পোশাক ছিল সল্প বসনা / উন্মোচিত। দরজার ফাক দিয়ে মোহাম্মদের নজর সল্প বসনা জয়নাবের ওপর পড়ল। আকর্ষণীয় দেহ বল্লরীর অধিকারী জয়নাবকে দেখে মোহাম্মদের মনে আলোড়ন সৃষ্টি হলো ও তিনি মুচকি হাসি উপহার দিলেন। অত:পর তিনি বিড় বিড় করতে করতে চলে গেলেন,জয়নাব শুধু শুনতে পারল-আল্লাহ যে কখন কার মনকে পরিবর্তন করে দেন। এর ফলে জয়নাব বুঝে গেল মোহাম্মদ তার প্রেমে পড়ে গেছেন।এর

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

পর জায়েদ বাড়ীতে আসার সাথে সাথেই জয়নাব মোহাম্মদের এ প্রেমের খবর খুব গর্বের সাথে অবগত করে।জায়েদ কাল বিলম্ব না করে মোহাম্মদের সকাশে হাজির হয়ে পেশ করে- আমি জয়নাবকে তালাক দিয়ে দিচ্ছি, আপনি তাকে বিয়ে করুন।

এর থেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে আল্লাহপাক কুরানে নিজেই বলে দিয়েছেন যে রাসুলের মনে মনে নিজের বউমার প্রতি প্রেম/ভালবাসা/ বিশেষ কিছু ছিল, এর থেকে স্পষ্ট আর কি হতে পারে?

“আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন; আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন; তাকে যখন আপনি বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর। আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দেবেন আপনি লোকনিন্দার ভয় করেছিলেন অথচ আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত। অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোন অসুবিধা না থাকে” (৩৭, সুরা-আল আহযাব)

লক্ষ্য করে দেখুন আলোচ্য আয়াতে সবার প্রথমেই রাসুলের মনের খায়েস/বিশেষ কিছুর ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, এরপর যায়েদের সাথে যয়নবের তালাকের কথা আল্লাহ বলেছেন। এর থেকে স্পষ্ট আর কি হতে পারে?

কল্পনা করুন একজন বিজ্ঞ,সচেতন,মানবিক এবং ঐশ্বরিক পিতার বক্তব্য কি রকম হতে পারেঃ

জায়েদ- ‘আব্বা হুজুর,আপনার পূত্র বধু বলেছে আপনি নাকি তার প্রেমে পড়েছেন। আমি আপনার জন্য সব কিছু উৎসর্গ করতে পারি। তাই আমি আপনার জন্য আমার স্ত্রীকে তালাক দিতে চাই যাতে আপনি আপনার পূত্র বধূকে বিয়ে করে সুখী হতে পারেন’।

মোহাম্মদ-‘হে পুত্র,আমার পুত্র বধুকে তালাক দিও না। তুমি তার সাথে সুখে ঘর কর, যা হবার হয়েছে, আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করব,যাতে তোমাদের দুজনকে আবার এক করে দেন, আল্লাহ সর্বশক্তিমান, উনি চায়লে তোমাদের আবার এক করে দিতে পারে। আর তোমার বউ আমার মেয়ের মত,আমি কখনই তাকে বিয়ের করার কথা চিন্তাই করি না’

এই জায়েদ কে মোহাম্মদ কাবার সামনে আল্লাহর নামে শপথ করে দত্তক নিয়েছিলেন এবং পরে আবার পর করে দিয়েছিল, অথচ শপথ রক্ষার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্পাক (এবং হাদিস) বলেন-

“তোমদের বৃথা শপথের জন্যে আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করবেন না কিন্তু যেসব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃত ভাবে কর তার জন্যে পাকড়াও করবেন” (সুরা মায়েদাহ,৮৯)

রাত অনেক হয়ে গেছে, বায়েজিদ ভাইয়ের মানসিক অবস্থা সুবিধার মনে হচ্ছিল না,তাই সেদিনের মত সেখানেই ক্ষান্ত হয়ে ফিরে গেলাম, লক্ষ্য করলাম বায়েজিদ ভাই যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন! আমি যে বেরিয়ে গেলাম উনি তা খেয়ালই করেন নাই।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

তাকদির বনাম স্বাধীন ইচ্ছা

আমি ছুটিতে বাড়ী চলে যাওয়ায় অনেক দিন ধরে বায়েজিদ ভাইয়ের সাথে দেখা হচ্ছে না। ভার্সিটি হলে এসে ভাবলাম বায়েজিদ ভাই হয়ত আমার উপর খানিকটা বিরূপ হয়ে আছেন। ধর্ম নিয়ে আসলে গোঁড়া টাইপ মুমিনদের সাথে কোন রকম বিতর্কে যেতে হয় না,কারণ তারা ছোটবেলা থেকেই একটা ECHO CHAMBER মধ্যে থাকে, সেখান থেকে বের হয়ে আসতে লাগে অনেক পরিমান সাহস এবং নতুন কিছু মেনে নেয়ার RECEPTIVITY/গ্রহণযোগ্যতা। আহমেদ শরীফ বলেছিলেন যে,"নিধার্মিক হওয়া সহজ নয়।এ এক অনন্য শক্তিধর অভিব্যক্তি। কেননা বিশেষ জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও মনোবল না থাকলে নিধার্মিক হওয়া যায় না। আশৈশব লালিত বিশ্বাস, সংস্কার, আচার-আচারন,রীতিণীতি পরিহার করা সাধারনের পক্ষে সম্ভব নয়,কেবল আসামান্য নৈতিক শক্তিধর যুক্তিবাদী মানুষের পক্ষেই তা সহজ।"

এত ভালো একটা সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেল কিনা সেই জন্যে আমি বেশ আপসেট হয়ে আছি। ভাবলাম সন্ধ্যায় যাব বায়েজিদ ভাইয়ের রুমে। উনার জন্যে দেশ থেকে কিছু পিঠাও নিয়ে আসছি এবার।

সন্ধ্যায় বায়েজিদ ভাইয়ের রুমে গিয়ে দেখি বায়েজিদ ভাই একটা বই পড়ছেন, RICHARD DAWKINS এর বই-THE GOD DELUSION. আমিতো আকাশ থেকে পরলাম। বায়েজিদ ভাই আমাকে দেখে আজকে একটু বেশিই আবেগ দিয়ে আলিঙ্গন করলেন,এরপর অতি যত্নে কফি বানিয়ে বললেন, "তুই এত লেইট করলি কেন এইবার,দেশে গেলে আর আসতেই মন চায় না নাকি?" আমিতো তার এই আচমকা চারিত্রিক পরিবর্তনে বেশ তাজ্জব,কি বলব বুঝতেই পারছি না। আমি বললাম, "আপনার কেমন যাচ্ছে আজকাল, মাগরিবের টাইম, নামাজ পড়বেন না?"

বায়েজিদ ভাই বললেন,"নামাজ তো কতই পড়লাম জীবনে,এখন একটু রেস্ট নেয়ার দরকারও তো আছে", এই বলেই উনি হো হো করে হেসে উঠলেন। আমি তখনও হা করে বসে আছি। উনি আমাকে বললেন, "আমি একটু বাইরে যাচ্ছি কিছু কেনাকাটা করে আসি, তুই থাক, কফি শেষ কর।" এই বলেই উনি চলে গেলেন।

আমি উনার আচরনের এই আমুল পরিবর্তন অনুসন্ধান করার প্রয়াসে উনার একটা ডায়েরির দিকে চোখ দিলাম। উনার এই ডায়েরি তে আমার একসেস ছিল। আমি গিয়ে ডায়েরিটা নিয়ে খাটে বসলাম।

তার ডায়েরিতে একটা ঘটনা পরে আমি সব বুঝতে পারলাম,ঘটনাটা ঠিক এভাবে লিখা উনার ভাষায়-

কয়েক দিন আগে কেমেস্ট্রির আবুল স্যার আমাকে দাঁড় করালেন। বললেন,'তুমি কি ভাগ্য বা তাকদিরে বিশ্বাস কর?" আমি বিরক্ত হলাম, কারণ আবুল স্যার তাবলীগ-জামাত করেন,উনার প্রবণতা হচ্ছে সব খানেই ইসলাম প্রচার করে বেড়াবেন। ক্লাসে এইসব ব্যাপারে কথা বলা একদমই আপত্তিকর। আমি বললাম,"জি না স্যার আমি এইসবে বিশ্বাস করি না। তাকদির বলে কিছু থাকা সম্ভব নয়।" স্যার বললেন, " কেন সেটা আরেকটু ব্যাখ্যা কর সবার জন্যে"

বায়েজিদ- স্যার আমরা তো জানি যে স্রষ্টা সব কিছুই জানেন,বিশেষ করে ইসলামের স্রষ্টা তো সব কিছুই আগেই লিখে রেখেছেন,তো ধরেন আজকে একজন খুনি যদি খুন করে, তাহলে তাকে কেন দোষ দেয়া হবে,স্রষ্টা তো আগেই সব লিখে রেখেছেন,এতে তার দোষ কোথায়? আমার তাকদির তো উনিই লিখেছেন,আমারে ভিতরে প্রোগ্রাম সেট করা,আমি সেভাবেই কাজ করি।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

স্যার একটু মুচকি হেসে বললেন, "আমি যেহেতু তোমাদের শিক্ষক আমি জানি তোমাদের কে কতটা পড়ালেখা কর, আমি জানি তোমাদের কার মেধা কত। এখন ধর আমি আগে জানি যে ক্লাসে কে প্রথম হবে, কে হবে দ্বিতীয় ইত্যাদি। এখন পরীক্ষার রিজাল্টে দেখা গেল আমি যা যা ভেবেছি সব রেজাল্ট সেরকমই হয়েছে। এখন তার মানে কি এই যে আমি আগেই ভেবেছি বা জানতাম বলেই তারা এমন রেজাল্ট করেছে? তারা কিন্তু তাদের মত করে পরীক্ষা দিয়েই ফলাফল পেয়েছি,আমি আগে জানতাম বলে নয়"

ক্লাসে শুনশান নিরবতা, সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছি,আমি কি জবাব দেই এই জন্যে।

বায়েজিদ - "স্যার আপনি একজন মনুষ্য শিক্ষক,আপনি বেশির বেশি একজন ছাত্র সম্পর্কে আন্দাজ বা EDUCATED GUESS করতে পারেন। কিন্তু আপনি ১০০ ভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে ক্লাসের ১০০ ভাগ ছাত্রদের ব্যাপারে বলতে পারেন না। শুধু তাই নয়,মানুষ মাত্রই ভুল,আপনার বেশির ভাগ ধারণা ভুল হবে এটাই স্বাভাবিক। কেউ হয়ত হঠাৎ করে পড়া-লিখায় ভালো হয়ে গেল, আবার মেধাবি ছাত্র পরিস্থিতির কবলে পরে খারাপ করে বসল। আপনি কিন্তু আমাদের পড়ালেখা করিয়ে দেন না,তাই আমাদের ব্যাপারে আপনার ভুল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আপনি তো নিশ্চয়ই স্রষ্টার মত নির্ভুল হতে পারবেন না;তাহলে স্রষ্টাই হয়ে গেলেন।

কিন্তু স্রষ্টা কিন্তু এমন নয়,উনি যা যা লিখে রেখেছেন,প্রথম সেটা ১০০% ছাত্রদের ক্ষেত্রে ১০০% মিল হবে,দ্বিতীয়ত আমরা তাই করব যেটা উনি লিখে রেখেছেন।এখানে ০.১% ভুল হওয়ারও কোন সম্ভাবনা নাই। আমার স্বাধীন চিন্তা দিয়ে আমি যাই করি না কেন,সেটা উনি নিজেই আগেই লিখে রেখেছেন হুবুহু। এখন আপনি আমাকে বলেন, যদি কোন পরীক্ষক তার পরীক্ষার রেজাল্ট ১০০% আগে থেকেই জানে,তাহলে সেই পরীক্ষা নেয়ার যথার্থতা কিভাবে থাকে?
আর সেখানে স্বাধীন চিন্তা থাকার যৌক্তিকতাও বা কি? **স্বাধীনচিন্তা সেখানে কিভাবে কাজ করে যার ফলাফল হুবুহু আগেই জানা আছে।** এছাড়া একজন মনুষ্য শিক্ষকের সাথে স্রষ্টার তুলনা করা মানে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের সাথে মানুষের তুলনা করা, এটা একটা FALSE ANALOGY FALLACY বা কুযুক্তি"

আচ্ছা আপনি বলুন যে,"আল্লাহ যেটা জানেন,সেটা কি আমি চেনজ করতে পারব?
বা আল্লা যেটা লিখে রেখেছেন (লাউহে মাহফুজে) সেটা কি আমি কি চেনজ করতে পারব?"

স্যার বললেন, "নাহ, চেনজ করা সম্ভব নয়"।

আমি বললাম,"ধরুন যে,আপনি কি করবেন সেটা অনেক আগেই আমি ভবিষ্যৎবাণী করতে পারি,এমনকি আপনি স্বাধীন চিন্তা দিয়ে 'কাজটি ইচ্ছা করারও' অনেক আগেই আমি বলে দিতে পারি। এবং **আপনার কাজ কোনভাবেই আমার ভবিষ্যৎবানীর থেকে আলাদা হওয়ার সম্ভবই না**, একেবারে আমি যা যা বলব,আপনি ১০০% ঠিক তাই করবেন।এক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন আপনার স্বাধীনচিন্তা আছে বা এভাবে স্বাধীনচিন্তা শক্তি থাকার **কোন যথার্থতা আছে**?"

স্যার মাথা চুলকাতে লাগলেন।

আমি আরো বললাম, "আর যদি আমি স্বাধীন ইচ্ছা দিয়ে আমার কাজ বা ইচ্ছা পরিবর্তন করতেই পারি,তাহলে উনি আর সর্ব জ্ঞানী হন না। ব্যাপারটা পরস্পর বিরোধী। উনাকে সর্বজ্ঞানী হতে হলে অবশ্যই আমার স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির উপর হস্তক্ষেপ করতেই হবে,উনাকে আগেই জানতে হবে আমি অপশন A এবং

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

অপশন B এর মধ্যে কোনটা পছন্দ করব, এবং আমি ১০০% সেটাই করব উনি যা জানেন,এর বাইরে আমি করব না অথবা করার কোন সুযোগই নাই। এটাকে বলে PARADOX OF FREE WILL.

তার মানে দাঁড়াচ্ছে- স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আসলে স্বাধীন নয়- FREE WILL IS NOT FREE IN REALITY.

আবার ধরুন যে স্রষ্টা যেহেতু নির্ভুল ভাগ্য লেখক, উনি আগেই জানতেন যে একজন খুনি বা হিটলার জন্ম নিবে এবং সে মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ কে হত্যা করবে। উনি কিন্তু চায়লে এই হত্যাকাণ্ড রুখতে পারতেন, কিন্তু উনি কিছু করেন নাই। স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি থাকার কোন মানেই নাই, যদি আপনার স্বাধীন চিন্তার সাথে স্রষ্টার পূর্বের লিখা/চিন্তা ১০০% এক হয়ে যায়। স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির যথার্থতা তখনই থাকবে যখন আমার স্বাধীন চিন্তার ফলাফল কেউ আগে জানবে না,এমনকি স্রষ্টাও না।

'আচ্ছা স্যার,আপনি কি মনে করেন যে আল্লাহর নিজের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে?'

স্যার- কেন নয়,উনি সর্বজ্ঞানী, উনার অবশ্যই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে'

-ধরেন যে, আল্লাহ ৫ সেকেন্ড পরে যে কাজটি করতে যাচ্ছেন, সেটা কি উনি আগেই জানেন, ধরেন শুন্য'তম সেকেন্ডে উনি কি জানেন যে ৫তম সেকেন্ডে উনি কাজটি করবেন?

-অবশ্যই জানেন সে।

-তাহলে ঠিক ৫তম সেকেন্ডে এসে আল্লাহ কি তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে কাজটি 'না' করতে পারবেন?

-অবশ্যই পারবেন,উনার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে, উনি কাজটি নাও করতে পারবেন।

-তাহলে স্যার উনি সর্বজ্ঞানী কি করে হলেন? যদি উনি কাজটি না করেন,তাহলে উনি আগে থেকে জানেন না যে উনি কি করবেন,উনি সর্বজ্ঞানী নয়।আবার উনি জদি ৫তম সেকেন্ডে এসে সত্যিই কাজটি না করতে পারেন,তার মানে দাড়ায় উনার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বলে কিছু নাই, আর স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নাই মানে উনি সর্বশক্তিমানও নয়। আপনি কি বুঝতে পারলেন প্যারাডক্সটা?

হতে পারে রাসুল নিজেও এই ভেজালের ব্যাপারটা টের পেয়েছিলেন, কারণ আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত,'একবার তারা তাকদির (ভাগ্য লিখন) নিয়ে তর্কে লিপ্ত হলে নবীজি প্রবেশ করে তাদের বিতর্ক শুনে অনেক রেগে যান এবং তিনি বলেন,'তোমাদের কি এই বিষয়ে হুকুম করা হয়েছে, নাকি আমি এই নিয়ে তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি। তোমাদের পূর্ববতী লোকেরা এই নিয়ে বিতর্ক করে ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে বলছি ,তোমরা এই নিয়ে কখনও বিতর্কে লিপ্ত হইয়ো না- সূনান আত তিরমিজি (তাহকীককৃত),হা/২১৩৩।

কোথায় উনি একটা ভেজালের ব্যাপারে স্পষ্ট করে দিবেন সবাইকে,তা না করে উনি উল্টা সবাইকে বকা দিয়ে থামিয়ে দিয়ে 'শাক দিয়ে মাছ' ঢাকলেন। উনি জেনে বুঝে সবাইকে অস্পষ্টতায় রেখে দিলেন কেন? কি নিয়ে উনার শঙ্কা হয়েছিল? আর এটা এমন কি জিনিস রে বাবা যার জন্যে পূর্বে আবার অনেকে ধ্বংসও হয়ে গেছে!! হা হা, উনি বুঝতে পারেননি হাজার বৎসর পর জ্ঞানী মানুষরা এইসব ধরে বসবেন।

স্যার চিন্তায় পড়ে গেলেন!!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

বায়েজিদ- ‘এছাড়া স্যার,আপনি যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির কথা বলছেন,এই ‘স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির বা LIBERTARIAN FREE WILL’ আসলে বাস্তবে সম্ভবও নয়,এটা আসলে একটা ইলুসন বা ভ্রম’

স্যার ভ্রূ কুচকে বললেন,‘এটা কিভাবে সম্ভব?’

‘স্যার,আমরা ‘স্বাধীন ইচ্ছশক্তি দিয়ে কোন কিছু করি না,আমরা শুধু সেটাই করি যেটা আমরা ‘করতে চাই’ এবং যেটা আমরা করতে বাধ্য হই। আপনি কি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে চাইবেন যে আপনার বাবা বা মাকে আঘাত করতে? চাইবেন না,কারণ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি থাকলেও আপনি তা চান না। আপনার চাওয়ার উপর আপনার কোন কন্ট্রোল নাই। আপনি আপনার পিতা-মাতার গায়ে হাত তোলাকে ‘আপনার চাওয়া’ তে রুপান্তর করতে পারবেন না, কারণ আপনি তা চান না। আমরা যা যা কনশাস সিদ্ধান্ত নেই তার পিছনে কোন ANTECEDENT CAUSE/PRECEDING EVENT/পূর্বগামী ঘটনা থাকে, এবং সেগুলার উপর আমাদের হাত নাই।

আমাদের সকল কনশাস সিদ্ধান্ত আগেই নির্ধারণ করা থাকে। আপনি পানি খাবেন, কারণ আপনার পিপাসা পেয়েছে,তাই আপনি পানি খেতে চান।এখন অবশ্যই আপনি চাইলে পানি না খেতেও চাইতে পারেন, তবে সেটাও হবে “আপনার পানি না খাওয়ার স্বাধীন ইচ্ছাকে” আপনার চাওয়াতে রুপান্তর করা। আপনি চিন্তা করুন,যে আপনি কিছু চান,এখন চেষ্টা করুন সেটা “না চাইতে”, আবার একই ভাবে চিন্তা করুন,কিছু “না চাইতে”,এইবার চেষ্টা করুন সেটা “চাইতে”,দেখেন পারেন কিনা?

আপনি যা চান তাই করেন,কিন্তু আপনি কি চাইবেন সেটার উপর আপনার নিয়ন্ত্রণ নাই। ব্যাপারটা বেশ জটিল এবং ফিলসফিক্যাল। অল্প কথায় এই মুহূর্তে বুঝান যাবে না হয়ত।

Arthur Schopenhauer বলেছেন,“A man can do as he wills, but not will as he wills” - মানুষ সেটাই করে যা সে ইচ্ছা করে, কিন্তু মানুষ ‘ইচ্ছা’ কে ইচ্ছা করতে পারে না”।

We cannot control our own desires - that we are the prisoners of our own passions, even when we struggle against them.

এছাড়া স্যার আপনি কি বিখ্যাত সেই লিবেট এক্সপেরিমেন্ট এর ব্যাপারে জানেন?

স্যার- “নাহ,শুনি নাই তো”

-এটা হচ্ছে এমন একটা এক্সপেরিমেন্ট যেখানে দেখা যায় যে আমরা সচেতন ভাবে যে সিদ্ধান্ত নেই, তার আগেই (৩০০ মিলি সেকেন্ড)আমাদের মস্তিস্কে নির্ধারণ করে ফেলে,যা থেকে আগেই বুঝা যায়,আমরা কোন সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি,আপনি চায়লে আগেই বলে দিতে পারেন আমি কোন সিদ্ধান্ত নিব,আপনি হয়ত এত কম সময় কে LATENCY এর সমস্যা বলে খারিজ করে দিতে পারেন,কিন্তু ২০০৮ এ আরেকটি এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে,CHUN SIONG SOON এই এক্সপেরিমেন্ট এর আরো আধুনিক ভার্সন (fMRI) করে দেখিয়েছেন যে,আপনি কনশাস সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রায় ১০ সেকেন্ড আগেই আপনার মস্তিষ্ক সেটা নির্ধারণ করে ফেলে। এর মানে হচ্ছে আপনি যা করেন,তা ১০ সেকেন্ড আগেই আপনার মস্তিষ্ক তৈরি করে ফেলে।

[সুত্রঃ 1. “Unconscious determinants of free decisions in the human brain**”, PEER REVIEWED,** NATURE , PLOS and PNAS

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

2. “Can Conscious Experience Affect Brain Activity?”, **PEER REVIEWED**, Journal of Consciousness Studies]

তার মানে বুঝা যাচ্ছে আপনার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বলে কিছু নেই।

এটাকে বলে DETERMINISM -মানে হচ্ছে “শুধুমাত্র আপনার কনশাস সিদ্ধান্ত/HUMAN EVENT” আগে থেকেই নির্ধারণ করা থাকে। এটাকে FATALISM র সাথে তুলনা করে অনেকে ভুল করেন, FATALISM হচ্ছে আপনার ABSOLUTE EVERYTHING আগে থেকেই নির্ধারণ করা থাকে এবং সেটা বিশেষ কোন চিন্তাশীল সত্ত্বা বা স্রষ্টা করে থাকে, এর সাথে আপনাদের ইসলামের লাউহে মাহফুজ ধারনা বা “আল্লাহ একেবারে ১০০% সবকিছু আগেই লিখে রেখেছে” আইডীয়া বেশ মিলে যায়। (এই কারনে কুয়ান্টাম তত্ত্ব হয়ত FATALISM কে বাতিল করে দিতে পারে, কিন্তু DETERMINISM কে বাতিল করে না, আমার নিজস্ব মত)

আপনি হয়ত খুব পরিচিত সেই ঘটনা শুনেছেন যে এক পিতার মাথায় একটা টিউমার হয়েছিল বলে সে তার মেয়ের প্রতি সেক্সুয়ালি দুর্বল (Paedophilia) হয়ে পড়েছিল। পরবর্তীতে তার মাথার টিউমার অপসারণ করা হলে তার মানসিক বিকৃতিও চলে যায়। এক্ষেত্রে কি তাকে দায়ী করা যাবে তার আচরণের জন্যে? আপনি কি বলবেন সে তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করে এই মন্দ কাজ করেছেন?

-আচ্ছা স্যার আপনার কি মনে হয় জান্নাতে/বেহেশতে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে?

-অবশ্যই আছে, জান্নাতে আমরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারব।

-আপনি কি জান্নাতে খারাপ কাজ করতে পারবেন স্যার? চায়লে কাউকে গালি দেয়া বা মিথ্যা বলা,এইগুলা কি জান্নাতে সম্ভব?

-জান্নাতে কেউ খারাপ কাজ করবেই না,এটা সম্ভব না।

-তার মানে স্যার,জান্নাতে আমাদের কোন স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিও নাই,তাই নয় কি? আমরা সেখানে শুধু ভালো কাজই করতে পারব। তাহলে রোবটের মত জান্নাতে গিয়ে আসলে লাভ কি আমাদের? বরং জাহান্নামে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে,আপনি চায়লে আপনাকে আগুনে ফেলার জন্যে আল্লাহকে একটা ধন্যবাদ দিতেই পারেন,কারণ আপনার সেখানে ভালো কাজ করতে বাধা নাই, ঠিক যেমনটা মন্দ কাজের জন্যে বাঁধা আছে জান্নাতে।

আমি এইবার স্যার কে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, “স্যার, আপনি কিভাবে ইসলামের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি, আল্লাহর ইচ্ছা এবং লাউহে মাহফুজ/PRE-DESTINATION/FATALISM (সব কিছু আগেই লিখা আছে),এই তিনটি ব্যাপারকে যৌক্তিক ভাবে সমন্বয়/RECONCILIATION করে দেখাবেন? এই তিনটি ব্যাপারই একটা আরেকটার সাথে সাংঘর্ষিক এবং MUTUALLY EXCLUSIVE, আপনি বা কেউ কি পেরেছে আজ পর্যন্ত?”

ক্লাসের সবাই আমার দিকে গরম চোখে তাকিয়ে আছে,কেউ কোন কথা বলছে না,স্যার বললেন,“এই ব্যাপারে পরে আলোচনা হবে”। এই বলে উনি একাডেমিক লেকচার শুরু করলেন।

ক্লাস শেষে স্যার আমাকে আবার প্রশ্ন করলেন,“তাহলে তোমার কি মনে হয় না দুনিয়ায় যারা ভালো কাজ করবে তারা ভালো ফল পাবে এবং যারা খারাপ কাজ করবে তারা শাস্তি পাবে বা পাওয়া উচিত।”

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

বায়েজিদ- স্যার আগেই বলেছি যে দুনিয়া একটা পরীক্ষা কেন্দ্র হতেই পারে না। আপনার স্রষ্টা কি এই পরীক্ষা নেয়ার আগে আপনার থেকে জিজ্ঞেস করেছেন যে,আপনি পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক নাকি? আমিতো চাইলে আপনার ক্লাসের পরীক্ষায় অংশ না নিতেও পারি,কিন্তু স্রষ্টা কি জোর করে আমাদের কে পাঠিয়ে দিচ্ছেন না ? এটা কি নৈতিক হল? আর আমাকে যদি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে থাকবেন,সেই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি কি আমি পরীক্ষা দেয়ার আগে ব্যবহার করতে পেরেছিলাম? অথবা আমি কি সেই ইচ্ছাশক্তি দিয়ে পরীক্ষার মাঝেই চলে যেতে পারব (চলে যাওয়া মানে মৃত্যু নয়)আমি হয়ত আর তার পরীক্ষা দিতে চাই না!!এছাড়া উনি নিজের পরীক্ষায়ও চরম পক্ষপাত করেছেন, উনি কাউকে মুসলমান ঘরে জন্ম দিয়ে তার পরীক্ষা সহজ করে দিয়েছেন,কাউকে কাফের বা নাস্তিকের ঘরে জন্ম দিয়ে তার পরীক্ষা কঠিন করে দিয়েছেন। আপনি কি চিন্তা করতে পারেন যে, ঠিক এই মুহূর্তে কেয়ামত হলেও,দুনিয়ার প্রায় ৭০-৮০% মানুষ অন্তকাল জাহান্নামের আগুনে পুড়বে (স্বাভাবিক অবস্থায়),কারণ আল্লাহ তাদেরকে মুসলিম পরিবারে জন্ম দেয় নাই, অন্যদিকে একজন মুসলিম ধর্ষক বা খুনি শাস্তি পাওয়ার পর কোন না কোন একদিন জান্নাতে যাবেই! এটা কি যৌক্তিক মনে হচ্ছে?

আচ্ছা আমাকে বলুন স্যার, দুনিয়া কিভাবে ১০০% পক্ষপাতিত্বহীন এবং ন্যায্য পরীক্ষাকেন্দ্র হয়, যখন কিনা ইসলামের স্রষ্টা আগেই বেছে বেছে রাসুলের কাছের এবং পছন্দের দশ জন ব্যাক্তিকে দুনিয়াতে বেঁচে থাকতেই বেহেশতের সুসংবাদ দিয়েছেন(যাদের কে বলে “আশারায়ে মুবাশশারাহ”), অথচ এদের মাঝে অনেকের ইতিহাস বেশ খারাপ এবং বিতর্কিত। শুধু তাই নয় এইরকম একজন “সর্বজ্ঞানী” স্রষ্টার পক্ষপাতিত্বের চরম উদাহরন হচ্ছে, উনি শুধুমাত্র রাসুলের উম্মত ৭০ হাজার মানুষকে বিনা আযাবে এবং বিনা বিচারে জান্নাত দিয়ে দিবেন (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৭০৫, ৩৪১০; তিরমিজি, হাদিস : ২৪৪৬, তাহকীককৃত)

উনি তো বহু আগেই পক্ষপাতিত্বের রীতিমত ঘোষণা দিয়েই বসে আছেন!! আপনি কি নিরপেক্ষ ও ন্যায্য পরীক্ষাকেন্দ্রের মানে বুঝেন? এইসব কি নিরপেক্ষতা?

বায়েজিদ- আচ্ছা স্যার,রাসুলের মা-বাবা কি ছিল?

স্যার- ‘তারা অবিশ্বাসী ছিল এবং সেজন্যেই তারা জাহান্নামে যাবে,এমনকি আল্লাহ পাক তার পেয়ারা রাসুলের মা’র জন্যে ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতিও দেননি।এই ব্যাপারে সহিহ হাদিস আছে’।

বায়েজিদ- স্যার, আল্লাহ তার স্বয়ং রাসুল,তার নিজের কাছের মানুষকেই কাফেরের ঘরে জন্ম দিয়েছিল এবং এই জন্যে তার বাবা-মা আজীবন আগুনে পুড়বে আর রাসুল জান্নাতে হুর ও মদ নিয়ে আরাম করবে,ব্যাপারটা কি যৌক্তিক? যে মার পেটে নবী জন্ম নিল তার জন্যে দোয়া করা যাবে না কারণ সে অবিশ্বাসী,তাহলে অবিশ্বাসী নারীর পেটে কেন নবীকে জন্ম নিতে হল?

আবার দেখুন যে একটা পরীক্ষাকেন্দ্রে সর্বজ্ঞানী স্রষ্টা কি করে কিছু ছাত্রকে (পুরুষ)বেশি অধিকার এবং বৈশিষ্ট্য দিবেন এবং কিছু ছাত্রকে (নারী) কম দিবেন? সহিহ হাদিস মতে নারীদের কে বুদ্ধি কম দেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়,কবে কোন প্রথম নারী “হাওয়া” আদেশ ভঙ্গ করেছেন বলে উনি তার পরীক্ষা কেন্দ্রে একেবারে সব নারীকে শাস্তি হিসেবে “সন্তান গর্ভধারনের ও প্রসবের কষ্ট” দিয়েছেন। আল্লাহ নিজেই নারীকে কম বুদ্ধি দিয়েছেন এবং নিজেই নারীর স্মরণশক্তিকে বিশ্বাস করেন না-তাই কিছু ব্যাপারে সাক্ষীর ক্ষেত্রে এক পুরুষ = দুই নারী।এটা কি অযৌক্তিক এবং অবিচার নয়? আপনাকে সুস্থ করে পাঠিয়েছেন,অথচ কাউকে ক্যানসার

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

দিয়ে পাঠিয়েছেন,ছোট শিশুকে মারাত্মক অসুখ দিয়ে জন্ম দিয়েছেন,আবার কাউকে কোন হাত-পা দিয়েই জন্ম দেননি(phocomelia),কেউ সোনার চামচ নিয়ে বড় হয়েছে,কেউ সারাদিন না খেয়ে থাকে,একই শরীরে দুটো মাথা দিয়ে পাঠিয়েছেন,তো কাউকে দুজন মানুষ জোড়া (Conjoined Twins)দিয়ে পাঠিয়েছেন। দুনিয়াতে খাদ্যের অভাব সঙ্ক্রান্ত কারনে প্রতি ১০ সেকেন্ডে প্রায় ১ জন মানুষ মারা যায় (UN),যার বেশির ভাগই শিশু (নিস্পাপ),এখানে উনি কাকে পরীক্ষা নিচ্ছেন আসলে? আগেই তো উনি অবিচার এবং পক্ষপাতিত্ব করে ফেলেছেন। এই রকম শত শত পক্ষপাতিত্বের উদাহরন দেয়া যাবে। আপনি যদি বলেন এদের জন্যে পরীক্ষাও সহজ হবে,তাহলে প্রথমত এখানেই FAIR TRIAL/TEST হচ্ছে না সবার জন্যে, দ্বিতীয়ত এরা যদি অন্য ধর্মে জন্মগ্রহন করে তাহলে-যেই লাউ সেই কদু! আপনারা একটা FAIR TEST CENTER এবং তার পরীক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্যই অনুধাবন করতে পারেন না। এছাড়া আপনারা স্রষ্টার তুলনা (False Analogy) দেন মানুষের বা দুনিয়াবি কিছুর সাথে!

যে শিশু অল্প বয়সে বা মাতৃগর্ভেই মারা যায়,সে ডিরেক্ট জান্নাতে চলে যাবে,অন্যদিকে একজন দুনিয়ার কঠিন পরীক্ষা ফেস করবে, এটা তো চরম পক্ষপাতিত্ব হয়ে গেল। একজন আগেই কবরে লাখ লাখ বছর ধরে আজাব/কস্ট ভোগ করবে,আরেক জন কেয়ামতের পর ডিরেক্ট জাহান্নামে গিয়ে কিছু কষ্ট কম ভোগ করবে-সেতো কবরের আজাব থেকে রেহাই পেল!!

এছাড়া আপনাকে আরেকটা ব্যাপার বলি, ভালো করে বুঝতে চেষ্টা করবেন। আপনি চাইলেও সব কিছুর জন্যে ন্যায়বিচার করতে পারবেন না। ধরুন কোন বাবা-মা অনেক অপেক্ষার পর ২০ বছর পর একটা বাচ্চা জন্ম দিল,জন্মের কিছুদিন পরেই সে বাচ্চা মারা গেল বা আল্লাহ উঠিয়ে নিয়ে গেল!! এখন আপনি যদি সেই বাবা-মা কে বলেন যে,দুঃখ করো না,তোমাদেরকে জান্নাতে ৫০ টি বাচ্চা দিব,তাও তাদের কে সান্তনা দিতে পারবেন না,কারণ এটা হচ্ছে অপূরণীয় ক্ষতি। আর ইহকালের ক্ষতি আপনি পরকালে পুষিয়ে দিয়েও লাভ কি? **এর উপর যেটা "অপূরণীয় ক্ষতি" সেটার পুরন আপনি দুনিয়া বা পরকালে কোন কালেই পারবেন না।"**

সেদিন আর স্যার আমাকে কোন প্রশ্নই করল না, আমি খুব ভয়ে ছিলাম যে, স্যার এর এইসব প্রশ্নের উত্তর দেয়ার কারণে আমার মুমিন সহপাঠিদের হাতে হেনস্থা হতে হয় কিনা"

ডায়েরি পড়া শেষ করতেই দেখি বায়েজিদ ভাই পিছন থেকে এসে আমার কান মলে ধরলেন, বললেন,"তুই তো সেই লেভেলের চোর,চুরি করে আমার ডায়েরি পড়ছিস",আমি বললাম, "আপনিই তো আমাকে অনুমতি দিয়েছিলেন,আর ডায়েরি না পড়লে আমি আপনার এই পরিবর্তন ব্যাপারে কিছুই জানতে পারতাম না,এখন আমার কাছে সব ক্লিয়ার"। বায়েজিদ ভাই আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন,"বুঝলি আরজ, আমরা ছোটবেলা থেকেই বাপ-দাদার ধর্ম নিয়ে পড়ে আছি, এই ধর্ম নিয়ে আমাদের কোন ক্রেডিটই নাই,আজকে হিন্দুর ঘরে জন্মালে হিন্দু ধর্মের পিছনে যুক্তি দিতাম। আমি কোন ধর্ম পালন করব সেটা নির্ধারণ করে আমি কোন সময়ে,কোন জায়গায় জন্ম হয়েছি। রাস্তা থেকে দশজন মুমিন রেনডমলি/RANDOMLY ধরে আন,,জিজ্ঞেস কর তারা কুরআনের তাফসির পড়েছে কিনা,কুরআনের অর্থ পড়েছে কিনা,হাদিস পড়েছে কিনা,সিরাত জানে কিনা,ফিকহ শাস্ত্র জানে কি না,এমনকি নামাজে যে সুরাগুলো পড়ে তার অর্থ জানে কিনা, দেখবি প্রায় ৯৯% এর জবাব হবে-"না"। অথচ এই তারাই ধর্ম নিয়ে কুপাকুপি শুরু করে দেয়। তাদের অবস্থা হচ্ছে অনেকটা এইরকম,"পশ্চিম দিকে মুখ ফিরে না,ধর্মের টানে ঘুম ধরে না"

এরপর বায়েজিদ ভাই বললেন,"চল আজকে তোরে স্পেশাল ট্রিট দিব,নীলক্ষেতের স্পেশাল তেহারি খাওয়াব"

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

স্রষ্টা কেন মন্দ কাজের দায় নেন না

আবুল স্যারের ক্লাস আবারও, স্যার ক্লাসে ঢুকতেই সবাই বলল, "গুড মরনিং স্যার", উনি ভ্রূ কুচকে বললেন, "এখানে কত পারসেন্ট মুসলিম আছ", বায়েজিদ ভাই বাদে সবাই হাত তুলল, স্যার বললেন, "যে ক্লাসে ৯৯% ছাত্র মুসলিম সেখানে সালাম না দিয়ে গুড মর্নিং বলার মানে কি?", স্যার নিতান্তই ভালো মানুষ, উনার সমস্যা হচ্ছে ক্লাসে উনি যত না একাডেমিক শিক্ষা দেন, তার থেকে বেশি ইসলাম প্রচার করে বেড়ান। এর উপরে ইদানিং উনার নজর থাকে শুধু বায়েজিদের উপর, সে কি করে, কি বলে ইত্যাদি। চেয়ারে বসে উনি জিজ্ঞেস করলেন সবাইকে, "কেমন আছ সবাই", সবাই উত্তর দিলে তখন আবারও একই ভেজাল লাগল,যারা "আলহামদুলিল্লাহ" বলে নি তা নিয়ে উনার ক্ষোভ ঝাড়লেন কিছুক্ষণ।

স্যার এরপর একাডেমিক লেকচার শুরু করে দিলেন। বায়েজিদ জাস্ট অপেক্ষা করছে, কখন উনি তার কাছে এসে আবার ইসলাম প্রচার শুরু করবেন, ভাবা মাত্রই উনি এসে হাজির। উনি এসে বায়েজিদকে বললেন,"আচ্ছা বায়েজিদ,তুমি তো সেদিন বললা যে পরকাল বলতে কিছু নেই, এবং ইহকাল কোনভাবেই আমাদের জন্যে পরীক্ষা কেন্দ্র হতে পারে না,তাহলে আমাদের জীবনের অর্থ কি আসলে?"

বায়েজিদ- জীবনে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যটা ঠিক কী,এটা আবিষ্কার করার জন্যই এই পৃথিবীতে আপনার আগমন ঘটেছে। এই প্রশ্নটির যথাযথ উত্তর আপনাকে কেউ দিতে পারবেনা। যদি কেউ দিয়েও থাকে,সেটি তাঁর নিজস্ব উত্তর,নিজস্ব উদ্দেশ্যের অবতারণা। কিন্তু আপনার নিজের জীবনের বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যটা কী, সেটা খুঁজে বের করার অভিযানে একজনই বেরিয়েছেন,সে হলো আপনি নিজে। জীবন হলো একটি যাত্রা, এবং আপনার জীবন তখনই সফল যখন আপনি একজন ধৈর্যশীল এবং ভালো যাত্রী ।আপনার আর আমার জীবনটা আসলে একটি Gyroscope এর মতো- যতক্ষণ এটি ভারসাম্য বজায় রেখে আবর্তিত হবে (অর্থাৎ সচল থাকবে) ততক্ষন কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু আবর্তন থেমে যাওয়া মাত্রই মাটিতে আছড়ে পড়বে।জৈবিকভাবে আপনার জীবনের উদ্দেশ্য আছে। সেটা সব প্রাণীরই থাকে- বংশবৃদ্ধি ও টিকে থাকা। আপনার আশেপাশের অধিকাংশ মানুষের মাঝেও এটা একটা অন্যতম উদ্দেশ্য (অজ্ঞানে)। কিন্তু বিপদে পড়ে- যারা এই প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে চায় (যেহেতু এইটার সরল কোনো উত্তর নাই)। এতো বড়ো(!) মগজ নিয়ে শুধু বংশবৃদ্ধিতে তারা খুশি না,হওয়ার ন্যায্য কারণও নাই। অনেক মানুষ তখন অর্থহীনতায় আক্রান্ত হয়। অনেকে আবার একটা বেটার অর্থ খুঁজতে চায়। তবে অধিকাংশ সময়ই মেলে না। কিন্তু ব্যাপারটা আবার অত জটিলও না। এটা আসলে সামগ্রিক জীবন নিয়ে একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন। তাই অনেক জেনারালাইজড উত্তর পেলেও আপনার উত্তরটি আপনাকেই খুঁজে নিতে হবে। জীবনের উদ্দেশ্য আসলে সেটাই যা আপনি উদ্দেশ্য হিসেবে ভাবতে চান। বুদ্ধিমানেরা নিজের চাহিদা ও রুচিমতো একটা উদ্দেশ্য ভেবে নেন।মানুষ কোন উদ্দেশ্যের বোঝা মাথায় নিয়ে জন্মলাভ করে না। কাজেই মানুষের জীবনে পূর্ব নির্ধারিত কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। জীবনের উদ্দেশ্য হয় মানুষ নিজেই তৈরি করে নেয়,নয়তো পরিবার/সমাজ/রাষ্ট্র তৈরি করে দেয়,আমরা কেবল সেই উদ্দেশ্য পূরণের চেষ্টা করি। এইজন্যেই একটা বিখ্যাত উক্তি আছে: "The purpose of life is a life of purpose." —Robert Byrne

এরপর বায়েজিদ স্যার কে পাল্টা প্রশ্ন করে বসল,'স্যার, স্রষ্টা কেন শুধু মানুষের ভালো কাজের ক্রেডিট নেয়, উনি কেন খারাপ কাজের দায় নেয় না?"

স্যার একটু কাশি দিয়ে শুরু করলেন,মনে হচ্ছে এবার উত্তর অনেক বড় কিছু একটা হবে।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

স্যার বললেন, "ধর গভীর সাগরে এক জাহাজ ডুবে গেল, এখন তুমি একটা বিশেষ যন্ত্র বা সিলিন্ডার আবিষ্কার করেছ, যা দিয়ে পানি থেকে সবাইকে উদ্ধার করা সম্ভব। তুমি এখন সেই যন্ত্রটা এক বিশেষ ডুবুরি কে দিলে, সে গিয়ে এক এক করে সবাইকে উদ্ধার করে নিয়ে আসল। বিশেষ একজন কে উদ্ধার করতে গিয়ে সে বুঝলা এই লোকের সাথে তার আগেই শত্রুতা আছে, তাই ডুবুরি সেই লোককে উদ্ধার করল না। এখন এই যে এতগুলা লোক যে উদ্ধার পেল, তার জন্যে ক্রেডিট কি তুমি পাবা?" বায়েজিদ বলল, "জি পাব"। স্যার বললেন কিন্তু একজন মানুষ মারা গেল, তার দায় কি তুমি নিবা? বায়েজিদ বলল, "জি না,আমার দায় না"। স্যার বললেন, ঠিক একইভাবে আল্লাহ আমাদের কে সৃষ্টি করেছেন, হাত, পা, নাক, মস্তিস্ক ইত্যাদি তৈরি করে দিয়েছে, আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন। এখন এইসব ব্যবহার করে যদি তুমি ভালো কাজ কর, তার ক্রেডিট স্রষ্টা নিবেন, আর খারাপ কাজ করলে তার দায় তোমার নিজের উপর বর্তাবে।"

ক্লাসে এতক্ষণ পিনপন নীরবতা বিরাজ করছিল,এখন সব আস্তিকরা জোরে তালি দেয়া শুরু করে দিল।

স্যার সবাইকে থামিয়ে বললেন,"বায়েজিদকে তার জবাব দিতে দাও। দেখি সে কি বলে"।

বায়েজিদ- স্যার আপনি যে ব্যাখ্যা বা গল্প বললেন, আমি ঠিক একই রকম তবে একটু ভিন্ন উদাহরণ দিচ্ছি বোঝার সুবিধার্থে। ধরুন আমি একটা বড় সুপার শপে গেলাম, সেখানে কিছু দুর পর পর ময়লা ফেলার জন্যে ডাস্টবিন আছে। ধরেন যে কোম্পানি এই ডাস্টবিন তৈরি করেছে, তার নাম "আলী প্লাস্টিক"। এখন আমি দেখলাম কেউ সেই ডাস্টবিন ব্যবহার করছে না, যে যেখানে খুশি ময়লা ফেলে দিচ্ছে, ডাস্টবিনের আসে পাশেও অনেক ময়লা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এখন আমি যদি গিয়ে সেই ময়লা গুলা নিয়ে ডাস্টবিনে ফেলি, তাহলে আশেপাশের উপস্থিত সচেতন মানুষ এই কাজের জন্যে কাকে ক্রেডিট দিবে, আমাকে নাকি আলী প্লাস্টিককে?" স্যার বললেন, "অবশ্যই তোমাকে, কারণ সবাই তো তাকিয়ে ছিল, কেউ নিজে থেকে এই ভালো কাজটি করে নাই, তুমি সচেতন নাগরিক হিসেবে করেছ, অবশ্যই ক্রেডিট তোমার"। বায়েজিদ বলল, "কিন্তু স্যার আপনি তো এটাই বুঝাতে চায়লেন যে,স্রষ্টা শুধু শুভ কাজের দায় নেন এবং বাস্তবেও মানুষও এটাই বলবে যে আল্লাহ্ই বাচায়ছে,ডুবুরী হচ্ছে উছিলা মাত্র,সেই হিসেবে এখানেও তো আমি না, আলী প্লাস্টিক ক্রেডিট পাওয়ার কথা!! অথচ আপনার কথা মতে বা কমনসেন্স মতে আমার পাওয়ার কথা। আর এখন যদি জোর করে বলতেও চান এখানে আমিই ক্রেডিট পাব, তাহলে দুনিয়ার কোন ভালো কাজের প্রশংসাও আল্লাহ্কে দিতে পারবেন না,শুধু ভালো কাজের ক্রেডিট দিবেন, আর মন্দ কাজের দায় চাপাবেন না,এটা তো ভন্ডামি!"

ক্লাসে সবাই চুপ,স্যার চিন্তায় পরে গেলেন।

বায়েজিদ-"স্যার ধরেন যে, এই ডাস্টবিনের তলায় একটা ফুটো আছে, যা দিয়ে সব ময়লা পড়ে যাচ্ছে, এখন মানুষ কাকে এর জন্যে দায়ী করবে, আমাকে নাকি আলী প্লাস্টিককে?" স্যার বললেন, "তুমি তো তোমার মত চেষ্টা করেছ, আলী প্লাস্টিক ভুলভাবে ডাস্টবিন বানিয়েছে, এটা তার দোষ, তুমি কেন দায়ী হবা?"

বায়েজিদ বলল, স্যার ঠিক তাই,যেহেতু তারা বানিয়েছে তারাই দায়ী হবে,ধরেন আপনার গল্পের সেই সিলিন্ডারে যদি কোন সমস্যা হত, তার দায় কিন্তু ডুবুরির ঘাড়ে পরত না। যে বানিয়েছে, তার ঘাড়েই পরত। সৃষ্টিকর্তা আমাদের কে বানিয়েছেন,স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন,কিন্তু আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে আমরা তার পরীক্ষা কেন্দ্রে আসি নাই,উনি নিজেই জোর করে আমাদের অনুমতি ছাড়াই পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনার

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

গল্পের সেই সিলিন্ডারের আবিষ্কর্তা(মানুষ) কিন্তু সিলিন্ডারের বাহক/USERকে(আরেকজন মানুষ) কোনভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, ব্যবহারকারীর মনের ইচ্ছাও আগে জানতে পারবে না, অন্যদিকে স্রষ্টা কিন্তু আমাদের ১০০% নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। উনি আগেই জানেন আমরা কে কি করব এবং চায়লে উনি সেটাকে নিয়ন্ত্রণও করতে পারেন এবং প্রতিদিন করে যাচ্ছেন, তাই এটা পুরাই FALSE ANALOGY/কুযুক্তি হয়ে যাচ্ছে।এখানে সম্পূর্ণ দায় স্রষ্টার না হয়ে পারে না। কারণ উনি চাইলেই মানুষের তাৎক্ষনিক ভাগ্যও নির্ধারণ করতে পারেন এবং প্রতিদিন প্রার্থনার ভিত্তিতে করে যাচ্ছেন।উনি চাইলে আপনার গল্পের সিলিন্ডারের ব্যবহারকারীকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, উনি চাইলে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ না দিয়েও জাহাজকে বাঁচাতে পারেন,এমনকি উনি চাইলে অলৌকিক কিছু করেও সবাইকে বাঁচাতে পারেন,উনি চায়লে সবই পারেন,একজন মানুষ (সিলিন্ডার আবিষ্কারক) তা পারেন না। আপনারা প্রায়ই মানুষের (বা পার্থিব কিছু) সাথে স্রষ্টার তুলনা দিয়ে FALSE ANALOGY করেন। মানুষ বা পৃথিবীর কোন কিছুর সাথেই তো স্রষ্টার তুলনা চলে না!!যে মুহূর্তে আপনারা দুনিয়াবি কিছুর সাথে স্রষ্টার তুলনা করতে যাবেন সেটা FALSE ANALOGY কুযুক্তি হবে।

এখন আসি আমরা খারাপ কাজ করি কেন? আমরা খারাপ কাজ করি, তার অন্যতম কারণ শয়তান আমাদের প্ররোচিত করে,সৃষ্টিকর্তা আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে আবার সেই ইচ্ছাকে প্ররোচনা করার জন্যে শয়তানও লাগিয়ে দিয়েছেন। এই শয়তান কাকে কিভাবে প্ররোচনা করবেন সেটাও সৃষ্টিকর্তা খুব ভালো করে একেবারে ১০০% নিশ্চিত জানেন, তাহলে আমি যে খারাপ কাজ করি, যেটা আবার সৃষ্টিকর্তা আগে থেকেই জানেন এবং উনি এটাও জানেন যে তারই তৈরি করা শয়তান আমাকে দিয়ে সে কাজ করাবে, তাহলে সৃষ্টিকর্তা এখানে কিভাবে দায়ী না হয়ে থাকেন, উনি শুধু আমাকে জোর করে পরীক্ষা কেন্দ্রে পাঠিয়েই ক্ষান্ত হননি, এর আগেই উনি আমার ভাগ্য লিখে দিয়েছেন যেটা কিনা আবার আমার কাজের সাথে ১০০% মিল হবে, এবং এরপরে আবার এক বিশেষ শয়তানও লেলিয়ে দিয়েছেন,এখন আমি খারাপ কাজ করলে তার দায় উনার ঘাড়ে বর্তাবে না কেন?

শুধু তাই নয় উনি বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ একদল মানুষকে (অমুসলিম) অনন্তকাল আগুনে পুড়াবেন এমন একটা কারণে যেটা উনি নিজেই আগে থেকেই জানেন!! উনি নিজেই আগে থেকেই জানেন যে, কে কে খারাপ কাজ করবে এবং কে কে জাহান্নামে যাবে, এরপরেও উনি তাদেরকে তার "পরীক্ষা নামক উপহাসকেন্দ্রে" পাঠিয়েছেন। উনি তাহলে কিভাবে দায়মুক্ত থাকেন?

স্যার এর কপাল কুঁচকে আছে, ক্লাসের বাদ বাকিরাও চিন্তায় পড়ে গেল উত্তর খুঁজে বের করতে।

বায়েজিদ- আচ্ছা স্যার,আপনি বলেন তো, দুনিয়াতে আমরা মন্দ কাজ করি কেন?

স্যার- কারণ আমাদের আল্লাহ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন,আমরা আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা দিয়ে মন্দ কাজ করি। আল্লাহ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিলে ভালো ও মন্দ দুটোই থাকতে হবে।

বায়েজিদ- স্যার দুনিয়াতে মন্দ বা অমঙ্গল জিনিস বা EVIL কয় রকমের?

-মন্দ বা অমঙ্গল তো অনেক রকমের হতে পারে,তোমার প্রশ্নের উত্তর বুঝলাম না।

-স্যার মন্দ বা অমঙ্গল দুই রকমের হয়। একটা হচ্ছে MORAL EVIL যেটা আমরা স্বয়ং স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে করি এবং NATURAL EVIL যেটা আল্লাহ নিজে করেন বা অন্তত আমাদের কোন হাত নেই।ধরে নিলাম আমরা

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

আমাদের MORAL EVIL এর জন্যে দায়ী, কিন্তু আমাদের NATURAL EVIL, মানে হচ্ছে বন্যা, খড়া, ঘূর্ণিঝড়, আগ্নেয়গিরী, ভুমিকম্প এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং রোগশোক-ব্যাধি, জেনেটিক ডিফেক্ট,মহামারী ইত্যাদির জন্যে দায়ী কে? আল্লাহ একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা মহামারী দিয়ে লাখ লাখ নিরাপরাধ মানুষ হত্যা কেন করেন? আল্লাহ এখানে আসলে কাকে পরীক্ষা নিচ্ছেন? আর যাদের নিচ্ছেন তাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি কিভাবে থাকল এতে? তাদের উপর তো জোর করে এই বিপর্যয় চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আপনি তো বললেন খারাপ কাজের জন্যে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিই দায়ী! আপনাদের FREE WILL DEFENSE THEORY শুধুমাত্র কিছুটা MORAL EVIL এর সমাধান দেয়, NATURAL EVIL এর নয়। আর পশুপাখির তো স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নাই,পশুপাখির কষ্ট/SUFFEREING এর দায় কে নিবে? তারাও তো **সংবেদনশীল** জীব (SENTINENT BEING)। আর আপনি কি এই রকম একজন অমঙ্গলকারী সৃষ্টিকর্তার সাথে চিরন্তন জান্নাতেই থাকবেন?

Logical Problem of Evil যেমন আছে, তেমনি আছে Evidential Problem of Evil - যেমন ধরেন, একজন হিজাব পরিহিতা মোমেনা যে সারাজীবন আল্লাহর পথে চলেছে, কোন এক যুদ্ধের সময় গনিমতের মাল হিসেবে জোর করে ধরে এনে, তাকে টানা ১ মাস কয়েকশ মানুষ ধর্ষন করে তিলে তিলে হত্যা করল, অথবা এক বিল্ডিং আগুন লেগে গেলে একটি ১ বছরের বাচ্চা অনেক সময় নিয়ে ধীরে ধীরে আগুনে পুড়ে তিলে তিলে মারা গেল - সৃষ্টিকর্তা এইরকমের Evidential Problem of Evil বা উদ্দেশ্যহীন অমঙ্গল এর কোন ব্যাখ্যা দিতে পারে না। একটা ছোট শিশুকে তিলে তিলে হত্যা করার কারণ কিই বা হতে পারে!!

আপনি হয়ত কিছু THEODICY এখানে ব্যবহার করতে পারেন, যেমন, এইসব NATURAL EVIL এর মধ্যে আল্লাহর হয়ত বৃহত্তর কোন ভালো উদ্দেশ্য/মঙ্গল আছে, কিন্তু তাহলে কি আপনি প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রতিরোধ, ক্যানসার চিকিৎসা, মহামারী প্রতিরোধ বা ফায়ার সার্ভিস ইত্যাদি উঠিয়ে নিবেন, কারণ আল্লাহর এইরকমের ব্যাপক প্রাণনাশ বা ক্ষতির মাঝে বৃহত্তর কোন উদ্দেশ্য বা মঙ্গল আছে?

স্রষ্টা কেন দুনিয়াতে মানুষ হত্যার জন্যে নতুন রোগ তৈরি করবে? এইডস রোগটি আগে ছিল না, স্রষ্টা কেন দুনিয়াতে এই রোগের আবির্ভাব করালেন? অনেক নতুন নতুন রোগ উনি মানুষ হত্যা করার জন্যে তৈরি করতেছেন কেন? ধরেন একটি ছোট শিশু মায়ের পেট থেকেই এইডস নিয়ে জন্মাল,এখানে দায় কার? ছোট শিশু তো নিষ্পাপ,তাকে কেন স্রষ্টা বাঁচাতে পারলেন না?

আচ্ছা স্যার,ধরেন আপনি শক্তিশালী কোন এক দেশের প্রধান একজন। এখন আপনার দেশের কোন এক অঞ্চলের কোন এক ব্যাক্তি/কিছু সংখ্যক ব্যাক্তি রাষ্ট্রদ্রোহ করল। এখন আপনি কি ওই এক ব্যাক্তি/কিছু সংখ্যক ব্যাক্তির জন্যে পুরা অঞ্চল সমূলে উৎপাটন করবেন? নারী, শিশু, বৃদ্ধ সবাইকে হত্যা করবেন শুধু এইজন্যে যে সেখানে কোন একজন ব্যাক্তি "কিছু" করেছিল। শুধু তাই না, এভাবে বললে সঠিক হবে, একটা বোমা মেরে পুরা অঞ্চল গুড়িয়ে দিবেন?

-নাহ অসম্ভব। বেশির বেশী রাষ্ট্রদোহী ব্যাক্তি/ব্যাক্তিদের কে ধরে আনব এবং বিচার করব

-ঠিক তাই, একজন বিবেকবান ব্যাক্তি তাই করবেন, শুধু তাই নয়, সেই রাষ্ট্রদোহী ব্যাক্তিকে (FAIR TRIAL) সঠিক বিচারের মুখোমুখি করা হবে। জাস্ট ধরে এনেই হত্যা করা হবে না। তাহলে স্যার আপনার স্রষ্টা কেন লুত নবী (সামুদ এবং গোমরাহ) এবং নূহ নবীর এর পুরো সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিছিল? সেখানে অনেক

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

নিরীহ নারী, শিশু, বৃদ্ধ ছিল, তাদের কেন হত্যা করা হল? আর আপনি কি নির্বিচারে এবং অকারনে পশুহত্যাকে অনুমোদন করেন? সেখানে তো অনেক নিরীহ পশুও ছিল।

অথচ সমকামী প্রাকৃতিক নাকি অপ্রাকৃতিক এখনও কেউ সঠিক বলতে পারে না,ঠিক যেমন আল্লাহ্ প্রকৃতিতে একজন হিজরা/HERMAPHRODITE তৈরি করেন, সমকামীও তৈরি করতে পারেন বৈকি, প্রকৃতিতে মানুষ ছাড়াও প্রায় ১৫০০+ বেশী প্রজাতিতে সমকামিতা বিদ্যমান। তবে এটা আরেক সুদীর্ঘ আলোচনার বিষয়।

-হুম, এটা পয়েন্ট, এটা মাথায় আসেনি কখনই...

-আচ্ছা স্যার, একটা নিষ্পাপ শিশু মারা গেলে কি হবে?

-সে সোজা জান্নাতে যাবে।

-তাহলে কেউ যদি মহানুভব হয়ে সব শিশুকে হত্যা করতে চায়,এই কারণে যাতে তারা বড় হয়ে জাহান্নামি না হয়, তাহলে তাকে কি বৃহত্তর স্বার্থে অপরাধী বিবেচনা করা যাবে বা উচিৎ?

স্যার, চুপ হয়ে শুনছেন। উনার মুখে কোন কথা বেরুচ্ছে না। চারিদিক শুনশান নীরবতা।

বায়েজিদ- স্যার আপনি কি এপিকিউরাস সেই বিখ্যাত উক্তি শুনেছিলেন?

স্যার- নাহ, কোনটা?

বায়েজিদ- ঈশ্বর অমঙ্গলকে বাঁধা দিতে ইচ্ছুক, কিন্তু সক্ষম নয়-এর মানে উনি সর্বশক্তিমান নয়
উনি সক্ষম, কিন্তু ইচ্ছুক নয়- এর মানে উনি অমঙ্গলকারী
উনি সক্ষম এবং ইচ্ছুক - তাহলে অমঙ্গল কোথা থেকে আসে?
উনি সক্ষমও নয়, ইচ্ছুকও নয়- তাহলে তিনি কি করে ঈশ্বর হন?

আবুল স্যার সত্যিই এবার 'আবুল' হয়ে গেলেন মনে হচ্ছে!!

বায়েজিদ বলল, "আচ্ছা স্যার বলুন তো,বিপদগ্রস্ত মানুষকে বাঁচান ভালো কাজ কি?", স্যার বললেন, "অবশ্যই"। বায়েজিদ বলল, "তাহলে স্যার বলুন তো, মানুষকে বাঁচানো ভালো কাজ বলেই কি সৃষ্টিকর্তা একে পছন্দ করেন, নাকি সৃষ্টিকর্তা পছন্দ করেন বলেই মানুষকে বাঁচান ভালো কাজ"। স্যার অনেক চিন্তিত হয়ে পড়ল। অনেক চিন্তাভাবনা করে উনি বললেন, "অবশ্যই ভালো বলেই আল্লাহ পছন্দ করেন"। বায়েজিদ বলল, "তাহলে বুঝা যাচ্ছে ভালো বা খারাপ বুঝার জন্যে আমাদের কোন সৃষ্টিকর্তা লাগে না, এটা বুঝতে আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি-বিবেক, সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার ইত্যাদি যথেষ্ট, **পশু পাখির মধ্যেও নৈতিকতা** আছে, কিন্তু তাদের কোন ধর্ম নাই"।

বায়েজিদ, আবুল স্যারের জবাবের আশায় বসে আছে, স্যার বললেন, "হুম, আমি বুঝতে পেরেছি", এই বলে সেদিনের মত স্যার ক্লাস শেষ করে চলে যান, ক্লাসের সবার চোখ আমার দিকে, সবাই নিজ নিজ যুক্তি/কুযুক্তি খুঁজে বের করার চেষ্টা করতেছে। আর যারা আগে না বুঝেই তালি দিয়েছিল, তাদের সবাই ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে...

সত্যের সন্ধানে

shottershondhane.com

শুন্যস্থান থেকে স্রষ্টার দূরত্ব

অনেক দিন ধরেই বায়েজিদ ভাই দেখে যে, সে ভার্সিটির যে দোকানে চা খায়, সেখানে এক ছেলে বসে সবাইকে ভারী ভারী জ্ঞান দিয়ে যায়। কিছু ফিলসফিকেল, কিছু বিজ্ঞান, বেশির ভাগ ধর্মীয়। ছেলেটার অল্প অল্প দাড়ি, দেখতে লম্বা এবং বেশ শিক্ষিত টাইপ। তবে আবার চেইন স্মোকার। একটার পর একটা সিগেরেট ধরায়।বায়েজিদ ভাবল আজকে চা খেতে গিয়ে তার সাথে আলাপ করা যাবে, দেখা যাক তারা আসলে কি ইস্যুতে আলাপ করে আজকে।ছেলেটা ধরে ধরে কিভাবে জানি সব মেধাবী ছাত্রদের সাথেই আলাপ জুড়ে দেয়। তো আজ বিকেল বেলা বায়েজিদ চলে গেল চা খেতে। যথারীতি সেই ছেলেটা আরো দুই জনের সাথে কি নিয়ে জানি আলাপ করছিল। বায়েজিদ গিয়ে লম্বা একটা সালাম দিল। তারা প্রতিদিন বায়েজিদকে দেখত, তাই চেহারায় পরিচিত ছিলই। সালামের উত্তর দিয়ে সেই ছেলেটি বলল, "ভাই কেমন আছেন", বায়েজিদ বলল, "এইত ভাই ভাল, প্রায়ই দেখি আপনারা বিশেষ কিছু নিয়ে আলোচনা করেন, তো আজ ভাবলাম আপনাদের কোন সমস্যা না হলে আমিও একটু জয়েন করি আর কি"। 'ছেলেটি নিজে থেকেই বলল, "আমার নাম হাসান, আমি এখানে IBA তে MBA করছি, আমি খুশিই হব যদি আপনি আমাদের সাথে আলোচনা করেন।" বায়েজিদও তার পরিচয় দিল এবং তাদের আলোচনা শুনতে লাগল।

ছেলেটি কুয়ান্টাম ফিজিক্স এবং স্টিফেন হকিং এর বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে এটাই প্রমাণ করতে চায়ছিল যে,স্টিফেন হকিং এর কুয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন থেকে বিগ ব্যাং থিওরিতে অনেক অনেক সমস্যা আছে। এরপর সে বিজ্ঞান কে একপাশে রেখে কুরআন থেকেই "না জানা বিজ্ঞানের" সলুশন দেয়া শুরু করল, এই দেখে বায়েজিদ তো তাজ্জব। বাহ কি চমৎকার। কুরআনে তো দেখি সবই আছে।

হাসান বলল,কুরআনের আল্লাহ নাকি বলেছে,

Creator of the heavens and **the EARTH FROM NOTHINGNESS**, HE has only to say when He wills a thing, Be, and it is. (Quran 2:117)

ব্যাস খেল খতম,কিসের বৈজ্ঞানিক থিওরি,এত এত বিজ্ঞানি কিছু করতে পারল না, আর আল্লাহর স্পেশাল থিওরি হচ্ছে –"হও থিওরি"। এবার বায়েজিদ ভাই বলা শুরু করল,

বায়েজিদ- ভাই এত এত বিজ্ঞান আপনাদের কুরআনে, তো প্রশ্ন হল, কুরআনে আল্লাহ যখন এই ব্যাপারে ইঙ্গিত দিয়েছিলই, এই কুয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েসন এর কথা মুসলিমরা সবার আগে জানল না কেন? আপনার আল্লাহ কুরআনে এত এত নগণ্য ব্যাপারে কথা বলেছেন অথচ "কুয়ান্টাম দুনিয়া" ব্যাপারে একটুও বললেন না কেন স্পষ্ট করে?

আর আপনার আল্লাহত একজন INTELLIGENT DESIGNER, আমাকে বলেন তো কুয়ান্টাম দুনিয়ায় VIRTUAL PARTICLE গুলা তৈরি হওয়ার সাথে সাথেই ধ্বংস হয়ে যায় কেন? আল্লাহর সৃষ্টি এতো দূর্বল কেন যে সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে ধ্বংস হয়ে যায়? এটা কি ভালো ডিজাইনের নমুনা?

আর কোয়ান্টাম স্টেট এ কোনো কনশাস মাইন্ড/ সচেতন সত্ত্বা (God) কাজ করতে পারেনা Uncertainty Principle Law অনুযায়ী। কোন OMNIPOTENT GOD ও কাজ করতে পারে না, কারণ তখন তার এই আজগুবি আচরনের(Uncertainty) পিছনে উদ্দেশ্য থাকতে হবে - যেটা থাকা হাস্যকর এবং অযৌক্তিক।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

আর মুল বিষয় হচ্ছে আপনার আজগুবি এবং **সাংঘর্ষিক গুনের অধিকারী অসীম জটিল** স্রষ্টা যদি বিগ ব্যাং এর আগেই অবস্থান করতে পারেন বা NOTHING অবস্থায় থাকতে পারেন তাহলে অন্য কোন কিছু (প্রাকৃতিক)থাকতে পারে না কেন? আবার হাজার হাজার স্রষ্টা থেকে একেবারে পছন্দমত নিজের স্পেশাল (ইসলামিক) স্রষ্টাকেই এনেছেন কেন? বাকিদের কি হবে? তারাও তো থাকতে পারে? একই গোঁজামিল যুক্তি তো খ্রিষ্টানরা বহু বহু আগেই দিয়ে রাখছে,বরং তাদের আয়াতটি বিগ ব্যাং এর সাথে বেশ ভাল মিলে যায় [Gennesis 1:3- And God said, "Let there be light (explosion)," and there was light].

এখন আসেন আমরা একটু দেখি যে আয়াত নিয়ে আপনি বলছেন সেই আয়াতের অর্থ নিয়ে নামকরা অনুবাদক/তাফসিরকারকরা কি বলেছেন।

PICKTHALL -**The Originator of the heavens and the earth**! When He decreeth a thing, He saith unto it only: Be! and it is

SAHIH-INTERNATIONAL - **Originator of the heavens and the earth**. When He decrees a matter, He only says to it, "Be, " and it is.

YUSUF-ALI - **To Him is due the primal origin of the heavens and the earth**: When He decreeth a matter, He saith to it: "Be, " and it is.

SHAKIR - **Wonderful Originator of the heavens and the earth**, and when He decrees an affair, He only says to it, Be, so there it is.

Tafsir-al-Jalalayn- **Creator of the heavens and the earth making them exist without any exemplary precedent;** and when He decrees wills a thing to exist He but says to it 'Be' and it is

তাফসির ইবনে কাসির-**তিনি গগন ও ভুবনের আবিষ্কর্তা,** এবং যখন তিনি কোন কাজ সম্পাদন করার ইচ্ছে করেন, তখন তার জন্যে শুধু 'হও' বলেন, আর তা হয়ে যায়।

BAYAAN FOUNDATION- তিনি **আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা।** আর যখন তিনি কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেন, তখন কেবল বলেন 'হও' ফলে তা হয়ে যায়।

মুজিবর রহমান-**তিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা** এবং যখন তিনি কোন কাজ সম্পাদন করতে ইচ্ছা করেন তখন তার জন্য শুধুমাত্র 'হও' বলেন, আর তাতেই তা হয়ে যায়।

এতক্ষণ যেসব অনুবাদ শুনলেন সেগুলা **সব ইতিহাসের নামকরা অনুবাদকদের লিখা।** অথচ একমাত্র আপনার অনুবাদের স্পেশাল অর্থ হচ্ছে - "Creator of the heavens and the earth FROM NOTHINGNESS"। এখানে যে আরবি বাক্য আছে ''বাদিয়ুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি'' এটা কুরআনের আরো অনেক জায়গায় আছে, কোথাও 'শুন্য থেকে' এমনকিছু বুঝান হয়নি, আর সব জায়গায় কি আল্লাহ ''কুয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের'' ইঙ্গিত দিয়েছেন? আপনারা যুগ যুগ ধরে এই একই কাজ করে আসছেন। আপনাদের প্রথম কৌশল হচ্ছে, কিভাবে শব্দের বারোটা বাজিয়ে, বাক্যের অর্থ পরিবর্তন করে দেয়া যাবে,আজকাল এইজন্যে আপনাদের আবার স্পেশাল কিছু অনুবাদকও আছে যারা সুকৌশলে অতি পুরাতন এবং প্রচলিত আয়াতের অর্থ বা ব্যাখা চেনজ করে দেন। আপনি নামী দামী অনুবাদক বাদ দিয়ে আপনার স্পেশাল অনুবাদক পছন্দ করলেন। এইসব ভন্ডামি আর কত? এইগুলা খ্রিষ্টানরাও করে করে পচিয়ে ফেলেছে।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

ধরেন আমি বললাম, আমার সন্তান অনস্তিত্ব /NOTHING ছিল, এরপরে আমি অস্তিত্ব/SOMETHING করলাম, তার মানে কি আমার সন্তান “কুয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের” থেকে আসছে?

হাসান বলল, “ভাই আমি কিন্তু বলি নাই যে কুরআনে কুয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশনের কথা বলা আছে, আমি বলেছি হতে পারে...”

বায়েজিদ- তাহলে কুয়ান্টাম ফিজিক্স আর হকিংস নিয়ে এত লম্বা ফিরিস্তি দিলেন কেন? স্পষ্ট বলে দিতেন যে,বিজ্ঞানিরা বিগ ব্যাং এর সঠিক কারণ এখনও জানেন না, তবে আপনারা মুসলমানরা ‘১০০% সঠিক!!’ কারণটা জানেন,আর সেটা হচ্ছে আল্লাহর ‘হও থিওরি’। কুয়ান্টাম ফিজিক্স নিয়ে এত ফালতু এবং অপ্রাসঙ্গিক বিদ্যা জাহির/PEDANTIC SPEECH করার দরকার কি ছিল?

বিজ্ঞানিরা বলেছে শূন্য থেকে আসছে,আর আপনার আল্লাহ্ বলছে উনি ‘কুন’ বলাতে সব আসছে! কি সব গাঁজাখুরি যুক্তি দেন ভাই? যে লোক স্রষ্টাই বিশ্বাস করে না তারে আবার ‘কুন’ দিয়ে কি প্রমান দিচ্ছেন? আগে তো স্রষ্টা আছে সেটার প্রমান দেন,এরপরে তার ‘কুন’ বলা। উনার ‘কুন’ বলাতে তো কোন স্পেশাল বিজ্ঞান বা যুক্তি পাচ্ছি না, যেটা আইনস্টাইন বা বিজ্ঞানীদের থেকে অনেক নির্ভরযোগ্য! এটা শুধু অন্ধ বিশ্বাসের ব্যাপার।

এবার আসেন, আল্লাহর “কুন” বলা নিয়ে কিছু বলি, আল্লাহর কি আমাদের মত মুখ আছে, যা দিয়ে শব্দ বের হয়? আর ‘কুন’ বলার সাথে সাথে যদি সব তৈরি হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহর ১৩.৫ বিলিয়ন বছর লাগল কেন মহাবিশ্ব বানাতে? শুধু ৪.৫ বিলিয়ন সময় নিয়েছেন আমাদের মানুষের জন্যে পৃথিবী বানাতে,এরপর আরো মিলিয়ন মিলিয়ন বছর নিয়েছেন মানুষ বানাতে। এরপর হাজার হাজার বছর নিয়েছেন “আরব” তৈরি করতে,এরপরও অনেক সময় পার হয়ে রাসুলের বাপ- আব্দুল্লাহ তৈরি হল, এরপর আরো ৪০ বছর টাইম নিয়েছেন তার সব থেকে প্রিয় রাসুল বানাতে, **“কুন” এর শক্তি কি এতই নগণ্য?** আল্লাহ বলেছেন সাথে সাথে হয়ে যায়, সাথে সাথে কি কিছু হয়েছে আদৌ? উনি নিজেও তো বলেন,উনি ৬ দিনে সব তৈরি করেছেন- এটা তো কন্ট্রাডিক্টিং হয়ে গেল। বাস্তবে এত সময় চলে গিয়েছে যে এখানে আপনি আইন্সটানের TIME DILATION থিওরি এনেও উদ্ধার পাবেন না, যদিও মাঝে মাঝে এই আইন্সটানের কাছেই ধর্না দেন কুরআনের কিছু আজগুবি ব্যাপার প্রতিষ্ঠা করতে।

উনার ‘কুনের’ ক্ষমতা নিয়ে একটা হাদিস বলি শুনেন,

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “রাসুলু(সা) আমার হাত ধরে বললেন, আল্লাহ তাআলা শনিবার দিন মাটি সৃষ্টি করেন। রোববার দিন তিনি এতে পর্বত সৃষ্টি করেন। সোমবার দিন তিনি বৃক্ষরাজি সৃষ্টি করেন। মঙ্গলবার দিন তিনি আপদ বিপদ সৃষ্টি করেন। বুধবার দিন তিনি নূর সৃষ্টি করেন।বৃহস্পতিবার দিন তিনি পৃথিবীতে পশু-পাখি ছড়িয়ে দেন এবং জুমুআর দিন আসরের পর তিনি আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ জুমুআর দিনের সময়সমূহের শেষ মুহূর্তে (মাখলূক) আসর থেকে রাত পর্যন্ত সময়ের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন।” (মুসলিম, ইসলামিক ফাঃ, হাদীস নং ৬৭৯৭, হাদিসের মানঃ সহিহ)

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

এই হাদিসের মধ্যে যদিও অনেক ভুল বিজ্ঞান আছে, যেমন আলো তৈরির আগে গাছপালা, এরপরে পশুপাখির কথা আছে,অথচ সবার প্রথমে তৈরি হয়-মাইক্রো-অরগানিজম/এককোষী অনুজিব।এছাড়া উনি মানুষের জন্যে বসবাসযোগ্য পৃথিবীতে আবার আপদ-বিপদ তৈরি করবেন কেন? একটা বড়সড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ দিয়ে লাখ লাখ প্রান হত্যা করে উনি আসলে কি পরীক্ষা নিবেন? আর এটা তো একটি **নিরপেক্ষ এবং ন্যায্য পরীক্ষা কেন্দ্রে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির উপস্থিতির** সাথে সাংঘর্ষিক। তবে **আমার কাছে এখানে যেটা আসল বিষয়**, আল্লাহর সময় এবং আমাদের মানুষের সময় একই (SOLAR TIME) এবং উনার ''কুন'' এর ক্ষমতা অনেক নগণ্য!

উপরোক্ত হাদিসে উনি পৃথিবীর ২৪ ঘন্টার কথা বলেছেন, স্পষ্ট করে দিনের নাম উল্লেখ করেছেন,তার থেকে আজব ব্যাপার হচ্ছে এই হাদিস অনুযায়ী আকাশ/মহাকাশ/মহাবিশ্ব বানানো ছাড়াও শুধু পৃথিবী তৈরি করতেই উনার লেগে গিয়েছিল সাত দিন, অথচ অন্যান্য জায়গায় উনি বলেছেন ছয় দিন! এখন আপনার কি মনে হয় পৃথিবী মাত্র ৭ দিনে তৈরি হয়ে গেছিল? [বিস্তারিত ব্যাখা ''রিলেটিভিটির গল্প'' চ্যাপ্টারে]। উনার ''কুন'' বলার শক্তির কি এই হাল?

হাসান চুপ হয়ে শুনছিল,সে জবাব খুঁজে পাচ্ছে না! আর তার সাথের ছেলেগুলার চেহারা ফ্যাঁকাসে দেখাচ্ছে, আসলে এতদিন তারা হাসানের কুযুক্তিগুলো হজম করতে করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছিল, তাই এইরুপ নতুন উত্তর আশা করে নাই। সেদিনের মত সেখান থেকে বায়েজিদ ভাই সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেল। বাকিরা একে অন্যের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

তাদের অন্তরে আল্লাহ্ মোহর মেরে দেন

শুক্রবার ছুটির দিন বিকাল, বায়েজিদ ভাই রুমে বসে একটা মুভি দেখছিল। মুভির নাম -THE MAN FROM EARTH. মুভিতে দেখান হয়, একজন ব্যাক্তি যে কিনা হাজার হাজার বছরের বেশি বেঁচে ছিল লুকিয়ে লুকিয়ে। সে দেখে এসেছে সব রকমের সভ্যতার পতন এবং বিকাশ, দেখেছে সব রকমের ধর্মের উৎপত্তি এবং ছল চাতুরী। খুবই দারুন মুভি। বায়েজিদ ভাই কফিতে চুমুক দিতে দিতেই হঠাৎ আমি আর আমার এক বড় ভাইকে নিয়ে বায়েজিদ ভাইয়ের রুমে ঢুকলাম।

বায়েজিদ ভাই আমাদেরকে খাটে বসতে দিল। আমাকে বলল, "কি খাবি বল, কফি না চা, নতুন মেহমান নিয়ে এসেছিস"। আমি বললাম, 'আপাতত কিছু খাব না, আমরা খেয়েই এসেছি"। আমার সাথে যে বড় ভাই এসেছিল, উনার নাম- সুমন, আমার এক বন্ধুর বড় ভাই, চাকরি করছেন বড় এক কোম্পানিতে। ছুটির দিন বলে চলে এসেছেন। উনি বেশ খোলা মনের মানুষ। নতুন কিছু যৌক্তিক মনে হলে গ্রহন করে নেন, অন্ধের মত আঁকড়ে থাকেন না। তাই আমি উদ্দেশ্যমুলক ভাবেই বায়েজিদ ভাইয়ের কাছে নিয়ে গিয়েছি। যদিও সে এখনও পুরোপুরি একজন মুমিন। আসরের টাইম হয়ে যাওয়াতে সুমন ভাই বললেন, "নামাজটা পড়ে নিলে ভালো হত", বায়েজিদ ভাই সাথে সাথে তাকে একটা জায়নামাজ ধরিয়ে দিলেন। উনি নামাজ শেষ করে এসে বসলেন আমাদের সাথে। সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "আপনারা নামাজ পড়ে নিলে পারতেন"।

আমি বললাম, "কি করা ভাই, অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু আল্লাহ দিলের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন। আপনি তো জানেন কুরআনে আল্লাহ "সুরা গাভী" তে বলেছেন…",

সুমন ভাই থামিয়ে বললেন, "সুরা গাভী না বলে সুরা বাকারা বলতে পারতেন না?"

আমি বললাম, "আচ্ছা ভাই, আপনি বলেন, আরবি কি মুসলমানের ভাষা?"

সুমন- জি না, সব ভাষায়ই আল্লাহর।

আমি - তাহলে আপনারা কেন শুধু এক ভাষায়ই আল্লাহর ইবাদত করেন? আল্লাহ কি বাংলা ভাষায় নামাজ পড়লে বুঝবেন না? আর আল্লাহ একটা সুনির্দিষ্ট ভাষায় কেন এত গুরুত্ব দিবেন? দুনিয়াতে কত জন আরবি জানে? আর কুরআনে এমনিতেই পশুপাখির নামে অনেক সুরা আছে, যেমন সুরা বাকারা(উট,গরু,বকরি প্রভৃতি গবাদি পশু),সুরা নাহল (মৌমাছি),সুরা নামল (পিপীলিকা),সুরা আনকাবুত (মাকড়সা),সুরা ফিল (হাতি) ইত্যাদি। কুরআন একটা চিরন্তন অনুকরণীয় গ্রন্থ, স্রষ্টা কি এইসব থেকে ভালো কোন নাম পেলেন না? এইসব তো মনুষ্য লেভেলের চিন্তা ভাবনা! এটা কি কুরআনের আরবি সাহিত্যিক গঠনের উচ্চতর দৃষ্টান্ত? আর এইসব সুরার নামগুলো আসলে কে নির্ধারণ করেছিলেন,রাসুল নিজে, নাকি আবুবকর, নাকি উসমান?

বায়েজিদ ভাই আমাকে থামিয়ে বলল, "প্রসঙ্গে আসি এবার, সুরার নাম দিয়ে কি আর হবে। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, 'নিশ্চিতই যারা কাফের হয়েছে তাদেরকে আপনি ভয় প্রদর্শন করুন আর নাই করুন তাতে কিছুই আসে যায় না, তারা ঈমান আনবে না।আল্লাহ তাদের অন্তকরণ এবং তাদের কানসমূহ বন্ধ করে দিয়েছেন,আর তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি-(সূরা আল বাক্বারাহ:৬-৭)'। এখান থেকে কি এটা স্পষ্ট নয় যে আল্লাহ আমাদের কে মোহর মেরে দিলে আমরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারব না?"

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

সুমন-মোহর আল্লাহ মারেন না, এটা এমনি এমনি পরে যায়। ধরেন আমি বললাম, যারা খাবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, আপনি তাদের খেতে বলুন আর না বলুন, তারা কোনভাবেই খাবে না। আল্লাহ তাদের দেহ শুকিয়ে দেন, তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন অসুখ। এখানে খেয়াল করুন, তারা যে অসুখে পড়ছে এটা তাদের নিজেদের জন্যেই, তারা খাচ্ছে না বলেই। তাদের যতই জোর করা হউক তারা খাবে না। তারা যখন কোনভাবেই খাবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, তখন সিস্টেমিকেলি না খাওয়ার ফলে তারা অসুখে পরবে। এসবের জন্যে তারা দায়ী, সিস্টেম যদিও আল্লাহ তৈরি করে দিয়েছেন। না খেলে অসুখে পরবেন। এই সিস্টেমে আপনি তখনই পরবেন যখন আপনি খাবেন না বলে ধরে নিবেন।

ঠিক একইভাবে যারা সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে, যে তাদের সামনে যত সত্য আসুক, তারা মানবে না, তখন তাদের অন্তরে অটোম্যাটিকেলি একটা সীল পরেই যাচ্ছে। এর জন্যে আল্লাহ কে দোষ দিয়ে লাভ নাই।

বায়েজিদ- (মুচকি হেসে) ভালোই ব্যাখা দিয়েছেন। যদিও যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটা কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা নয়, আপনি নিজে নিজে বানিয়ে নিচ্ছেন, অবশ্য ইসলামিক স্কলাররা বিপদে পড়লে নিজেদের মত করেই ব্যাখ্যা দেন, এবং কারো ব্যাখার সাথে কারো মিলে না, তবে আমার ব্যাখায় যাওয়ার আগে আপনাকে কিছু কুরআনের আয়াত বলি, তাহলে আল্লাহ কিভাবে ‘‘মোহর মারেন’’ সেটা আরো স্পষ্ট হবে।

‘‘আর আল্লাহ শান্তি-নিরাপত্তার আলয়ের প্রতি আহবান জানান এবং যাকে ইচ্ছা সরলপথ প্রদর্শন করেন।’’ (সুরা ইউনুস - ২৫)

‘‘আপনি বলুন, আমাদের কাছে কিছুই পৌঁছবে না, কিন্তু যা আল্লাহ আমাদের জন্য রেখেছেন; তিনি আমাদের কার্যনির্বাহক। আল্লাহর উপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত’’ (তাওবা- ৫১)

এখানে ব্যাপারটা এমন না যে আপনি অসুখে পরেছেন বলে খাচ্ছেন না, বরং আপনাকে আগেই অসুখে ফেলা হয়েছে বলেই আপনি খেতে পারছেন না,যদি তাই হত আল্লাহ এভাবে বলতেন, ‘‘...তারা ঈমান আনবে না। তাদের অন্তকরণ এবং তাদের কানসমূহ বন্ধ হয়ে গিয়েছে (অটোম্যাটিকেলি),আর তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে গেছে’’

অথবা এভাবেও বলতেন পারতেন,

‘‘...তারা ঈমান আনবে না। তারা নিজেরাই নিজেদের অন্তকরণ এবং তাদের কানসমূহ বন্ধ করে ফেলেছে,আর তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছে’’

দুনিয়ার যেকোনো মানুষকে যদি আপনি কোন সুস্বাদু ও সাস্থকর খাবার দেন, তাহলে সে খাবেই, অন্তত আমরা বুদ্ধিমান মানুষরা বিশেষ করে বেঁচে থাকার জন্যেই খাব। কিন্তু দুটি কারনে আমরা হয়ত ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও খাব না, ১- আগেই খাবারে ভেজাল টের পেলে, ২- খাবার বাসি/খারাপ হলে। এখন আল্লাহ প্রদত্ত খাবার (ঐশী গ্রন্থ/নির্দেশনা) কি করে একজন আল্লাহরই সৃষ্টি না খেয়ে থাকে? আল্লাহ আগেই জানেন যে আমি কি খাব, উনি এটাও জানে যে কিভাবে খাবার পরিবেশন করা হলে আমি খাব, উনি জানেন যে কিভাবে রান্না করা হলে আমি খাব, উনি একেবারে সবই জানেন (DIET and TASTE)। এরপরেও উনি যখন খাবার দিচ্ছেন, তখন উনার খাবার কিভাবে একজন মানুষ বর্জন করে? এর মানে দাড়ায়, হয় উনি জানেন না, যে আমি কি খাবার পছন্দ করি এবং কি করলে আমি খাবই, আর না হয় উনার খাবারে ভেজাল আছে বলেই আমি খাব না- হতে পারে এটা মানুষেরই তৈরি ভেজাল খাবার (ধর্মগ্রন্থ এবং ধর্ম)। আল্লাহ যদি সর্বজ্ঞানী হয়ে থাকে,

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

তাহলে তিনি এমন একটা গ্রন্থ পাঠাবেন, যা কেউ স্বীকার না করে থাকতেই পারবেন না, কারণ এতে এমন প্রমান থাকবে কারো বাপের সাধ্য হবে না তাকে খন্ডন করার। আবার যদি কেউ তা করতে পারে তাহলে উনি সর্বজ্ঞানী হয় কি করে? আপনার আল্লাহর খাবার (নির্দেশনা/গ্রন্থ) এবং তার তৈরি সিস্টেম (আমাদের বিবেকবুদ্ধি) দুটোই ব্যর্থ। এখানে আসল FALSE ANALOGY হচ্ছে সর্বজ্ঞানী আল্লাহর ঐশী গ্রন্থ/নির্দেশনার সাথে মনুষ্য খাবারের তুলনা করা। আপনারা কথায় কথায় আল্লাহ্‌র সাথে যেকন কিছুর তুলনা দিয়ে ফেলেন!! স্রষ্টার সাথে সঠিক ANLOGY দেয়ার মত কোন কিছুই পৃথিবীতে নাই,আপনি যাই দিবেন তা ১০০% সঠিক হবে না। কারন মানুষ বা কোন কিছুই তার মত আজগুবি বৈশিষ্ট্য বহন করে না।

মোহর পড়ুক আর নাই পড়ুক সিস্টেম যেহেতু আল্লাহ্‌ই বানায়ছেন,উনি চায়লে এমন সিস্টেম করে দিতে পারেন যাতে মোহর আবার উঠে যায়। স্রষ্টা এতই বিশাল এবং মহিমান্বিত যে তাকে অবিশ্বাস করেও যদি কেউ তার সৃষ্টির উপকার করে তাহলে তো তার খুশি হওয়ারই কথা, কারণ স্রষ্টা মানুষকে সীমিত জ্ঞান দিয়েছেন,তাই সীমিত জ্ঞান দিয়ে অবিশ্বাস করাই তো স্বাভাবিক,তাই না?

উনার এত এত প্রমান দেখেও দুনিয়াতে এই মুহূর্তেও প্রায় ৭৬% মানুষ অমুসলিম কেন (Argument From Divine Hiddenness)? এমনকি যারা উনার গ্রন্থ জানে/পড়েছে তাদের মধ্যেও লাখ লাখ নিধার্মিক/অজ্ঞেয়বাদি হয়ে গেছে। এই আমাদের কথাই ধরুন,আমরা কুরআন,হাদিস, সিরাত ইত্যাদি পড়ার পরই ভেজাল টের পেয়েছিলাম, এর আগে নয় কিন্তু। এর আগে আপনাদের মত অন্ধবিশ্বাসী মুসলমান ছিলাম। মানুষ আজকাল ধর্ম গ্রন্থের হাস্যকর বানীগুলা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে রীতিমত!! বা স্রষ্টার খাবার/গ্রন্থ/প্রমান ইত্যাদি নিয়ে হাডুডু খেলে রীতিমত।

এখন আসুন আরো কিছু আয়াত দেখি যেখানে আল্লাহ এই সংক্রান্ত প্রতিটি আয়াতে নিজের জড়িতকরণের ব্যাপারে স্পষ্ট করে বলেছেন। এই আয়াতটি দেখুন-

"তোমার পালনকর্তা যাদের উপর রহমত করেছেন, তারা ব্যতীত সবাই চিরদিন মতভেদ করতেই থাকবে এবং **এজন্যই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।** আর তোমার আল্লাহর কথাই পূর্ণ হল যে, অবশ্যই আমি জাহান্নামকে জ্বিন ও মানুষ দ্বারা একযোগে ভর্তি করব।" (হুদ -**১১৯**)।

এখান থেকে এটা কি স্পষ্ট নয় যে উনি বিশেষ বিশেষ মানুষকে রহমত করেন এবং অন্যদের করেন না? কারণ দেখুন এখানে আল্লাহ স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন- এই মতভেদের জন্যেই তাদের কে উনি নিজেই সৃষ্টি করেছেন। এখানে এই অসুখ (মতভেদকারীর সৃষ্টি) আগে থেকেই উনি বানিয়ে রেখেছেন।

আবার এই আয়াতটি দেখুন- "কাফেররা বলেঃ তাঁর প্রতি তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হলো না? বলে দিন,**আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন** এবং যে, মনোনিবেশ করে, তাকে নিজের দিকে পথপ্রদর্শন করেন।" (সুরা রা'দ - ২৭)।

এখানে আল্লাহ স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন উনি যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন। আবার যে মনোনিবেশ করে তাকে নিজের দিকে টানেন, এখানে একটা ব্যাপার খেয়াল করুন যে, যদি উনার দ্বারা কোন মানুষ পথভ্রষ্ট না হয় বা আলোর পথে নাই আসে, তাহলে বার বার কেন উনি স্পষ্ট আয়াতে এই একই ব্যাপার বলেই যাচ্ছেন? আল্লাহ বার বার বলেই যাচ্ছেন, এটা আমি নিজে করি, আর আপনারাও বলেই যাচ্ছেন, এটা উনি করেন না। যে কাজ উনি নিজেই করেন সেটা উনি ঘুরিয়ে পেচিয়ে না বলে **স্পষ্ট করে বার বার** কুরআনে এবং হাদিসে বলেই যাচ্ছে,আর আপনারা বলেন,উনি তো এই কাজ করেনই না। মজার ব্যাপার হচ্ছে যেসব আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

করে বলেন সেখানেও আপনারা নিজেদের ব্যাখা দেন, আবার যেখানে আল্লাহ অস্পষ্ট করে বলেন, সেখানেও আপনারা নিজেদের মত অর্থ বের করেন!!

এইবার এই আয়াত দেখুন,“আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে এক জাতি করে দিতে পারতেন, কিন্তু **তিনি যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন** এবং যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। তোমরা যা কর সে বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে” (সুরা নাম্বার ১৬, নাহল - ৯৩)

এটা ভালো করে খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন যে, মোহর মারার কাজ আল্লাহই করেন। এখানে উনি স্পষ্ট করে বলেছেন সবাইকে উনি এক জাতিতে পরিণত করেন নাই। তার মানে কে কোন ঘরে জন্মাবে এটা উনি নিজেই ঠিক করেন। আর যাদেরকে উনি মুসলমান ঘরে জন্ম দেন, তাদেরকেই শুধু পথ প্রদর্শন করেন। যে লোক ভিন্ন ধর্ম নিয়ে শিশুকাল থেকে বড় হয়েছে, তার কাছে তার ধর্ম বাদে সব ধর্ম ভুয়া। ঠিক যেমন আপনার কাছে বাকিগুলা, এটাই কমন সেন্স। আর আপনি মুসলমান ঘরে জন্মে কেন আল্লাহর কাছ থেকে অতিরিক্ত সুফল পাবেন? **এখানে কে জন্ম থেকেই পথ প্রদর্শিত হল? আপনি না একজন কাফের?** এখানে ব্যাপারটা এরকম নয় যে, সে জন্ম থেকেই নিজে নিজে কাফের হয়ে গেছে, তাই তার মধ্যে “অটোম্যাটিক মোহর” টাইপ কিছু পরে গেছে, বরং আল্লাহ জন্ম থেকেই তাকে মোহর মেরে দিয়েছেন বলেই সে এখনও কাফের,তাই নয় কি? আপনার মধ্যে কিন্তু জন্ম থেকে মোহর টাইপ কিছু পরে নাই!! আপনি এখানে সুবিধাবাদী মাত্র। এখানে জন্ম থেকেই আল্লাহ পক্ষপাতিত্ব করে ফেলেছেন।

আরেকটি আয়াত দেখুন-“আর আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হল গাফেল, শৈথিল্যপরায়ণ।” (সুরা নাম্বার ৭, আল -আরাফ- ১৭৯)

এখানে আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যারা সত্য বুঝতে চায় না,**তারা পশুর থেকেও নিকৃষ্ট।** এরা কারা? এরা সবাই হচ্ছে কাফের বা নাস্তিক/ নিধার্মিক। তো আল্লাহ নিজে একটা স্বাধীন চিন্তা শক্তি দিয়ে, এরপর কেউ যখন সেই স্বাধীনচিন্তা দিয়ে আল্লাহ কে না মানে, তখন উনি নিজেই আবার তাদেরকে শুধু খারাপই বলেন নাই, বলেছেন পশু থেকেও নিকৃষ্ট!! ব্যাপারটা অনেকটা এরকম- একজন ন্যায়পরায়ণ শিক্ষক ন্যায্য পরীক্ষাকেন্দ্রে সবাইকে বলছে, ‘তোমাদের মধ্যে যারা আমার কাছে প্রাইভেট টিউশন পড়েছ,তারা সবাই ভালো মানুষ এবং পাশ করে যাবে, আর যারা পড় নাই, তারা সবাই পশুর থেকে নিকৃষ্ট এবং ফেল করবে’। অথচ এখানে সে আমাকে স্বাধীনতা দিয়েছে,তার স্বাধীনতা দিয়েই আমি তার কাছে পড়ি নাই, আর এখন আমার স্বাধীনতার মূল্য না দিয়েই আগেই উনি বলে দিচ্ছেন যে -আমি নিকৃষ্ট।

এছাড়া চায়লে আমরা এখানে Occam's Razor (সবথেকে কম কঠিন ব্যাখ্যা গ্রহন করা) এপ্লাই করলে পাই, আল্লাহ আসলে নিজেই সবার দিলে মোহর মেরে দিচ্ছেন, আপনাদের উল্লেখিত এত কঠিন এবং ভেজালের ব্যাখ্যার দরকার হয় না,যেহেতু উনি নিজেই স্পষ্ট করে বাকি সব আয়াতে বলে দিচ্ছেন । আপনাদের এই ব্যাখা হাদিস বা কুরআনকেও সাপোর্ট করে না।

এইবার এই হাদিসটা দেখেন, এর থেকে স্পষ্ট আর কি হতে পারে?

পাবলিশারঃ আল্লামা আলবানী একাডেমী

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

গ্রন্থঃ সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)

অধ্যায়ঃ ৩৫/ সুন্নাহ, হাদিসের মানঃ সহিহ

৪৭০৩। মুসলিম ইবনু ইয়াসার আল-জুহানী (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। একদা উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-কে এ আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলোঃ ‘‘যখন তোমার রব আদম সন্তানের পিঠ থেকে তাদের সমস্ত সন্তানদেরকে বের করলেন...’’ (সূরা আল-আ‘রাফঃ ১৭২)। বর্ণনাকারী বলেন, আল-কা‘নবী এ আয়াত পড়েছিলেন। উমার (রাঃ) বলেন, আমি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রশ্ন করতে শুনেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মহান আল্লাহ আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর স্বীয় ডান হাতে তাঁর পিঠ বুলিয়ে তা থেকে তাঁর একদল সন্তান বের করে বললেন, আমি এদেরকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এরা জান্নাতবাসীর উপযোগী কাজই করবে।

অতঃপর আবার তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে একদল সন্তান বেরিয়ে এনে বললেন, এদেরকে আমি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং জাহান্নামীদের উপযোগী কাজই করবে। একথা শুনে এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে **আমলের কি মূল্য রইলো?** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মহান আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন তখন তার দ্বারা জান্নাতবাসীদের কাজই করিয়ে নেন। শেষে সে জান্নাতীদের কাজ করেই মারা যায়। আর আল্লাহ এর বিনিময়ে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। আর যখন তিনি কোনো বান্দাকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তার দ্বারা জাহান্নামীদের কাজ করিয়ে নেন। অবশেষে সে জাহান্নামীদের কাজ করে মারা যায়। অতঃপর এজন্য তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করান। (সহীহ, পিঠ বুলানো কথাটি বাদে)

উপরের হাদিস থেকে আরো বেশি কিছু স্পষ্ট আর কি হতে পারে? আল্লাহ স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে আমলেরও কোন দাম নাই দুনিয়াতে, আল্লাহ ব্যাক্তির জন্যে যা আগেই লিখে রেখেছেন, সে সেই কাজ করবেই, বা অন্য কথায় আল্লাহ নিজেই তাকে দিয়ে সেই কাজ করিয়ে তার পরিনাম আবার নিজেই দিবেন, কতটা হাস্যকর এবং অযৌক্তিক।

আরও বহু বহু হাদিস আছে, এখানে দিয়ে আসলে শেষ করা যাবে না, আরেকটি স্পষ্ট হাদিস দেখুনঃ

সহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন), হাদিস নাম্বার ৬৬০৫- ‘আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন তাঁর সঙ্গে ছিল একটুকরা খড়ি। যা দিয়ে তিনি মাটির উপর দাগ টানছিলেন। তিনি তখন বললেনঃ **তোমাদের মাঝে এমন কোন লোক নেই যার ঠিকানা জাহান্নামে বা জান্নাতে লেখা হয়নি।** লোকদের ভিতর থেকে এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাহলে (এর উপর) নির্ভর করব না? তিনি বললেনঃ না, তোমরা ‘আমল কর। কেননা, প্রত্যেকের জন্য ‘আমল সহজ করে দেয়া হয়েছে। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেনঃ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى الْآيَةَ। হাদিসের মানঃ সহিহ

সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন সর্বজ্ঞানী। উনি আগে থেকেই জানেন কে কে খারাপ কাজ করবে এবং কে কে জাহান্নামে যাবে। উনি যে আগে থেকেই জাহান্নাম আর জান্নাত তৈরি করেছিলেন, তার কারণ কি? উনি আগে থেকেই জানতেন যে কে কে খারাপ কাজের জন্যে জাহান্নামে যাবেন। উনি যখন জাহান্নাম তৈরি করলেন,সেই জাহান্নাম তৈরির প্রয়োজনীয়তা কি উনি আগে থেকেই জানতেন না? উনি অবশ্যই জানতেন এবং এও জানতেন কে কে এই জাহান্নামে আসবে। এরপরও উনি সেই সেই মানুষকে তৈরি করেছিলেন, যারা তার

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

তৈরি করা এই জাহান্নামে যাবে। এর মানে হচ্ছে উনার নিজের জাহান্নাম পুরণ করার জন্যেই উনার কিছু মানুষের 'দিলে মোহর মারার' দরকার ছিল। এইজন্যেই উনি দুনিয়ার মাত্র খুবই কম সংখ্যক (এই মুহূর্তে ২০-২৫% প্রায়) মানুষকে সৎ পথ তথা ইসলাম প্রদর্শন করেন, আর বাকিদের দিলে মোহর মেরে দিয়ে তার জাহান্নাম তৈরির উদ্দেশ্য নিশ্চিত করেন। উনি নিজেই বলেছেন যে উনি চায়লে সবাইকেই এক জাতিতে পরিণত করতে পারতেন, কিন্তু উনি করেন না। এখনও কি ব্যাপারটা স্পষ্ট নয় আপনার কাছে?

একজন সর্বজ্ঞানী স্রষ্টার মহাবিশ্ব তৈরির করার পিছনে কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে, উনি তো সর্বজ্ঞানী!! উদ্দেশ্য বা ইচ্ছা কোন কিছু থাকাই তো মনুষ্য বা পার্থিব বিষয়! সর্বজ্ঞানীর আবার উদ্দেশ্য থাকে কি করে?

সুমন ভাইয়ের মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না,উনি মনে হয় ওয়াজ ছাড়া জীবনে এইসব যুক্তি শুনেনই নাই। উনারা সাধারনত এত যুক্তির ধার ধারেও না, জাস্ট অন্ধের মত সব গিলেন।

-আচ্ছা চোর ছাড়া পুলিশের থাকার কি কোন মানে আছে? বা ধরেন, রুগী ছাড়া চিকিৎসকের কি কোন দরকার আছে?

-জি না, নাই।

-তাহলে বুঝা গেল, এরা একের অন্যের উপর মুখাপেক্ষী। বা আরো গভীরভাবে দেখতে গেলে, অপরাধ বা রোগ এর মত খারাপ জিনিসগুলার উপর পুলিশ বা চিকিৎসক এর মত ভালো জিনিসগুলা মুখাপেক্ষী, তাই না?

-জি,তাই তো মনে হচ্ছে

-এইবার বলেন, যতদিন দুনিয়াতে একজনও মুমিন বা আল্লাহর বান্দা থাকবেন, কেয়ামত কি সংঘটিত হবে?

-জি না, একজনও যদি ঈমান রাখে কেয়ামত হবে না।

-তাহলে শয়তান কি চায়বে যে সবাই অসৎ হয়ে যাক? সে কি চায়বে না যে কিছু মানুষকে সৎ করে রাখতে, কারণ সবাই অসৎ হয়ে গেলে তো শয়তানের খেল খতম, তাই না?

-তো এর মানে কি দাঁড়াচ্ছে?

-এর মানে দাঁড়াচ্ছে, আল্লাহ কেয়ামত সংঘটন করার জন্যে নিজেই শয়তানের মুখাপেক্ষী। শয়তান সবাইকে অসৎ না করা পর্যন্ত উনিও কেয়ামত দিতে পারছেন না। আবার দেখেন, এখন এই অবস্থায় আল্লাহকে যদি কেয়ামত দিতেই হয়,উনি শয়তানকে দিয়েই তার প্ল্যান সফল করবেন, উনি শয়তান কে বলবেন যাতে সবাইকে অসৎ করে দেয়। তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে, আল্লাহই শয়তান কে দিয়ে আমাদেরকে অসৎ করেন এবং অন্তরে মোহর মেরে দেন। এবং মোহর মেরে রাখতেই হবে, তা না হলে দেখা যাবে আল্লাহ হঠাৎ কেয়ামত দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন আর আমি ঠিক তখনই ঈমান ফিরে পেলাম। আল্লাহ এখানে অনেকটা গড ফাদারের মত। উনি নিজেই শয়তান কে লেলিয়ে দিয়েছেন আমাদেরকে প্ররোচনা দিতে এবং অসৎ বানাতে। আবার উনি নিজেই "পরীক্ষা পরীক্ষা খেলা" করছেন আমাদের সাথে,তাই নয় কি? এটাকে আমরা নামকরন করতে পারি GOD-FATHER PARADOX. আল্লাহ তার এই আজগুবি পরীক্ষাকেন্দ্রের সফলতার জন্যে শয়তানের মুখাপেক্ষী। শয়তান ছাড়া উনার উদ্দেশ্য সফল হবে কিভাবে? আবার একই ভাবে শয়তানও তার কর্মের জন্যে আল্লাহর মুখাপেক্ষী, এমনকি খোদ আল্লাহই শয়তানকে সেই ক্ষমতা দিয়ে দুনিয়াতে

সত্যের সন্ধানে

shottershondhane.com

পাঠিয়েছিলেন। আরও বড় জিলাপির প্যাঁচ হচ্ছে এইসবই উনি আগেই জানতেন এবং এর ফলাফল উনার সব আগেই জানা; কত আজগুবি পরীক্ষা! হা হা হা…

-অ্যাঁ, হ্যাঁ, নাহহ মানে !!!এইটা কিভাবে… !!

সুমন ভাই কপালে ভাজ ফেলে বললেন, "আসলে পুরা ব্যাপারটাই একটা জগাখিচুরি মার্কা। এই ব্যাপারে একেক জন আলেম একেক মত দেন। কিন্তু এইসব কোন মত রাসুল কিংবা আল্লাহ নিজে দেন নাই। তাই আলেমরা সবাই নিজ নিজ মত তৈরি করে নিছেন"

আমি মাঝখান দিয়ে বলে উঠলাম, "একে বলে AD HOC FALLACY, ইসলামের জটিল ব্যাপারগুলাতে সবাই এই কাজই করে, কুরান-হাদিসের রেফারেন্স ছাড়া ধর্ম বাঁচাতে নিজ নিজ একটা যুক্তি বানিয়ে নেন, যার সাথে কুরআন বা হাদিসের কোন সম্পর্ক/রেফারেন্স নাই। আর আজকাল নয়া রিফরমিস্ট মুসলমান এপলজিস্টরা কাফেরদের থেকে এইসব (কু)যুক্তি ধার নেন".

সুমন ভাই কে খুবই অপ্রস্তুত মনে হচ্ছে, উনার কপালে ঘামের চিহ্ন বেশ স্পষ্ট। আমি আর কথা বাড়ালাম না। সুমন ভাই সেদিনের মত ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় হলেও উনার চিন্তিত মুখ দেখে আমি খুবই আশাবাদী হলাম এবং যাওয়ার সময় আমার মুখে শয়তানীর হাসিও বায়েজিদ ভাইয়ের চোখ এড়াল না, মনে হচ্ছে উনি আগেই আমার উদ্দেশ্য টের পেয়েছিলেন…

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

মুশরিকদের যেখানেই পাও হত্যা কর

বায়েজিদ ভাই ঘরে বসে বই পড়ছে, বইটির নাম God Is Not Great, এটা বিখ্যাত Christopher Hitchens এর দারুন একটা বই। বাইরে আজ আবার হাল্কা বৃষ্টি হচ্ছে। হঠাৎ করে আমি সাথে আরো দুজন কে নিয়ে রুমে ঢুকে গেলাম। সবাই হালকা ভিজে ছিলাম। বায়েজিদ ভাই একটা গামছা দিয়ে বলল, "একটা ছাতা কি সাথে নিয়ে বেরুতে পারিস না তোরা, যাই হউক, বস, আমি সবার জন্যে কফি বানিয়ে আনি"।

আমি বাকি দুই জনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম, একজনের নাম "সুষুপ্ত", এই ছেলে দারুন একজন যুক্তিবাদী লেখক, আমি প্রায় তার কথা বায়েজিদ ভাই কে বলতাম। আরেকজন আমাদেরই বন্ধু, নয়া মুমিন, মানে নতুন নতুন অনলাইন জিহাদিস্ট টাইপ আর কি, নাম - সামির।

আমরা তিনজনে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ নিয়ে কথা বলছিলাম। বায়েজিদ ভাই শুধু বসে আমাদের কথা শুনছিলেন।

সামির বলল "তোরা তো বাংলাদেশের স্বাধীনতা পক্ষে অনেক কথা বলিস, আবার আমাদের কোরানের বিপক্ষেও কথা বলিস।

তোরা সব সময় যেই কথাটা বেশি বলিস সেটা হল, সূরা তওবাহর ৫ নাম্বার আয়াতটা।

'অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। (সূরা আত তাওবাহ, আয়াত ৫)

কিন্তু তুই কি জানিস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও ৭ ই মার্চের ভাষনে এই আয়াতটার মতোই কথাগুলো বলেছিলো।

তিনি পাকিস্তানিদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলো, "আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো"।

এখন তুই বল আমাদের কোরান যদি অমানবিক হয় তাহলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও তো অমানবিক কথাগুলোই বলে গেছেন। কারণ এই দুইটা ছিলো যুদ্ধের সময় কালিন কথা"

তার কথাগুলো শুনে সুষুপ্ত একটু মৃদু স্বরে সামিরকে বলল, "আচ্ছা তুই কি কখনো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অন্ধ ভক্ত এমন কাউকে দেখেছিস?"

সামির- হ্যা আমার পরিচিতই অনেক আছে।

সুষুপ্ত- তুই কি তাদের মধ্যে কাউকে দেখেছিস সে পাইপ টানে অথবা মুজিব কোট গায়ে পড়ে?

সামির-আমার মনেহয় না। কারণ তারা তার রাজনৈতিক আদর্শকে সম্মান করে অথবা তার ব্যক্তিগত আদর্শকে সম্মান করেই তারা বঙ্গবন্ধুর ভক্ত। তাই তারা বঙ্গবন্ধুর করা কাজগুলোকে নিজেরা করলে তাদের পুণ্য হবে এটা ভাবেও না আর বঙ্গবন্ধুও তাদেরকে এসব কাজগুলো করতে বলে যায় নি।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

-কিন্তু তোদের মুসলিমরা এগুলো করাটাকে পুণ্য মনে করে। যেমন নবী কিভাবে চলত, কিভাবে খেতেন, কিভাবে কথা বলতেন, কিভাবে দাঁত মাজে ইত্যাদি। তখন মধ্যযুগে তিনি একটা বিশেষ গাছের ডাল দিয়ে দাত মেজেছেন বলে এখনো এই আধুনিক যুগে এসে একশ্রেণির ধার্মিকরা সেই গাছের ডাল দিয়ে দাঁত মাজে। তারা মনে করে এগুলো করা তাদের জন্যে সুন্নত।

সামির- আরে ভাই এত না পেচিয়ে ৭ই মার্চের ভাষনটার কথা বল।

সুষুপ্ত- হ্যা সেটাই বলছি শোন, সেদিন বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন আমরা ভাতে মারবো, পানিতে মারবো।

সেদিন তিনি আরো বলেছেন, ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।

এবার বল তিনি কি কোরানের মতো বলেছেন যে ওঁৎ পেতে বসে থাকো হত্যা করার জন্যে?

তার কথা মতে পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাদের দেশে এসে আমাদেরকে মারবে তাই তিনি আমাদেরকে সতর্ক করেছেন, তাদেরকে প্রতিহত করার কথা বলেছেন। এখানে পুরোটাই বলেছেন যুদ্ধ প্রতিরোধ করার জন্যে।আর তোদের কোরানে বলেছে যুদ্ধ করার জন্যে।যেটা করেছে পাকিস্তানিরা। তারা কোরানের কথা মতোই যুদ্ধ করতে এসেছে।

সামির-এটাওতো তখনকার মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় ছিলো। তাছাড়া একজন সেনা নায়ক যুদ্ধের সময় যুদ্ধের কৌশল হিসেবে এই কথাগুলোই বলবে। তখন মুশরিকরা আরবের মুসলমানদের উপর অমানবিক অত্যাচার চালায়। আর সেই অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্যে মুসলমানরা যুদ্ধ করে স্বাধীনতা ভালো করেন।

সুষুপ্ত- দেখ পাকিস্তানের সাথে আমাদের যুদ্ধ হয়েছে ঠিকই কিন্তু যুদ্ধের পর তাদের সাথে আমাদের দেশের কূটনীতিক সম্পর্কও গড়ে উঠেছে। সার্ক বাংলাদেশ পাকিস্তান এটার একটা জলন্ত উদাহরণ।

বঙ্গবন্ধুর ভাষণটা আমাদের একটা জাতীয় সম্পদ। আমাদের ইতিহাসের একটা অংশ। এটা কোন স্রষ্টার বাণী ছিলো না আর বঙ্গবন্ধুও কোন নবিও ছিলো না। এমন না যে উনার উপর কোন ঐশীগ্রন্থ নাজিল হয়েছিল এবং সেই গ্রন্থে সেই ভাষণটি লিখা আছে, যেটা তার অনুসারীদের জন্যে জীবন বিধান। তাই কুরআনের বানীর সাথে অন্যান্য ঐশী গ্রন্থের তুলনা চলে, কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষনকে কোন ভাবেই কোরানের সাথে তুলনা করা যাবে না।

সামির-তার মানে তুই বলতে চাচ্ছিস মুসলিমরা আত্মরক্ষার জন্যেও চেষ্টা করতে পারবে না?

সুষুপ্ত- তুই যদি আয়াতটা একটু ভালো করে পড়িস তুই দেখবি সেখানে কি বলা হয়েছে।

সেখানে বলা হয়েছে, "অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হয়ে গেলে", এর মানে হচ্ছে, প্রথমে ৪ মাস অপেক্ষা কর। এরপরেই বলা হয়েছে "মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা কর"। যে ৪ টি মাসে মুসলমানদের জন্যে হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল তা অতিবাহিত হয়ে গেলে মুসলমানদের বলা হচ্ছে গোপনে ওঁত পেতে থেকে আক্রমণ কর। মুশরিকরা এই ৪টি মাস তারা নির্বিঘ্নে ঘুরাঘুরি করুক, এরপরেই ধরে ধরে হত্যা কর। তার মানে বুঝতেই পাচ্ছিস এখানে আত্মরক্ষার কথা বলা হয়েছে কিনা?

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

এটাকে ‘যুদ্ধ’’ও বলা যায় না, কারণ যুদ্ধে কেউ পিছন থেকে আঘাত করে না। এটা স্রেফ চোরা গোপ্তা হামলার ইঙ্গিত। আর তুই যদি এই আয়াতটার ইবনে কাসির তাফসির পড়িস সেখানে তাফসিরে বলা হয়েছে মুশরিকদের **খুঁজে খুঁজে** হত্যা কর। যুদ্ধের ময়দানে কি কেউ খুজে খুজে হত্যা করে?

আমার কথাটা যদি বিশ্বাস না করিস তাহলে তুই দেখে নিতে পারিস।তাহলে বল এটা কি আত্মরক্ষার কথা বলেছে নাকি হত্যার কথা বলেছে। আর নিরীহ মানুষকে হত্যা করাটাকে তোর কাছে যুদ্ধ মনে হলেও একজন জ্ঞানী মানুষের কাছে সেটা যুদ্ধ মনে হবে না।

সামির-দেখ তোরা কেঁটে ছেটে আয়াতটাকে একটা সন্ত্রাসী আয়াতে পরিনত করার চেষ্টা করছিস। কিন্তু তোরা আয়াতের পরের অংশটা একবারও বলিস না যেখানে বলা আছে,

"যদি তারা তওবা করে, নামাজ কয়েম করে এবং যাকাত দেয় তাহলে তাদেরকে তাদের মতো করে থাকতে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু "। এখানে আল্লাহ ক্ষমা করার কথাটাও বলেছে।

সুষুপ্ত-দেখ তুই প্রথমে যে ভুলটা করেছি সেটা হল এই আয়াতটার সাথে ৭ই মার্চের ভাষনটা মিলিয়েছিস। সেখানে তুই যুক্তিতে না পেরে এখন আমাদের উপর দোষটা চাপানোর চেষ্টা করছিস।

এখানে আল্লাহ ক্ষমা করার কথা বলেছে তবে এখানে ক্ষমা করার জন্যে আল্লাহ **একটা শর্তও জুড়ে দিয়েছেন** যেটা হল নামাজ পড়া আর যাকাত দেওয়া। মানে **তাদের কল্লা বাচবে শুধু তখনই যদি তারা ইসলাম গ্রহন করে**। এখন একটা অমুসলিম যদি নামাজ পড়ে আর যাকাত দান করে তাহলে সে মুসলিম হয়ে যায়। তার মানে তোরা মানুষের ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাদেরকে মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে তাদেরকে মুসলিম বানিয়েছিস।

এটা কেমন ধর্ম প্রচার?এটা কি করে মানবতার উদাহরণ হতে পারে?

আবার তুই তখন বলেতে চেয়েছিস যে মুশরিকরা মুসলমানদের উপর অত্যাচার করেছে। আমিতো দেখতে পাচ্ছি এখানে সম্পুর্ণ উল্টো। মুসলিমরাই মুশরিকদের উপর অত্যাচার করেছে।

তাছাড়া সূরা তওবার ২৯ নাম্বার আয়াতটা যদি তুই খেয়াল করিস সেখানে বলা হয়েছে,

"তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে"।

তার মানে তুই বুঝতেই পাচ্ছিস,এখানে আহলে কিতাব বলতে বোঝানো হয়েছে ইহুদি খ্রিস্টানদেরকে।

কিন্তু তুই কি একটা জায়গা দেখাতে পারবি যে ইহুদি খ্রিস্টানরা মোহাম্মদের উপর হামলা করেছিলো অথবা যুদ্ধের আহব্বান করেছিলো মক্কায় থাকাকালীন?

বরং তারা মোহাম্মদকে মদিনায় **প্রথম মসজিদ বানানোর জন্যে জায়গা দান করেছিলো** বিনা মূল্যে।কিন্তু **মোহাম্মদ তাদেরকেও রেহায় দেয় নি।** তাদের অপরাধ ছিলো তারা মোহাম্মদের সাথে একমত হয় নি।

আরেকটা কথা তুই বলে গেলি যেটা হল পৌত্তলিকরা মোহাম্মদের উপর অত্যাচার করেছিল। সেই বিষয়টি যদি আমরা একটু খেয়াল করি সেখানে আমরা যেটা দেখতে পাই সেটা হল, মোহাম্মদ মক্কাতে যখন ইসলাম প্রচার করছিল, এই ১৩ বছরে পৌত্তলিকরা কি মোহাম্মদকে হত্যা করতে পারত না? মোহাম্মদ এর তখন

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

কোন সেনাবাহিনী ছিল না। চায়লে তারা মেরে ফেলতে পারত। তারা মারেনি কারণ মোহাম্মাদ হাশিমি বংশের লোক ছিল বলে। হাশিমিরা মোহাম্মদের হত্যার প্রতিশোধ নিত বলে।

সামিরের মুখ লাল হয়ে গেছে, সে রাগে বলল, দেখ তোরা তো কুরআনের একটি আয়াত আরেকটির সাথে কন্ট্রাডীক্ট করে বলিস। অথচ সুরা তাওবার, "মুশরিকদের যেখানে পাও সেখানে হত্যা কর" এর সাথে সুরা মায়দার "কেউ নিরপরাধ ব্যাক্তি কে হত্যা করল, সে পুরা মানবজাতিকে হত্যা করল" এই আয়াত কন্ত্রাডীকটিং/সাংঘর্ষিক বলতে শুনি না। কারণ এই দুটো কে এক করতে গেলেই তোরা ধরা!!

সুষুপ্তঃ হা হা, আরে ভাই সুরা মায়দার এই আয়াত সুরা মায়দার বক্তব্য নয়। এই আয়াতে আল্লাহ বলেছিলেন যে তিনি ইহুদিদের তাওরাতে অই কথাগুলি লিখে দিয়েছিলেন। আমি পুরা আয়াত পড়ে শুনাই, "এ কারণেই আমি <u>**বনী-ইসরাঈলের প্রতি লিখে দিয়েছি**</u> যে, যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে। এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে। তাদের কাছে আমার পয়গম্বরগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছেন। বস্তুতঃ এরপরও তাদের অনেক লোক পৃথিবীতে সীমাতিক্রম করে- সুরা মায়েদা, ৩২"

এই আয়াতটি এখনও ইহুদিদের তালমুদে পাওয়া যায়। এখানে দাবী করা হচ্ছে এই কথাটি আল্লাহ ইহুদদের ঐশী গ্রন্থে তাদের কে উপদেশ দিয়েছিলেন। আর এই কারনেই বলেছেন, আমার পয়গম্বরগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছেন। কুরআন কিন্তু এই রকম **উক্তি মুসলমানদের পালন করতে আদেশ করে নাই।** করে নাই সেটা প্রমান করার আগে কুরআনের আরেকটি ভুল ধরিয়ে দেই।

কুরআনে আল্লাহ "কেউ নিরপরাধ ব্যাক্তি কে হত্যা করল, সে যেন পুরা মানবজাতিকে হত্যা করল" বলে যেটা তিনি ইহুদিদের লিখে পাঠিয়েছিলেন মুসা নবীর উপর নাযিল হওয়া তাওরাতে দাবী করেছেন সেটি আসলে ইহুদিদের **"তালমুদ" নামের এক ধর্মীয় বই এর উক্তি।** এই বইটি ইহুদিদের তাওরাত নয়, এটি ইহুদিদের ঐশী গ্রন্থ নয়। এটি কেবল ইহুদিদের দ্বারা মৌখিক আইন হিসেবে পরিচিত।অনেকটা আমাদের দেশের মাওলানারা যেরকম ইসলামি বই লিখেন সেরকম একটা বই। সেটাই কুরআনে আল্লাহর উক্তি হিসেবে এসেছে। তালমুদের সেই উক্তি আমি বলি তুই কুরআনের সাথে মিলিয়ে নেয়, "**যে একটি আত্মাকে ধ্বংস করে সে পুরা পৃথিবীকে ধ্বংস করে, আর যে একটি আত্মাকে রক্ষা করে সে যেন পুরা পৃথিবীকে রক্ষা করে** (jerusalem talmud sanhedrin 4:1). এখন আমাকে বল, এত বড় ভুল আল্লাহ কি করে করল। এটা তো **তাওরাতের জিহোবার কথা নয়।** এবার আসি আসল বিষয়ে, তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নিই, যে সুরা মায়েদার ৩২ আয়াতে চরম শান্তির কথা বলা হয়েছে, তাহলে ঠিক তার পরের আয়াতে কি বলা আছে? সেখানে আছে, "যারা **আল্লাহ ও রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে** এবং জমিনে ফেসাদ করে বেড়ায়, তাদের আজাব কেবল এই যে তাদের হত্যা করা হবে অথবা শুলে চড়ান হবে কিংবা বিপরিত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে, অথবা তাদের দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে, এটি তাদের জন্যে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং তাদের জন্যে আখেরাতে রয়েছে মহা আযাব (সুরা মায়েদা ৩৩)"

ইবনে কাসিরের তাফসিরে বলা আছে যে ধর্ম ত্যাগীদের হত্যা করার সুস্পষ্ট নির্দেশ এই আয়াত থেকে আসছে। নবী নিজে মদিনাতে **মুরতাদদের হাত-পা কেটে দেন** এবং **চোখে গরম শলাকা ভরে দেন।**

আচ্ছা আমাকে বল তো, এখনকার দুনিয়ায় একজন শিক্ষিত, সৎ এবং সরল সোজা টাইপের মানুষের হঠাৎ মনে হল যে, সে আর ইসলাম পালন করবে না, তো শুধু ধর্ম ত্যাগের জন্যে তাকে হত্যা করা কতটা যৌক্তিক

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

বলে তুই মনে করিস? ধর্ম ত্যাগ করা মানেই কিন্তু এই নয় যে সে ব্যাক্তি ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার করে বেড়াবে, আর বেড়ালেও সেটা ইসলামের ক্ষতি হওয়ার কথা নয়। কোন নন-মুসলিম কে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার সময় কিন্তু এটা বলা হয় না, কিন্তু ইসলাম থেকে বের হওয়ার সময় বলা হয়- এবার কল্লা কাটা হবে, অনেক টা দাওয়াত করে নিয়ে এসে হাইজ্যাক করার মত, এই ব্যাপারে হালের ক্রেজ জাকির নায়েকের ভন্ডামি না বললেই নয়, উনি বহু আগে সবাইকে বলে বেড়াতেন, যেকোনো অবস্থায়ই একজন মুরতাদের শেষ পরিণতি হচ্ছে হত্যা/ কল্লা কাটা (অবশ্য তার আগে ফিরে আসার একটা সুযোগ দেয়া হবে), কারণ হিসেবে উনি অদ্ভুত এবং অবান্তর কুযুক্তি দিতেন, উনি বলতেন ইসলাম ছাড়া আর দেশের সাথে রাষ্ট্রদ্রোহ করা নাকি একই ব্যাপার, তাই রাষ্ট্রদ্রোহের শাস্তি যেমন হত্যা, তেমনি ইসলাম ছাড়ার শাস্তিও হত্যা!! এরপরে উনি যখন বুঝতে পারলেন যে এই উত্তর দিয়ে এই যমানার শিক্ষিত মানুষকে 'আতেল' বানান যাচ্ছে না, তাই উনি নিমিষেই **ভন্ডের মত উনার জবাব পালটে ফেললেন**,এখন উনি বলেন,মুরতাদের শাস্তি **হত্যা করা হচ্ছে** – **অপশনাল/ঐচ্ছিক**, কিন্তু উনি খুবই অল্প জবাবে সটকে পরেন, তেমন কোন রেফারেন্স দেন না, জাস্ট বলেই সটকে পড়েন। কারণ উনি জানেন যে, হত্যা করতেই হবে এই মর্মে অনেকগুলা স্পষ্ট হাদিস আছে এবং এই ব্যাপারে বেশিরভাগ আলেম এবং ফকিহরা একমত।এছাড়া উনি যে হাদিসটি চুপি চুপি বুঝাতে চান সেখানেও রাসুল মন থেকে সেই ব্যাক্তিকে হত্যা করতে চেয়েছিল (উসমানের সৎ ভাই, উনি তাকে মন থেকে হত্যা করতে চেয়েও পারেননি উসমানের সুপারিশে)

সুষুপ্তের উত্তর শুনে বায়েজিদ ভাই আর চুপ থাকতে পারল না,উনি সাথে আরো কিছু এড করল।

বায়েজিদ- "কুরআনে প্রায় ১০০ এর বেশি আয়াত আছে শুধু কাফের-মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ/হত্যা করার জন্যে, এর কারণ কি? **একটা জীবন বিধানে কেন এত হত্যা আর যুদ্ধের কথা লিখা থাকবে**? এটা কি যুদ্ধের বই নাকি? যত হত্যা আর যুদ্ধের আয়াত আছে তত, শান্তির আয়াত নাই, যাও আছে সেখানে শর্ত আছে (মুসলমান হতে হবে, আল্লাহ্‌কে/ নবীকে মানতে হবে ইত্যাদি)। জরুরী অনেক ব্যাপারে কোন আলোচনা নাই, অথচ ফালতু যুদ্ধ আর হত্যার আয়াতের অভাব নাই। ইসলামের ৪টি মুল স্তম্ভ (নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত) এর ব্যাপারেই সুস্পষ্ট কিছু বলা নাই, এমন একটা আয়াত নাই যেখানে একসাথে ৫ ওয়াক্ত নামাজের কথা বলা আছে। অথচ ভুরি ভুরি যুদ্ধ/হত্যার অপ্রাসঙ্গিক এবং ফালতু আয়াত আছে।

অনেকে এটাই বুঝেন না যে নাসেখ ও মানসুখের মধ্য দিয়ে জিহাদের বেশ কয়েকটি ধাপ আছে, প্রথম ধাপে খুব নম্র সুরে নির্দেশ থাকলেও, শেষের ধাপে স্পষ্ট এবং কড়া ভাষায় নির্দেশ আছে। যেমন শেষ ধাপের এক আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেন, "তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, **যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে**"। (কোরআন ৯ :২৯)

মূলত, সকল ইসলামিক স্কলারের মতে, এই আয়াতের মাধ্যমেই জিহাদের বিধানকে পুর্ণতা দান করা হয়। জিহাদী বিধানের এই পূর্ণতা সাধিত হয় নবম হিজরীর হজ সমাপনের চার মাস পর।

সবশেষে আরও পরিষ্কার ভাষায় ঘোষিত হয়েছে, সুরা আনফালঃ ৩৯ আয়াতে
"**আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায়; এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।** তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন"

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

জিহাদের এই সর্বশেষ ধাপটি সম্পর্কে শতভাগ নিশ্চিত হওয়ার উপায় কী? জিহাদের এই সর্বশেষ ধাপটি পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় **আল হিদায়া গ্রন্থ থেকে।** (ফিকাহ্ শাস্ত্রের জগতে, বিশেষতঃ হানাফি ফিকাহ্র পরিমণ্ডলে আল-হিদায়া একটি মৌলিক ও বুনিয়াদি গ্রন্থ । এক কথায় এ গ্রন্থকে হানাফী ফিকাহ্ শাস্ত্রের বিশ্বকোষ বলা যায়)। এই গ্রন্থে স্পষ্ট করে বলা আছে **কাফিররা সুচনা না করলেও প্রয়োজন হওয়া মাত্রই অমুসলিমদের আক্রমণ করা যাবে।** (আল হিদায়া, অধ্যায়-জিহাদ, পৃষ্ঠা ৪২৯-৪৩০)

আর এই সজ্ক্রান্ত বহু হাদিসও আছে,

গ্রন্থের নামঃ সহীহ মুসলিম (ইফাঃ), নম্বরঃ ৪৩৭০, অধ্যায়ঃ ৩৩/ জিহাদ ও এর নীতিমালা পরিচ্ছদঃ **১.** যে সকল বিধর্মীর কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে, পূর্ব ঘোষণা ব্যতীত তাদের বিরুদ্ধে আক্রমন পরিচালনা বৈধ

ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া তামীমী (রহঃ) ... ইবনু আউন (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, ''আমি নাফি' (রহঃ) কে এই কথা জানতে চেয়ে পত্র লিখলাম যে, **যুদ্ধের পূর্বে বিধর্মীদের প্রতি দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া প্রয়োজন কি না?** তিনি বলেন, তখন তিনি আমাকে লিখলেন যে, এ (নিয়ম) ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে ছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম **বনূ মুসতালিকের উপর আক্রমণ করলেন এমতাবস্থায় যে, তারা অপ্রস্তুত ছিল (তা জানতে পারেনি।)** তাদের পশুদের পানি পান করানো হচ্ছিল। তখন তিনি তাদের যোদ্ধাদের (পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ) হত্যা করলেন এবং অবশিষ্টদের (নারী শিশুদের) বন্দী করলেন। আর সেই দিনেই তাঁর হস্তগত হয়েছিল। (ইয়াহইয়া বলেন যে, আমার ধারণা হল, তিনি বলেছেন) জুওয়ায়রিয়া অথবা তিনি নিশ্চিতরূপে ইবনাতুল হারিছ (হারিছ কন্যা) বলেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এই হাদীস আমাকে আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। তিনি সেই সেনাদলে ছিলেন''।হাদিসের মানঃ সহিহ

নিম্নোক্ত এই হাদিসটি রীতিমত আমাকে হয়রান করে, এই হাদিসে রাসুল **রাতের অন্ধকার নিরীহ নারী ও শিশুদের উপর অতর্কিত হামলা করে হত্যা করতেও** নির্দেশ দিয়েছেন।

সা'ব ইবনু জাসসামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করা হলো মুশরিকদের শিশু সন্তান সম্পর্কে, **যখন রাতের অন্ধকারে আকস্মিক হামলা করা হয় তখন তাদের নারী ও শিশুরাও আক্রান্ত হয়।** তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ "**তারাও তাদের (মুশরিক যোদ্ধাদের) অন্তর্ভুক্ত**"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী, হাদিস নং- ৪৪৪১]

এমনকি **মক্কা বিজয় যে একেবারেই রক্তপাতহীন ছিল,তা নয়।**এরকম **দাবীও অসত্য এবং ভিত্তিহীন।** ইবনু খাতাল এবং তার দুই নর্তকী দাসীকে হত্যা করার কথা বিভিন্ন সহিহ হাদিস থেকে জানা যায়। মক্কা বিজয়ের সময়ে উনি প্রায় ৪-৫জনকে হত্যা করেছিলেন বলে জানা যায়।

"আবদুল্লাহ ইবনু ইউসুফ (রহঃ)...আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্নিত যে, মক্কা বিজয়ের বছর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় (মক্কা) প্রবেশ করেছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিরস্ত্রাণটি মাথা থেকে খোলার পর এক ব্যাক্তি এসে তাঁকে বললেন, **ইবনু খাতাল কাবার গিলাফ ধরে আছে।** তিনি বললেনঃ **তাঁকে তোমরা হত্যা কর"**। (সহীহ বুখারী (ইফাঃ) নম্বরঃ ১৭২৭)

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

শুধু তাই না, রাসুল এতই বিচক্ষন এবং ন্যায্য বিচারক!যে কাফের কর্তৃক মুসলমান হত্যা হলে তার শাস্তি দিবেন মৃত্যুদণ্ড, অথচ **মুসলমান কর্তৃক কাফের হত্যা হলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে নিষেধ** করে গিয়েছেন। (বুখারি,নাঃ ৬৯১৫ এবং ইবনে মাজা,নাঃ ২৬৫৮,তাওহিদ ফাঃ, মানঃ সহিহ)

সন্ধ্যা গড়িয়ে যাওয়াতে সেদিন আর বিতর্ক বেশী দূর আগাল না। সামিরের কাঁদো কাঁদো চেহারা দেখে সুষুপ্ত আর কথা বাড়াল না। সেদিনের মত বায়েজিদ ভাইকে বিদায় দিয়ে আমরা প্রস্থান করলাম।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করল

বায়েজিদ ভাই আবার সেই চা এর দোকানে গেল, সেদিন যেখানে বিজ্ঞ! হাসানের সাথে কথা হয়েছিল। আজকে তাকে দেখা যাচ্ছে না, বায়েজিদ ভাই বেশ হতাশ হয়ে একা একা চা খাচ্ছে। হঠাৎ আমি এসে উপস্থিত। আমি মুচকি হেসে বললাম, "ভাই, কই গেল আপনার সেই বিতার্কিক হাসান সাহেব, উনি কি আজকাল এখানে আসা বন্ধ করে দিলেন নাকি? নাকি অন্য চা-র দোকানে আবার নতুন কিছু বাচ্চা ছেলেকে বোকা বানাচ্ছেন", বলতে বলতেই পিছন থেকে হাসান এসে গায়ে হাত দিয়ে বললেন, "কি ভাই, কাকে বোকা বানাবার কথা বলছেন?" আমি লজ্জা পেয়ে বললাম, 'না মানে, ইয়ে আর কি, আপনার কথা শুনেছিলাম, কেমন আছেন?" বায়েজিদ ভাই আমাকে তার সাথে পরিচয় করে দিলেন এবং আরো দু কাপ চা-র অর্ডার করলেন।

আজ কোন ভনিতা না করে বায়েজিদ ভাই ডিরেক্ট বিতর্কে চলে গেলেন।

বায়েজিদ -ভাই আপনার কি মনে হয় আল্লাহকে / স্রষ্টাকে কে তৈরি করল?

হাসান -দেখুন, এই পুরাতন প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে ক্লান্ত, এত সোজা একটা ব্যাপার মানুষ কেন যে বুঝতে চায় না।

বায়েজিদ -আরেক বার না হয় বলুন আমাকে, দেখি কতটা সোজা আসলে।

হাসান -আচ্ছা ঠিক আছে আবারও বলি,ধরে নিন যে,

সকল সৃষ্টির একটা শুরু আছে এবং শেষ আছে-১ নং সমীকরণ।

মহাবিশ্ব একটা সৃষ্টি -এটা ২ নং সমীকরণ

এখানে দেখা যাচ্ছে সমীকরণ ১ এবং ২ মিলে থারমডাইনামিক্স ২য় সুত্র কে লঙ্ঘন করছে না

এখন ৩য় সমীকরণ হচ্ছে, স্রষ্টা সবকিছু তৈরি করেছে। এখানে স্রষ্টা কিন্ত নিজেই সৃষ্ট নন, তাই উপরের শর্তের সাথে এটার মিল হচ্ছে না, ব্যাস হয়ে গেল না প্রমান! Laws Of Causality তার উপরেই বর্তাবে যার কোন শুরু আছে, আমাদের মাশাল্লা স্রষ্টার তো শুরু বা শেষই নাই। তিনি BY DEFINITION হচ্ছেন Time-Space-Matter-Cause এর উর্ধ্বে।

বায়েজিদ- হা হা, সেই অতি **পুরোনো স্পেশাল সংজ্ঞা ব্যাখ্যা** !! আচ্ছা যাই হউক, এবার আমি বলি, শুনুন আপনি যেটা বললেন সেটা আসলে অতি পুরোনো কজমলজিকেল আর্গুমেন্ট। তবে আপনি মনে হচ্ছে একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বললেন আরকি, ৩নং সমীকরণে কথেকে প্রমান ছাড়াই স্রষ্টা এনে ধরে বসিয়ে দিলেন! Syllogism নাকি Non Sequitur বুঝলাম না। আপনার আর্গুমেন্টে কোনটা প্রেমিস আর কোনটা উপসংহার কিছু স্পষ্ট নয়, অথচ সমীকরণ দিয়েছেন!

সবথেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে আপনার ৩ নাম্বার সমীকরন তো সেই থারমডাইনামিক্স ১ম সুত্রকেই (Law of Conservation of Energy) লঙ্ঘন করে, এত জটিল একজন স্রষ্টা, মহাবিশ্বে শক্তি ও বস্তু তৈরি হওয়ার আগেই কিভাবে এসে পড়ল এবং উনি মহাবিশ্বের জন্যে এই শক্তি এবং বস্তু মহাবিশ্ব সৃষ্টির আগে থেকেই কিভাবে পেল? অথচ জোর করে ধরে এনে বসিয়ে দিলেন, হা হা!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

যাই হউক, কজমলজিকেল আর্গুমেন্ট এর অনেকগুলা ভার্সন আছে, তবে আমি ‘কালাম কজমলজিকেল আর্গুমেন্ট’ নিয়ে কথা বলব, কারণ আস্তিক মহলে এটাই সবথেকে পরিচিত। তাই ভার্সন যাই হউক না কেন আমার ভার্সনে/ব্যাখায় আপনি সবকিছুর উত্তরই পেয়ে যাবেন। এই আরগুমেন্টের মুলে রয়েছে ‘‘কার্যকারণ তত্ত্ব’’ বা Cause and Effect or Causality or First Cause ধারণা বা কনসেপ্ট। মুসলিম স্কলার আল-কিনদি প্রথমে এবং পরে ইমাম গাজ্জালী এই ব্যাপারটি উপস্থাপন করেন, এরপরে আরো অনেকেই যেমন থমাস একুইনাস, উইলিয়াম লেন ক্রেগ ইত্যাদি এটাকে ভিন্ন ভিন্ন রুপ দেন। আপনি যেমন এখানে আপনার মত করে আরেক রুপ দিলেন!!! কিন্তু মুল ব্যাপার সবার ক্ষেত্রে প্রায় একই।

কালাম কসমোলজিক্যাল আর্গুমেন্ট একটি Deductive Argument, যার কিনা দুটি Premise আছে (যদিও অনেকে এটাকে INDUCTIVE ARGUMENT হিসেবেও বিবেচনা করেন), তাই এর যেকোন একটি প্রেমিস ভুল প্রমাণিত হওয়া মানে পুরা আর্গুমেন্টটি ভুল প্রমাণিত হওয়া।

আর্গুমেন্টটি এরকম-
প্রেমিস -১। সব কিছু- যার শুরু আছে, তার কারণ আছে।
প্রেমিস -২। মহাবিশ্বেরও একটা শুরু আছে,
উপসংহার- অতএব মহাবিশ্বের শুরুর পিছনেও একটা কারণ থাকতে হবে।(মুল যুক্তি এখানেই শেষ)
(আস্তিকঃ আর সেই কারণটি হচ্ছে ‘ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তা)

খেয়াল করে দেখেন যে, এই আর্গুমেন্ট কোন ভাবেই এই কথা বলে না যে, একজন ঈশ্বর থাকতেই হবে। এই আর্গুমেন্ট শুধু এতটুকুই প্রমাণ করে যে, মহাবিশ্বের শুরুর পিছনেও একটা কারণ থাকতে হবে। তবে আস্তিক ভাইয়েরা গায়ের জোরে শেষের অংশটুকু লাগিয়ে নেন এভাবে যে- আর সেই কারণটি হচ্ছে ‘ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তা’। এই আর্গুমেন্ট আসলে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোন প্রমানই দেয় না, এটা আসলে প্রমান করে এতটুকুই যে, আমাদের মহাবিশ্বের শুরুর পিছনে একটা কারণ থাকতে হবে, যেটা আমরা আস্তিক নিধার্মিক সবাই মানি।

এই আর্গুমেন্ট কোন সুনির্দিষ্ট গড (ঈশ্বর, আল্লাহ, জেহোবা, ভগবান ইত্যাদি) কে বুঝায় না। কিন্তু আমাদের প্রায় হাজার হাজার ধর্মের সাথে হাজার হাজার PERSONAL GOD আছে- আমরা গড বলতে কোন GENERIC GOD কে বুঝাই না, আমরা যার যার নিজের স্রষ্টাকেই বুঝাই। আমাদের এইসব গডের আবার স্পেশাল কিছু ATTRIBUTE আছে। এই আর্গুমেন্ট কোন একজন একক সৃষ্টিকর্তাকেও প্রকাশ করে না, এটা হতে পারে অনেকজন গড (Polytheism), হতে পারে এটা কোন নারী-সৃষ্টিকর্তা, এই আর্গুমেন্ট সংবেদনশীল সত্ত্বার (SENTIENT GOD) অস্তিত্ব প্রমান করে না। এই আরগুমেন্টের সব থেকে বড় সমস্যা হচ্ছে এটা SELF-DEFEATING- মানে এটা নিজেকে নিজেই ভুল প্রমান করে দেয়। যদি ধরে নেই সব কিছুর কারণ থাকতেই হবে, তাহলে স্রষ্টাকেও সেই কাতারে ফেলতে হবে এবং একই যুক্তি তার উপরেও বর্তাবে। আর যদি সেই যুক্তি থেকে স্রষ্টা নিষ্কৃতি পায়, তাহলে বাকি সবকিছু পাবে না কেন? এই ‘কেন’ র কোন ব্যাখ্যা আস্তিকরা আজ পর্যন্ত দিতে সক্ষন হয়নি!

(If God is somehow exempt from those rules, then why couldn't other things be exempt from them too? If they can exist without God being responsible for them, then we don't need God to establish things in the first place)

এই আর্গুমেন্ট তার CONCLUSION কেই তার প্রেমিস হিসেবে ব্যবহার করে পরোক্ষভাবে।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

প্রেমিস ১ - সব কিছু (সৃষ্টিকর্তা বাদে) - যার শুরু আছে, তার কারণ আছে

'সৃষ্টিকর্তা বাদে' অংশটুকু তারা প্রেমিসে উল্লেখ না করলেও, আগেই ধরে নেন, অনেকটা BEGGING THE QUESTION FALLACY/ কুযুক্তি এর মত।

শুধু তাই নয়, এই আর্গুমেন্টে আগেই ধরে নেয়া হয়েছে যে, হয় মহাবিশ্ব শুরু হয়েছে কোন এক PHYSICAL LAW(Big Bang) এর মাধ্যমে অথবা একে ঈশ্বর তৈরি করেছে, এটা একটা কুযুক্তি- False Dichotomy Fallacy। ব্যাপারটা এই দুইয়ের মাঝেই সীমাবদ্ধ নাও হতে পারে। কারণ এর বাইরেও অন্য কিছু হওয়ার বা ঘটে থাকার সুযোগ আছে। হতে পারে মহাবিশ্ব অন্য কোন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট (মাল্টিভারস ইত্যাদি)। BIG BANG THEORY এটা বলে না যে সবকিছু এর থেকে শুরু, বরং সবকিছু 'যা আমরা জানি' তা বিগ ব্যাং থেকে শুরু। আমাদের জানার বাইরেও COSMOS আছে।

সব থেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই আর্গুমেন্ট দিয়ে আপনি বেশির বেশী "হয়ত" একজন DEIST GOD (ধর্মহীন ঈশ্বর/শ্বরবাদ) কে প্রমান করতে পারবেন, কিন্তু আমাদের CLASSICAL THEISTIC PERSONAL GOD (আল্লাহ, ভগবান, ঈশ্বর, জেহোভা ইত্যাদি) কে প্রমান করতে পারবেন না। ব্যাক্তিগতভাবে আমার কোন আপত্তি নাই যদি দুনিয়ার সবাই DEIST হয়ে যায়, অন্তত এটা অনেক বেটার পজিশন। DEIST হয়ে গেলেই পারেন।

তবে আমি এই নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব, নিচে আমি First Cause আর্গুমেন্টটির প্রথম Premise নিয়ে আলোচনা করবো, আগে আবারো বলে রাখি Deductive Argument এর যেকোন একটি প্রেমিস ভুল হওয়া মানে সম্পূর্ণ আর্গুমেন্টটি ভুল প্রমাণিত হওয়া।

১। "সব কিছুর যার শুরু আছে, তার কারণ আছে।"

প্রথমত সবকিছুর শুরু থাকলেই যে তার কারণ থাকতেই হবে সেটা এখনই জোর দিয়ে বলা যায় না। কারণ আমরা আমাদের পৃথিবীর মধ্যেই এমন কিছু পাই যার কোন কারণ নাই, যেমন- Radioactive Decay, Quantum Virtual Particles ইত্যাদি। এসব কোন রূপকথা নয়, বিজ্ঞানীরা কিন্তু ব্যবহারিক ভাবেই এর প্রমাণ পেয়েছেন। (তবে কুয়ান্টাম শুন্যতায় এনার্জি থাকে কিন্তু সেটা PRE BIG BANG STATEএ ছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না)

এখন প্রশ্ন আসতে পারে, যদি শুন্য (Absolute Zero) থেকে সবকিছু আসে, তাহলে আমরা কেন সবসময় তা দেখি না।

এর কারণ হচ্ছে- আমরা মহাবিশ্বের ভিতরে থেকেই পর্যবেক্ষণ করি, এর বাইরে থেকে নয়। এই স্পেসটাইম মহাবিশ্বের সকল নিয়ম শুধুমাত্র এই মহাবিশ্বের অন্তর্গত সবকিছুর জন্য। এর বাইরে এগুলো কাজ করবে না। অর্থাৎ আমাদের পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলো সেখানে ইনভ্যালিড বা অকার্যকর।

এছাড়া এই সবকিছুর পেছনেই কারণ থাকা জরুরি, এমনটা কাজ করতে পারে শুধুমাত্র মহাবিশ্বের অন্তর্গত সবকিছুর জন্যে, স্বয়ং মহাবিশ্বের জন্যে নয়। অর্থাৎ স্বয়ং মহাবিশ্বের জন্য কারণ থাকতেই হবে, এমনটা নাও হতে পারে (আবার হতেও পারে)।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

অতএব আপনি যদি বলেন, যেহেতু একটি বানানো বস্তুর (ধরুন একটি ক্যামেরা) অবশ্যই কারণ (তৈরির পিছনে) থাকতে হবে, তাই মহাবিশ্বেরও একটি কারণ থাকতে হবে, তাহলে এটি হবে-**FALLACY OF COMPOSITION.** কারণ হচ্ছে, Cause n Effect হচ্ছে মহাবিশ্বের (local universe) নিজের নিয়ম (law)। তাই যা কিছু এর মধ্যে অবস্থিত, আমাদের এই স্পেস্টাইম ইউনিভার্স, সেসবের অন্তর্গত সবকিছুর জন্য এই নিয়ম কাজ করবে। একটি ক্যামেরা বা বস্তু মহাবিশ্বের মধ্যকার বস্তু, তাই তার উপর Cause n Effect নিয়ম বর্তাবে। স্পেসটাইম ইউনিভার্সের পূর্বে স্পেসটাইম ইউনিভার্সের নিয়ম খাটবে না।

অর্থাৎ, যেহেতু এটি মহাবিশ্বেরই একটি নিয়ম, তাই খোদ মহাবিশ্বের ওপর তা বর্তাবে না, কারণ খোদ মহাবিশ্ব, মহাবিশ্বের মধ্যে অবস্থিত নয়। এটি জরুরি নয় যে, কোন এক মহাবিশ্বের মধ্যকার নিয়ম সার্বিকভাবে সেই মহাবিশ্বের উপরই বর্তাবে। এবং এটি আপনি প্রমান করতে পারবেন না পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণ বা পর্যবেক্ষকের অভাবে। কারণ আপনি তো মহাবিশ্বের বাইরে থেকে আপনার মহাবিশ্বকে পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন না ।

তবে অবশ্যই এর অভ্যন্তরীণ সবকিছু উপর Cause n Effect নিয়ম কাজ করতে পারে।

লক্ষ্য করুন, মহাবিশ্বের অন্তর্ভুক্ত সব কারণই (cause) দৃশ্যমান (evident) বা Tangible (অনুধাবনযোগ্য)। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রথম কারণ (First Cause)- অজানা এবং অদৃশ্য – কারণ তা মহাবিশ্বের উদ্ভবের পূর্বে।

আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখি যে সব বস্তুই পূর্বের কোন বস্তু থেকেই তৈরি হয়। একটি ক্যামেরা তার পূর্বের বিভিন্ন পার্টস থেকে তৈরি হয়। তাই সৃষ্টির প্রথম বস্তু কোন একটি বস্তু থেকেই তৈরি হবে এটাই স্বাভাবিক। তবে একটি ক্যামেরা তৈরি হয় TOP DOWN APPROACH এ, প্রথমে কেউ একজন তা নিয়ে ভাবে, এরপর ডিজাইন করে, এরপর অনেকে মিলে ক্যামেরা তৈরি করে ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের মহাবিশ্ব তৈরি হয়েছে BOTTOM UP APPROACH এ, কেউ তা আগে ডিজাইন করে নাই, অনেকে (স্রষ্টা) মিলে তৈরি করেও নাই, এটি বিবর্তনের (COSMOLOGICAL EVOLUTION) মাধ্যমে আজকের অবস্থানে এসে পোউছুছে।

আবার দেখুন যে, আমরা একটা চেয়ার তৈরি করলে তার মানে এই দাঁড়ায় না যে, এর মাঝে আর কাঠ নেই, আসলে কাঠ আগের মতই আছে, আমরা কাঠকে নানারকম ভাবে পুনর্বিন্যাস করে নতুন এক বস্তুতে রুপান্তর করেছি। একে বলে Creatio Ex Materia / Creation from Material (The rearrangement of pre-existing physical stuff from one form into another). এখানে "চেয়ারের শুরু" বলে আসলে কোন কিছু হতে পারে না। আমরা কাঠ থেকে চেয়ারে রুপান্তর করেছি মাত্র। কাঠ কে আমরা একটা আসবাবপত্রের মত করে বানিয়ে তার নাম দিয়েছি- 'চেয়ার'। পুরো মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে একই ব্যাপার প্রযোজ্য হতে পারে। সবকিছুই তার আগের কোন না কোন অস্তিত্বপূর্ণ (PRE-EXISTING) জিনিস থেকে রুপান্তরিত হয়ে আসতে পারে। কালাম আর্গুমেন্টের প্রথম প্রেমিস থেকে এটা মনে হতে পারে যে সবকিছু একেবারে শুন্য/NOTHING থেকে এসেছে, যাকে বলে CREATIO EX NIHILO. কিন্তু তা নাও হতে পারে, এর আগেও প্রাকৃতিক কিছু থাকতেও পারে (এইসব নিয়েও অনেক হাইপথিসিস আছে)।

প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে একটা সত্ত্বা (সৃষ্টিকর্তা), যার আগে থেকেই অস্তিত্ব আছে, সেটা কোন অনস্তিত্ব কে প্রভাবিত করে এবং সেই অনস্তিত্ব থেকে কোন কিছুকে অস্তিত্বে রুপান্তর করে। অনস্তিত্ব/Absolute Nothing এবং অস্তিত্ব দুটো সাংঘর্ষিক ব্যাপার, এরা একে অন্যকে প্রভাবিত করতে পারে না।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

আবার ঈশ্বর যদি নিজেই IMMATERIAL হয়, তাহলে উনি কি MATTER সাথে INTERACT করতে পারেন বা যে MATTER অস্তিত্বই নেই, তাকে অস্তিত্বে রুপ দিতে পারেন? আর যদি ঈশ্বর MATERIAL হয় তাহলে উনি অবশ্যই তার আগেই কোন এক টাইম বা স্পেসে অবস্থান করবেই, SPACETIME ছাড়া তো MATTER থাকতে পারে না। এছাড়া আমাদের MATERIAL মহাবিশ্ব তৈরি করার জন্যে অনস্তিত্ব অবস্থায় উনি MATTER কোথেকে পেয়েছিল। এটা তো CONSERVATION OF ENERGY কে লজ্ঞন করে।

You can't create absolute something from absolute nothing. You can't, and not even God can, create something material from the immaterial.

স্রষ্টা যদি PHYSICAL LAW /প্রাকৃতিক আইন এর উর্ধে থাকেন, তাহলে উনি কেনই আবার সেই একই প্রাকৃতিক আইন দিয়ে মহাবিশ্ব তৈরি করেছেন আবার কিভাবে সেই প্রাকৃতিক আইনের সাথে INTERACT করছেন? তাও আবার উনি নিজেই যেখানে IMMATERIAL!!

যদি মহাবিশ্বকে ব্যাখা করার জন্যে স্রষ্টাকে মহাবিশ্বের PHYSICAL LAW/প্রাকৃতিক আইনের উর্ধে থাকতেই হয়, তাহলে একই যুক্তিতে স্রষ্টাকে ব্যাখা করার জন্যে অন্য কিছুকে অবশ্যই স্রষ্টার আইন (LAWS OF GOD) এর উর্ধে থাকতেই হবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে- এই তর্কের প্রথম প্রেমিস/অংশই ভুল, তাহলে সে হিসেবে পুরাটাই ভুল হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

কিন্তু আপনার খাতিরে আমি ব্যাপারটা নিয়ে আরও আলোচনা করবো। মহাবিশ্বের প্রথম ঘটনা হচ্ছে বিগ ব্যাং (কিন্তু সবকিছুর শুরু বলা যাবে না) ঠিক এরপর থেকেই সময়ের উৎপত্তি। তাই বিগ ব্যাং এর পূর্ববর্তী যেকোন কিছুই হচ্ছে Pre-Universe। তাই বিগ ব্যাং এর কারণ যাই হোক না কেন তা হতে হবে PRE-UNIVERSE. আর আপনি PRE-UNIVERSE এর কোন কিছু হিসেব বা পর্যবেক্ষণ (Measure Or Observe) করতে পারবেন না। মাথায় রাখবেন বিগব্যাং কখনই মহাবিশ্বের শুরু নিয়ে কোন কিছু দাবী করে না, অনেকের ভুল ধারনা যে বিগব্যাং হয়ত মহাবিশ্বের উৎপত্তি নিয়ে দাবী করে। বিগব্যাং শুধু দাবী করে প্রথম অবস্থায় মহাবিশ্ব কোন অবস্থায় ছিল (infinite dense).

তাই তর্কের খাতিরে যদি আমরা ধরেও নিই, যে আমাদের মহাবিশ্ব তৈরি হয়েছে বিগ ব্যাং থেকে এবং তার পেছনে একটি কারণ আছে, তারপরেও আমরা বলতে পারি না 'কারণটি' আসলেই কী- পর্যবেক্ষণের অভাব।

আপনি এটাও বলতে পারেন না যে আপনার অস্তিত্ব আছে বলে আর কারো বা কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই। আপনি প্রমানসহ বলতে পারেন না যে আমাদের লোকাল মহাবিশ্বই সবকিছু, এর বাইরে আর কিছু নাই বা তা হতেই পারে না, কিন্তু হতে পারে আমরা অন্য বড় কিছুর একটি অংশ বিশেষ মাত্র (MULTIVERSE etc)।

আপনি অবশ্যই বলতে পারেন কোন কিছু অন্য কিছু থেকেই আসবে (Something from Something) কারণ এটা পর্যবেক্ষণ করা যায়। তবে এর মানে এই নয় যে, আপনি প্রমান করতে পারবেন যে, কোন কিছু শুন্য থেকে আসতে পারবে না (Something from Nothing), কারণ আপনি পর্যবেক্ষণের বা পরীক্ষার জন্য আমাদের মহাবিশ্বে NOTHING বলে কিছু পাবেন না। যেহেতু পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন না, প্রমানও করতে পারবেন না, সেহেতু অনর্থক পেঁচিয়ে লাভ নেই।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

আবার আপনাকেই যদি বলা হয় প্রমান করেন যে কোন কিছু অন্য কিছু থেকে আসে, আপনি তখন প্রমান দিবেন মহাবিশ্বের অন্তর্ভুক্ত কোন কিছু থেকেই (যেমন ক্যামেরা), মহাবিশ্বের বাইরে থেকে নয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে NOTHING/শুন্য থেকে কোন কিছু আসতে পারবে না বা সম্ভব না সেটা আপনিও (আস্তিক ভাইজানরা) প্রমাণ করতে পারবেনই না।

তাই আমরা বলতে পারি, Cause n Effect এর নিয়ম শুধুমাত্র মহাবিশ্বের ভিতরের সবকিছুর জন্যেই প্রযোজ্য হয়। তবে স্বয়ং মহাবিশ্বের জন্যে নয় বা নাও হতে পারে।

কালাম কজমোলজীক্যাল আর্গুমেন্ট এর মাধ্যমে আপনারা বেশির বেশি এটি প্রমান করতে পারবেন যে মহাবিশ্ব তৈরির পিছনে একটি কারণ, ঘটনা বা ঘটনাপ্রবাহ থাকতেই হবে,যেটি আস্তিক নিধার্মিক সবাই মানে,তবে সেই কারণটি যে **অসীম জটিল এবং বিশেষ গুনে** গুণান্বিত স্রষ্টা হবে, সেটি কোনভাবেই আপনারা প্রমান করতে পারবেন না (জোর করে চাপিয়ে দেয়া ছাড়া)।

তো এখন কি করা !! এই বিপদ থেকে বাঁচার জন্যে আপনারা একটি নিজের মত **স্পেশাল সংজ্ঞা** বানালেন সৃষ্টিকর্তার – যিনি কিনা সময়হীন, শুরুহীন, স্পেসহীন, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী ইত্যাদি। কিন্তু আসলেই কি তা? ধর্মগ্রন্থগুলো থেকে আমরা যেই স্রষ্টাদের কথা জানি, তারা কী স্পেস টাইম ইউনিভার্সের উর্ধ্বে? বাইবেল,কোরান বা বেদের স্রষ্টারা কিন্তু স্পেসটাইম ইউনিভার্সের উর্ধ্বে কেউই নন। ধর্মগ্রন্থগুলোতে স্পষ্টতই প্রমাণ মেলে, মহাবিশ্ব সৃষ্টির আগে স্রষ্টা অমুক কাজটি করেছেন, তমুক জায়গায় বসে ছিলেন। পানির ওপরে কিংবা তিনি ফেরেশতা বানাচ্ছিলেন বা সিংহাসনে সমাসীন হয়েছেন ইত্যাদি। এইসব কোন বৈশিষ্ট্যই স্পেসটাইম ইউনিভার্সের উর্ধ্বে নয়। এছাড়া সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী, অনন্ত, সর্বত্র বিরাজমান ইত্যাদি ব্যাপারগুলা SELF-CONTRADICTING/ পরস্পর বিরোধী।

তাহলে একই ভাবে আমরা বিশ্বাস করতে পারি- সুপারম্যান, স্পাইডারম্যান, ব্যাটম্যান, ড্রাগন ইত্যাদি। কারণ সংজ্ঞা অনুযায়ী এদেরকেও খালি বিশ্বাস করে নিলেই হল, আর কিছু না। ব্যাপারটা অনেকটা এরকম, আমি জানি না সেখানে কি আছে, কিন্তু কিছু একটা থাকার কথা, তাই কিছু একটা বানিয়ে দিয়ে তার একটা স্পেশাল সংজ্ঞা দিয়ে দিলাম, ব্যাস! হয়ে গেল প্রমান!!! এটাকে বলে SPECIAL PLEADING FALLACY বা একটা কুযুক্তি।

বিজ্ঞান যখন কোন কিছু জানে না, তখন সে স্বীকার করে নেয় যে – "আমি জানি না" , আর এটাই হচ্ছে EPISTEMIC HUMILITY, যেমন মহাবিশ্বের শুরু নিয়ে বিজ্ঞানের এখনকার অবস্থান- বিজ্ঞান জানে না বা আমি জানি না। কিন্তু ত্যানা পেঁচিয়ে শক্তিশালি যুক্তি ছাড়া ধুমধাম কিছু একটা বসিয়ে উত্তর দাবী করা হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক অসাড়তা বা Epistemic Irresponsibility / Intellectual laziness.

এটা আমাদের মানুষের Psychological সমস্যা, আমরা যখন কোন কিছুর সমাধান পাই না, আমরা তখন COGNITIVE CLOSURE এ পৌঁছে যাই এবং জোর করে একজন বাইরের AGENT কে বসিয়ে দিয়ে সমাধান করে দেই (AGENTICITY)।

আপনি যখন কোন কিছু জানবেন না, তখন সবথেকে "সৎ উত্তর" হচ্ছে, "আমি জানি না", বিজ্ঞান ও যুক্তিবিদ্যা এভাবেই কাজ করে। কিন্তু আপনি যদি বলেন, "আমি জানি না, কিন্তু আমার এক বিশেষ স্রষ্টা আছে উনি সব জানেন", তাহলে সেটা হবে স্রেফ ভন্ডামি! আপনার না জানা কোন ব্যর্থতা নয় যে আপনাকে এভাবে **GOD OF THE GAPS** তৈরি করে নিতে হবে।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

আচ্ছা,আপনারা তো বলেন যে, কোনকিছুই শুন্য থেকে আসতে পারে না,তাই তো?

-জি, হ্যাঁ, কোন কিছুই শুন্য থেকে আসতে পারে না/NOTHING COMES FROM NOTHING.
-তা হলে আপনাদের আল্লাহ কি কোন "কিছু/SOMETHING" নাকি কোন "কিছু না/NOTHING"?
-উনি অবশ্যই কিছু/SOMETHING একটা...

-তাহলে আপনার যুক্তিই তো আপনার আল্লাহর ক্ষেত্রে খাটছে না ভাই!! উনি যদি "কিছু/SOMETHING" একটা হয়ে থাকে, উনি নিজেই কি করে শুন্য/NOTHING থেকে আসে। এখন আপনি আবার যদি বলেন উনি আসতে পারে, কারণ উনি তো সাথে করে প্রমান আনেন নাই,তবে আপনাদের মানুষেরই তৈরি করা স্পেশাল একটা **'সংজ্ঞা'** নিয়ে আসছেন, তাহলে সেই একই যুক্তিতে, আমি যদি "হাট্টি মাটিম" কে সৃষ্টিকর্তা বানিয়ে দেই, তাহলে কি তাকে মেনে নিবেন? ধরেন "হাট্টি মাটিম" এর সংজ্ঞা অনুযায়ী সেও আদি ও অনন্ত, সর্বশক্তিমান ইত্যাদি তাহলে তাকে মেনে নেন না কেন? যদি আপনার স্রষ্টা এমনি এমনি আসতে পারে, তাহলে একই যুক্তিতে **হাট্টি মাটিম বা আমাদের মহাবিশ্ব** আসতে পারে না কেন ভাই?

আপনারা কে কাকে সৃষ্টি করল করতে করতে একেবারে স্রষ্টার কাছে গিয়ে থেমে যান,তখন বলেন, স্রষ্টার কোন স্রষ্টা থাকবে না,তাহলে তো এভাবে করতে করতে INFINITE REGRESS হয়ে যাবে। আর তখনই আপনাদের দরকার পরে বিশেষ স্রষ্টার সংজ্ঞা!!

তাহলে দেখা যাক স্রষ্টা কে দিয়ে INFINITE REGRESS এর সমস্যা সমাধান করা যায় কিনা।

ইনফিনিটি রিগ্রেস অনেক রকমের আছে, আমরা মুলত Causal Regress এর কথা বলতেছি, কারন এটাই আস্তিকদের আপত্তি, দেখেন আগেই বলা হয়েছে যে Causality শুধু মাত্র Local Universe এর অভ্যন্তরীণ সবকিছুর জন্যে প্রযোজ্য, সেই অর্থে মহাবিশ্বের বাইরে (বা শুরুর আগে) Causal Regress হবার যৌক্তিকতাই নাই। যদি ধরেও নেই ইনফিনিট রিগ্রেস সম্ভব, এবং CAUSAL THEORY মহাবিশ্বের আগেও প্রযোজ্য, তাহলে স্রষ্টা নিজেই কিভাবে একটি ইনফিনিট রিগ্রেসের আওতায় আসেন না, উনার ব্যাতিক্রম হবে কেন (Special Pleading Fallacy)?

এখানে একটা ব্যাপার আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে, INFINITY কোন QUANTITY নয়, এটা একটা Abstract ধারনা/CONCEPT মাত্র। আর গনিতে ইনফিনিটি কোন সমস্যাই নয়, এটার সমস্যা (যদি ধরেও নেই) ফিলসফিতে এবং মুলত আস্তিক দুনিয়ায়! ইনফিনিটি ব্যাপারটা যে সহজ নয় তা বিভিন্ন Paradox ব্যাখ্যা করে (যেমন Zeno's Paradoxes, Hilbert Hotel paradox ইত্যাদি), গনিতে এইসব Paradox এর সমাধান সম্ভব। তাই ফিলসফিতে ইনফিনিটি কোন LOGICAL CONTRADICTION এবং LOGICAL IMPOSSIBILITY নয়, অথবা বলতে পারেন অনেক বিতর্কিত।

আপনি যদি ইনফিনিটি রিগ্রেস এর জটিলতা বা দুর্বোধ্যতা (Counterintuitive nature) এর কারনে অন্য আরেকটি UNCAUSED CAUSE এনে বসান, তাহলে একই যুক্তিতে সেটাও ভুল হবে, কারন UNCAUSED CAUSE একইভাবে জটিল ধারনা (Counterintuitive)। আমিও আপনার যুক্তিকে ঘুড়িয়ে বলতে পারি যে ইনফিনিটি রিগ্রেস প্রকৃতিতে সম্ভব, তা না হলে জটিল এবং দুর্বোধ্য UNCAUSED CAUSE তৈরি হবে। এমনকি এখন কিছু কজমোলজিক্যাল মডেলও (Cyclic model) আছে যেখানে মহাবিশ্বের একক শুরু বলতেও কিছু নেই।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

যদিও TRUE/ACTUAL INFINITY বলে এখন পর্যন্ত প্রকৃতিতে কিছু নেই, প্রকৃতিতে ইনফিনিটির অস্তিত্বের কোন প্রমান নাই। যদি ACTUAL INFINITY বলে কোন কিছু না থাকে, তাহলে গড এরও কোন ACTUAL INFINITE ATTRIBUTE/গুন থাকতে পারে না। ঈশ্বর নিজেও একটা INFINITE সত্ত্বা, উনাকে দিয়ে INFINITE REGRESS এর কোন সমাধান হচ্ছে না আসলে।

আবার ইনফিনিট রিগ্রেস সমাধানের জন্যে আপনি দুনিয়াতে প্রায় ৪০০০+ ধর্মের স্রষ্টা বাদ দিয়ে শুধু আপনার ধর্মের স্রষ্টাকেই কেন মনোনীত করছেন? আবার সেই স্রষ্টা কি একবচন হবে, নাকি বহুবচন হবে, সংবেদনশীল সত্ত্বা হবে; নাকি অসংবেদনশীল,বস্তু (matter) হবে নাকি অবস্তু (non-matter)হবে, বুদ্ধিমান হবে নাকি হবে না, তার কী কী বৈশিষ্ট্য থাকবে ইত্যাদি ব্যাপারগুলো কিসের বা কোন প্রমাণের ভিত্তিতে বের করেছেন?

আপনারাই তো বলে থাকেন স্রষ্টার ব্যাপারে কারও জানা সম্ভব না, তাহলে উনার আজগুবি এবং পরস্পর সাংঘর্ষিক গুনগুলা কিভাবে পেয়েছেন? কে বলেছে? প্রমান কি আছে?

এছাড়া আপনি তো শুধু একজন অব্যক্তিক স্রষ্টা (IMPERSONAL GOD /DEISM)দিয়েও মহাবিশ্বের শুরুর সমাধান করতে পারেন (আমি বরং বলি এটা অনেক ভাল এবং নিরাপদ সমাধান)।সেই অর্থে এটা তো Pick & Choose Fallacy হয়ে গেল।এই সমাধান তো আপনাদের নিজস্ব সুনির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিশেষ বৈশিষ্ট্যর সংবেদনশীল, অসীম জটিল এবং জ্ঞানী স্রষ্টার ইঙ্গিত দেয় না। এটা তো যেকন স্রষ্টা/প্রাকৃতিক কারন বা যেকোন এক বা একাধিক কিছু হতে পারে।

মাথায় রাখবেন যে INFINITE REGRESS ব্যাপারটা দার্শনিক/Philosophical Argument, এটা কোন বৈজ্ঞানিক/Scientific Argument বিষয় নয়।

আপনাকে একটা ব্যাপার বুঝতে হবে,সময় ব্যাপারটা আপেক্ষিক। আমারা সময়কে লেবেল/Label দেই। সময় কোন জিনিস নয় যেটা গতিশীল হয় বা আগে পিছে যায়। বরং MATTER এবং শক্তি/ENERGY এর MOVEMENT এর উপরই আমরা সময়কে লেবেল দেই। MATTER এবং শক্তি/ENERGY গতিশীল/MOVE হয়। সময় হচ্ছে মহাবিশ্বেরই একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ/দিক। আপনি মহাবিশ্ব ছাড়া কি সময় কে কল্পনা করতে পারবেন? আবার সময় ছাড়া মহাবিশ্বও কল্পনা করা যায় না। স্রষ্টা যদি ‘সময় ও স্পেস’ এর বাইরে থাকেন,তাহলে তার কোন অস্তিত্বই থাকতে পারে না, আর যদি উনি ‘সময় ও স্পেস’ এর ভিতরে থাকেন, তাহলে উনার অস্তিত্ব তো পার্থিব হয়ে গেল (Existence is Necessarily Temporal)। আপনি যদি বলেন উনি উনার নিজস্ব সময়ে ছিলেন, তাহলে সেখানে আরেকটি Infinite Regress তৈরি হয়ে যাবে। আর Infinite Regress এর সমাধানের জন্যে আপনার ‘বিশেষ স্রষ্টাকেই’ আনতে হবে কেন, আরো বিকল্প থাকতেও পারে।

মজার ব্যাপারটা হচ্ছে, আপনাদের ভন্ডামির যুক্তি (জোর করে সকল কিছু সহজ সমাধানের উদ্দেশ্য একটা বিশেষ! স্রষ্টার সংজ্ঞা বানিয়ে দেয়া) অনুযায়ী কিন্তু মহাবিশ্বের শুরুর আগেই আপনি আরেকটা জটিল সত্ত্বা তৈরি করে ফেলেছেন, যিনি কিনা অসিম জটিল এবং INFINITLY COMPLEX, অথচ উনার সৃষ্টির ব্যাপারে আপনাদের যুক্তি হচ্ছে উনি এমনি এমনি আসতে পারে!! আপনাদের ভন্ডামির যুক্তি স্রষ্টাতে গিয়ে থেমে যায়, তাহলে একই যুক্তিতে আমরা ধরে নিতে পারি, মহাবিশ্বও এমনি এমনিই তৈরি হতে পারে, অথবা “স্রষ্টার” জায়গায় বিশেষ সংজ্ঞা আরোপ করে কোন যদু,মধু, রাম, শ্যাম কে বসিয়ে দিতে পারি, তাই নয় কি?

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

যখন কোন সময় ও স্পেসই ছিল না, তখন আপনি আরেক সময়হীন ও স্পেসহীন ঈশ্বর, যে কিনা আবার আপনাদের স্পেশাল PERSONAL GOD (অন্যান্য হাজার স্রষ্টা বাদে), যিনি কিনা সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান ইত্যাদি তাকে ধরে নিয়ে আসলেন। যদি কোন "সৃষ্টির মুহূর্ত" থাকে, তাহলে এর আগে ঈশ্বর অবশ্যই কোন সময় বা স্পেস এর মদ্ধেই থাকবে। আর উনার মত জটিল (INFINITLY COMPLEX) যদি কিছু থাকতে পারেন, অন্য যেকন কিছুও থাকতে পারে (উনার পরিবর্তে)। উনার বিকল্প অনেক কিছুও থাকতেই পারে (প্রাকৃতিক বা অপ্রাকৃতিক)।

উনাকে যদি বিশেষভাবে সংজ্ঞায়িত করে Necessary Being এর কাতারে ফেলতে চান, তাহলে আমিও এভাবে যে কোন কিছুকে "সংজ্ঞায়িত করে অস্তিত্ব" দিতে পারি। এটা Definitional Circularity, আপনাদের সংজ্ঞাতেই অস্তিত্বের দাবী করে বসে আছেন (Begging the question Fallacy). আর ফিলসফার ইমানুয়েল ক্যান্ট যেমন বলেছিলেন যে অস্তিত্ব কোন কিছুর PREDICATE নয় (Existence is not a predicate), মানে কোন কিছুর বৈশিষ্ট্যে আপনি "অস্তিত্ব" জুড়ে দিতে পারেন না, কারন এটা দিয়ে বস্তুর/SUBJECT এর মুল ধারনায় কোন পরিবর্তন আসে না। আপনারা ঠিক যেমন স্রষ্টাকে নিজ প্রয়োজনে "সংজ্ঞায়িত করে অস্তিত্ব" দেন, আবার একইভাবে নিজ প্রয়োজনে ইনফিনিটি রিগ্রেসকেও "সংজ্ঞায়িত করে অনস্তিত্ব" দেন।

Epistemology তে "স্রষ্টার অস্তিত্ব আছে", এটা হচ্ছে অভিজ্ঞতালব্ধ মহাবিশ্বের ব্যাপারে একটি Existential claim (Its an Existential Claim of reality or Empirical World) এবং একই সাথে Synthetic Proposition. তাই এখানে Empirical Evidence বা পর্যবেক্ষণযোগ্য, অভিজ্ঞতালব্ধ প্রমানই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। কারন Apriori Justification (অভিজ্ঞতাহীন যাচাইকরন) গণিতে/MATH কাজ করলেও কোন কিছুর অস্তিত্বের প্রমানে দুর্বল। আমি যদি বলি আমার পকেটে ১০৫ টাকার একটি নোট আছে (বাস্তব অস্তিত্ব আছে) এবং আমি পর্যবেক্ষণযোগ্য প্রমান দিতে পারব না, কিন্তু অপর্যবেক্ষণযোগ্য (Apriori) প্রমান দিব, আপনি কি এত সহজে বিশ্বাস করে নিবেন? এভাবে তো তাহলে যেকন কিছুকেই প্রমান সম্ভব!

যা হউক, হাসান সব কিছু শুনে সেদিন আর কোন জবাব দিল না, সে আরেক কাপ চা অর্ডার দিল, মনে হচ্ছে তার মাথা ঘোরাচ্ছে,কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম স্পষ্ট। আমি বায়েজিদ ভাই কে ইশারা দিলাম, ভাবলাম বেচারা কে এই অবস্থায় INFINITE মানসিক জিলাপির প্যাঁচে ছেড়ে দেওয়াই উত্তম। সে কিছুক্ষণ তার বিশেষ সংজ্ঞা দিয়ে তৈরি করা সৃষ্টিকর্তার সাথে নিবিড় সময় কাটাক।

সেদিনের মত তাকে বিদায় দিয়ে বায়েজিদ ভাইয়ের সাথে রওনা দিলাম, আজকে অবশ্য আমার ট্রিট দেয়ার পালা।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

একটি সাম্প্রদায়িক আয়াত

-কুরআনে আল্লাহপাক বলেন, 'হে বিশ্বাসীরা তোমরা মুমিন ব্যাতিত আর কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহন কর না'হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না' - সুরা মায়েদাহ ৫১, আলে ইমরান ১১৮

এখানে "আউলিয়া" শব্দ দিয়ে আল্লাহ পাক "অভিভাবক" বুঝিয়েছেন, বন্ধু বুঝান হয়নি।

-অহহহ তাহলে তো খুব ভালো কথা, তার মানে কি আপনি একজন নিধার্মিক, কাফেরের সাথে ভালো সখ্যতা করতে পারবেন? একজন নাস্তিকের সাথে দহরম মহরম খাতির রাখতে পারবেন? অথবা একজন নাস্তিকের বা কাফের সাথে তাদের অনুষ্ঠান- যেমন পূজা বা চার্চে ঘুরতে যেতে পারবেন?

-নাহহ, তা কিভাবে হয়?

-আপনি কি একজন নিধার্মিক বা কাফের কে নিজের বাসায় আশ্রয় দিতে পারবেন বা একজন নিধার্মিক/কাফেরের বাসায় গিয়ে আশ্রয় নিতে পারবেন?

-আশ্রয় নেয়া ঠিক হবে না

-আপনি কি আপনার কাছের একজন মুসলিম বন্ধুর মতই একজন নিধার্মিক বা কাফের সাথে বন্ধুত্ব করতে পারবেন তার মানে?

-নাহ সেটাও করা যাবে না,অন্তত আলেমরা তাই বলেন।এমনি হালকা পরিচিত হলে ঠিক আছে।

-আচ্ছা আমরা একটু দেখি সুরা মায়েদাহ ৫১,নামকরা অনুবাদকরা/তাফসিরকারকদের অনুবাদ
YUSUF-ALI:
O ye who believe! take not the Jews and the Christians for your **friends and protectors**: They are but friends and protectors to each other. And he amongst you that turns to them (for friendship) is of them. Verily God guideth not a people unjust. (That is, <u>look not to them for help and comfort.</u> They are more likely to combine against you than to help you. And this happened more than once in the lifetime of the Prophet, and in after-ages again and again. <u>He who associates with them and shares their counsels must be counted as of them</u>.)

SAHEEH-INTERNATIONAL:
O you who have believed, do not take the Jews and the **Christians as allies**. They are [in fact] allies of one another. And whoever is an ally to them among you – then indeed, he is [one] of them. Indeed, Allāh guides not the wrongdoing people.

M. M. PICKTHALL:
O ye who believe! Take not the Jews and the **Christians for friends**. They are friends one to

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

another. He among you who taketh them for friends is (one) of them. Lo! Allah guideth not wrongdoing folk.

M. H. SHAKIR:
O you who believe! do not take the Jews and the **Christians for friends**; they are friends of each other; and whoever amongst you takes them for a friend, then surely he is one of them; surely Allah does not guide the unjust people.

TAFSIR IBN KATHIR:
O you who believe! **Do not take friends from the Jews and the Christians**, as they are but friends of each other. And if any among you befriends them, then surely, he is one of them. Verily, Allah guides not those people who are the wrongdoers

নামকরা তাফসিরকারক এবং অনুবাদকদের বেশির ভাগই "আউলিয়া" কে অভিভাবক অর্থে বলেন নি, কেউ বলেছেন বন্ধু অথবা মিত্র, কিন্তু আপনারা এখন কিছু Reformist-রা বলছেন আউলিয়া মানে অভিভাবক, তাহলে আপনারা কি তাদের থেকে বেশী জ্ঞানী? আমার মনে হয় আপনি যদি পুরাতন ১০ টা অনুবাদ খুজেন, তাহলে ৯৯% এর মধ্যেই পাবেন 'বন্ধু' বা 'মিত্র', তাহলে আপনারা কি আজকাল কুরআন বাঁচাতে নিজেদের মন গড়া অর্থ বানাচ্ছেন?

এবার দেখেন, আয়াতের পুরা অংশটুকু, তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু- এখানে "তারা একে অপরের বন্ধু" বলা হয়েছে, আপনার কথামত আউলিয়া মানে 'অভিভাবক' ধরে নিলে দাড়ায়- তারা একে অপরের অভিভাবক। ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা একে অপরের অভিভাবক এই আজিব কথার কি কোন মূল্য আছে? বরং মোহাম্মদ যখন মদিনায় গিয়েছিল এই ইহুদারাই উনাকে মসজিদের জন্যে জায়গা দিয়েছিল, তাহলে বন্ধুত্বসুলভ আচরন এখানে কে করেছিল?

এটি মায়িদার অন্য আয়াতেও উল্লেখ আছে, সেখানেও একই 'আউলিয়া' শব্দটি আছে।

(মায়িদাঃ ৮১)-যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও রসূলের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফেরদেরকে **বন্ধুরূপে** (আউলিয়া) গ্রহণ করত না।

এখানে বন্ধু বুঝাতে আল্লাহ আউলিয়া শব্দটি ব্যাবহার করেছেন। প্রথমত সুরা মায়িদা একটি মাদানি সুরা। আর মদিনায় থাকা কালে কোন মুসলিমই ইহুদি বা খ্রিষ্টানদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহন করবে এমন প্রশ্নই আসে না, যেখানে রাসুল নিজে জীবিত ছিলেন। কিন্তু মুনাফিকদের অনেকেই তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহন করত এবং বিশেষ করে ইহুদিদের সাথে প্রায়ই গল্প তামাশা করতে দেখা যেত। তাই এটা মোটামোটি স্পষ্ট যে এখানে আল্লাহ 'আউলিয়া' দ্বারা কি বুঝিয়েছেন,

(সুরা আল ইমরানঃ ১১৮)-'হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না'

এখানে অন্তরঙ্গ বুঝাতে আল্লাহ তা'লা بِطَانَ ব্যাবহার করেছেন। এই আয়াত প্রসঙ্গে আল সাদি(র) বলেন- এটি আল্লাহ্র পক্ষ হতে তার বান্দাদের প্রতি সতর্কবার্তা, যে তারা যেন কাফিরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহন না করে।(তাফসির আল সাদি, পৃষ্ঠা-১৯৮)

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

আর আপনি মনে হয় ভুলে গেছেন এই ব্যাপারে আরো স্পষ্ট আয়াত এবং হাদিসও আছে, আপনাকে কিছু কুরআন ও হাদিসের রেফারেন্স দিচ্ছি নিচে-

কুরআন (৩:২৮)-**মুমিনরা যেন মুমিনদের ছাড়া কাফিরদেরকে বন্ধু না বানায়।** আর যে কেউ এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। তবে যদি তাদের পক্ষ থেকে তোমাদের কোন ভয়ের আশঙ্কা থাকে। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের ব্যাপারে সতর্ক করছেন এবং আল্লাহর নিকটই প্রত্যাবর্তন।

[এখানেও সেই আউলিয়া শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু, এই আয়াতের তাফসীর ইবনে কাসিরে স্পষ্ট বলা আছে এখানে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে]

কুরআন (৬০:১)-মুমিনগণ, তোমরা আমার ও **তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধরূপে গ্রহণ করো না।**

কুরআন (৫৮:২২)-যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে **বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না**, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। [এই আয়াতে يُوَادُّونَ ব্যাবহার করা হয়েছে, এখানে কি ব্যাপারটা একদম স্পষ্ট নয়?]

কুরআন (৪:১০১)-নিশ্চয় **কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।** [তাহলে বন্ধু কি করে হবে?]

কুরআন (৪:১৪৪)-হে মুমিনগণ, **তোমরা মুমিনগণ ছাড়া কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।** তোমরা কি আল্লাহর জন্য তোমাদের বিপক্ষে কোন স্পষ্ট দলীল সাব্যস্ত করতে চাও?

[এখানেও ব্যাপারটা স্পষ্ট, এছাড়া এই আয়াতের তাফসীর **ইবনে কাসিরে স্পষ্ট বলা আছে** এখানে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে]

কুরআন (৯:২৩)-হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে ভালোবাসে। আর তোমাদের যারা তাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা সীমালংঘনকারী।

[এখানে স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে বাবা ও ভাইয়ের সাথেও সম্পর্ক না রাখতে যদি তারা কাফের হয়, তাহলে কাফের/নিধার্মিক সাথে বন্ধুত্ব অনেক পরের কথা!!]

(সূরা তাওবা-৭১)- ‘‘আর **মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু**’’। [তো কাফেররা বন্ধু হয় কি করে?]

(সুরা মুমতাহিনা-৪)-‘তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে’।

[আল্লাহকে না মানলেই একজন কাফের চিরশত্রু হলে, বন্ধু হওয়ার প্রশ্ন আসে কি করে?]

এবার কিছু সহিহ হাদিস শুনেন-

গ্রন্থঃ সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত), হাদিস নম্বরঃ ৪৮৩২
আবূ সাঈদ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ **তুমি মু‘মিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো সঙ্গী হবে না** এবং তোমার খাদ্য যেন পরহেযগার লোকে খায়।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

Sahih Muslim (1:417) - Taken to mean that one's own relatives should not be taken as friends if they are not Muslim.

Sahih Muslim (2167) - "Allah's Messenger said: Do not greet the Jews and the Christians before they greet you and when you meet any one of them on the roads force him to go to the narrowest part of it."

Abu Dawud (41:4815) - "The Prophet (peace be upon him) said: A man follows the religion of his friend; so each one should consider whom he makes his friend."

Abu Dawud (41:4832) - The Messenger of Allah [said] "Do not keep company with anyone but a believer and do not let anyone eat your food but one who is pious."

Sahih Bukhari (59:572) - "O you who believe! Take not my enemies And your enemies as friends offering them (Your) love even though they have disbelieved in that Truth (i.e. Allah, Prophet Muhammad and this Quran) which has come to you."

"যে কোন কওমের সাথে সামঞ্জস্য রাখল, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত"। (আবু দাউদঃ ৩৫১৪, আহমদঃ ৫১০৬), ইকতিদাউস সিরাতুল মুস্তাকিমঃ ১/২৪০, ফাতহুল বারিঃ ১১/৪৪৩)

"মানুষ তার বন্ধু স্বভাবী হয়, তাই তাকে লক্ষ্য করা উচিৎ যে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে।" (তিরমিজী হাদিস নম্বরঃ ২৩৭৮,আল মাদানী প্রকাশনী)

এরপরেও কি ব্যাপারটা পানির মত পরিষ্কার নয়। আপনারা বিংশ-একবিংশ শতাব্দীর নয়া নয়া ইসলামিক REFORMIST আলেমরা নতুন নতুন অর্থ বের করে কুরআন কে বাঁচাতে দিন রাত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অথচ আপনাদেরই পূর্বের বাঘা বাঘা আলেমরা বলে গেছেন ভিন্ন কথা। আপনি বলতেই পারবেন না এখানে কোন আয়াতের/হাদিসের শানে নুজুল বা প্রসঙ্গ ভিন্ন ছিল। যেকোনো তাফসির থেকে নিজেই পড়ে দেখুন।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

সূর্য কিভাবে পানির নিচে ডুবে গেলে জানুন

-আপনারা মিথ্যাচার করেন, কুরআনে কোথাও বলা হয়নি সূর্য পানির নিচে ডুবে, আয়াতটি খেয়াল করুন-

"অবশেষে তিনি সূর্যের অস্তাচল স্থলে পৌছলেন,তখন তিনি সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন এবং সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখলেন। সূরা-১৮: কাহফ, আয়াত:৮৬"

এখানে আল্লাহপাক বলেননি যে সূর্য জলাশয়ে অস্ত যায়, এটা জুলকারনাইন ভেবেছিল, আল্লাহ সেভাবেই বর্ণনা করেছেন। এটা আল্লাহর নিজের কথা নয়।শুধু তাই নয়, জুলকারনাইন সূর্য অস্ত যাওয়ার স্থানে পৌঁছে নাই, সে আসলে সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়ে পোউছুছে।

-ঠিক আছে আমরা তাহলে একই সুরার পর পর দুটো আয়াত দেখি -

(সূরা-১৮:কাহফ,আয়াত:৮৬)-অবশেষে তিনি যখন সুর্যের অস্তাচলে পৌছলেন;তখন তিনি সুর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন এবং তিনি সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। আমি বললাম,হে যুলকারনাইন! আপনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারেন

(সূরা-১৮: কাহফ, আয়াত:৯০)-অবশেষে তিনি যখন সূর্যের উদয়াচলে পৌছলেন, তখন তিনি তাকে এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হতে দেখলেন, যাদের জন্যে সূর্যতাপ থেকে আত্নরক্ষার কোন আড়াল আমি সৃষ্টি করিনি।

প্রথমে একটা ব্যাপার বলে রাখি যে,আল্লাহ মানবজাতির জন্যে একটি কুরআন দিয়েছেন যাতে সব রকমের সব বয়সের মানুষ খুব সহজে বুঝতে পারে, যে জিনিস কেউ বুঝবেই না, যেটা নিয়ে বিতর্ক থাকবে,যেটা নিয়ে বড় বড় আলেমদের মাঝেই বিতর্ক থাকবে,যেটা একই জিনিস অনেক অর্থ বুঝায়,সেরকম ধর্মগ্রন্থ নাযিল করার কারণ কি বা তাৎপর্য কি?

তাই আল্লাহ বলেন, ''আমি কোরআন কে বুঝার জন্য সহজ করেছি-সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি? (সূরা আল কামার- ১৭)

''এটি এমন এক কিতাব,যার আয়াত সমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত অতঃপর সবিস্তারে বর্ণিত এক মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ হতে'' (সুরা হুদ, আয়াত ১)

'এটা কিতাব, এর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত আরবী কোরআনরূপে জ্ঞানী লোকদের জন্য'। (সূরা হা-মীম, আয়াত - ৩)
'এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য' (সুরা বাক্বারাহ, ২)

তার মানে আল্লাহ এমন কিছু আপনাকে বলবেন না যা আপনি বুঝবেন না, বা আল্লাহ শব্দের মার প্যাচ দিয়ে আপনাকে খাওয়াবেন না,তিনি একেক জায়গায় একই শব্দের একেক অর্থ করে তার অনুসারিদের বিভ্রান্ত করবেন না। এটাই তো স্বাভাবিক।

এই আয়াত যদি এখন বাইবেল বা ভেদায় পাওয়া যেত,মুসলিমরা তখন ঠিকই হাসাহাসি করত। যেখানে আল্লাহ স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে জুলকারনাইন সূর্যকে জলাশয়ে ডুবা অবস্থায় পেয়েছিল, সেখানে

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

আপনারা বলছেন জুলকারনাইন নিজে সেটা ভেবেছিল, আল্লাহ বলেন নি। তাহলে আমরা দেখলাম হয় আল্লাহ নিজেই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন, যেটা উনার নিজের কথার সাথেই কন্ট্রাডিক্টিং,আর না হয় আপনারা কুরআন বাঁচাতে মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছেন। আল্লাহ যদি সেটাই বুঝাতে চায়ত যে,জুলকারনাইন ভেবেছিল,তাহলে উনি তো সিম্পলি এভাবে বলে দিলেই পারত যে, জুলকারনাইন ভুল ভেবেছিল, সূর্য জলাশয়ে অস্ত যাচ্ছে অথবা জুলকারনাইন মনে করেছিল সূর্য জলাশয়ে অস্ত যাচ্ছে, বা জুলকারনাইনের দেখে মনে হয়েছিল সূর্য যেন জলাশয়ে অস্ত যাচ্ছে। এতটুকু ব্যাপার কিভাবে স্পষ্ট করতে বলতে হয় তা কি সর্বজ্ঞানী আল্লাহ জানেন না? উনি কি জানতেন না এইসব নিয়ে উনার অনুসারীরা ভবিষ্যৎ কি বিপদে পড়বে?

অথচ আল্লাহ কি বলেছেন (১৮:৮৬)তা নামকরা অনুবাদক থেকে আমরা দেখিঃ

SAHEEH INTERNATIONAL [18:86]-

Until, when he reached the setting of the sun [i.e., the west], **he found** it [as if] setting in a spring of dark mud, and he found near it a people. We [i.e., Allāh] said, "O Dhul-Qarnayn, either you punish [them] or else adopt among them [a way of] goodness

M. M. PICKTHALL-

Till, when he reached the setting-place of the sun**, he found** it setting in a muddy spring, and found a people thereabout. We said: O Dhu'l-Qarneyn! Either punish or show them kindness.

M. H. SHAKIR-

Until when he reached the place where the sun set, **he found** it going down into a black sea, and found by it a people. We said: O Zulqarnain! either give them a chastisement or do them a benefit.

TAFSIR AL-JALALAYN-

until when he reached the setting of the sun the place where it sets **he found** it setting in a muddy spring

TAFSIR IBN KATHIR-

Until, when he reached the setting place of the sun, **he found** it setting in a spring of Hami'ah. And he found near it a people

দেখুন যে,আল্লাহ সবগুলা আয়াতে স্পষ্ট করে বলেছেন, HE FOUND IT, এখানে FOUND শব্দটি অনেক জোরের এবং শক্তিশালি। উনি কি এভাবে বলতে পারতেন না - HE THOUGHT (উনার মনে হয়েছিল বা উনি তাই ভেবেছিলেন বা উনি সেভাবেই ধরে নিয়েছিলেন)

আচ্ছা আল্লাহ কি জানেন না কিভাবে স্পষ্ট করে এইরকম বাক্য বলতে হয়? চলুন তো আমরা তাহলে দেখি,আল্লাহ কি স্পষ্ট করে বুঝাতে পারেন কিনা। আমরা দেখি যে আল্লাহ আরেক আয়াতে বলেছেন-

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

(সুরা নিসা, আয়াত ১৫৭)-“আর তাদের একথা বলার কারণে যে, আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি যিনি ছিলেন আল্লাহর রসূল। অথচ তারা না তাঁকে হত্যা করেছে, আর না শুলীতে চড়িয়েছে, বরং **তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিল/তাদের এইরুপ বিভ্রম হয়েছিল**। বস্তুতঃ তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে, শুধুমাত্র অনুমান করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোন খবরই রাখে না। আর নিশ্চয়ই তাঁকে তারা হত্যা করেনি।“

উপরের এই আয়াতে দেখেন, আল্লাহপাক কত স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন যে কোনটা মতিভ্রম বা চোখের ভুল আর কোনটা ‘আমাদের মতো মানুষের ভন্ডামি’। এখানে যে আরবি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে, ‘‘সুব্বিহা লাহুম’’ যার মানে ‘‘তাদের কাছে এমন মনে হয়েছিল / IT WAS MADE TO APPEAR TO THEM”. সর্বজ্ঞানী আল্লাহপাক তো আগেই জানত যে তার অনুসারিরা এক সময়ে এই এতটুকু ভুলের জন্যে কত বড় বিভ্রান্তিতে পরবে,উনি সুরা কাহফে জুলকারনাইনের ব্যাপারে কেন বলে দিলেন না- ‘‘সুব্বিহা লাহুম’’? তাহলেই তো আর এত ভেজাল হয় না! উনিতো আগেও কতবার কুরআনে বলেছেন উনি সব সুস্পষ্ট এবং পরিষ্কার করে কথা বলেন।

এবার আসুন আমরা দেখি ‘FOUND IT’ বলতে আল্লাহপাক কোন আরবি শব্দ ব্যবহার করেছেন, শব্দটি হচ্ছে ‘‘অয়াজাদা’’। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই ‘‘ওয়াজাদা’’ কুরআনে প্রায় ৩৫ বার ব্যবহার করা হয়েছে, অথচ আর কোন জায়গায়ই এর মানে করা হয় নাই ‘‘মতিভ্রম/দৃষ্টিভ্রম’ বা ‘VISUAL PERSPECTIVE’ বা ‘মনে হয়েছে’ এইরুপ অর্থে। অথচ শুধুমাত্র এই এক আয়াতে আপনারা এই আজগুবি অর্থ বের করেন। এটাকে বলে EQUIVOCATION FALLACY বা একরকম কুযুক্তি। এই কুযুক্তি আপনারা কুরআন বাঁচাতে আরও অনেক আয়াত নিয়েও করেছেন।

আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে এই শব্দ ‘‘ওয়াজাদা’’ সেই একই আয়াতে দুই বার ব্যবহার করা হয়েছে, HE **FOUND** IT SETTING IN A MUDDY SPRING, AND **FOUND** A PEOPLE THEREABOUT। আপনাদের কথা অনুযায়ী তাহলে দাঁড়াচ্ছে যে পরের বার জুলকারনাইন যেসব লোকদের বা সম্প্রদায়কে পেয়েছিল তারাও ছিল জুলকারনাইনের মতিভ্রম বা দৃষ্টিভ্রম / VISUAL PERSPECTIVE, তাই নয় কি? একই শব্দ একই আয়াতে আপনারা দুরকম অর্থ করেছেন আপনাদের সুবিধা অনুযায়ী!! (EQUIVOCATION FALLACY)

আপনারা জানেন যে জুলকারনাইন খুবই শক্তিশালি ছিল এবং আল্লাহ তাকে অনেক ক্ষমতা দিয়েছিলেন। প্রশ্ন হচ্ছে, যদি জুলকারনাইনের সত্যি দিগন্তে সূর্য ডুবা দেখাই আসল উদ্দেশ্য ছিল, তাহলে উনি কি কারনে এত লম্বা এবং কষ্টকর অভিযানে/JOURNEY তে বেরিয়েছিলেন? **উনি কি জাস্ট যেখানে ছিলেন সেখান থেকেই সূর্য ডোবা দেখতে পারতেন না?** উনাকে আল্লাহ এত ক্ষমতা দিয়েছেন তার মানে উনি যথেষ্ট জ্ঞানী ব্যাক্তি। উনি কি জীবনে সূর্য অস্ত যাওয়া দেখেন নি? সূর্য অস্ত যাওয়া দেখতে উনাকে কেন অনেক অনেক দূরে কোথাও যেতে হবে? **আপনি কি সূর্যাস্ত দেখতে গাট্টি বস্তা নিয়ে দেশের বাড়ি যাবেন**? একমাত্র কারণ হতে পারে যখন সে সূর্যাস্ত যাওয়ার স্থানকে বিবেচনা করবে, সময়কে নয়।

আপনারা বলেন যে জুলকারনাইন সূর্য অস্ত যাবার জায়গায় নয়, বরং সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়ে পৌঁছেছিলেন। তাহলে আমরা এখন দেখব, ‘‘পৌঁছান’’ বলতে এখানে কি আরবি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, আরবি শব্দটি হচ্ছে ‘‘বালাঘা’’ মানে ‘‘পৌঁছান’’। আপনারা বলতে চান ‘‘বালাঘা’’ মানে কোন এক সময়ে পৌঁছান অর্থে বুঝান হচ্ছে। আপনাদের মতে জুলকারনাইন **সূর্য অস্তের সময়ে পৌঁছেছিলেন, সূর্য অস্তের স্থানে নয়।**

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

এরপরে সুরা কাহফ, আয়াত ৯৩ আল্লাহ বলেন, "অবশেষে যখন তিনি দুই পর্বত প্রচীরের মধ্যস্থলে পৌঁছুলেন, তখন তিনি সেখানে এক জাতিকে পেলেন, যারা তাঁর কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল না"

মজার ব্যাপার হচ্ছে এখানেও দুই পর্বতের মাঝে "পৌঁছান" অর্থে আল্লাহ সেই "বালাগা" শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এখন আপনাদের কথামত যদি ধরে নেই 'বালাগা' মানে '**কোন এক সময়ে**' পৌঁছান, তাহলে এর মানে দাড়ায়, জুলকারনাইন "পাহাড়ের কোন এক সময়ে পৌঁছেছিলেন" -যার কোন অর্থই হয় না। বরং জুলকারনাইন "পাহাড়ের স্থানে" পৌঁছেছিলেন এটাই যৌক্তিক এবং প্রাসঙ্গিক। এখান থেকে স্পষ্ট যে "বালাগা" কোন স্থানে পৌঁছান বুঝায়, কোন সময়ে নয়। অহহ মনে করিয়ে দেই আবারও, যে এখানেও আল্লাহ সেই "ওয়াজাদা" শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যার মানে আপনারা ধরে নিতে চান "দৃষ্টিভ্রম /VISUAL PERSPECTIVE", সেই অর্থে জুলকারনাইন এখানেও কোন পাহাড় দেখেননি, এটা তার দৃষ্টিভ্রম ছিল, তাই নয় কি? হা হা হা...

আবার খেয়াল করে দেখুন যে,জুলকারনাইন যে স্থানে গিয়ে থেমেছিল, সেই স্থানকে বেশিরভাগ ইংলিশ অনুবাদকরা কিভাবে উল্লেখ করেছেনঃ

THE SETTING (WEST) OF THE SUN, SETTING-PLACE OF THE SUN, PLACE WHERE THE SUN SETS, THE PLACE WHERE IT SETS, SETTING PLACE OF THE SUN ইত্যাদি

নামকরা সব অনুবাদক এবং তাফসিরকারকরা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, এমন একটা **জায়গায়**/PLACE- যেখানে সূর্যাস্ত যায়। আপনি যদি বলেন, সূর্যাস্ত যাওয়ার স্থান কে বুঝান হয় নাই, বরং সূর্যাস্ত যাওয়ার সময়কে বলা হয়েছে, তাহলে স্পষ্ট আয়াতগুলা (অর্থ) হতো এমন-The Time when Sun Sets, At The Sun-Setting Time, the Time of Sun-Setting ইত্যাদি। কিন্তু এখানে সুস্পষ্টভাবে স্থানের কথা বলা হয়েছে এবং আল্লাহ জানেন সুস্পষ্ট এবং অস্পষ্ট কি জিনিস!

আবার দেখুন যে, জুলকারনাইন যেখানে সূর্য অস্ত যাওয়া দেখেছিল, সেখানেই অপেক্ষা করে সূর্য উদয় হওয়া না দেখে, সে আবার পূর্ব দিকে রওনা দিয়েছে সূর্যের উদয় হওয়ার স্থান দেখতে!! সে কি অস্ত যাওয়ার স্থানে উদয় হওয়া দেখতে পারত না? এখান থেকে কি স্পষ্ট নয় যে সে অস্ত যাওয়া এবং উদয় হওয়া বলতে দুটো পৃথক জায়গাকে বুঝিয়েছে?

এবার আসুন আমরা দেখি সূর্য কোন জলাশয়ে ডুবেছিল, এখানে SPRING বুঝাতে আরবিতে 'আঈন" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, বাংলায় হয়ত একে 'প্রস্রবন' বলা হতে পারে। আরবি শব্দে মহাসাগর (মুহীত), সাগর (বাহার), হ্রদ (বুহায়রা) বা নদী (নাহর) বলতে যা বুঝায় তার কোনটিই এই আয়াতে নাই, এখানে স্পষ্ট করে প্রস্রবন (আঈন) শব্দ ব্যাবহার করা হয়েছে। মহাসাগর এবং হ্রদ কুরআনের অন্য কোথাও উল্লেখ নাই। এইবার আসুন সবথেকে মজার অংশে, **পৃথিবীতে এমন কোন প্রস্রবন নাই যেখানে আপনি সূর্য ডোবা দেখতে পারবেন**, কারণ এইগুলা খুবই ছোট আকারে। পৃথিবীর সবথেকে বড় প্রস্রবণ হচ্ছে- WAIMANGU CAULDRON, যা নিউজিলেন্ড অবস্থিত, এর সবথেকে চওড়া আয়তন প্রায় ২০০ মিটারের (৩৮, ০০০ square meters) মত মাত্র এবং এটা তৈরিও হয়েছে মাত্র ১৩০ বছর আগে আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুৎপাত থেকে। তাহলে বুঝলেন তো, **জুলকারনাইনের ভ্রম নাকি স্রষ্টার ভ্রম, নাকি মানুষের ভন্ডামি!**

এইবার আমরা আরেকটা হাদিস দেখি,

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

সুনান আবু দাউদ:(তাহকিককৃত) ৪০০২, আবূ যার (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ(সা)-এর পিছনে একই গাধার পিঠে বসা ছিলাম, তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছিল তিনি আমাকে বললেনঃ তুমি কি জানো, এটা কোথায় অস্তমিত হয়? আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বলেনঃ ''**এটা উষ্ণ পানির এক ঝর্ণায় অস্তমিত হয়**''(সূরা কাহফঃ ৮৬)। হাদিসের মান- সহীহ।

এই হাদিসে না আছে যুলকারনাইন আর না আছে যুলকারনাইনের সূর্য জলাশয়ে ডোবার মতিভ্রম হওয়া বা মনে হওয়া । এখানে মোহাম্মদ একেবারে স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন যে সূর্য জলাশয়ে ডোবে। আজকাল আবার নয়া ইসলামিক আলেমরা এই সহিহ হাদিসকেও দুর্বল হাদিস করার পাঁয়তারা করতেছেন। এটা ইসলামিক রিফরমিস্টদের কমন প্যাটার্ন- প্রথমে অর্থ পরিবর্তন করে দাও, দ্বিতীয় আক্ষরিক কে রুপক, রুপক কে আক্ষরিক বানিয়ে দাও, তৃতীয়ত প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে দাও, চতুর্থত কোন কাজ না হলে দু-একটা হাদিস দুর্বল করে দাও, ব্যাস খেল খতম। হাদিসের তাহলে থাকার মানে কি যদি সহিহ হওয়ার পরেও আপনারা একে দুর্বল করে দিতে পারেন। আর যেই হাদিস যুগ যুগ ধরে কেউ দুর্বল বলে নাই, আপনারা আজকাল ধর্ম বাঁচাতে দুর্বল করে দিচ্ছেন।

আরেকটি আজগুবি হাদিস দেখুন, হজরত আবু যা'র (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, - "রাসূল (সাঃ) আমার কাছে জিজ্ঞেস করলেন, -তুমি কী জানো (সূর্যাস্তের সময়) সূর্য কোথায় যায়?" আমি বললাম, - "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভালো জানেন"। তখন তিনি বললেন, - '**এটা আল্লাহর আরশের নিচে এসে সিজদা করে** এবং উদয় হবার জন্য অনুমতি চায় এবং এটাকে অনুমতি দেওয়া হয়। এমন একটা সময় আসবে যেদিন এটাকে আর অনুমতি দেওয়া হবেনা এবং এটাকে যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে ফিরে যেতে বলা হবে। সেদিন এটা (সূর্য) পশ্চিম দিক থেকে উদয় হবে"। (সহিহ বুখারি, ৪র্থ খন্ড,৫৪ অধ্যায়, নাঃ ৪২১)

এই হাদিস থেকে কি বুঝলেন? কতটা বৈজ্ঞানিক মনে হচ্ছে সূর্যকে আল্লাহর আরশের নিচে চলে যাওয়াকে? তার অস্ত যাওয়ার একটি আক্ষরিক জায়গা আছে যেখান থেকে সে অস্ত যায় এবং কেয়ামতের দিনে সূর্য সেই অস্ত যাওয়ার স্থান থেকে উদিত হবে। সূর্য কখনই অস্ত যায় না, যদি না আপনি পৃথিবীকে ফ্ল্যাট/সমতল ধরে নেন। প্রাচীন আরবদের তখন এই GEOCENTRIC MODEL ধারনা ছিল, তারা ভাবত পৃথিবী সব কিছুর মাঝখানে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি সূর্যের অস্ত যাওয়ার একটা আক্ষরিক স্থান আছে, যেখানে জুলকারনাইন গিয়েছিল।

বিখ্যাত তাফসিরকারক আত-তাবারি কে চিনেন না এমন কেউ নাই, ইসলামিক দুনিয়ার একজন বিখ্যাত এবং নামকরা অথরিটি তিনি। উনি কুরআন ও হাদিসের প্রমানের ভিত্তিতে আমাদের মহাবিশ্ব তৈরির ইতিহাস লিখেছেন তার এক বইতে। উনি বলেন ইবনে আব্বাস (মোহাম্মাদের কাজিন) স্পষ্ট করে বলেন সূর্য জলাশয়ে অস্ত যায়। তার বইয়ের কিছু অংশ নিচে দেখুন।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

of the angels inhabiting (the lower?) heaven with the moon and its chariot, each of them gripping one of those handholds.

Then he said: For the sun and the moon, He created easts and wests (positions to rise and set) on the two sides of the earth and the two rims of heaven, 180 springs in the west of black clay—this is (meant by) God's word: "He found it setting in a muddy spring,"[442] meaning by "muddy *(ḥami'ah)*" black clay—and 180 springs in the east likewise of black clay, bubbling and boiling like a pot when it boils furiously. He continued. Every day and night,
[65] the sun has a new place where it rises and a new place where it sets. The interval between them from beginning to end is longest for the day in summer and shortest in winter. This is (meant by) God's word: "The Lord of the two easts and the Lord of the two wests,"[443] meaning the last (position) of the sun here and the last

440. See EI^2, III, 1010–13, s. v. 'idda.

there. He omitted the positions in the east and the west (for the rising and setting of the sun) in between them. Then He referred to east and west in the plural, saying: "(By) the Lord of the easts and the wests."[444] He mentioned the number of all those springs (as above).

He continued. God created an ocean three *farsakhs* (18 kilometers) removed from heaven. Waves contained,[445] it stands in the air by the command of God. No drop of it is spilled. All the oceans

(General Introduction & From the Creation to the Flood, VOL-1)

আরো খেয়াল করুন যে মোহাম্মদ মারা যাবার ৪৫০ বছরের মধ্যে প্রায় ১৮টি তাফসিরের কোন একটা তাফসিরে আপনি পাবেন না যেখানে বলা হয়েছে - জুলকারনাইনের মনে হয়েছিল এমন কিছু, বরং সবাই স্পষ্ট করে বলেছে যে, জুলকারনাইন সেটাই দেখেছিল। কেউ সেখানে দৃষ্টিভ্রম বা VISUAL PERSPECTIVE এর কথা বলেনই নাই। তবে সেই প্রস্রবন দেখতে কি হবে (উষ্ণ, কাল, কাদামাটি) তা নিয়ে তাদের মধ্যে কিছু ভিন্ন মত পাওয়া যায় ।

৪২৭ হিজরি তে থালাবির তাফসিরে আমরা দেখতে পাই যে উনি উল্লেখ করেছেন যে মোহাম্মদের জন্মের প্রায় ৭০০ বছর আগেই একটি কবিতায় (ইয়েমিনি রাজা তুব্বার লিখিত) জুলকারনাইনের এই জলাশয়ে সূর্য অস্ত যাওয়ার উল্লেখ আছে। সেখানেই স্পষ্ট বলা আছে জুলকারনাইন জলাশয়ে সূর্য ডোবা দেখেছিল। হতে পারে মোহাম্মদ সেখান থেকেই এই তথ্য পেয়েছেন।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

কুরবানি ঈদ এবং স্রষ্টার মাতব্বরি

-আপনি কিভাবে ভাবলেন কুরবানি কোন খারাপ কিছু হতে পারে। আপনি যদি গরু না খান, তাহলে জানেন দুনিয়াতে গরু সংখ্যা কত বেড়ে যাবে? এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ত্যাগ ও তাকওয়ার পরীক্ষা।

-আচ্ছা, প্রকৃতিতে গরু ছাড়া কি অন্য কিছু বেড়ে যাচ্ছে না বা সুযোগ নাই? সেইসব খাচ্ছেন না কেন? আর গরুর 'পরিবার পরিকল্পনা' করার কি অন্য বৈজ্ঞানিক উপায় নাই? আমাদের যে এত এত গরু দেখেন তার বেশির ভাগই হচ্ছে ARTIFICIAL BREEDING, প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দিন, এরপর বুঝবেন গরুর সংখ্যা কত দাঁড়ায় আসলেই! আর গরু কেন কুরবানি দিচ্ছেন? ইব্রাহীম তো কুরবানি দিয়েছিলেন দুম্বা। যদি বলেন গরু কিংবা ছাগল তো ব্যাপার না, বিসর্জনটাই আসল, তাহলে মুরগি বিসর্জন দেন না কেন? সেটা হলে আরো ভালো হত, সবাই কুরবানি দেয়ার সামর্থ্য রাখত। আল্লাহপাকের চতুষ্পদ পশুই লাগবে কেন? ইসলামপূর্ব আরবে চতুষ্পদ জন্তুর বলি দেয়ার প্রথা ছিল আগেই। ছোট পশুতে কি স্রষ্টার মন ভরে না? আর যে কোন রেড মিট/লাল মাংস তো শরীরের জন্যেও ভালো নয়।

-আচ্ছা যাই হউক, এবার বলুন তো, ইব্রাহিম নিজের প্রাণ কেন দিতে চায়লেন না?

-ধরেন বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা যুদ্ধ করেছে তাদের কাছে তাদের নিজেদের প্রান থেকে দেশটা বেশী প্রিয় ছিল। ঠিক তেমনি ইব্রাহিমের কাছে নিজের থেকে তার পুত্রের প্রাণ বেশী প্রিয় ছিল, আর মুক্তি যোদ্ধাদের কাছে প্রিয় ছিল তাদের মাতৃভুমি। তাই ইব্রাহীম তার প্রিয় বস্তুকে কুরবানি দিতে গিয়েছিল। যদিও তাদের পরীক্ষার ধরন আলাদা ছিল।

-আপনার এই আর্গুমেন্টকে আমি DEDUCTIVE ARGUMENT এর রুপ দিব,এর দুটো প্রেমিস আছে, DEDUCTIVE ARGUMENT এর যেকোনো একটা প্রেমিস ভুল হলে পুরা আর্গুমেন্টটাই ভুল হয়ে যাবে।

১- আল্লাহ ইব্রাহীমকে প্রিয় বস্তু কুরবানি দিতে বলেছেন

২- ইব্রাহীমের সবথেকে প্রিয় বস্তু তার ছেলে (ইসমাইল)

উপসংহার- তাই ইব্রাহীম তার পুত্রকেই জবাই দিতে গিয়েছিলেন।

প্রেমিস ১ - আল্লাহ চাচ্ছিলেন ইব্রাহীমকে পরীক্ষা নিতে, ভালো কথা। তো উনি তো সর্বজ্ঞানী। উনি ইব্রাহীমের ভালবাসার/ আনুগত্যের পরীক্ষা নেয়ার এর থেকে ভালো কোন পন্থা কি পেলেন না? ধরেন আমি একজন শিক্ষক। আমার ছাত্রদেরকে বললাম, 'কারা আমাকে ভালোবাস তার প্রমান দাও'। এরপরে সব ছাত্র টাকা দিয়ে দোকান থেকে কিছু কিনে আনল, কিন্তু একজন ছাত্র দিনরাত কষ্ট করে নিজের হাতে আমার একটা স্ট্যাচু / ভাস্কর্য বানিয়ে আনল। আমি এখন কাকে বেশী গুরুত্ব দিব? যারা অতি সস্তায় টাকা দিয়ে কম কষ্টে কিছু কিনে আনল, নাকি যে কষ্ট করে নিজের হাতে কিছু বানিয়ে আনল আমার জন্যে। এখানে সেক্রিফাইস/ বিসর্জনের লেভেল/LEVEL OF SACRIFICE খেয়াল করুন। আল্লাহ চায়লে বলতে পারত ইব্রাহীম তুমি আমার জন্যে ১০০ রাকাত নামাজ বা ৫০ টি রোজা রেখে দেখাও। কারণ সেটা করতে গেলে ইব্রাহীমের শারীরিক শ্রম দিতে হবে। অন্যদিকে বিসর্জন দিতে গেলে জাস্ট ধরে এনে জবাই দিলেই হয়ে যাচ্ছে। এতে কষ্ট বা বিসর্জনের যথার্থতা বা মাহাত্ম্য কই? সেক্রিফাইস হলে সেটা হতে হবে সেক্রিফাইসের মতই। তাও আবার সর্বশক্তিমান স্রষ্টা বলে কথা। উনি এইরকম মনুষ্য লেভেলের বিসর্জন আশা করেন কিভাবে? আপনি বাজার

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

থেকে গরু/ছাগল কিছু একটা কিনে এনে জবাই দেয়ার মধ্যে সেক্রিফাইসের কি পাচ্ছেন আসলে? আমরা তো প্রতিদিন এমনিই লাখ লাখ গরু, ছাগল ইত্যাদি জবাই দিচ্ছি। আমরা তো মাংস কিনে খাওয়ার সময়ে বিসর্জন অনুভব করি না! ঠিক একদিন স্পেশাল করে বিসর্জন/ SACRIFICING MENTALITY রেখে লাভ কি!!

আল্লাহ হচ্ছেন সর্বজ্ঞানী। উনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই জানেন। তো যিনি সবই জানেন, তার আবার পরীক্ষা নেয়ার প্রশ্ন আসে কি করে? উনি তো আগেই জানতেন যে ইব্রাহীম তার কোন ছেলেকে জবাই করতে চাইবে এবং ছেলে কি জবাব দিবে। তো যে পরীক্ষার ফলাফল আপনি আগেই জানেন সে পরীক্ষা নেয়ার দরকার কি? আবার সেটাকে উপজীব্য করে চিরন্তন মুসলমানদের উপর কুরবানি চাপিয়ে দেয়ার মানে কি আসলে? এটা কি **আসলেই পরীক্ষা, নাকি 'পরীক্ষা পরীক্ষা খেলা'** !!

আর আপনাদের এই আজগুবি এবং অনৈতিক ঘটনা থেকে তো আমাদের ইতিহাসের বাবর –হুমায়ুনের ঘটনা আরো মানবিক, যেখানে পিতা বাবর নিজ সন্তান কে বাঁচাতে নিজের প্রান দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। পিতাকে সর্বদা ত্যাগের আসনে বসালেই মহীয়ান মনে হয়, এতেই প্রকৃত পিতার পরিচয় পায়।

আবার আপনি যদি বলেন আল্লাহ্ ইব্রাহীমকে প্রিয় বস্তু বলতে তার সন্তানকেই বুঝিয়েছেন (কারন ইব্রাহীম কিন্তু আগেও স্বপ্ন দেখে উট কুরবানি দিয়েছিল, যা আল্লাহর মনঃপুত হয়নি), তার মানে দাঁড়ায় স্বয়ং আল্লাহ্ই এইরকম জঘন্য, অমানবিক এবং UNGODLY আচরন করেছেন। স্রষ্টা কি করে পরোক্ষভাবেও বাচ্চার প্রান দাবী করেন, সেটা পরীক্ষার জন্যে হউক আর না হউক, এটা তো স্রষ্টাসুলভ আঁচরন নয়! এইগুলা মনুষ্য চিন্তাভাবনা। প্রথম প্রেমিস একেবারেই অযৌক্তিক। মাথায় রাখবেন সর্বজ্ঞানী স্রষ্টা স্রষ্টাসুলভ আচরনই করবেন, মনুষ্যসুলভ নয়।

প্রেমিস ২- ইব্রাহীমের কাছে প্রিয় ছিল তার ছেলে, আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে প্রিয় ছিল তাদের দেশ। একজন মুক্তিযোদ্ধা এভাবে কথা বলবে, "জান দিব, তাও দেশ বাঁচাব"। তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে? সে জানকে দেশের থেকে বেশী ভালোবাসে, দেশকে তার জানের থেকে নয়, আর সেজন্যেই সে নিজের জান দিতে প্রস্তুত। মানে সে যদি জান দিয়ে দেশকে নাই ভালোবাসে তাহলে দেশপ্রেম দিয়ে কি হবে? এখানে তাহলে দেখা যাচ্ছে আসলে সে নিজের জানকে আগেই বিসর্জন দিয়ে দিচ্ছে। সে SACRIFICING MENTALITY নিয়েই দেশকে ভালবাসা শুরু করেছে। সে নিজের জান দিয়ে দেশকে ভালোবাসতেছে বা রক্ষা করতেছে। এখানে মুক্তিযোদ্ধার অসীম ভালবাসার END PRODUCT হচ্ছে -মুক্তিযোদ্ধার জান/প্রান। যদি জান নাই দেয় বা মানসিকতা না রাখে, তাহলে তো ভালবাসায় ঘাটতি রয়ে যাচ্ছে।

এখানে আপনার যুক্তির মুল অসাড়তা হচ্ছে-

ইব্রাহীমের কাছে প্রিয় ছিল তার ছেলে, তাই সে তার ছেলেকে বিসর্জন দিয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে প্রিয় ছিল তাদের জন্মভুমি, তারা কি জন্মভুমি বিসর্জন দিয়েছে?

কি সব যুক্তি রে ভাই!! মুক্তিযোদ্ধারা বিসর্জন দিয়েছে তাদের নিজের প্রান (কেউ দিয়েছেন, কেউ উদ্যত ছিলেন)তারা ইব্রাহীমের মত স্বার্থপরতা করেনি,তারা নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে ভেগে যাননি। তারা নিজেদের প্রান বিসর্জন দিয়েই মাতৃভূমি রক্ষা করেছেন, মাতৃভূমি বিসর্জন দিয়ে প্রান রক্ষা নয়। আর আপনি যদি বলেন এখানে দুজনের **পরীক্ষার ধরন আলাদা,**তাহলে তো এটা প্রথমেই **FALSE ANALOGY FALLACY বা কুযুক্তি**

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

হয়ে যাচ্ছে!কারন দুজনের কারো কাছেই নিজের প্রান প্রিয় না হলেও একজন বিসর্জন দিতে গিয়েছেন পুত্রের প্রান, আরেকজন দিয়েছেন নিজেদের প্রান (মুক্তিযোদ্ধা)। আর আগেই বলেছি মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে নিজেদের প্রান প্রিয় ছিল বলেই তারা নিজেদের প্রান বিসর্জন দিয়েই মাতৃভুমি বাঁচিয়েছিল। তারা নিজেদের প্রান বাঁচিয়ে (ইব্রাহিমের মত) নিজের মাতৃভূমিকে ফেলে রেখে যায়নি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে এই DEDUCTIVE ARGUMENT এর দুটো প্রেমিসই ভুল এবং অযৌক্তিক, সেই হিসেবে পুরা যুক্তিটাই ভুল হয়ে যাচ্ছে। তবে আমরা এই নিয়ে আরো আলোচনা করব।

আমরা জানি যে ইব্রাহীম এর বউ সারা'র দাসী ছিলেন-হাজেরা। আর সেই হাজেরার পেটেই জন্ম নেয় ইসমাইল। মানে ইসমাইল হচ্ছে একজন দাসীর সন্তান (অনেক আলেম আবার এটা মানতে চান না)।এই জন্যেই আবার খ্রিস্টানরা দাবী করেন আল্লাহ ইসহাককে কুরবানি দিতে বলেছিলেন, ইসমাইল কে নয়। কারণ ইসমাইল দাসীর ছেলে, একজন দাসীর ছেলেকে আল্লাহ সবার পূর্বপুরুষ করবেন এটা তারা মানতে পারছিল না। তবে ঘটনা যাই হউক, পশুবলির এই প্রচলন প্রাচীন কাল থেকেই অন্যান্য ধর্মে ছিল। হিন্দুরা অনেক আগে থেকেই পশু বলি দিত। এখন হিন্দুদের পশু বলিকে খারাপ লাগে আবার নিজের বলি কে খারাপ লাগে না, অথচ দুইটাই কিন্তু হত্যা। এখন হত্যা আপনি যেভাবেই করেন না কেন উদ্দেশ্য কিন্তু একই - স্রষ্টা খুশি হবেন। অবলা পশু তো স্বেচ্ছায় জবাই হতে আসে না, আপনি তো জোর করে ধরে এনে বেঁধে জবাই করেন।

প্রশ্ন হচ্ছে মহাবিশ্বের স্রষ্টার পৃথিবী নামক অতি-ক্ষুদ্র একটি গ্রহের মানুষের পশু হত্যার মত বিসর্জনের দরকার পড়ে কেন? আপনি হয়ত বলবেন যে, উনার তো মাংস লাগবে না,উনি বিসর্জন চাচ্ছেন। তো অন্যান্য ধর্মের পশু বলি বা আমাদের কুরবানির মধ্যে তফাৎ থাকল কি, কুরবানিও তো আল্লাহর বেদিতে পশু বলি, তাই নয় কি? আপনি যখন মাংস কিনে খান তখন কোন বিসর্জনের কথা চিন্তা করেন না এবং এতে কোন সমস্যাও নাই। মাংস খাওয়াতে সমস্যা নাই (যদিও ভাল কিছু না), পশু হত্যা করতেও সমস্যা নাই (এটাও বিতর্কিত), কিন্তু আপনি একটি বিশেষ দিনে ঘটা করে লাখ লাখ পশু হত্যা করবেন শুধু এই কারনে যে, কোন এক স্রষ্টা খুব খুশি হবেন, এটার যৌক্তিকতা কি? স্রষ্টার কি এইসবের আসলে দরকার আছে? স্রষ্টা কি এই দিনটিকে স্মরণ করে রাখার জন্যে এর থেকে ভালো কিছু বিকল্প পেলেন না? পশু হত্যার মধ্যে দিয়েই একটা দিনকে স্মরণ করতে হবে? লাখ লাখ পশুহত্যার মাঝে উনি কি বিকৃত আনন্দ লাভ করেন? একজন সর্বজ্ঞানী স্রষ্টার প্রান হত্যার থেকে বেটার বিকল্প/BETTER ALTERNATIVE কিছু কি মাথায় আসে নাই?

আবার বাস্তবে আমরা SACRIFICING MENTALITY এর কিছুই দেখতে পারি না। সবাই কে কার থেকে বড় গরুটা কিনবে সেটা নিয়ে ব্যাস্ত থাকেন। আজকাল আবার নতুন চালু হয়েছে কুরবানির গরুর সাথে সেলফি দিয়ে সোশ্যাল মিডীয়ায় আপলোড দেয়া। গরু কিনেই সবার আগে তার ছবি তুলে ফেসুবকে আপলোড দিবে। যাকে দুদিন পর জবাই/তথাকথিত বিসর্জন দিবেন, তারে নিয়েই ফাজলামি!! কয় জনে সঠিক ভাবে মাংস বিতরন করে সেটা নিয়েও সন্দেহ আছে। যদিও কিছুর অনুসারী দিয়ে কিছু যাচাই করা ভুল হবে,কিন্তু কুরবানির তাৎপর্য স্বয়ং মুমিনকুলই অনুধাবন করেন না। বেশির ভাগ মুসলমানরা কি তাহলে তাদের ধর্ম গ্রন্থ বুঝেন না, নাকি বুঝেও মানতে চান না। আর বড় অংশই এটা ধুমধাম করেই পালন করেন।

এছাড়া আপনি ছোট ছোট শিশুর সামনে একটা প্রানিকে ধরে বেঁধে জবাই দিচ্ছেন,শিশুটির সাইকলজিতে কিরকম প্রভাব পড়তে পারে সেটা কি ভেবেছেন কখনও? এটা অনেকের ক্ষেত্রে স্থায়ী ট্রমা/TRAUMA হিসেবে কাজ করতে পারে। এই ব্যাপারে আজকাল সাইক্রিয়াট্রিস্টরা বাবা-মাদের সাবধানও করেন।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

শুধু তাই না, এই বিসর্জনের কাহানীতে অনুপ্রানিত হয়ে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের আশায় নিজের সন্তানকে জবাই করে ফেলেছে এমন ঘটনা আমাদের বাংলাদেশেসহ সারা দুনিয়ায় আছে।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

কুরআন কি মানব রচিত

-আচ্ছা তুই আমাকে বল যে, কুরআনে কি করে মুসার সময়ের শাসনকর্তাদের কে ফেরাউন এবং ইউসুফের সময়ের শাসনকর্তাদেরকে রাজা বলা হয়েছে। বাইবেলে ইউসুফ এবং মুসা দুইজনের সময়ের শাসনকর্তাদের কে ফেরাউন বলা হয়েছে। অথচ কুরআন আলাদা করে রাজা এবং ফেরাউন বলেছে। মোহাম্মাদ কি করে জানল ইউসুফের সময়ে শাসনকর্তাদের কে রাজা বলা হত।

-শোন ফেরাউন মানে তো জানিস, তাই না?

-হুম, এটা একটা টাইটেল/ উপাধি, কোন ব্যাক্তির নাম নয়।

-ধর, আমি একটা গল্প বললাম এভাবে, 'মোল্লা দেশের বাড়ী গিয়ে আরো চার খান বিয়ে করল, মোল্লা এখন চার চারটি বউ নিয়ে খুব সুখে আছে। মোল্লা অনেকগুলা বাচ্চা পয়দা করার স্বপ্ন দেখে, কারণ রিজিকের মালিক তো আল্লাহ'। এখন আমাকে বল, এখানে মোল্লা কে?

-মোল্লা আবার কে হবে, এটা তো বংশ উপাধি, তুই তো স্পষ্ট করে কোন মোল্লা বা ব্যাক্তির নামই উল্লেখ করিস নাই। আমি কিভাবে বুঝব কোন মোল্লার কথা হচ্ছে?

-ঠিক ধরেছিস। এখন আমাকে বল, তোর সর্বজ্ঞানী স্রষ্টা কি জানত না ফেরাউন আসলে কোন ব্যাক্তি?

-জানবে না কেন, আল্লাহপাক সব জানেন।

-তাহলে আমাকে বল, কুরআনে কোন ফেরাউনের নাম আছে? মুসার সাথে ভেজাল করে কোন ফেরাউন ডুবেছিল? তার নাম কি?

-(মাথা চুলকাতে চুলকাতে) অ্যাঁ, নাহ মানে, তাত কুরআন বলে নাই, কুরআনে শুধু ফেরাউন বলা আছে।

-তাহলে কি এই নয় যে, তোর সর্বজ্ঞানী স্রষ্টা বা আল্লাহ ফেরাউন বলতে কোন মানুষকেই বুঝে নিছিল?

উনি কুরআনে নাকি সবকিছু সুস্পষ্ট এবং বিস্তারিত ব্যাখা করেছেন, তো এত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কেন উল্লেখ করল না? উনি জানতেনই না যে ফেরাউন একটা উপাধি। কুরআনের লিখক একটা উপাধিকে (ফেরাউন) ব্যাক্তির নাম হিসেবে নিয়েছেন।

বরং তুই কি জানিস যে বাইবেলে অনেক ফেরাউনের নামসহ উল্লেখ আছে। এক্ষেত্রে তো বাইবেল কুরআনের থেকে এগিয়ে আছে।

রাজা শব্দটি ইংরেজি, এটি হিব্রু বা মিশরীয় নয়।মিশরীয়রা তাদের রাজাদের কে Nswt Bity বলত, ইংরেজি শব্দ "ফেরাও"/PHARAOH আসলে ধার করা শব্দ, এটি গ্রীক Φαραώ (Faraó) শব্দ থেকে এসেছে।এই Faraó শব্দটি আবার মিশরীয় শব্দ "পের-আ / PER-AA" থেকে এসেছে, যার মানে "বড় ঘর/GREAT HOUSE"

তুই কি জানিস যে বাইবেলে প্রাচীন মিশরের শাসনকর্তাদের 'রাজা' উপাধিও দেয়া আছে, যেমনঃ

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

SHISHAK কে মিশরের 'রাজা' বলা হত (1 KGS 11: 40; 14: 25; 2 CHR 12: 2, 9)
KING SO (2 Kgs 17: 4)
PHARAOH NECHO, **KING OF EGYPT** (EXODUS 6:11)
PHARAOH CHAFRA, **KING OF EGYPT** (JER. 44:30)

বাইবেলে ফেরাউন কি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে সেটাও বুঝতে হবে। তোরা তো নিজের মত কুরআনের নিজের অর্থ বের করিস, খ্রিস্টানদেরও নিজেদের অর্থ আছে।

কুরআন বাইবেলের অনেক কিছুতে নিজের পরিভাষা ব্যবহার করেছে, যেমন একটা বাইবেলের চরিত্র পটিফার/Potiphar কে কুরআন উল্লেখ করেছে আল-আজিজ নামে, এই আল-আজিজ নামে কিন্তু প্রাচীন মিশরে কেউ ছিল না, কিন্তু কুরআন উল্লেখ করেছে তার পরিভাষায়। ঠিক একইভাবে বাইবেল তখনকার মিশরীয় পরিভাষায় ফেরাউন উল্লেখ করেছে মিশরের রাজাদের বুঝাতে।ফেরাউনের মানে হচ্ছে, 'বড় বাড়ি/BIG HOUSE', যা দিয়ে সেখানকার সরকার, শাসনব্যবস্থা বা ROYAL PALACE/রাজার প্রসাদ বুঝান হত।যেহেতু ফেরাউনরা তখন মিশরের একচ্ছত্র শাসনকর্তা ছিল, তাই সরকার এবং রাজা প্রায় একই ব্যাপার ছিল। আর এই ব্যাপারটা মোহাম্মদের সময়ও সবাই জানত।

কুরআন কিন্তু 'রাজা' (আরবি-মালিক) উপাধি আবিষ্কার করে নাই। বরং বাইবেলে ইউসুফের গল্পে 'রাজা (মেলেক-হিব্রু)' এবং 'ফেরাউন' উভয়ই উল্লেখ আছে (Genesis 39:20 , 40:1, 40:5, 41:6)। আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে, বাইবেল মিশরের রাজা বুঝাতে 'রাজা/মেলেক' এবং 'ফেরাউন' উভয়ই ব্যবহার করেছে (Exodus 6:11 and 13), যেটা আবার কুরআন করে নাই।

বাইবেল তিন রকমভাবে ফেরাউন কে বুঝিয়েছে, যখন ফেরাউন জাতীয় স্বার্থে কিছু করেছে তখন বলেছে 'মিশরের রাজা', যখন সে নিজে স্বার্থে কিছু করেছে, তখন বলা হয়েছে ফেরাউন, যখন এই দুই ব্যাপার একত্রে বুঝান হয়েছে তখন 'ফেরাউন মিশরের রাজা' বলা হয়েছে।

মুসলিমরা ভাবেন যে রাজা AMENHOPHIS IV (c.1352-1338 BC) ছিলেন প্রথম রাজা যাকে ফেরাউন নামে ডাকা হত। তারা এও ভাবেন মুসার হিজরত হয়েছে AMENHOPHIS IV শাসনকালে বা পরে, কিন্তু মুসা এবং হিজরতের(Exodus) CHRONOLOGY ব্যাপারে বাইবেল প্রত্নতত্ত্ববিদদের মাঝে বিতর্ক আছে অনেক। কিন্তু বেশিরভাগ বাইবেল স্কলার মনে করেন যে, মুসার হিজরত হয়েছে Amenhophis IV এর শাসনকাল পূর্বে। তার মানে এর আগে ফেরাউন উপাধি ব্যবহার হত না। বাইবেলের JUDGES 11:26 এবং KINGS 6:1 আয়াত দুটো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে মুসার হিজরত হয়েছে প্রায় ১৪৫০ BC এর দিকে (এ ব্যাপারে আরো তথ্য প্রমান আছে), যা Amenhophis IV (c.1352-1338 BC)এর শাসনামলের অনেক আগে। এখান থেকে এটা স্পষ্ট যে মুসার সময় মিশরের যিনি রাজা ছিলেন, তা ছিল ফেরাউন Amenhophis IV এর অনেক আগে। এই CHRONOLOGY হিসেবে মুসার সময়ে মিশরের রাজাকে ফেরাউন বলা হত না। সে হিসেবে আবার কুরআন ভুল হয়ে যাচ্ছে, কারণ মুসার সময়ে শাসনকর্তাদের ফেরাউন বলা হত না।

আবার হতে পারে কুরআনের লিখক একটা উপাধিকে (ফেরাউন) ব্যাক্তির নাম হিসেবে নিয়েছেন। তাই একই উপাধির অন্যজন কে ফেরাউন না বলে রাজা বলেছেন।

আমার প্রশ্ন হচ্ছে, তোরা কি বাইবেল কে মানিস?
-নাহ, বাইবেল কে মানা যায় না, বাইবেল বিকৃত হয়ে গেছে

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

-তাহলে যে জিনিস বিকৃত হয়ে গেছে, তার সাথে কুরআনের তুলনা করছিস কেন? এমনতো হতে পারে, বাইবেলেও ইউসুফের সময়ে শাসনকর্তাদের রাজা বলা হত, পরে বিকৃত হয়ে গেছে। যে জিনিসকে তোরা নিজেরাই সঠিক তথ্য সোর্স বলে মানিস না, সেটাই আবার প্রমান হিসেবে টেনে আনিস কিভাবে? এটা তো ভণ্ডামি, তাই না?

-বাইবেল আগে সঠিক ছিল, এখন আর নাই।

-তাহলে কুরআন এখন সঠিক আছে তার গেরান্টি কি করে দেস? আর বাইবেলে ভুল আছে সেটা তোরা কি করে বের করলি, তোদের কুরআনের আগেই বাইবেল এসেছিল, তাহলে কুরআন যে বাইবেল থেকে কপি করে নাই তার গেরান্টি কি? আর তুই নিজেই তো বললি যে কুরআন নাজিলের সময় একমাত্র তথ্য সোর্স ছিল বাইবেল এবং সেই বাইবেলে 'রাজা' ও 'ফেরাউন' নিয়ে ভুল বলা ছিল। তার মানে এইটা মেনে নিচ্ছিস যে, অনেক কিছু তোরাও তখনকার তথ্য সোর্স- বাইবেল থেকেই কপি করেছিস?

-ফালতু প্যাঁচাল পারিস না, তুই তোর মত ভাবতে থাক, আমি আমার কুরআন আর হাদিস ছাড়া কোন যুক্তিই খাব না, ব্যাস।

-আচ্ছা ঠিক আছে, তুই যেহেতু নামের ব্যাপার তুলেছিস, তোকে কুরআনের নাম নিয়ে জটিলতার আরো একটা উদাহরন দিচ্ছি, পারলে তুই এর সমাধান দেয়।

এব্রাহিমিক (মুসলমান, ইহুদি, খ্রিস্টান) ধর্মে দুইজন মারিয়াম/MARRY ছিল।একজন হচ্ছে ঈশা নবীর মা- মারিয়াম। আরেকজন হচ্ছে ইমরানের মেয়ে এবং হারুন ও মুসার বোন -মিরিয়াম। এই দুইজনের (মারিয়াম এবং মিরিয়াম) মাঝে তফাৎ হচ্ছে প্রায় ১২০০ বছরের বেশী।

কুরআনে এই ঈসার নবীর মা-মারিয়াম কে তিন জায়গায় দুইভাবে ভাবে সম্বোধন করা হয়েছে ভুল ভাবে।

১ম বার- বলা হয়েছে 'হারুনের বোন' - যেটা ভুল
২য় বার- বলা হয়েছে 'ইমরানের মেয়ে' - যেটা ভুল
৩য় বার- আবারো বলা হয়েছে, 'ইমরানের মেয়ে' – যেটা আবারও ভুল

নিচে প্রতিবারের সাথে সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত গুলা দেয়া হল-

১ম বার- বলা হয়েছে 'হারুনের বোন' -যেটা ভুল

"হে হারূণ-ভাগিনী, তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিনী" (১৯ নাম্বার সুরা মারিয়াম, ২৮)

২য় বার- বলা হয়েছে 'ইমরানের মেয়ে' - যেটা ভুল

"আর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন ইমরান-তনয়া মরিয়মের, যে তার সতীত্ব বজায় রেখেছিল। অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে জীবন ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার পালনকর্তার বানী ও কিতাবকে সত্যে পরিণত করেছিল। সে ছিল বিনয় প্রকাশকারীনীদের একজন" (৬৬ নাম্বার সূরা আত-তাহরীম, ১২)

৩য় বার- আবারো বলা হয়েছে, 'ইমরানের মেয়ে' - আবারও ভুল

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

"ইমরানের স্ত্রী যখন বললো-হে আমার পালনকর্তা! আমার গর্ভে (ঈসার মা মারিয়াম) যা রয়েছে আমি তাকে তোমার নামে উৎসর্গ করলাম সবার কাছ থেকে মুক্ত রেখে। আমার পক্ষ থেকে তুমি তাকে কবুল করে নাও,নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী,সর্বজ্ঞাত"।(৩ নাম্বার সূরা,আল ইমরান, ৩৫)

"যখন ফেরেশতাগণ বললো, হে মারইয়াম আল্লাহ তোমাকে তাঁর এক বানীর সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হলো মসীহ-মারইয়াম-তনয় ঈসা, দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি মহাসম্মানের অধিকারী এবং আল্লাহর ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভূক্ত"।(সূরা আল ইমরান, ৪৫)

ব্যাপার হচ্ছে আরবিতে মিরিয়াম মানেই মারিয়াম (مريم)। তাই একই নাম হওয়াতে কুরআনের লেখক এই দুই মারিয়াম (মিরিয়াম এবং ঈশা-মারিয়াম) কে গুলিয়ে ফেলেছেন। উনি এটাও বুঝেন নাই 'ইমরান' কে ছিলেন। অন্যদিকে বাইবেলে ব্যাপারটা স্পষ্ট, মিরিয়ামের দুই ভাই মুসা ও হারুন এবং তার বাবার নাম ইমরান। অথচ কুরআনের লেখক স্পষ্ট করে বলে যেতে পারল না! কুরআনের লেখক ইমরান কে মারিয়াম (ঈশা নবীর মা) এর বাবা হিসেবে মনে করেছেন। মোহাম্মদ অনেক ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের সাথে ব্যবসা করেছেন, তাদের কাছ থেকে উনি অনেক তথ্য পেতেন, হয়ত কোনভাবে এই ভুল উনি কুরআনেই করে বসেছেন। এই বিপদ থেকে বাঁচতে তথাকথিত মুসলিম APOLOGITS-রা নতুন নতুন থিওরি বের করেছেন আজকাল। তবে তারা কুরআনের তিনটি জায়গার ভুলের মধ্যে শুধু একটির (বোন) ব্যাপারে কথা বলেন (জোড়াতালি কুযুক্তি), বাকি দুটোর (ইমরানের মেয়ে) ব্যাপারে কিছু বলতে পারেন না।

তারা বলেন হারুনের বোন মারিয়াম বলতে আসলে বুঝান হয়েছে হারুনের বংশধরের বোন, তবে সরাসরি বোন নয়, একই বংশের বোন। সোজা কথা সেই মুমিন "রুপক ইঞ্জিন" চালু করে দেন। কিন্তু আসল ব্যাপার হচ্ছে ঈশার মা মারিয়াম হারুনের বংশধরের(NOT DIRECT DESCENDANT) কেউ নয় (সে দাউদের বংশধর), আবার আরো দুটো আয়াতে আল্লাহ্ একেবারে সুস্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে ইমরানের মেয়েই হচ্ছে ঈশার মা মারিয়াম। খেয়াল করে দেখ, **একইসাথে বলা আছে ইমরানের মেয়ে এবং হারুনের বোন।** যতই তোরা তোদের 'রুপক ইঞ্জিন' চালু করে বাঁচাতে চেষ্টা করিস, এই বিপদ থেকে বাঁচতে পারবি না। এটা তো কাকতালিও হতে পারে না, ইসলামের ইতিহাসে এমন আজগুবি নজির নাই। (অনেকে আবার নিজে নিজেই শুদ্ধ রেফারেন্স ছাড়া বানিয়ে বানিয়ে বলেন 'হারুন' নামের আরেকজন ছিল, যা অথেনটিক নয়)

এছাড়া ইবনে কাসির তার তাফসিরে বলেন, রাসুলের **স্ত্রী আয়েশাও ভাবত** ঈশার মা মারিয়াম হারুনের বোন এবং ইমরানের মেয়ে। **মোহাম্মদ ছাড়া আয়েশা কোথেকে** এই তথ্য পেল তাহলে? আয়েশা না খুব বুদ্ধিমতী এবং প্রজ্ঞাবান! তার মানে বুঝাই যাচ্ছে তোদের আলেমদের ভণ্ডামির যুক্তি কাজে লাগছে না আর।

তোর কি মনে হয় রে, এইসব গাঁজাখুরি যুক্তি এই যমানায় কাউরে খাওয়াতে পারবি? এইরকম আরেকটা উদাহরন কি কুরআন বা হাদিস থেকে দেখাতে পারবি, যেখানে পূর্বপরুষকে ভাই বা বাবা বানিয়ে দেয়া হয়েছে? ধর আমরা তো সবাই ইসমাইলের বংশধর, এখন তুই কি কোন মোমেনা নারীকে বলতে পারবি, "হে ইসমাইলের বোন"! ব্যাপারটা শুধু হাস্যকরই নয়, কুরআন, হাদিস বা ইতিহাসের কোথাও এমন নজির নাই।

ধর,তোর জন্মের **১৪৫০ বছর** আগে তোর কোন এক পূর্বপুরুষ **দাদা ছিলেন,নাম -আলী**, সেই দাদার এক **ছেলে ছিল-আজাদ**,আর বর্তমানে **তোর এক বোন আছে-ফারহানা**

সত্যের সন্ধানে

shottershondhane.com

এখন আমি প্রথমবার বললাম, **আজাদের বোন ফারহানা**, এরপর আমি **দু-দুইবার সুস্পষ্ট করে বললাম**, ফারহানা হচ্ছে **আলীর (BIOLOGICAL) মেয়ে।**

এখন আমাকে বল দুনিয়ার কোন বেকুব আছে যে বলবে এই **ফারহানা আসলে তোর বোন**, তোর পূর্বপুরুষ আজাদের বোন নয়? কোন বেকুব বলবে যে 'নাহহ মানে...ইয়ে আসলে এখানে **বোন ও মেয়ে বলতে রুপক** অর্থে বুঝান হয়েছে!' এটা যে ধরা খাওয়ার পর কোনমতে **খড়কুটো ধরে বাঁচার চেষ্টা** তা একদম পরিষ্কার।

সূরা আল ইমরান, ৩৫ আয়াতে একেবারে সুস্পষ্ট করে বলে দিছেন আল্লাহ, **ঈশা-মারিয়াম ইমরানের বউয়ের গর্ভজাত সন্তান**, এরপরেও ত্যানা পেঁচানর মানে দেখি না। তোদের কি এইসব কুযুক্তি দিতে লজ্জাও করে না?

একটা জরুরী ব্যাপার হচ্ছে,যদি ধরেও নেই পূর্বসুরীদের নামের সাথে মিল রেখে নাম বলা হয়েছে, তাও ভুল হবে,কারণ একই **পূর্বপুরুষের কাউকে আমরা ভাই / বোন বলি না, আমরা হয়ত বেশির বেশী পুত্র / কন্যা বলতে পারি (সেটাও ভুল হবে আসলে),** ধর তুই মোল্লা বংশের পোলা, আমি যদি বলি, ''কিরে মোল্লা বংশের ভাই'' এর মানে হবে আমি **তোকে এবং তোর সমকালীন** মোল্লা বংশের সবাইকে বুঝাচ্ছি, ১৪৫০ বছর আগের তোর মোল্লা বংশের কোন পূর্বপুরুষকে নয় -এটা কমন সেন্স। (যদিও আমরা এভাবে কথাই বলি না)

আল্লাহ তো সর্বজ্ঞানী, উনি বহু আয়াতে বলেছেন যে, উনি কুরআনে সবকিছু একেবারে পানির মত পরিষ্কার এবং বিশদ ব্যাখ্যা করে বলেন, যাতে আমরা বুঝি। না বুঝলে আবার গ্রন্থ নাযিল করে লাভ কি!

তাহলে উনি জাস্ট বলে দিলেন না কেন 'হারুনের বোন মিরিয়াম' অথবা 'ইমরানের মেয়ে মিরিয়াম', তোমাদের ঈশার মা মারিয়াম নয়। উনি কি জানতেন না যে উনার অনুসারীরা এক সময়ে এই নিয়ে মাইনকার চিপায় পড়বে? তাদের সম্মান রক্ষার্থে অন্তত পরিষ্কার করে বলতে পারতেন, তাই না? একটা হচ্ছে যুক্তির জোর, আরেকটা হচ্ছে জোরের যুক্তি। এটা তো **জোর করে খাওয়ানর মত কুযুক্তি!!**

-হুম বুঝলাম, সমস্যা বটে!! কিছু ঘাপলা মনে হচ্ছে আসলেই!

আচ্ছা ঠিক আছে, এখন অন্য প্রসঙ্গে যাই, তুই কি 'ইরাম' শহরের নাম শুনেছিস, এটা ১৯৭৩ এর আগে কেউই জানত না, অথচ দেখ, ন্যাশনাল জিওগ্রাফি আবিষ্কার করেছে ১৯৭৩ সালে। এই শহর ১৪৫০ বছর আগেই কুরআনে লিখা ছিল। কুরআন আল্লাহর বানী না হলে এই শহরের নাম জানে কি করে এত আগে?

-হা হা, তুই কোথেকে এইসব তথ্য পাস রে? তুই তো আগেও দেখছি যে পক্ষপাতদুষ্ট সব ওয়েবসাইট আর পত্রপত্রিকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করিস। তুই কি ইউটিউব/YouTube থেকে কোন ভিদিও দেখে বা অনলাইনে যাই পাস তাই খাস? তোরা হচ্ছিস সেসব মানুষ যারা বলে, গরুর মাংসে আল্লাহু লিখা আছে, গাছের পাতায় আল্লাহু লিখা পায়ছি, মেঘের মাঝে আল্লাহু লিখা পায়ছি ইত্যাদি। এইসব শুনেই তোদের ঈমান মজবুত হয়। PEER REVIEWED JOURNAL এর নাম শুনেছিস জীবনে?

-হুম, শুনেছি,আধুনিক বিশ্বে সবথেকে নির্ভরযোগ্য তথ্যসুত্র সেগুলা।

-তাহলে কোন PEER REVIEWED ARCHAEOLOGICAL JOURNAL উল্লেখ করেছে 'ইরাম' শহরের কথা, আমাকে দেখা তো পারলে!! পেয়েছিস তো মনে হচ্ছে ইউটিউব বা অনলাইনে পক্ষপাতদুষ্ট কোন সাইট

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

থেকে। দেখা মাত্রই আল্লাহু আকবর বলে লাফ দিয়েছিস। ভাবিসও নাই এইটা ভুয়া হতে পারে। তথ্য তো বের করিস সব ইসলামিক চশমা পড়ে!!

-এখন বল কোথায় পেয়েছিস এটা?
-এইত, NATIONAL GEOGRAPHIC উল্লেখ করেছিল আর কি।

-বেটা বেকুব, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক কি এই তথ্যের জন্যে নির্ভরযোগ্য সোর্স? এটা কি PEER REVIEWED ARCHAEOLOGICAL JOURNAL? তারা যা ইচ্ছা পোস্ট দেয়, বিজ্ঞান অবিজ্ঞান সবকিছুই। তুই চায়লে (বিশেষ ক্ষেত্রে) তোর পোস্টও দিবে। আর এটা আবিষ্কার করেছিল কে?

-এইত,(একটু কেশে) NATIONAL GEOGRAPHIC ই আবিষ্কার করেছিল

-তোর জ্ঞানের বাহার দেখে আমি সত্যি হতাশ!এইসব কই পাস রে? NATIONAL GEOGRAPHIC কি এইসব কাজ করে বেড়ায়? কমন সেন্স বলেও তো কিছু থাকার কথা,তাই না?

এইবার তোকে বলি আসল কাহানী। 'ইরাম' শহর আসলে তখনকার আরবদের বেদুইনদের মাঝে একটা অতিপুরাতন রুপকথা/পৌরাণিক কাহানী/লোককথা ছিল।সেখানকার মানুষ বিশাল আকৃতির/GIANT ছিল। জায়গাটিকে Rub-el-Khali বা "Empty Quarter" বলা হত। তারা ভাবত এটা হচ্ছে GHOST PRIEST বা তান্ত্রিকদের জায়গা। তারা অনেক ধনী ছিল, তাদের মুল সম্পদ ছিল একরকমের সুগন্ধি/Aromatic Resin, যেটা তারা বিক্রি করত। কুরআনে এর নাম উল্লেখ আছে 'ইরাম' বা 'পিলারের শহর'।

"আপনি কি লক্ষ্য করেননি, আপনার পালনকর্তা আদ বংশের ইরাম গোত্রের সাথে কি আচরণ করেছিলেন, যাদের দৈহিক গঠন স্তম্ভ ও খুঁটির ন্যায় দীর্ঘ ছিল এবং যাদের সমান শক্তি ও বলবীর্যে সারা বিশ্বের শহরসমূহে কোন লোক সৃজিত হয়নি" (৮৯ নাম্বার সুরা আল- ফাজর, ৬-৮)

সর্বপ্রথম ১৯৬৪ সালে ইতালির প্রত্নতত্ত্ববিদ- PAOLO MATTHIAE এবং তার কলিগ ROME LA SAPIENZA মিলে সিরিয়া আলেপ্পো শহর থেকে ৩৫ মাইল দক্ষিন-পশ্চিমে Tell Mardikh শহরের মাটির নিচে একটি শহর খুজে পান। এটি ছিল প্রায় ৪৩০০ বছরের পুরান। এর মুল ভিত্তিতে খোদাই করে লিখা ছিল- IBBIT-LIM, KING OF EBLA। ইবলা শহর ধ্বংস হয়েছিল 2240 B.C তে। সেখানে প্রায় ১৪০০-১৮০০ মত মাটির বই/CLAY TABLET পাওয়া গিয়েছে। এদের কিছু লিখা ছিল সুমেরিয়ান ভাষায়, কিছু CANAANITE ভাষায়, এর নতুন নামকরন করা হয়- ইবলাইট। সেখানে পাওয়া ট্যাবলেটে অনেকগুলা শহরের নাম উল্লেখ ছিল, তার মধ্যে একটা ছিল 'ইরুমা' বা 'City of Towers/পিলার' শহরের কথা। 'ইরাম' শব্দটা আসলে সেই শহরের একটা উপাধি ছিল, আসল নাম নয়। যেমন আমিরিকার New York শহরকে বলে 'THE BIG APPLE'। এর আসল নাম হচ্ছে 'উবার' বা 'UBAR OF THE HIGH TOWERS'। সেই ট্যাবলেট কিন্তু 'আল্লাহ'র নাম পাওয়া যায় না, কিন্তু ইহুদিদের স্রষ্টা YAHWEH এর সংক্ষিপ্ত নাম - 'ইয়াহ' পাওয়া গিয়েছে। এর মানে কি দাড়াল তাহলে (মুচকি হাসি) !!

এমনকি এই ট্যাবলেটে ব্ল্যাক ম্যাজিকধারি তান্ত্রিকদের রাজধানী হিসেবে 'ইরাম-উবার' নামও উল্লেখ আছে- ঠিক যেমনটা বেদুইনদের মাঝে লোককথা ছিল।

ইবনে ইশহাকের বিখ্যাত সিরাতে রাসুলুল্লাহ বই পড়লে বুঝা যায় যে, মদিনার ইহুদিরা মোহাম্মদের নাম শোনার অনেক আগে থেকেই আদ এবং ইরামের লোককথা জানত। মুশরিকরাও জানত এই গল্প। হতে পারে

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

মোহাম্মাদ তাদের কাছ থেকে শুনেছে, হতে পারে এই লোককথা পুরা আরবের মানুষই জানত। (সুত্র- A Guillaume, The Life of Muhammad, A translation of Ibn Ishaq's Sirat Rasul Allah, pp. 197-198)

এরপর ১৯৭৩ সালে Filmmaker NICHOLAS CLAPP এবং Archaeologist/প্রত্নতাত্ত্বিকবিদ JURIS ZARINS একটা টিম নিয়ে ওমান এর ধোফার/DHOFAR PROVINCE যান । উনাদের দলে মাত্র একজন প্রফেশনাল প্রত্নতাত্ত্বিকবিদ ছিলেন-JURIS ZARINS, আর অন্যজন CLAPP ছিলেন অপেশাদার/শখের প্রত্নতাত্ত্বিকবিদ। তারা Ash Shisar নামের এক কুপের কাছে খনন করে খুজে পান এই 'ইরাম-উবার' শহর। Nicholas Clapp সর্বপ্রথম উবার শহরের নাম জানতে পারেন Arabia Felix নামের একটি বই থেকে যেটা লিখেছিল Bertram Thomas. আলেকজেন্দ্রিয়ান একজন Geographer, যার নাম Claudius Ptolemy তার তৈরি করা ম্যাপ এ একটি স্থানের নাম দিয়েছিলেন 'Omanum Emporium', এই জায়গাকেই Nicholas Clapp 'ইরাম-উবার' বলে সন্দেহ করেছিলেন।

মজার ব্যাপার হচ্ছে তাদের টিমের একমাত্র প্রফেশনাল প্রত্নতাত্ত্বিকবিদ Juris Zarins নিজেই এই আবিস্কারের সাথে একমত ছিলেন না। ১৯৯৬ সালের এক ইন্টারভিউতে উনি বলেছেন আরবের ইতিহাস এবং ক্লাসিক্যাল টেক্সট অনুযায়ী, উবার কোন শহরই নয়, এটা একটা REGION/এলাকা এবং একটা গোষ্ঠী/গোত্র। উনি বলেন Claudius Ptolemy এর ম্যাপ থেকেই এটা পরিষ্কার, উনি যার নাম দিয়েছিলেন IOBARITAE. প্রত্নতাত্ত্বিকবিদ ZARINS বলেন,এটা **One Thousand and One Nights এর মতই একটা রুপকথা/লোককথা মাত্র**। উনি এটাও বলেন যে, **এই শহর ধুলি ঝড়ে ধ্বংস হয়েছে বলে আমরা কোন প্রমানও পাই নাই।**

(মুচকি হেসে)প্রত্নতাত্ত্বিকবিদ Juris Zarins পরবর্তীতে বলেছেন যে 'ইরাম-উবার' ইয়েমেন এর Habarut নামের কোন এক জায়গা হতে পারে। তবে সেটাও নিশ্চিত নয়।

SAUDI ARABIAN PRESS তাদের এই **অনুসন্ধান নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে** বলে যে অই জায়গায় এমন আরো অনেক শহরই পাওয়া গেছে, এমনকি 'ওবার' নামেও এক শহর পাওয়া গেছে।

Filmmaker Nicholas Clapp নিজেই তার বই KING OF UBAR তে কোন প্রমান হাজির করতে পারেননি। উনি জাস্ট উনার ধারনা বলে গেছেন।

H. STEWART EDGELL (ভূবিজ্ঞানী), NIGEL GROOM(আরব ইতিহাসবিদ) ইত্যাদি আরো অনেকেই 'ইরাম-উবার' নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

এই ট্যাবলেটগুলা থেকে যিনি অর্থ বা নামগুলা বের করেছেন তিনি ছিলেন এপিগ্রাফার Giovanni Pettinato. উনার সেই ট্যাবলেট অনুবাদ নিয়ে বিশাল বিতর্ক আছে, কারন শুধু উনি একাই এর অনুবাদ করেছেন, অনেকজন মিলে এর অনুবাদ করেন নাই। একজন অনুবাদক দিয়েই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে হয়েছে।

তো কি বুঝলি এতক্ষন? **'ইরাম' এবং 'উবার' কি একই শহর ছিল**, নাকি উবারের মাঝে ইরাম ছিল, নাকি এই শহর দুটোর আসলেই কোন অস্তিত্ব ছিল না (**পৌরাণিক কাহানী** ছাড়া)? এইসব নিয়ে আছে অনেক সন্দেহ। যেই প্রত্নতাত্ত্বিকবিদ আবিষ্কার করেছেন, **উনি নিজেই সন্দেহ** করেছেন তার নিজের আবিষ্কার নিয়ে। আর এটা কোন PEER REVIEWED ARCHAEOLOGICAL JOURNAL প্রকাশিতও হয় নাই। NATIONAL

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

GEOGRAPHIC শুধুমাত্র Filmmaker Nicholas Clapp এর অভিজ্ঞতা তুলে ধরে। এমনকি **NATIONAL GEOGRAPHIC এর আর্টিকেলে 'পিলার' এর ব্যাপারে কোন কথাই বলা হয়নি, অথচ সেই শহরের নাম 'পিলারের শহর'।** সেখানে শহরের ব্যাপারে বিশদ বর্ণনা তো দুরের কথা, এটাই **স্পষ্ট করে বলা হয়নি যে,** ইরাম শহরের সাথে ইবলা শহরের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। বলা আছে, অনেকগুলা শহরের সাথে তাদের বাণিজ্য ছিল, আরেক জায়গায় ইরাম শহরের নাম উল্লেখ আছে, ব্যাস, এই দুটোকে এক করে মুমিনরা বানিয়ে নিছে - ইরামের সাথে ইবলার বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল!! অথচ দুটো আলাদা ব্যাপার। এমনকি সেখানে মানুষরা বিশাল/GIANT ছিল বলেও কোন প্রমান পাওয়া যায়নি। সেই নিউজ কি বলেছিল সেটাও কি জানিস? এখানে পড়ে দেখ-

The names of cities thought to have been founded much later, such as Beirut and Byblos, leap from the tablets. Damascus and Gaza are mentioned, as well as two of the Biblical cities of the plain, Sodom and Gomorrah. Also included is Iram, AN **OBSCURE CITY** referred to in Sura 89 of the Koran. [সুত্র- Ebla: Splendor Or An Unknown Empire" by Howard La Fay (pp. 730-759), National Geographic, December 1978, page 735-736]

মাথায় রাখিস যে, NATIONAL GEOGRAPHIC আলোচ্য ব্যাপারে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য সোর্স হিসেবে গণ্য নয়। এটা কোন PEER REVIEWED ARCHAEOLOGICAL JOURNAL নয়।

সবথেকে আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে কুরআনে কিন্তু ইরাম কে শহর হিসেবেই বলা হয় নাই, **গোত্র বলা হয়েছে**, ঠিক যেমনটা তথাকথিত 'উবার' শহরের আবিষ্কারক JURIS ZARINS বলেছিলেন।

আল্লাহ্ বলেন-

(আল-ফজর,৭)-"ইরাম গোত্রের প্রতি, যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের?"

তাফসীর ইবনে কাসির থেকেও আমরা ব্যাপারটা নিশ্চিত হতে পারি। "তারা আদ ইবনে ইরম ইবনে আউস ইবনে সাম ইবনে নূহের (আঃ) বংশধর ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যকার ঈমানদারদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং বাকি সব বেঈমানকে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের মাধ্যমে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। ক্রমাগত সাত রাত্র ও আট দিন পর্যন্ত ঐ সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড় প্রবাহিত হয়েছিল। তাতে আ'দ সম্প্রদায়ের সমস্ত কাফির ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তাদের একজনও ভয়াবহ শাস্তি হতে রক্ষা পায়নি। মাথা ও দেহ ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় পড়ে রয়েছিল"

এখনও কি তোর মনে হচ্ছে কুরআন কোন ঐশী গ্রন্থ? চায়লে তোকে এর বিপক্ষে এমন কয়েকশ প্রমান দিতে পারি, আপাতত আজকে বিদায় হ, নেক্সট টাইম নির্ভরযোগ্য সোর্স থেকে জ্ঞান অর্জন করে আসবি। ধর্ম প্রমান করতে যাই হাতের কাছে পাস, তাই লুফে নেস!!! ভুলভাল তথ্য দিয়ে এভারেজ মুসলমানদের মস্তিস্ক ধোলাই/ব্রেইনঅয়াশ করিস কেন? মুসলমানরা এমনিতেই বিজ্ঞান আর যুক্তি কম বুঝে! বেশির ভাগ মুসলমানদের না আছে কুরআনের কোন জ্ঞান, না আছে বিজ্ঞানের কোন জ্ঞান। রাস্তা থেকে RANDOMLY দশজন মুসলমান ধরে এনে জিজ্ঞেস কর, কুরআনের অর্থ পড়েছে কিনা জীবনে, বা তাফসির পড়েছে কিনা, হাদিস পড়েছে কিনা,সিরাত পড়েছে কিনা, অথবা নিজে যে সুরা পড়ে তার অর্থ জানে কিনা! দেখবি ৯৯% বলবে, জানি না। আর বিজ্ঞান, ফিলোসফি বা যুক্তি বোঝা তো দুরের কথা।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

[সুত্রঃ যেহেতু এটা গ্রহনযোগ্য এবং আলোচিত কোন আবিস্কার নয়, তাই এই নিয়ে তেমন কোন নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র পাওয়া যায় না, তাই বেশ কিছু তথ্য অনলাইন (মুলত WIKIPEDIA, তুলনামুলক গ্রহণযোগ্য) থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, এর কোন **পিয়ার রিভিউড সূত্রও** নাই]

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

রিলেটিভিটির গল্প

-তুই কি জানিস, যে আইন্সটাইন তার SPECIAL THEORY OF RELATIVITY দিয়ে প্রমান করেছে সময় আসলে একটা আপেক্ষিক ব্যাপার, এটাকে বলে TIME DILATION. তুই যত জোরে চলবি/MOVE,সময় তোর জন্যে তত ধীর হয়ে যাবে। আলোর গতিতে চললে, সময় তোর জন্যে থেমে যাবে।

অথচ দেখ আল্লাহ সেই ১৪৫০ বছর আগে TIME DILATION কুরআনেই বলে গেছেন। কুরআনে আল্লাহ বলেন-

‘ফেরেশতাগণ এবং রূহ আল্লাহ তা’আলার দিকে উর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর’ (সুরা আল মা’আরিজ, ৪)

মানে আমাদের মানুষের জন্যে যেটা ৫০ হাজার বছর, ফেরেশতাদের জন্যে মাত্র একদিন= ২৪ ঘণ্টা।

-হা হা, তোরা পারিসও রে, ভালোই তো ভুগিচুকি দিয়ে কুরআনে SPECIAL THEORY OF RELATIVITY ঢুকায়লি। আচ্ছা এবার আমরা দেখি ফেরেশতা কি জিনিস।

আল্লাহ তাদেরকে নূর বা জ্যোতি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারা অনেকটা রোবটের মত, তারা আল্লাহ্ যা বলেন শুধু তাই পালন করেন। তাদের কোন স্বাধীন চিন্তা শক্তি নাই। বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে মানুষের সাথে তাদের কোন মিল নেই। তারা পানাহার করে না, ঘুমায় না, বিবাহের প্রয়োজন নেই তাদের। যৌন চাহিদা হতে তারা মুক্ত, এমনকি যাবতীয় পাপাচার হতেও। তারা আবার সব রকমের আকৃতি ধারন করতে পারে।

তারা যে আলো বা নুরের তৈরি, সে নিয়ে কিছু হাদিস আছে- “হজরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত হজরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, ‘ফেরেশতারা আলোক দ্বারা সৃষ্ট (খুলিকাত্ মিন নূর) এবং জিন্ন আগুনের ‘মারিজ’ দ্বারা সৃষ্ট এবং আদম যা তোমাদেরকে বলা হয়েছে তা দ্বারা।”

ফেরেশতাদের আকৃতি : ফেরেশতাদের আকৃতি সম্পর্কে বিশদভাবে কোনো কিছু জানা যায় না। তবে ফেরেশতারা আল্লাহর দেওয়া ক্ষমতাবলে যেকোনো আকৃতি ধারণ করতে পারেন।

এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “জিবরাঈল (আ.)-এর উভয় কাঁধের দূরত্ব দ্রুত ধাবমান পাখির ৫০০ বছরের রাস্তার সমান।” অন্য এক হাদিসে রাসুল (সা.) বলেছেন, “হজরত জিবরাঈলের ৬০০ ডানা আছে।”

কোরআনে এ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে বলা হয়েছে: “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা। যিনি ফেরেশতাদের বার্তাবাহক হিসেবে নিয়োগ করেছেন, যাদের পালকবিশিষ্ট দু-দুটি, তিন-তিনটি এবং চার-চারটি ডানা রয়েছে। তিনি সৃষ্টিতে যত ইচ্ছা অধিক করে থাকেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব বিষয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী ।” -সুরা ফাতির, আয়াত-১

আলোচ্য আয়াত থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে **ফেরেশতারা ডানাবিশিষ্ট (এক বা একাধিক)**।

কোরআন হাদীস ও তাফসীর গ্রন্থসমূহে ফেরেশতা সম্পর্কে যেইসব গুরুত্বপূর্ন বিষয় বর্নিত রহিয়াছে তাহা নিম্নরূপঃ

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

১) তারা অদৃশ্য
২) তাহাদের পালক বা ডানা থাকে (এক বা একাধিক)
৩) তাহারা যেকোন কঠিন আবরন ভেদ করিতে সক্ষম
৪) তাহাদের দেহ সূক্ষ্ ও বায়বীয় ধরনের
৫) বিভিন্ন প্রকার দেহ ধারন করিতে সমর্থ, তাহারা মুলত আসমানে অবস্থান করেন ।
৬) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের দিয়ে অনেক কাজ করান
৭) ফেরেশতাগণ সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হইতে নির্দেশ লাভ করেন
৮) তাহারা আল্লাহ্ ও মানুষের মধ্যে সংবাদ বহনের দায়িত্ব সম্পাদন করেন
৯) সারাক্ষন তারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করেন

হাদিস ও কুরআন আমরা অনেক ফেরেশতাদের নাম জানি, যাদের আবার একেক জনের একেক দায়িত্ব আছে এবং আলাদা বৈশিষ্ট আছে, যেমন, হামালাত আল আরশ, জিবরাঈল, মিকাইল, ইসরাফিল, আজরাইল, মুনকার, নাকির, কিরামুন, কাতেবিন ইত্যাদি অনেক।

তোর কি মনে হয় পাখাওয়ালা/ডানাওয়ালা (তাও আবার কয়েকশ),এমন কোন কিছু মহাকাশে ঘুরে বেড়াতে পারবে? এইসব পাখাওয়ালা পশুপাখি প্রাচীন পৌরাণিক কাহানীগুলাতে পাওয়া যায়। তোর স্রষ্টা কি আরো ভালো কোন মাধ্যম পাইল না? তোর স্রষ্টা নাকি আবার উল্কা দিয়ে জ্বীন (আগুনের তৈরি) তাড়ায়!! এইগুলা কি এই যমানায় চলে রে? বিজ্ঞানের এই যমানায় এসে তুই আমাকে বলতে চাচ্ছিস-পাখাওয়ালা ফেরেশতা মহাকাশে ঘুরে বেড়ায়!! আবার সেই তুই রিলেটিভিটির গল্প করিস!! হা হা হা… তোদের মাথা কি ঠিক আছে রে?

হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি যে জিবরাঈল ফেরেশতা নবীকে স্পর্শ করেছেন। আলো হচ্ছে ELECTROMAGNETIC RADIATION, তাহলে যে আলোর তৈরি, সে আবার মানুষকে স্পর্শ করে কিভাবে? আলোর তৈরি জিনিস আবার মানুষের সাথে INTERACT করে কিভাবে রে? আলোর তৈরি জিনিস কথা বলে কিভাবে রে? আলোর তৈরি জিনিস আবার মানুষের আকৃতি নেয় কি করে? খুব তো রিলেটিভিটি ঝেড়েছিস, এখন বিজ্ঞান দিয়েই এইসবের উত্তর দিবি!!

বিজ্ঞানের ‘ব’ নাই যেখানে, সেখানে তুই আসছিস আবার SPECIAL THEORY OF RELITIVITY ফলায়তে, আরে ব্যাটা তোদের এই ব্যাখ্যা শুনলে আইনস্টাইন গলায় দড়ি দিত!! এখন আবার উত্তর না জানলে তো বলে দিবি-আমি জানি না, আল্লাহ করছে, এটা আল্লার কুদরত!! তোদের তো সবকিছুর সস্তা উত্তর আছেই…

উপরে ফেরেশতাদের যেসব আজগুবি বৈশিষ্ট্য দিলাম, এরপর তোর কি মনে হয় ফেরেশতারা আধ্যাত্মিক/অতিপ্রাকৃত সত্ত্বা/SPIRITUAL BEING নাকি শারীরিক সত্ত্বা /PHYSICAL BEING

-ফেরেশতারা সব সময়ই আধ্যাত্মিক/অতিপ্রাকৃত সত্ত্বা, সব ধর্মমতেই।

-তাহলে SPECIAL THEORY OF RELITIVITY ফেরেশতাদের উপর প্রয়োগ করতে যাচ্ছিস কেন বেকুব? এটা তো শুধু শারীরিক সত্ত্বা /PHYSICAL BEING এর উপর কাজ করে। LAWS OF PHYSICS এবং MOTION/গতি,এইসব তো ফেরেশতা/অতিপ্রাকৃত সত্ত্বাদের উপর তো কাজ করবে না। তবে এটা যদি নিজের মনের তৈরি হয়, তাহলে তোদের মুসলমানদের নিজস্ব SPEED OF THOUGHT! এর বেগে চলবে (সারকাজম!)।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

নুর বা আলো হচ্ছে ELECTROMAGNETIC RADIATION. আমরা ELECTROMAGNETIC SPECTRUM থেকে জানি যে মানুষ ৩৮০ থেকে ৭৪০ NANOMETERS/ ন্যানোমিটার WAVE-LENGTH এর মাঝে সবকিছু দেখতে পায়। যেহেতু ফেরেশতারা নুরের বা আলোর তৈরি এবং তারা যখন তখন কারো আকৃতি নিতে পারে এবং রাসুলদের কে দেখা দিতেন, তাহলে তারা অবশ্যই আমাদের আলোর VISIBLE SPECTRUM এর মধ্যেই হতে হবে। (UV, X-RAYS, GAMMA RAYS, INFRARED, MICRO WAVE হতে পারবে না, কারণ আমাদের শরীরের জন্যে ক্ষতিকর, অন্যদিকে RADIO WAVE আমরা দেখতে পারব না এবং এইগুলাও LONG-TERM এ ক্ষতিকর)

কিন্ত VISIBLE SPECTRUM মধ্যে হলে আমরা ফেরেশতা (এমনকি জ্বীনদের) দেখতে পাই না কেন? আমাদের কাঁধেই দুজন ফেরেশতা আছে ২৪ ঘণ্টা, অথচ আমরা দেখতে পারি না। RADIO TELESCOPE/PHOTON DETECTOR তো ধরা পরার কথা!

তারা একবার দৃশ্যমান এবং আরেকবার অদৃশ্যমান হয় কি করে? প্রশ্ন হচ্ছে তারা একটা WAVE-LENGTH থেকে আবার আরেক WAVE-LENGTH গিয়ে দৃশ্যমান হয় কি করে (MEDIUM তো পরিবর্তন হচ্ছে না)?

[কুয়ান্টাম ফিজিক্সে লাইট একইসাথে WAVE এবং পারটিকেল হিসেবে আচরন করে, তবে সেটার সাথে VISIBLE SPECTRUM এর সম্পর্ক নাই, QUANTUM PHYSICS আমাদের MACRO WORLD এর উপর প্রভাব ফেলে না, এছাড়াও OBSERVER EFFECT ফেরেশতাদের STATE পরিবর্তন করে দিতে পারে!!]

-আচ্ছা, তুই বলত আগুন কি ?

-আগুন হচ্ছে আমরা যে আগুন জালাই আর কি, মানে গরম বস্তু, ধোঁয়া বের হয়!!

-ধুর ব্যাটা, আগুন হচ্ছে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সৃষ্ট ফলাফল (Result of Chemical Reaction).এটা কোন বস্তু নয়। আগুন Electromagnetic Radiation নির্গত করে তাপ এর আকারে/Form

এখন আমাকে ঠিক বিজ্ঞান দিয়ে প্রমান করবি যে,
১- আগুন কি করে কথা বলে।
২- আগুন কি করে, হাড্ডি আর গোবড় খায় (সহীহ বুখারী, তাওহীদ, হাদিস নম্বরঃ ৩৮৬০)
৩- আগুন কি করে মানুষের বা যেকোনো কিছুর রুপ ধারন করে?
৪- আগুন কি করে মানুষকে বিয়ে করে এবং মানুষের সাথে যৌনক্রিয়া করে বাচ্চাও পয়দা করে? [এই নিয়ে আলেমদের মাঝে কিছু বিতর্ক আছে]
৫- আগুন কি করে মহাকাশে জ্বলে (অক্সিজেন ছাড়া)?
৬- আগুন কি করে পাদ মারে?(বায়ু ত্যাগ) [মুসলিম,মানঃ সহিহ,৩৮৯]
৭- আগুন কি করে চিন্তাশীল সত্ত্বা হতে পারে?
৮- আগুন কি করে মানুষ বা পশুপাখীর শরীর ভর/আছর /POSSESS করে?
৯- আগুনের তৈরি জ্বীন কেন আমাদের ভয়ে ভয়ে এড়িয়ে চলে?

উপরে যা যা বললাম সব আগুনের তৈরি জ্বীনদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তুই এখন বৈজ্ঞানিকভাবে এইসব আজগুবি তত্ত্বের প্রমান দিবি! তোদের এইসব কেচ্ছাকাহানী বিজ্ঞানি মহল শুনলে হেসে কুটোকুটি খাবে। তোদের কি লজ্জাও হয় না আবার বিজ্ঞানের গল্প করিস?

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

-অ্যাঁ...নাহ, মানে এইসব তো...কিসের মধ্যে কি? কুইক ফেরেশতা ইস্যুতে ফিরে আয় বাপ!!

-এইবার বুঝলি তো নিধার্মিক/অজ্ঞেয়বাদিরা কেন গাঁজাখুরি জিনিস খায় না?

যাই হউক, আসল কথায় ফিরে আসি।

খেয়াল কর যে, বলা হয়েছে ফেরেশতারা আল্লাহ তা'আলার দিকে উর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর, এখানে বলা হয়নি এমন এক গতিতে, সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে এমন এক সময়ে। তার মানে গতির ব্যাপারে এখানে কিছুই বলা হয়নি। তার মানে গতি যাই হউক না কেন, আল্লাহর কাছে যেতে ফেরেশতার FRAME OF REFERENCE এ সময় হবে ১ দিন=২৪ ঘণ্টা। এখানে FRAME OF REFERENCE বুঝা খুবই জরুরী। কারন আল্লাহপাক কিন্তু শুধু মানুষ ও ফেরেশতাদের FRAME OF REFERENCE বুঝিয়েছেন মাত্র (গতি নয়)।ফেরেশতাদের কাছে ১ দিন মনে হবে,কিন্তু পৃথিবীতে আমাদের চলে যাবে ৫০,০০০ বছর (TWIN PARADOX).

এখানে খুবই জরুরী বিষয় হচ্ছে, এখানে ROUND TRIP (যাওয়া এবং আসা) ধরা হয়নি। শুধু আল্লাহর কাছে যেতেই লাগবে ১ দিন, তাহলে ফিরে আসতে লাগবে আরো একদিন, মোট লাগবে ২ দিন। তাহলে দুইদিন ফেরেশতার পৃথিবীতে আসতে লাগলে আমাদের পৃথিবীতে সময় চলে যাবে (৫০,০০০*২)=১ লাখ বছর।

জিবরাঈল ফেরেশতা একবার যাওয়া আসা করতেই যদি পৃথিবীতে ১ লাখ বছর চলে যায়, তাহলে রাসুলে আল্লাহর কাছ থেকে মুহূর্তে মুহূর্তে খবর পেল কিভাবে? কুরআন নাযিল হলো কি করে? রাসুল তো মাত্র ২৩ বছর নবী ছিলেন।

আর ফেরেশতারা মানুষের সাথে তাদের দৈনিক দায়িত্ব পালন কিভাবে করবেন? তাদের একবার দুনিয়াতে আসতে আসতেই তো বহু মনুষ্য বংশধর চলে যাবে!!

আবার দেখ যে শুধু যদি কুরআনের হিসেবই ধরি, তাহলে দেখা যাচ্ছে, জিবরাঈল একবার অহী/যেকোনো সংবাদ আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে আসতে সময় নেন দুই দিন, কিন্তু তুই এমন অনেক হাদিস/আয়াত পাবি যেখানে জিবরাঈল দুইদিনের (৪৮ ঘণ্টা) কম সময়ে, এমনকি সাথে সাথে সংবাদ নিয়ে এসেছিল। আমার মনে হয় দুইদিনের মাঝে অনেকবার সংবাদ এনেছে এমন উদাহরনও আছে। তাহলে এটাই তো CONTRADICTION হয়ে যাচ্ছে!! রাসুলের কাছে জিবরাঈল মুহূর্তের মধ্যেই এসে পরে, কিন্তু সেই একই জিবরাঈলের আবার আল্লাহর কাছে যেতে অনেক সময় লাগে।

নিচের এই হাদিস থেকে এটা স্পষ্ট যে আল্লাহর সময় আর আমাদের সময় এক (SOLAR DAY)। এখানে আল্লাহ স্পষ্ট করে দিনের কথা বলেছেন,মানে তার দিনও (TimePeriod) আমাদের মত:

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলু(সা) আমার হাত ধরে বললেন, আল্লাহ তাআলা **শনিবার** দিন মাটি সৃষ্টি করেন।**রোববার** দিন তিনি এতে পর্বত সৃষ্টি করেন। **সোমবার** দিন তিনি বৃক্ষরাজি সৃষ্টি করেন। **মঙ্গলবার** দিন তিনি আপদ বিপদ সৃষ্টি করেন। **বুধবার** দিন তিনি নূর (সূর্য) সৃষ্টি করেন। **বৃহস্পতিবার** দিন তিনি পৃথিবীতে পশু-পাখি ছড়িয়ে দেন এবং **জুমুআর** দিন আসরের পর তিনি আদম (আলাইহিস সালাম) কে সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ জুমুআর দিনের সময়সমূহের শেষ মুহূর্তে (মাখলূক) আসর থেকে রাত পর্যন্ত সময়ের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন। (সহীহ মুসলিম,ইসলামিক ফা:, হাদীস নং ৬৭৯৭, মান-সহীহ)

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

[এখানে উল্লেখ্য যে এই হাদিসটি কুরআনের ছয়-দিনের দুনিয়া সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে সাংঘর্ষিক, এছাড়াও সূর্যের আগেই উনি গাছপালা তৈরি করে ফেলেছিলেন!!]

নিচের আয়াত থেকে এটা আরো স্পষ্ট হবে যে, আল্লার আর আমাদের সময় একই (SOLAR TIME), যদি ধরেও নেই (তর্কের খাতিরে) উনি দিন-রাত্রি বলতে জাগতিক ভাষা ব্যবহার করেছেন, এরপরেও নিম্নোক্ত আয়াত ও অন্যান্য হাদিস থেকে এটা স্পষ্ট যে উনার সময়ের ব্যাপ্তি/পরিসীমা/SPAN পৃথিবীর মতই (ভাষা যাই হউক না কেন)।

(সুরা আত-তাওবা, ৩৬-৩৭)-''নিশ্চয় **আল্লাহর বিধান ও গননায় মাস বারটি**, আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত … এরা হালাল করে নেয় **একে এক বছর এবং হারাম করে নেয় অন্য বছর, যাতে তারা গণনা পূর্ণ করে নেয় আল্লাহর নিষিদ্ধ মাসগুলোর।** অতঃপর হালাল করে নেয় আল্লাহর হারামকৃত মাসগুলোকে।তাদের মন্দকাজগুলো তাদের জন্যে শোভনীয় করে দেয়া হল।আর আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না''

এখানে মাথায় রাখতে হবে,আল্লাহ বলছে আমাদের FRAME OF REFERENCE-এ এটা ৫০,০০০ বছর (UNPRIMED OBSERVER)। এখানে আমরা কিন্তু আলোর গতিতে যেতে পারব না, যাবে হচ্ছে জিব্রাইল/যেকোনো ফেরেশতা (PRIMED OBSERVER)। সুতরাং ফেরেশতাদের FRAME OF REFERENCE হচ্ছে **১** দিন = ২৪ ঘণ্টা।

TIME DILATION আরেকটি ব্যাপার খেয়াল রাখতে হবে, গতিশীল বস্তু/ফেরেশতার জন্যে শুধু TIME DILATION-ই হবে না, DISTANCE DILATION ও হবে (LORENTZ CONTRACTION).

এখন আমরা নিচে TIME DILATION ফর্মুলা দিয়ে বের করব ফেরেশতা ও আমাদের মাঝে সময়ের তফাৎ,মানে কেউ **১** দিন মহাকাশে আলোর কাছাকাছি বেগে চললে দুনিয়াতে কত সময় পার হয়। আমরা পেয়েছি, ফেরেশতাদের **১** দিন আর আমাদের দুনিয়াতে যাচ্ছে ৫০,০০০ বছর।

Time Dilation Formula:

$\Delta t_relative = \Delta t * \gamma = \Delta t * \sqrt{(1 - v^2/c^2)}$

এখানে **Δt_relative** = Dilated Time/যে সময় আমরা পৃথিবীতে পার করব (এখানে ফলাফল আসতে হবে ৫০,০০০ বছর)

Δt = time in observers own frame of reference (rest time),জিবরাঈলের সময়=১দিন=২৪ ঘণ্টা

v = the speed of the moving object (আলোর গতির ৯৯.৯%)

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

c = the speed of light in a vacuum আলোর গতি (299 792 458 m/s)

উল্লেখিত VALUE গুলো সুত্রে এপ্লাই করে অংক কষে আমরা যে ফলাফল পাই তা হচ্ছেঃ **Δt_relative = ২২.৩৬৬৬৬৭ দিন** (এই সময় দুনিয়াতে আমরা পার করব,এটা আমাদের REFERENCE FRAME OF TIME)

(বিঃ দ্রঃ এখানে জাস্ট একটা ধারনা দেয়া হল, এখানে আরো অনেক কিছু বিবেচ্য বিষয় আছে, LENGTH CONTRACTION হিসেবে ধরা হয়নি, এছাড়া যাওয়া-আসা/ROUND TRIP হলে আরো অনেক কিছু বিবেচনায় আনতে হবে - যে তথ্য আমাদের হাতে নাই,এছাড়া কুরআন ও হাদিস বর্ণিত সংজ্ঞায় পাখাওয়ালা এবং অগনিত আজগুবি বৈশিষ্ট্যের ফেরেশতারা ৯৯% আলোর গতিতে যেতেও পারবে কিনা সন্দেহ আছে। এছাড়া মহাকর্ষ আলোকে প্রভাবিত করতে পারে, মহাকাশে ভারী বস্তুর পাশ দিয়ে গেলে "ফেরেশতা বাঁকা" হয়ে যেতে পারে, আর ব্ল্যাকহোলের চিপায় পড়লে তো শেষ!! হা হা... তবে ইনপুট ভ্যালু যাই দেয়া হউক না কেন, সব সময় ফলাফল কুরআন থেকে বিশাল অংকে ভুল আসবেই, যদি আমার হিসেবে কোন ভুলও হয়, যে কেউ নিজে মহাকাশে **১** দিন আলোর গতিতে যাওয়া কোন বস্তুর সাথে পৃথিবীর মানুষের রেফারেন্স ফ্রেমে কত দিন যাবে, সেটা বের করে দেখতে পারেন)

এখানে Δt_relative এর ফলাফল আসার কথা ছিল ৫০,০০০ বছর, কিন্তু TIME DILATION এর ফরমুলা অনুযায়ী আমরা দেখতে পাই যে, মহাকাশে "প্রায়" আলোর গতিতে চলা জিবরাঈলের **১** দিন মানে আমাদের পৃথিবীতে মাত্র ২২.৩৬৬৬৬৭ দিন হচ্ছে।

[এখানে যাওয়া এবং আসা হিসেব করলে হবে (২২.৩৬*২) =৪৪.৭২ দিন প্রায়। মানে TIME DILATION FORMULA অনুযায়ী একবার আল্লাহর সাথে দেখা দিয়ে পৃথিবীতে আসতে জিবরাঈলের FRAME OF REFERENCE-এ লাগবে ২ দিন (যাওয়া-আসা), আর আমাদের FRAME OF REFERENCE এ লাগবে ৪৪.৭২ দিন]

অথচ আল্লাহ বলল, আমাদের দুনিয়াতে হবে ৫০ হাজার বছর আর ফেরেশতার লাগে **১** দিন!! তাহলে আল্লাহ কি ভুল করল? আলোর গতি যেহেতু ধ্রুব,তাই আপনি এর থেকে জোরে যেতে পারবেন না (এমনকি প্লাজমা মিডিয়ামে আলো শুষে নিবে)। আর এখানে সময় এক, গতি যাই হউক। আর মাথায় রাখবেন, ফেরেশতা কিন্তু আবার **পাখাওয়ালা এবং কথাও বলতে** পারেন!! আর পাখাওয়ালা (তাও কয়েকশ) কিছু আলোর গতিতে যেতেই পারবে না (কারন ভর আছে), সেই হিসেবে সুত্রে ফেরেসতাদের গতি আলোর গতির ৯৯% ধরা 'প্রথমেই ভুল' হয়ে যায়।

শুধু তাই না এই ফলাফল থেকে আমরা আল্লাহর আরশের ঠিকানা/ADDRESS বের করতে পারি, আল্লাহর আরশ আমাদের থেকে মাত্র ২২.৩ আলোক দিন (LIGHT DAY) দূরে। এই দূরত্ব আমাদের সবথেকে কাছের নক্ষত্র (ALPHA CENTAURI) এর ৭০ ভাগের এক ভাগ দূরত্ব মাত্র।

এখানে জরুরী ব্যাপার হচ্ছে, আল্লাহ কুরআন ও হাদিসে আলোক বর্ষ হিসেব করে কিছুই বলেন নি। আর রাসুলের কিন্তু আলোক বর্ষ কি সেই জ্ঞানই ছিল না, উনি কিন্তু দিন বলতে সোলার টাইম/SOLAR DAY বুঝিয়েছেন। আর আমরা যদি আলোকবর্ষ ধরেও নেই,তাহলেও দৃশ্যমান মহাবিশ্বের তুলনায় এইসব দূরত্ব খুবই নগণ্য (আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির বাইরেও নয়)।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

এইবার আমরা এক হাদিস দেখি- আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব(রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুল(সা) বলেছেনঃ "তোমরা কি জান আসমান ও যমীনের মাঝে দূরত্ব কত? আমরা বললামঃ আল্লাহ ও তার রাসুলই ভালো জানেন। তিনি বললেনঃ আসমান ও যমীনের মাঝে দূরত্ব হচ্ছে ৫০০ বছরের পথ। এইভাবে এক আসমান হতে অন্য আসমানের দূরত্ব হচ্ছে ৫০০ বছরের পথ। প্রতিটি আকাশের পূরুত্ব বা ঘনত্ব (পুরু ও মোটা) ৫০০ বছরের পথ। সপ্তমাকাশ ও আরশের মধ্যখানে রয়েছে একটি সাগর। যার তলদেশ ও উপরিভাগের দূরত্ব হল আকাশ ও যমীনের মধ্যকার দূরত্বের সমান। আল্লাহতা'আলা তার উপর সমাসীন আছেন, আদম সন্তানের কোন কর্মকান্ডই তার অজানা নয়"(কিতাবুত তাওহিদ, মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহহাব, ৬৭ অধ্যায়, এবং আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে,১ম খন্ড,৯৪ পৃষ্ঠা,বিখ্যাত আলেম ইবনে কাসির উল্লেখ করেছেন,হাদিসটি যদিও ইমাম তিরমিজি গরিব ও ইবনে জারির মুরসাল বলেছেন)

তাহলে আমরা এখন সাত আসমানের দূরত্ব হিসেব করে পাই (৭ * ৫০০)= ৩৫০০ বছর মাত্র। তার মানে আল্লাহ আমাদের থেকে মাত্র ৩৫০০ বছর (SOLAR YEAR) দূরে আছেন।

তাহলে উপরের হাদিস অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে,এখানে আমাদের FRAME OF REFENCE হচ্ছে ৩৫০০ বছর, কুরআনে একবার আল্লাহ বলল তার সাথে ফেরেশতাদের দেখা করতে লাগে ১ দিন, আর আমাদের পৃথিবীতে চলে যায় ৫০,০০০ বছর।আবার এখানে আমরা হিসেব করে পাই যে আল্লাহর ঠিকানা পৃথিবী থেকে মাত্র ৩৫০০ বছর দূরে।

আরো একটা প্যাঁচ আছে, CONTRADICTION-ময় কুরআনে আল্লাহ্‌ একবার বলেছেন ফেরেশতাদের/আল্লাহর ১ দিন আমাদের ৫০ হাজার বছর, আবার **দুইবার অন্য জায়গায়** বলেছেন তাদের/আল্লাহর একদিন আমাদের ১ হাজার বছর(কুরআন ২২:৪৭ এবং ৩২:৫)। মাথায় রাখতে হবে উপরেই প্রমান করা হয়েছে যে আল্লাহপাক/রাসুল সময় বলতে আমাদের দুনিয়াবি সময়ই বুঝিয়েছেন (Solar Time),আর এখানে গতি বিবেচ্য নয় এবং আলোর থেকে দ্রুত কিছু যেতেও পারবে না। তাই ঘুরে ফিরে এই আয়াত দুটো অনুযায়ী ধরে নিলেও আল্লাহপাকের ঠিকানা পৃথিবী থেকে মাত্র ১০০০ বছরের দূরত্বে। হা হা… এইসব দূরত্ব আমাদের ঘরের মধ্যেই অবস্থিত (মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিও পার করে না)।

এখানে জরুরী একটা ব্যাপার বলে রাখি, অনেক মুসলমান **স্বভাবজাত গোজামিল** দিতে পারেন যে, আরবিতে 'ইয়াওম' (একবচন) এর অন্য একটি অর্থ- অনির্দিষ্ট সময়কাল/Time Period, এবং এখানে সেই অর্থটিই গ্রহন করতে হবে (Equivocation Fallacy)। এই ব্যাখাতেও এক বড় সমস্যা আছে। তুই জানিস যে কুরআনে আল্লাহ ৬ দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন বলেছেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই ৬ দিনে পৃথিবী তৈরির ধারনা অনেক অনেক আগে থেকেই বাইবেলে আছে এবং প্রাচীন কজমলজিতেও এই ধারনা চালু ছিল। আলেমরা কপাল গুনে কুরআন কে বাঁচিয়ে নিছেন এই বলে যে এখানে যে আরবি শব্দ আছে 'দিন' বুঝাতে তার মানে হচ্ছে 'অনির্দিষ্ট সময়কাল বা Time Period'. ব্যাস, বেঁচে গেল কুরআন! অথচ আরবিতে 'ইয়াওম' এর **সর্ববহুল** অর্থ হচ্ছে **'দিন'**, কুরআন এই একই শব্দ আরো **বহু বহু জায়গায় 'দিন' অর্থে** ব্যবহার হলেও, নয়া রিফরমিস্ট আলেমরা এই আয়াতগুলোর ক্ষেত্রে শুধু 'অনির্দিষ্ট কাল/TIME PERIOD' ধরেন। যদিও এটা ভণ্ডামি, কিন্তু প্যাঁচটা লাগে এখানেই।

ধর আমি তোকে বললাম, 'আমি ছয় দিন পরে তোর বাসায় আসব'। তুই তাহলে ছয়দিন পর থেকে প্রস্তুত থাকবি আমার সাথে দেখা করতে। কিন্তু আমি যদি তোকে বলি, 'আমি **৬টি অনির্দিষ্ট কাল/TIME PERIOD**

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

পরে তোর বাসায় আসব', তাহলে এর মানে তুই কি বুঝবি? এর কি আসলেই কোন মানে হয়? এভাবে কি কেউ কথা বলে? তাও আবার সর্বজ্ঞানী কেউ?

এটা তো অনেকটা OXYMORON হয়ে গেল। একই কথায় স্ববিরোধী বক্তব্য। আমাকে হয় স্পষ্ট করে বলতে হবে **'৬ দিন'** আর না হয় বলতে হবে **'অনির্দিষ্ট কাল/Time Period'**, দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়, আমি একই সাথে দুটো বলতে পারি না। তাই তুই যদি বলিস আল্লাহ এভাবে বলেছেন, '৬ টি অনির্দিষ্ট কাল/ Time Period' তাহলে পুরো অযৌক্তিক হবে। এছাড়া উসুলে তাফসিরের নিয়ম অনুযায়ী খুবই প্রয়োজন ছাড়া আক্ষরিক এবং বহুল প্রচলিত অর্থ ছাড়া অন্য অর্থ গ্রহন করা যাবে না, তাই বেশির ভাগ **বিখ্যাত তাফসিরকারকই একে "দিন/২৪ঘণ্টা"** হিসেবেই অর্থ করেছেন। আর সর্বজ্ঞানী আল্লাহ যিনি বলেছেন উনি সব কিছু সুস্পষ্ট এবং বিস্তারিত ব্যাখা করেন, উনি এত বড় প্যাঁচ লাগাবেন কেন? নাকি উনি সঠিক বলেছেন, তোরা উনাকে বাঁচাতে নতুন অর্থ বের করে নিজেরাই নিজেদের জালে ধরা পড়ে গেছিস!!

জোড়াতালি লাগাতে গেলে ভেজাল আরও বাড়ে তার প্রমান হচ্ছে, ধর যেহেতু ৬ সংখ্যাটি স্পষ্ট উল্লেখ আছে, এখন তোরা অনির্দিষ্ট সময়/Time Period দিয়ে আসলে কি বুঝাতে চাচ্ছিস? ছয়দিনের কম বুঝাতে পারবি না, কারন 'ছয়' স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তোকে ছয় দিনের বেশিতেই যেতে হবে। আর বেশিতে গেলে একই বিপদ,এতটুকু তৈরিতে অনেক সময় নিয়ে নিচ্ছে স্রষ্টা! আবার অনির্দিষ্ট সময় দিয়ে যদি বলিস ৬ (ছয়) দিনের কম বুঝাচ্ছে, তাহলে ঠিক "কত কম" বুঝাচ্ছে? উনার তো "কুন" বলার ক্ষমতা দিয়ে উনি বলা মাত্র **সাথে সাথেই**/**INSTANTLY** সব তৈরি হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, **INSTANT/ তাৎক্ষনিক** কাজের জন্যে উনাকে ৬ (ছয়) সংখ্যাটার উপরই নির্ভর করতে হলো কেন? তাও আবার যে সংখ্যা ইসলামপূর্ব ইতিহাস থেকেই একই উদ্দেশ্য (পৃথিবী তৈরি) ব্যবহার হয়ে আসতেছিল, তোরা কি নিজেদের ভণ্ডামিগুলো নিজেরাও অনুধাবন করিস? এইসব জোড়াতালি মারা কুযুক্তি দিয়ে সাময়িক বেঁচে যাবি, বিশেষ করে আম-আদমি, সরল বিশ্বাসী, বিজ্ঞান ও ফিলোসপি কম জানা মুসলমানরা এইসব যুক্তি ছাড়াই খেয়ে নিবে, কিন্তু LONG TERM এর উপকারিতা কি? বিজ্ঞ ব্যাক্তিদের এইসব দিয়ে কিভাবে খাওয়াবি? বিজ্ঞ ব্যাক্তিরা তো এইসব গাঁজাখুরি কুযুক্তি ধরে ফেলবে! মাথায় রাখবি, এক হচ্ছে যুক্তির জোর, আরেক হচ্ছে জোরের যুক্তি। এইসব দিয়ে তোরা নিজেরা সাময়িক মানসিক সন্তুষ্টি পেলেও, মুল সমস্যার কোন সমাধানই হবে না দিন শেষে। মাঝে মাঝে আমার তাই মনে হয় এইসব কুযুক্তি দিয়ে আসলে তোরা নিজেরা সাময়িক মানসিক সন্তুষ্টি পাস,নিজেরাও হয়ত অনুধাবন করিস যে একজন শিক্ষিত, বিজ্ঞানমনস্ক মানুষকে এইসব কুযুক্তি এবং অপবিজ্ঞান জোর করে গেলান যাবে না। এইজন্যেই তোদের মুসলমানদের অনেকে এইসব নিয়ে ভুলভাল তথ্য আর অপবিজ্ঞান, কুযুক্তি মিশিয়ে বই লিখে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যান। আর বিজ্ঞান ও যুক্তি নিয়ে কম জানা মুসলিম তো ভাবে,মাশাল্লাহ, সেইরকম বই লিখে ফেলেছেন, আল্লাহ আকবর, ইসলামই আসল ধর্ম। হায়রে মুসলমান, কবে গভীরভাবে একটু জ্ঞানার্জন এবং চিন্তা করতে শিখবে! গাঁজাখুরি যুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক রেফারেন্স একটু ক্রসচেক করেও দেখবে না...

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

কুরআন,আকাশ এবং ছাদ

-তুই কি জানিস, যে কুরআনে আল্লাহ ১৪৫০ বছর আগে বলেছেন যে আমাদের এই আকাশ আসলে পৃথিবীকে রক্ষা করে। আকাশ আমাদের নিরাপত্তা দেয়, অথচ আমরা আজকে জানি ব্যাপারটা।

(২১ নাম্বার সুরা আম্বিয়া, ৩২)- আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি; অথচ তারা আমার আকাশস্থ নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।

তুই দেখ যে আকাশের ৫ টি স্তর আছে, এছাড়া আছে VAN ALLEN BELTS। এইসব আমাদের রক্ষা করে। এইগুলা কি আমরা ১৪৫০ বছর আগে জানতাম? কুরআনে লিখা ছিল ১৪৫০ বছর আগেই।

-তোদের নিয়ে আর পারি না রে!! কিভাবে অর্থকে বারোটা বাজিয়ে বিজ্ঞান বের করতে হবে তার উজ্জল দৃষ্টান্ত মুমিনরা।

আকাশ দিয়ে কুরআন লেখক আসলে কি বুঝিয়েছেন!! আকাশ দিয়ে উনি কোন সোলার সিস্টেম বা গ্যালাক্সি বুঝাতে পারেন না, কারণ গ্যালাক্সি আমাদের চারিদিকে আছে, কুরআনের আকাশ শুধু আমাদের মাথার উপরই আছে। আবার মহাবিশ্ব বুঝান তো অসম্ভব, কারণ কুরআন অনুযায়ী মাত্র ৩৫০০ বছর দূরে আল্লাহর আরশ (প্রতি আসমানের দূরত্ব ৫০০ বছর), অথচ আমাদের সব থেকে কাছের নক্ষত্রের দূরত্ব হচ্ছে ৪.৩ আলোক বর্ষ। আমাদের প্রায় ১০০-৪০০ বিলিয়ন নক্ষত্র আছে শুধু মাত্র আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে, আর এইরকম গ্যালাক্সি আছে প্রায় ১৭০+ বিলিয়ন। এবং যতটুকু মহাবিশ্ব আমরা দেখি তাও সবটুকু নয়, আমরা শুধু OBSERVABLE UNIVERSE দেখতে পারি, যতটুকুর লাইট পৃথিবীতে এসে পোউছুছে। হাস্যকর হচ্ছে যেখানে আমাদের বিলিয়ন বিলিয়নের হিসাব চলে, সেখানে কুরআন সেই প্রাচীন আমলে যে সাত আসমানের ধারনা প্রচলিত ছিল, হুবুহু সেই সাত আসমান থিওরি বলে দিয়েছে। এটা কি কাকতাল হতে পারে, নাকি কপি-পেস্ট!!

একটা সময় ছিল এই তোদেরই মুমিনরা বলত ৭ আসমান বলতে কুরআন বায়ুমন্ডলের ৭টি স্তর বলেছে। এরপর যখন ধরা খেয়ে গেল, কারণ আসলে মুল স্তর আছে ৫ টি এবং আরেক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন সাত আসমানের সবথেকে নিচের আকাশে নক্ষত্র আছে (হা-মীম সেজদাহ:১২), তখন তারা আর এই যুক্তি দেন না, অথচ অনেক বড় একটা সময় তোদের এই যুক্তি চলত।

কুরআনের অনেক আগেই সুমেরিয়ানরা আকাশ নিয়ে কি ভাবত সেটা জানিস? সুমেরিয়ানরা ভাবত আমাদের সাতটি আকাশ আছে মাথার উপর এবং তাতে সাতটি গড/ঈশ্বর আছে এবং আমাদের নিচেও সাতটি পৃথিবী আছে। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ান দের মাঝেও সাত আসমান ধারনা ছিল। এছাড়া গ্রিকদের/মুশরিকদের (PAGAN) মাঝেও কজমলজি নিয়ে অনেক ধারনা প্রচলিত ছিল, তাদের থেকে আবার ইহুদি-খ্রিস্টানরা এইসব কপি করেছে তাদের বাইবেলে,এরপর কুরআনে।

এখন চল, আমরা প্রাচীন কজমলির / PRE-COPERNICAN /খ্রিষ্টান মহাবিশ্ব ধারনার সাথে আমাদের কুরআনের ধারনা গুলিকে মিলিয়ে দেখি-

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

কুরআনের আকাশ তত্ত্ব	PRE COPERNICAN আকাশ তত্ত্ব
সাতটি আকাশ উপরে	সাতটি আকাশ উপরে
সাতটি পৃথিবী বা ভুমির স্তর (নিচে)	সাতটি পৃথিবী বা ভুমির স্তর নিচে
সাত আকাশের উপর আল্লাহ্	সাত আকাশের উপর স্রষ্টা
সাত আকাশের পরে জান্নাত-জাহান্নাম	সাত আকাশের পরে জান্নাত-জাহান্নাম
যদিও পিলার ছাড়াই বানিয়েছেন, তার মানে পিলার থাকাও সম্ভব এমন ইঙ্গিত দেয়া আছে	পিলার আছে
আকাশ ছাদের মত (ডোম/DOME)	আকাশ ছাদের মত (ডোম/DOME)
সাত আসমানের উপর সাগর এবং আটটি মেষ, তিরমিজী (ইফাঃ), নম্বরঃ ৩৩২০	এই আজগুবি জিনিস অন্য কোথাও নাই
বড় এক তিমি মাছের পিঠে পৃথিবী আছে, কুরআন (৬৮:১) এর তাফসিরে, খ্যাতিমান তাফসিরকারক-ইবনে কাসির, তাবারি, কুরতুবি, ইবনে আব্বাস ইত্যাদি বলে গেছেন।	এই আজগুবি জিনিসও অন্য কোথাও নাই

*উপরের কিছু ব্যাপার নিয়ে বর্তমান আলেম সমাজে বিতর্ক আছে, একেক জন এর একেক ব্যাখ্যা দেন

কি এত মিল দেখে চমকে গেলি!! তাহলে কি বুঝতে পেরেছিস, কুরআনে এত এত বিজ্ঞান! কোথেকে আসে!!

তুই যেকোন এরাবিক ডিকশনারি খুলে দেখ, ভালো হয় যদি পুরাতন ডিকশনারি গুলা দেখিস, কারণ আজকাল আধুনিক শব্দকোষ গুলা তাদের ধর্ম বাঁচাতে নতুন নতুন বিভ্রান্তিকর অর্থ সংযোজন করতেছে। একটা সময় কারো দ্বিমত ছিল না যে হুর মানে "সুন্দর নয়না মেয়ে", এখন জান্নাতে 'সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে!' কিছু ডিকশনারিতে একে 'ক্লীব লিঙ্গ/ NEUTER GENDER' বলা হচ্ছে-যা পুরাই ভণ্ডামি, যদিও বেশির ভাগ আলেমই এর সাথে একমত নয়।

আরবি ডিকশনারিতে দেখলে তুই পাবিঃ
Sky سماء (সামা)
Skies السماوات (সামাওয়াত)
Heaven الجنة (আল-জান্নাহ)
Universe الكون (আল কায়ন/ KAWN / আল-কূন)
Space الفراغ (আল-ফারাঘ / ALFARAGH)

আল্লাহ্ আকাশ কে আসলে কি বুঝিয়েছেন, তা নিয়ে মুসলিম APOLOGIST আর আলেমদের মাঝে অনেক বিতর্ক, কারণ একটা অর্থ বের করলে আবার আরেকটা বিজ্ঞানের সাথে খাপ খায় না। অর্থ বের করলেই তো হবে না, বিজ্ঞানের!! সাথেও মিল রাখতে হবে। তাই কেউ বলেন, পৃথিবীর মধ্যের আকাশ, কেউ বলেন আমাদের গ্যালাক্সি, কেউ বলেন আমাদের মহাবিশ্ব, কেউ বলেন মহাকাশ, কেউ আবার বলেন সব কিছুই বুঝায়ছেন। অনেকে আবার সামা (একবচন) এবং সামাওয়াত (বহুবচন) আলাদা অর্থ করেছেন। এইগুলা কে বলে EQUIVOCATION FALLACY বা কুযুক্তি।

আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ভাইরে তোরা যেসব ব্যাখা দিচ্ছিস, এইগুলা কি আল্লাহ্ আর রাসুল বলে গেছিল? তোরা নিজেদের ব্যাখ্যা দেয়ার কে? তোর রসুল সে সময়ে যা বুঝেছিল আমরা সেটাই সঠিক ধরে নিব। রাসুল কি কোন হাদিসে মহাবিশ্ব, মহাকাশ এবং আকাশ কে আলাদা করে বুঝিয়ে গেছিলেন? কেন বলেন নি? উনার না আল্লাহ্ থেকে সরাসরি জ্ঞান আসে, উনি কেন স্পষ্ট করে বলে গেলেন না? তোরা কেন নিজেরা অর্থ নিয়ে

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

মারামারি শুরু করেছিস এখন? তোদের আলেমরা এখন কিভাবে বলে আকাশের অর্থ আল্লাহ্‌ কি বুঝিয়েছেন, উনাদের কে বলল, জিবরাঈল? তাও একেক জনের একেক মত, কারও মতের সাথে কারো মিল নাই। সবাই নিজ নিজ ব্যাখ্যা দিয়েই যাচ্ছে (AD HOC FALLACY)

তবে মুমিনদের আয়াত মানিয়ে দেবার একটা কৌশল শিখিয়ে দিচ্ছি!
মোটামুটি সব আয়াত বা হাদিস এভাবে সঠিক প্রমান করা যাবে, সেই আদিম উপায়-

প্রথমে অর্থকে পরিবর্তন করিয়া দাও,বা অনেক অর্থ বের করে নিজের পছন্দমতটিই গ্রহন কর
দ্বিতীয়ত আক্ষরিক অর্থকে রূপক অথবা রুপক কে আক্ষরিক বানিয়া দাও,
তৃতীয়ত ভিন্ন প্রসঙ্গ/শানে নুজুল টেনে নিয়ে আস
চতুর্থ, কাজ না হলে কোন হাদিসকেই দুর্বল বানিয়ে দাও
ব্যাস হয়ে গেল তো প্রমান !!!!!

মজার ব্যাপার হচ্ছে হুবুহু একই প্যাটার্ন অনুসরন করে বাকি ধর্মাবলম্বীরাও তাদের ধর্ম প্রমান করে যাচ্ছে।এত এত রুপক কুরআনে আছে যে স্বয়ং আল্লাহ্‌ রাসুলও জানতেন না, আল্লাহ্‌র উচিৎ ছিল এভাবে একটা আয়াত নাযিল করা, "এটি কোন সুস্পষ্ট কিতাব নয়, এই কুরাআনে আছে রুপকের ছড়াছড়ি"। তাহলে অর্থের ব্যাপারে আমরা সহজে কোন সিদ্ধান্তে আসতাম না।

মজার ব্যাপার যে, আকাশ সঙ্ক্রান্ত ভুল আয়াত গুলা ব্যাখ্যা করতে মুমিনরা সব থেকে বেশী বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হন-যেই বিজ্ঞানকে আবার উনারাই কুরআনের থেকে বেশী নির্ভরযোগ্য মনে করেন না!!

অথচ আল্লাহ্‌ বহু আয়াতে সুস্পষ্ট করে আমাদেরকে বলেছেনঃ

(২৬:২) - এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত, (৩৭:১১৭)- আমি উভয়কে দিয়েছিলাম সুস্পষ্ট কিতাব।

(২৪:৩৪)-"আমি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, তোমাদের পূর্ববর্তীদের কিছু দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহ ভীরুদের জন্যে দিয়েছি উপদেশ।"

অথচ আল্লাহর একটা 'সামা' /'আকাশ' শব্দের মানে কি তা নিয়েই বিজ্ঞ আলেমদে মাঝে কুতাকুতি!! তাহলে সাধারন মুমিন কি করবে? আর এত কঠিন গ্রন্থ আবার চিরন্তন জীবন বিধান কি করে হয়!

এখন আমরা কিছু আয়াত দেখি, আল্লাহ্‌ আসলেই 'সামা'/'সামাওয়াত'/'আকাশ' দিয়ে কি বুঝিয়েছেন;

(২:২৯)- "তিনিই সে সত্ত্বা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু জমীনে রয়েছে সে সমস্ত। তারপর তিনি মনোসংযোগ করেছেন আকাশের প্রতি। বস্তুতঃ তিনি তৈরী করেছেন সাত আসমান। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবহিত।"

আল্লাহর কথা শুনে কি মনে হচ্ছে না, উনি আগে পৃথিবী তৈরি করেছেন, এরপরে আকাশ... !!আকাশ ও পৃথিবী আলাদা বস্তু আল্লাহর কাছে।

(৩২:৪) - "আল্লাহ যিনি নভোমন্ডল, ভুমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী **সবকিছু ছয় দিনে** সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশে বিরাজমান হয়েছেন।"

(ছয় দিনে মহাবিশ্ব তৈরির ভুল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে 'রিলেটিভিটির গল্প' চ্যাপ্টারে)

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

আল্লাহ্‌র কথা শুনে এখানে মনে হচ্ছে, পৃথিবীই আমাদের মহাকাশের কেন্দ্রবিন্দু, সবকিছু পৃথিবী কেন্দ্র করে ঘটছে (সেই পুরাতন GEOCENTRIC ধারনা!), উনি যদি জানেনেই, যে পুরা মহা বিশ্বের মাঝে পৃথিবী হচ্ছে একেবারে অতীব ক্ষুদ্র একটা গ্রহ, তাহলে উনি এভাবে বলতেন, "উনি তৈরি করেছেন বিশাল আকাশ/HEAVEN এবং এর মাঝে যা কিছু আছে - পৃথিবীসহ"। এভাবে বললে কি আরো অনেক স্পষ্ট হত না? এবং পৃথিবীর উপরে কিছু গুরুত্বও বজায় থাকত। কিন্তু উনি বলেছেন, পৃথিবী ও আকাশ/HEAVEN তৈরি করেছেন এবং এর মাঝে যা আছে তাও। এরপরে দেখি,

(২ নাম্বার সুরা বাকারাহ, ১৬৪)- "নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে...

(১৮ নাম্বার সুরা কাহফ, ৫১)- "নভোমন্ডল ও ভুমন্ডলের সৃজনকালে আমি তাদেরকে সাক্ষ্য রাখিনি এবং..."

(২৩ নাম্বার সূরা আল মু'মিন, ৫৭)-"মানুষের সৃষ্টি অপেক্ষা নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের সৃষ্টি কঠিনতর..."

এমনকি উনি যখনই সৃষ্টির কথা বলেন, উনি স্পষ্ট করে পৃথিবী ও আকাশ কে আলাদা আলাদা করে বলেন, এর কারণ কি? উনি কি জানেন না স্পষ্ট করে কিভাবে কথা বলতে হয়? উনি যদি জানেনেই যে পৃথিবী আকাশের ক্ষুদ্র একটা অংশ মাত্র, উনি দুটোকে আলাদা **আলাদা করে বার বার সৃষ্টির কথা** কেন বলেন? এমনকি উনি বহুবার 'আকাশ ও জমিন' আলাদা আলাদা করে বলেছেন।

এতে কি স্পষ্ট নয় যে উনি আকাশকে পৃথিবী থেকে ভিন্ন কিছু ধরেছেন?

(২১:৩২)-"আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি; অথচ তারা আমার আকাশস্থ নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।"

এখানে এসে মুমিনদের ত্যানা পেঁচান দেখলে হাসি পায়! কত রকমের যে বিজ্ঞান এনে (সেই বিজ্ঞানেরই দ্বারস্থ হয় কুরআন প্রমান করতে) প্রমান করবে আকাশ বলতে নিরেট বুঝান হয়নি এবং আকাশের অনেক কাজ। অনেকে বলেন এখানে 'ছাদ' বলতে যে আরবি শব্দ আছে তার মানে মশারি বা শামিয়ানা। তো ভাই,আপনি এত আরবি বুঝেন, আপনাদের বড় বড় মুফাসসিরগন কেন এভাবে অনুবাদ করল না, "আমি আকাশকে মশারি বা শামিয়ানা বানিয়েছি"!!

আর আকাশ যে কোন একরকম একটা কিছু সুরক্ষা দেয় এটা তো **প্রাচীন কজমলজি/মহাকাশবিদ্যা গুলাতে আগেই ছিল।**

বেশির ভাগ বাংলায় এর অর্থ দেয়া আছে ছাদ এবং ইংলিশে দেয়া আছে-ROOF, PROTECTIVE CEILING OR CANOPY. ভালো করে এদের মাঝে তফাৎগুলা দেখ- ১- CANOPY, ২- ROOF বা ছাদ, ৩- PROTECTIVE CEILING

প্রতিটা অর্থ কিন্তু হুবহু এক নয়, কিছু ভিন্ন অর্থ বহন করে। মোহাম্মদের মৃত্যুর পর ১০০০ বছরের মধ্যে যেসব মুফাসসিরগন অনুবাদ করে গেছেন তাদের মধ্যে কজন বলেছেন CANOPY?

কুরআন লেখক যে আকাশ কে নিরেট কিছু বুঝিয়েছেন, তা আরো কিছু আয়াত থেকে স্পষ্ট; (৬৯ রাম্বার সূরা আল হাক্বক্বাহ, ১৬)- "সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও বিক্ষিপ্ত হবে।"

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

(৫৫ নাম্বার সুরা আর-রাহমান, ৩৭)-"যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে তখন সেটি রক্তবর্ণে রঞ্জিত চামড়ার মত হয়ে যাবে।"

দেখ,আকাশ কিভাবে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে,এবং লাল রক্তবর্ণে রঞ্জিত হয়ে যাচ্ছে!!

অনেকে বলেন এখানে আকাশ চূর্ণবিচূর্ণ 'মনে হবে' এমনটা বলা হচ্ছে। আকাশ চূর্ণবিচূর্ণ হচ্ছে "মনে হওয়া" এক কথা আর চূর্ণবিচূর্ণ হওয়া ভিন্ন কথা। কই মনে হওয়া আর কই আল্লাহ্ সুস্পষ্ট করে বলেছেন - চূর্ণবিচূর্ণ হবে মাথার উপর। আর এটা রুপক অর্থে ধরে নিলেও তো ভুলই থেকে যায়।

(৪২ নাম্বার সুরা-আশ-শূরা, ৫)- "আকাশ উপর থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হয় আর তখন ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং পৃথিবীবাসীদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে। শুনে রাখ, আল্লাহই ক্ষমাশীল, পরম করুনাময়।"

(১৭ নাম্বার সূরা বনী- ইসরাইল, ৯২)- "অথবা আপনি যেমন বলে থাকেন, তেমনিভাবে আমাদের উপর আসমানকে খন্ড-বিখন্ড করে ফেলে দেবেন অথবা আল্লাহ ও ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে নিয়ে আসবেন।"

দেখ এই আয়াতগুলা, আল্লাহ্ আকাশ কে আমাদের উপর ফেলবেন! আকাশ কি এমন জিনিস যেটা ফেলা যায় কারো উপর? এখানে কিন্তু আল্লাহ্ হুমকি দিচ্ছেন, মানে আক্ষরিক অর্থেই ফেলবেন, কোন রুপক অর্থে বললে হুমকির প্রশ্নই আসত না। আবার রুপক অর্থ গ্রহন করলেও 'আমাদের উপর' ফেলার ব্যাপার যৌক্তিক নয়। এখনও কি স্পষ্ট নয় আল্লাহর আকাশ নিরেট বস্তু, ছাদের মত।

(২ নাম্বার সূরা বাকারাহ,২২)- "যে পবিত্রসত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে।"

এই আয়াতের ব্যাখায় বিখ্যাত ইসলামিক ইতিহাসবিদ এবং তাফসিরকারক আত-তাবারি বলেন,

"...and the sky a canopy..." The canopy of the sky over the earth is in **the FORM OF A DOME**, and it is a **roof over the earth**. And Bishr bin Mu'az narrated and said from Yazid from Sa'id from Qatada in the words of Allah "...and the sky a canopy..." He says he makes the sky your roof.", **তাবারি বলেছেন আকাশ নিরেট ডোমের মত**, যা পূর্বে থেকেই ভুল ধারনা ছিল

আকাশ নিয়ে তোকে একটা মজার সহিহ হাদিস বলি শোন-

হারমালাহ্ ইবনু ইয়াহইয়া (রহঃ)...আবু হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ(সা)বলেছেনঃ কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা সারা পৃথিবী তার হাতের মুষ্টিতে নিয়ে নিবেন এবং আকাশমণ্ডলী ভাঁজ করে তার ডান হাতের মুঠোয় নিবেন। তারপর তিনি বলবেন, "আমিই বাদশাহ্। পৃথিবীর বাদশাহগণ কোথায়?" (হাদিস নম্বরঃ ৬৯৪৩, অধ্যায়ঃ ৫২, সহীহ মুসলিম,হাঃ একাডেমী)

উপরের হাদিস শুনে কি মনে হয় তোর? এইসবও এই যমানায় আমাদের কে মানতে বলিস?

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

এখন তোদের কাছে একটাই উপায় আছে, এই হাদিস কে দুর্বল বানিয়ে দেয়, অথবা এটার কিছু রুপক অর্থ বের করে ফেল বিজ্ঞানের সাথে মিল করে, ব্যাস!! অনেকে তো দেখি ত্যানা পেঁচিয়ে এটাকে BIG CRUNCH HYPOTHEISIS সাথে মিল দিয়ে ফেলেছেন!! হা হা...

তুই কি জানিস আমাদের শীত গ্রীষ্ম বা ঋতু হয় কিভাবে?

-হুম,সবাই তো জানে, কারণ আমাদের পৃথিবী ২৩.৫ ডিগ্রী কাত হয়ে সূর্যের চারপাশে ঘুরে।

-নাহ, সেটা তো বৈজ্ঞানিক কারণ ব্যাটা, **তুই তো মুমিন হিসেবে বলবি ইসলামিক কারণ**। শোন আজ তোকে ঋতু হওয়ার পিছনে আসল কারণ বলি-

হারমালাহ ইবনু ইয়াহইয়া (রহঃ)...আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জাহান্নাম অভিযোগ করে আল্লাহর কাছে বলল, হে আমার প্রভু! আমার এক অংশ অন্য অংশকে খেয়ে ফেলছে। সুতরাং আমাকে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের অনুমতি দিন। তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে দু'বার শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুমতি দান করলেন। **একবার শীত মৌসুমে আরেকবার গ্রীষ্ম মৌসুমে। তোমরা শীতকালে যে ঠাণ্ডা অনুভব করে থাকো তা জাহান্নামের শ্বাস-প্রশ্বাসের কারণে। আবার যে গরমে বা প্রচণ্ড উত্তাপ অনুভব করে থাকো তাও জাহান্নামের শ্বাস-প্রশ্বাসের কারণে**। (সহীহ মুসলিম,হাঃ একাডমী, হাদিস নম্বরঃ১২৯০)

এইবার একটা মজার আয়াত বলি শোন,এইটা আমার ফেভারিট আয়াত। বেশ বিজ্ঞানময়!!

(৮০ নাম্বার সূরা আল- হিজর, ১৭- ১৮)-"আমি আকাশকে প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে নিরাপদ করে দিয়েছি। কিন্তু যে চুরি করে শুনে পালায়, **তার পশ্চাদ্ধাবন করে উজ্জ্বল উল্কাপিন্ড**।"

(৭২ নাম্বার সূরা আল জ্বীন, ৮-৯)-"আমরা আকাশ পর্যবেক্ষণ করছি, অতঃপর দেখতে পেয়েছি যে, কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিন্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ।আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শ্রবণার্থে বসতাম। এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে **জলন্ত উল্কাপিন্ড ওঁৎ পেতে থাকতে দেখে**।"

এই সজ্ক্রান্ত একটা হাদিসও আছে,

"জ্বীনরা প্রথম আসমানের উপর অংশ পর্যন্ত ভ্রমণ করত এবং ভবিষ্যতের উপর কিছু তথ্যাদি যা ফিরিশতারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত তা শুনতে সক্ষম হত। তারপর তারা পৃথিবীতে ফিরে এসে তাদের পরিচিত মানুষের কাছে ঐ তথ্যগুলি পরিবেশন করত।

[SAHIH MUSLIM, ENGLISH TRANSLATION, VOL.4, P.1210, NO, 5538]

উপরের দুটি আয়াত এবং হাদিস থেকে কি বুঝলি? **উল্কা হচ্ছে আল্লাহর EXTRATERRESTRIAL DEFENCE MECHANISM বা আকাশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা**, কাদের কাছ থেকে? নাহহ, ধুমকেতু বা অন্যকিছু থেকে নয়, **জ্বীন থেকে। উল্কা দিয়ে আল্লাহ্ জ্বীন তাড়ায়**। এখানে আরবী যে শব্দটি কুরআনে এসেছে তার অর্থ তারকার অংশও বুঝায় না বা উল্কাও বুঝায় না। শব্দটির অর্থ পূর্ণাঙ্গ তারকা। বলে ফেল 'সুবহানাল্লাহ' কত বিজ্ঞানময়!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

কুরআন।আল্লাহর নিরাপত্তা ব্যবস্থা এতই দুর্বল যে মাঝে মাঝে জ্বীনরাও ভেদ করে ফেলে। আর জ্বীনরা তো আগুনের তৈরি, আগুন আবার (অক্সিজেন ছাড়া) পৃথিবীর বাইরে, এমনকি অনেক উচুতেও জ্বলে কেমনে? বিজ্ঞানিরা শুনলে টাসকি খাবে, যে আগুনের তৈরি বা আলোর তৈরি কোন কিছু আবার চিন্তাশীল সত্ত্বাও হতে পারে? তোদের জ্বীন আর ফেরেশতা হচ্ছে এমন সত্ত্বা। জোরে বল -মারহাবা। বিজ্ঞান ঘাটাতে যাস নে আবার, ধরে নেয় এটা আল্লাহর কুদরত, ব্যাস!! মুমিনদের আবার বিজ্ঞান দিয়ে কাজ কি? তোদের তো সস্তা উত্তর আছেই- আল্লাহ্ করছে!

আর আল্লাহ মহাকাশকে নিরাপদ করল শুধু জ্বীন থেকেই!!! মহাকাশে যে জ্বীন থেকেও বিপদজনক বস্তু আছে অনেক, ব্ল্যাক হোল, উল্কা, ধুমকেতু, ASTEROIDS ইত্যাদি সেগুলার কি হবে? উনি তো পৃথিবীর জন্যে বিপদজনক উল্কার কোন বন্দোবস্ত না করে, উল্টা **উল্কা দিয়েই জ্বীন তাড়িয়ে যাচ্ছেন** !!

আল্লাহ কিভাবে পৃথিবী তৈরি করেন (যদিও এখানে আকাশ তৈরির ব্যাপারে বলা হয় নাই) এই নিয়ে একটা দারুন হাদিস শোনাই তোকে-

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসুলু(সা) আমার হাত ধরে বললেন, আল্লাহ তাআলা
শনিবার দিন মাটি সৃষ্টি করেন।
রোববার দিন তিনি এতে পর্বত সৃষ্টি করেন।
সোমবার দিন তিনি বৃক্ষরাজি সৃষ্টি করেন।
মঙ্গলবার দিন তিনি আপদ বিপদ সৃষ্টি করেন।
বুধবার দিন তিনি নূর (সূর্য) সৃষ্টি করেন।
বৃহস্পতিবার দিন তিনি পৃথিবীতে পশু-পাখি ছড়িয়ে দেন এবং
জুমুআর দিন আসরের পর তিনি আদম (আলাইহিস সালাম) কে সৃষ্টি করেন।
অর্থাৎ জুমুআর দিনের সময়সমূহের শেষ মুহূর্তে (মাখলূক) আসর থেকে রাত পর্যন্ত সময়ের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন"। (মুসলিম,ইসলামিক ফাঃ, হাদীস নং ৬৭৯৭)

এই হাদিস থেকে এটা একেবারে সুস্পষ্ট যে আল্লাহর সময় আর মানুষের সময় (Solar Time) হুবুহু এক। এখানে রুপক অর্থ দিয়েও তো প্যাঁচ লাগান যাবে না, তবে আরেক উপায় আছে, আগেই বলেছিলাম, হাদিস কে দুর্বল বানিয়ে দিতে পারিস!! আজকাল আবার এই TREND/প্রবণতা চালু হয়েছে, ভেজাল ভেজাল হাদিস গুলা, যেগুলা নিয়ে আলেম আর APOLOGIST রা কাফের/নিধার্মিকদের কাছে বিপদে পরছেন, সেগুলা কে দুর্বল করে দেয়ার রেওয়াজ শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকে। সেটা যতই সহিহ হউক না কেন!! মজা পাই ভেবে, যে বোখারি সাহেব প্রায় ৯৯% প্রাথমিক সংগৃহীত হাদিস বাদ দিয়ে মাত্র ১% হাদিস রাখলেন, যে হাদিসের সনদ আর সংগ্রহের পদ্ধতি নিয়ে মুসলিমরা প্রায়ই গর্ব করেন, সেইসব হাদিস নিয়েই উনারা আজকাল তাহকিক করা শুরু করে দিয়েছেন, হা হা হা…

এই হাদিসে আল্লাহ্ আগে গাছপালা তৈরি করেন, পরে সূর্য তৈরি করেন, কিভাবে যে সূর্য ছাড়া গাছপালা টিকে গেল আল্লাহ্ই মালুম!এমনকি আপদ-বিপদও সৃষ্টি করেন,এই আপদ-বিপদ/NATURAL EVIL আবার সৃষ্টি করতে যাবেন কেন? তাহলে আমাদের FREEWILL/স্বাধীন চিন্তা শক্তি দিয়ে কাজ কি? আর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে যে লাখ লাখ মানুষ, পশু পাখি মারা যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে তার দায়-আল্লাহ্র। আমরা শুধু আমাদের MORAL EVIL জন্যে দায়ী হতে পারি (বিস্তারিত- 'স্রষ্টা কেন মন্দ কাজের দায় নেন না' চ্যাপটার)।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

এইবার আমরা দেখি আল্লাহ্‌র আকাশ আসলেই কতটা নিরাপদ আমাদের জন্যে!

"এরা কি কখনও তাদের ওপরের আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না কিভাবে আমি তা তৈরী করেছি ও তাকে সুশোভিত করেছি? আর তাতে কোন (সূক্ষ্মতম) ফাটলও নেই ।" (৫০ নাম্বার সূরা ক্বাফ-৬)

"যিনি সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন সুবিন্যস্তভাবে ।তুমি পরম করুণাময়ের সৃষ্টিতে কোন অসামঞ্জস্য দেখতে পাবে না ।তারপর তুমি দৃষ্টি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নাও,তুমি কি কোন ফাটল দেখতে পাচ্ছ?" (৬৭ নাম্বার সূরা আল-মুলক-৩)

আকাশের আবার ফাটল কি? আকাশ বলতেই তো আসলে একক কোন বস্তুই নেই, আকাশের ফাটল তখনই হবে যদি আকাশ নিরেট/কঠিন কোন বস্তু হয়। অনেকে আবার সেই ত্যানা-পেচানি অর্থ পরিবর্তন করে বলেন,আসলে এখানে 'ফাটল' বলা হয় নাই, বলা হয়েছে 'খুত/DEFECT'। আরে ভাই, কই খুঁত আর কই ফাটল। তোদের বড় বড় নামকরা মুফাসসিরগন আসলেই নিরক্ষর এবং গবেট, তাদের উচিৎ তোদের কাছ থেকে আরবি শেখা, তাই না!!

আচ্ছা, ধর আমি তোরে ভালোবাসি বলে তোরে আমার নিজের বাড়িতে পাঠালাম। আমার উদ্দেশ্য হলো আমার ভালবাসার প্রমান করা তোর কাছে। তুই আমাকে বিশ্বাস করিস বলে সেখানে গিয়ে থাকা শুরু করলি। কিন্তু দুই দিন পর পর দেখা গেল সেখানে পানি থাকে না, বিদ্যুৎ থাকে না, চোর-ডাকাতের উপদ্রব আরো নানা বিপদ। আমি তখন নিজেই ছুটে গেলাম তোকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে, গিয়ে সব সমস্যার সমাধান করে আসলাম।কোন একদিন তুই জানতে পারলি, যে আমিই আসলে তোর কাছে আমার ভালবাসার প্রমান করতে লাইন কেটে, বিদ্যুৎ লাইন ইত্যাদি কেটে দিয়েছিলেম এবং চোর-ডাকাত হাত করে পাঠিয়েছিলাম, আবার আমিই তোর কাছে "হিরো" হবার জন্যে ছুটে চলে এসেছিলাম সব সমস্যার সমাধান করতে;এটা প্রমান করতে যে আমি তোকে অনেক ভালোবাসি। তাহলে ব্যাপারটা কি দাড়ায়?

-এটা আবার কি রকম উদ্ভট গল্প বললি,তুই নিজেই যদি আমার জন্যে সবকিছু বানিয়ে রাখিস, তাহলে আমাকে উৎখাত করার জন্যেই আবার এত এন্তেজাম কেন করবি? এটা তো অযৌক্তিক;এটা তো ভন্ডামি!

-ঠিক তাই, তাহলে আমাকে বল, আল্লাহ্‌ পৃথিবী বানায়ল মানুষের জন্যে। বানিয়ে উনিই আবার সেই পৃথিবীতে নানারকম বিপদ আপদ তৈরি করল মানুষকেই হত্যা করার জন্যে। উনি পৃথিবীকে আক্রমণ করার জন্যে মহাকাশে অনেক কিছুর এন্তেজাম করে রাখলেন। বিভিন্ন রকমের ক্ষতিকর রশ্মি,উল্কা,ধূমকেতু ইত্যাদি দিয়ে রাখলেন, আবার উনিই পৃথিবীকে বাঁচাতে বিশেষ ভাবে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলছেন, এটা তো একদম হাস্যকর!! উনার দরকার কি ছিল তাহলে **প্রথমেই এইসব ক্ষতিকর বস্তু তৈরি করা** যখন উনি জানেনেই এইগুলা তার বান্দাদের জন্যে ক্ষতিকর। উনি না সেই স্রষ্টা যিনি "উল্কা দিয়ে জ্বীন তাড়ান", হা হা… তো উনি তো মুখে বলে দিলেই পারতেন, "হে উল্কা সম্প্রদায়, তোমাদের যাতে পৃথিবীর ধারে কাছে ঘেঁষতে না দেখি"। উনি নিজেই এতসব বিপদজনক বস্তু তৈরি করে আবার নিজেই প্রতিরক্ষা দিচ্ছেন!! তার মানে হয় উনি জানেন না কিভাবে সুদক্ষ হাতে মানুষের বসবাসের জন্যে নিরাপদ মহাকাশ এবং তন্মধ্যে পৃথিবী তৈরি করতে হয়, আর না হয় পুরা ব্যাপারটাই উনার "কৌশল" মানুষকে বোকা বানাবার জন্যে। আর না হয় এইসব তোদের মস্তিস্কের তৈরি।

আয় এখন আমরা একটু দেখি আল্লাহর আকাশের সেই **ফুটো, খুঁতটি কই**?

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

আমাদের সূর্য থেকে যে মহাজাগতিক বিকিরন/COSMIC RADIATION হয়,তা সবথেকে ক্ষতিকর। বিভিন্ন রকমের মহাজাগতিক বিকিরন আছে।আমাদের সূর্য থেকে যে অতি বেগুনি রশ্মি/UV RADIATION আসে তা থেকে প্রতি বছর বহু মানুষের চর্ম ক্যানসার হয়। আমাদের আকাশ প্রতিরোধ করতে পারলেও অনেক রশ্মি/UV PHOTON প্রতিরোধ বলয় গলে বেরিয়ে আসে। এইজন্যেই গরমের দিন বাইরে গেলে আমাদের **SUNS CREAM** মেখে যেতে উপদেশ দেয়া হয়।

দুনিয়ার জনসংখ্যা প্রতি বছর গড়ে 0.4 MILLISIEVERTS (MSV) OF COSMIC RADIATION/মহাজাগতিক বিকিরন শরীরে গ্রহন করে।

নোবেল বিজয়ী H J MULLER পরীক্ষা করে পেয়েছেন যে GALACTIC COSMIC RAYS (GCRS) আমাদের কোষে জিন পরিবর্তন এবং মিউটেশন ঘটাতে পারে। এইগুলা আমাদের আকাশ ভেদ করে এসে পরে।

মহাজাগতিক বিকিরন আমাদের শরীরের জন্যে খারাপ এবং দিন দিন তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। GALACTIC COSMIC RAYS আমাদের সোলার সিস্টেমের বাইরে থেকে আসে। এর থেকে আমাদের প্রথম রক্ষক/SHEILD হচ্ছে সূর্য। সমস্যা হচ্ছে সূর্যের এই SHEILDING ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। (সুত্র-NASA)

কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে মহাজাগতিক বিকিরন/COSMIC RADIATION আমাদের আকাশের মেঘে বিদ্যুৎ চমকানিতে সাহায্য করে এবং আবহাওয়া এবং জলবায়ু কে পরিবর্তন করতে পারে।

গবেষণায় দেখা গেছে মহাজাগতিক বিকিরনের সাথে আমাদের হৃদপিণ্ডের অসুখ- CARDIAC ARRHYTHMIAS এর যোগসুত্র আছে।

বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান IBM এর এক গবেষণায় দেখা গেছে যে আমাদের কম্পিটার প্রতি ২৫৬ মেগাবাইট RAM এ একটি মহাজাগতিক বিকিরন সংক্রান্ত সমস্যায় পরে প্রতি মাসে । এই জন্যে বিখ্যাত চিপ প্রস্তুতকারি কোম্পানি INTEL CORPORATION প্রস্তাবনা দিয়েছে যে প্রতি মাইক্রো প্রোসেসরের (FUTURE HIGH-DENSITY MICROPROCESSORS) সাথে একটি মহাজাগতিক বিকিরন DETERCTOR সংযুক্ত করার। যাতে যেকোনো COSMIC-RAY EVENT ঘটলে পূর্বের কমান্ডে ফিরে যেতে পারে।

২০০৮ সালে, একটি বিমান (Airbus A330) ভুমি থেকে শত শত উপরে মারাত্মক দুর্ঘটনায় পরে তাদের FLIGHT CONTROL SYSTEM এর মধ্যে DATA CORRUPTION কারনে। অনেকগুলা কারনের মাঝে একটি কারণ খুজে পাওয়া যায়- মহাজাগতিক বিকিরন।

মহাজাগতিক বিকিরন আমাদের বাসা-বাড়ির এবং অফিসের ইলেকট্রিক পণ্যকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে।

তুই আমাদের আগেরকালের টিভি (CRT TV) তো দেখেছিস, চ্যানেল চেনজ/টিউন করার সময়ে একরকম 'ঝি ঝি' করতে যাকে বলে "STATIC NOISE", এই STATIC এর ১% হচ্ছে COSMIC MICROWAVE BACKGROUND (যদিও এই CMB শরীরের তেমন ক্ষতি করে না), এটি খুবই হালকা হলেও আল্লাহর তৈরি করা দুর্গম!! রক্ষাবলয় ভেদ করে প্রতিনিয়ত পৃথিবীতে এসে পরে।

[সুত্র-

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

1-“A study on the various types of arrhythmias in relation to the polarity reversal of the solar magnetic field**”, PEER-REVIEWED,** Natural Hazards Journal

2-“Long-Term Study of Heart Rate Variability Responses to Changes in the Solar and Geomagnetic Environment”, **PEER-REVIEWED** , Nature

3-“Cosmic radiation induced software electrical resets in ICDs during air travel”, **PEER REVIEWED**, Heart Rhythm Medical Journal

4-“Cosmic radiation and cancer: is there a link?” **PEER REVIEWED**, Future Medicine

5-“ Cosmic radiation: Not science fiction, but clinical reality”, **PEER REVIEWED**, Heart Rhythm Medical Journal

6-“Cosmic Radiation and Commercial Air Travel”, **PEER REVIEWED**, Journal of Travel Medicine

7- “Impact of galactic cosmic rays on Earth’s atmosphere and human health”, **PEER REVIEWED**, Atmospheric Environment Journal]

DWARD P. NEY এবং ROBERT E. DICKINSON নামের দুই বিজ্ঞানি বলেন যে মহাজাগতিক বিকিরন হয়ত আমাদের প্রাচীন পৃথিবীর ইতিহাসের জলবায়ু পরিবর্তনের এবং MASS-EXTINCTION/মহা প্রলয় এর পিছনে মুল কারণ হতে পারে।

এইবার আসি আল্লাহর আকাশের **আরেক খুঁত বা ফাটলের** বিষয়ে,

OZONE DEPLETION/ওজন গ্যাস নিঃশেষকরন হচ্ছে আমাদের উপরে বায়ুমণ্ডলে ওজন স্তরের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে আসা। মেরু অঞ্চলের দিকে এই স্তর গুলা সবথেকে বেশী কমে আসে, বিশেষ করে ANTARCTICA। এই ওজন স্তর আমাদের জন্যে খুবই প্রয়োজনীয়, এই স্তর কমে গেলে আমাদের জন্যে ক্ষতিকারক ULTRAVIOLET (UV)/ অতিবেগুনী রশ্মি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকে পরবে। অতিবেগুনী রশ্মি শরীরে চর্ম ক্যানসার, চোখের ছানি, জিন এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

১৯৮৫ সালে সবথেকে বড় ধরনের ওজন গ্যাস নিঃশেষকরন নিয়ে গবেষণামুলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন BRITISH ANTARCTIC SURVEY (BAS) SCIENTISTS JOSEPH C. FARMAN, BRIAN G. GARDINER, এবং JONATHAN D. SHANKLIN, যাকে বলে ANTARCTIC OZONE HOLE, যেখানে দেখা যায়, ১৯৭০ সালের শেষের দিকে এন্টার্কটিকায় যে পরিমাণ ওজন স্তর হ্রাসপ্রাপ্ত হয় তা সারা দুনিয়ার গড় ওজন হ্রাস থেকে ৬০% এরও বেশী। একইভাবে ARCTIC এরিয়াতেও ছোটখাট HOLE তৈরি হয়েছিল। যদিও এটার অবস্থা এখন একটু উন্নতির দিকে, তবে মুল ব্যাপার হচ্ছে স্রষ্টার ধরিত্রী রক্ষনা বলয় এরা নিমিষেই ভেঙ্গে দিতে সক্ষম!

ওজন স্তর অবস্থান করে বায়ুমণ্ডলের STRATOSPHERE, এই স্তর UV-A (320- to 400-nm wavelength) এবং UV-B রশ্মি (280- to 320- nanometer wavelength) পুরোপুরি শুষে নিতে পারে না। এই রশ্মিগুলা আমাদের শরীরের জন্যে মারাত্মক ক্ষতিকর। তবে UVC (200-280 nm) পুরাটাই বায়ুমণ্ডল শুষে নিতে পারে। এইজন্যেই আমরা গরম কালে শরীরে **SUNS-CREAM** মেখে বের হই।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

[সুত্রঃ 1-“ On the depletion of Antarctic ozone”, **PEER REVIEWED**, Nature

2-“ Large losses of total ozone in Antarctica reveal seasonal ClOx/NOx interaction”, **PEER REVIEWED**, Nature

3-“ Solar wind hammers the (arctic) ozone layer” published in **Nature** News

4-“ An unexpected and persistent increase in global emissions of ozone-depleting CFC-11”, **PEER REVIEWED**, Nature]

এইবার আসি মহাজাগতিক রশ্মি ছাড়া আর কি কি বস্তু আল্লাহর তৈরি শক্তিশালি!! আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে আমাদের ক্ষতিসাধন করতে পারে।

ASTEROID/গ্রহানু হচ্ছে প্রধানত পাথর দ্বারা গঠিত বস্তু যা তার তারাকে কেন্দ্র করে আবর্তন করে। আমাদের সৌরজগতে গ্রহাণুগুলো ক্ষুদ্র গ্রহ (Minor planet অথবা Planetoid) নামক শ্রেণীর সবচেয়ে পরিচিত বস্তু। এরা ছোট আকারের গ্রহ যেমন বুধের চেয়েও ছোট।এদের আকৃতি কয়েক মিটার থেকে শুরু করে এত বড় হতে পারে যে এরা নিজেদের মধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গ্রহাণুদেরকে চাঁদ হিসেবে আটকে রাখতে পারে, যেভাবে আমাদের চাঁদ প্রদক্ষিণ করছে পৃথিবীকে। এরা মহাকাশে ছুটে বেড়াচ্ছে। তুই তো জানিস যে ধারনা করা হয় আমাদের ডাইনসোর প্রজাতি ধ্বংস হয়ে গেছিল এইরকম একটা গ্রহানু পরে। কত বিশাল ছিল সেই জীব সাম্রাজ্য, কত বিচিত্র জীব ছিল, সব ধ্বংস হয়ে গেল একটা গ্রহানুর আঘাতে। ঠিক যেমন উপরে হাদিসে আল্লাহ্‌ বলেছিল উনি মঙ্গলবার দিন আপদ বিপদ সৃষ্টি করেন। আল্লাহর তৈরি করা আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কত নিপুন এবং শক্তিশালি ভেবে দেখ!!

প্রায় ৬৬ মিলিয়ন বছর আগে এই রকমের একটি গ্রহানু মেক্সিকোর YUCATAN PENINSULA শহরে পড়েছিল, যেখানে পরেছিল সেখানে ৯৩ মাইল ব্যাস এবং ১২ মাইল গভীর গর্ত (CHICXULUB CRATER) তৈরি হয়েছিল। এর প্রভাবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ধোয়ায় কালো হয়ে যায়, সূর্য ঢেকে যায় এবং পরিণতিতে দুনিয়া থেকে হারিয়ে যায় বিশাল এক জীব সাম্রাজ্য। স্রষ্টা তাদের হত্যা করেন গ্রহানু দিয়ে।

[সুত্রঃ “Earth Impact Database" by University of New Brunswick]

১৯০৮ সালের ৩০ জুন মাসে আমাদের পৃথিবীতে একটা ছোট ধুমকেতু/গ্রহানু ছুটে এসে পরে, যার আকৃতি ছিল ৫০ থেকে ১৯০ মিটার, এটি সার্বিয়ার একটি স্বল্প জনবসতিপূর্ণ উপত্যকা এলাকায় পড়াতে তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। কপাল ভালো ছিল ব্যাপক প্রানহানি হয় নাই, মাত্র ৩ জনের মৃত্যু ধারনা করা হয়,তুই ভাবলে আশ্চর্য হবি যে, সেটার ক্ষতিসাধন ক্ষমতা ছিল হিরোসিমা এবং নাগাসাকিতে যে বোমা ফেলা হয় তার থেকে এক হাজার গুন বেশী (২০-৩০ Megatons of TNT)! বিজ্ঞানিরা ধারনা করেন এই রকম একটা গ্রহানু প্রায় ৫ মিলিয়ন মানুষ মেরে ফেলতে সক্ষম।এর প্রভাবে প্রায় ৮০ মিলিয়ন গাছ মারা যায় প্রায় ৮৩০ স্কয়ার মাইল জুড়ে। এই জিনিস ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় পড়লে কি হত ভেবে দেখ!!

[সুত্রঃ “Probable asteroidal origin of the Tunguska Cosmic Body", **Peer-Reviewed,** Astronomy & Astrophysics Journal]

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

এইরকম ঘটনা কিন্তু আরো ঘটেছে, যেমন ১৯৩০ সালে ব্রাজিলের CURUÇÁ নদীতেও ঘটে। আরেকটি METEOR CRATER/উল্কা গর্তের সন্ধান পাওয়া যায় আমিরিকার এরিজোনা মরুভূমিতে, এই গর্তের নাম BARRINGER CRATER/ METEOR CRATER/ COON BUTTE/ COON MOUNTAIN।

[সুত্রঃ - Origin of meteor crater (Coon butte), Arizona, **Peer-Reviewed,** GeoScienceWorld]

এখানে মাত্র কিছু উদাহরন দিলাম, এইসব নিয়ে কথা বললে দিন পেরিয়ে যাবে!এইবার বুঝলি তো **আল্লাহ্ আমাদের আকাশ কে কত শক্তিশালি আর নিপুন করে বানিয়েছেন!!**

এবার আসি তোর বেল্ট নিয়ে। এই VAN ALLEN BELTS আমাদের পৃথিবীকে বাঁচালেও আমাদের মহাকাশচারীদের কে ছাড় দেয় না, যেকোনো মহাকাশ যানকে তার ক্ষতি হজম করেই যেতে হবে। NASA র ৯ টি APOLLO MISSION এর মহাকাশচারীদের AVERAGE RADIATION DOSE ছিল ০.৩৮ RAD. সবথেকে বেশী ছিল ১.১৪ RAD, APOLLO 14 মিশনে- এটি তোর মাথায় প্রায় দুটি সিটি স্ক্যান করার মত রেডিয়েশন ডোজ ধরে নিতে পারিস এবং ডোজের মাত্রা অনেক কমিয়ে আনা হয়েছে বিশেষ স্পেসস্যুট পরিধান করে এবং বিশেষভাবে স্পেসযানে প্রতিরোধক ব্যবস্থা নেয়ার পরে। তবে এটি অবশ্যই আমাদের পৃথিবীকে অনেক ক্ষতিকর বিকিরন এবং রশ্মি থেকে রক্ষা করে বটে (তবে ১০০% না)।

[সূত্র,1-“Space Radiation and Cataracts in Astronauts”, **PEER REVIEWED**, BioOne Complete

2-“Cancer risk from exposure to galactic cosmic rays: implications for space exploration by human beings”, **PEER REVIEWED,** The Lancet

3-“ Risk of defeats in the central nervous system during deep space missions”, **PEER REVIEWED,** Neuroscience & Biobehavioral Reviews]

এই VAN ALLEN BELTS কিন্তু তৈরিই হয়েছে পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্র (Earth Magnetic Field) এর কারনে এবং এটা একেবারে ১০০% সুরক্ষা দেয় না, যা আগেই প্রমান করেছি উপরে। কিন্তু মুল ব্যাপার হচ্ছে যে কারনে এই বেল্ট তৈরি হয়,সেই গুরুত্বপূর্ণ EARTH MAGNETIC FIELD দিনে দিনে দুর্বল হচ্ছে (২০০ বছরে প্রায় ৯% অবনতি হয়েছে)। শুধু তাই না, পৃথিবীর এই চৌম্বকীয় ক্ষেত্র গত ৮০ মিলিওন বছরে প্রায় ১০০ এর বেশি সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে (MAGNETIC FIELD REVERSAL) এবং এটা কখন কি হবে কেউ আগে বলতে পারে না (RANDOM)। আবার দুর্বল হলেই যে POLARITY REVERSE/ EXCURSION হবে তাও না, তবে এটা PRECURSOR হতেও পারে। এটা গড়ে প্রতি ১০ লাখ বছরে ২-৩ বার পরিবর্তন হতে পারে, সর্বশেষ হয়েছিল প্রায় ৭.৮ লাখ বছর আগে (Brunhes–Matuyama reversal)। এই চৌম্বকীয় ক্ষেত্র পরিবর্তন/REVERSAL/ EXCURSION সময় কি কি ক্ষতি করতে পারে তা নিয়ে কিছু হাইপোথিসিস আছে,কিন্তু কোন কিছু নিশ্চিত নয়। কিন্তু এটা অনুধাবন করা যায় যে এইরকম REVERSAL/EXCURSION এর TRANSITIONAL PERIOD/রূপান্তরকালীন সময়ে এটা পৃথিবীর VAN ALLEN BELT বেশ দুর্বল করবে এবং তার প্রভাব পড়বে পৃথিবীর প্রাণীতে (এমনকি বড় রকমের বিলুপ্তি/MASS EXTINCTION হতেও পারে বলে হাইপোথিসিস আছে)। অহহ জানিয়ে রাখি, প্রথমত এই বেল্ট কিন্তু পৃথিবী তৈরির প্রথম থেকেই ছিল না এবং এই বেল্ট কিন্তু পৃথিবী ছাড়াও অনেক গ্রহে আছে যেখানে এখনও প্রানের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি এবং সেখানে এই বেল্ট আরও বেশি শক্তিশালী, এর মানে কি দাড়াল তাহলে! হা হা হা…

কতই না INTELLIGENT DESIGN! এইসব, বল আলহামদুলিল্লাহ!!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

[সুত্রঃ 1.“Earth's Inconstant Magnetic Field”, **NASA**

2.“NASA Researchers Track Slowly Splitting 'Dent' in Earth’s Magnetic Field”, **NASA**

3.“Magnetic reversals and mass extinctions” **PEER REVIEWED**, Nature Journal

4.“The distinction between Geomagnetic Excursions and Reversals”, **PEER REVIEWED**, Geophysical Journal International.

5.“The magnetic reversal record is not periodic”, **PEER REVIEWED,** Nature

6.“Relationship between biological extinctions and geomagnetic reversals”, **PEER REVIEWED**, Geology Journal.

7.“Cosmic ray effects and faunal extinctions at geomagnetic field reversals”, **PEER REVIEWED**, Earth and Planetary Science Letters.

8.“Magnetic Polarity Transitions and Biospheric Effects”, **PEER REVIEWED**, Space Science Reviews]

এখন তোরা যদি বলিস আকাশ/সাত আসমান বলতে আল্লাহ্ তো পুরা মহাবিশ্ব বুঝায়ছে, তাহলে তো আরেক সমস্যায় পড়বি। তুই কি জানিস যে তোর আল্লাহর তৈরি করা এত সুন্দর দেখতে মহাবিশ্বের ৯৯% জায়গাই কোন জীবের বসবাসের জন্যে উপযুক্ত নয়? তুই কি জানিস যে আমাদের পৃথিবীরই ৯৯% জায়গা কোন প্রানের জন্যে বসবাসের উপযুক্ত নয়? কি আজিব!! আল্লাহ্ কুরআনে বলল যে পৃথিবী নাকি শুধুই আমাদের জন্যেই বানায়ছেন, অথচ আমাদের জন্যে বানান পৃথিবীতে উনি ৯৯% জায়গাই দিয়েছেন আমাদের হত্যা করার জন্যে!! পৃথিবীর উপরিভাগের (EARTH SURFACE) অল্প কিছু জায়গা মনুষ্য বসবাসের উপযোগী (প্রায় ৭০% পানি, ২০% মরুভুমি, এছাড়া আছে বিস্তীর্ণ বন এবং পাহাড়)। শুধু তাই না যে অল্পটুকু জায়গা আমরা বসবাস করি তার মাঝেই ভুরিভুরি বিপদ দিয়ে রেখেছেন আমাদের হত্যা করার জন্যে (ভুমিকম্প, আগ্নেয়গিরি, বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছাস, বজ্রপাত, মহামারী ইত্যাদি)। আমাদের স্থলভাগের থেকে জল ভাগের পরিমান অনেক বেশী, এবং যা পানি আছে তারও বেশির ভাগ পানের অযোগ্য! আল্লাহ্ একটা মাত্র আলো ও শক্তির প্রধান উৎস দিল -সূর্য,সেই সূর্যও আমাদের ক্ষতি করে (SOLAR WIND,UV etc).

TARDIGRADE/WATER BEAR নামক এক ক্ষুদ্র-প্রানি আছে, সেতো আশরাফুল মাখলুকাত থেকে বেশী শক্তিশালি এবং বসবাসের জন্যে সুবিধাপ্রাপ্ত। এ ছোট্ট প্রাণীটি -৩২৮ ডিগ্রী ফারেনহাইট (-২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) এবং উচ্চ তাপ ৩০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট (১৪৮.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস) তাপমাত্রায়ও বেঁচে থাকতে পারে। এই ব্যাটা মহাকাশেও বেঁচে থাকে। যেকোনো প্রানি থেকে ১০০০ গুন বেশী তেজস্ক্রিয় বিকিরনে তার কিছুই হয় না। আমাদের বায়ুমন্ডলের তুলনায় ৬০০০ গুণ বেশি চাপে থাকতে পারে। অথচ খুবই ক্ষুদ্র, মাইক্রসকোপে দেখতে হয়। সে অনেকটা মরা (HYBERNATION) থেকেও বেঁচে উঠে!! সে যখন HYBERNATION যায়, তখন তার শরীরে প্রানের কোন লক্ষন পাওয়া যায় না। তাহলে সেতো দেখি আশরাফুল মাখলুকাতের বাপ!! আসল সর্বশক্তিমান তো TARDIGRADE.. হা হা …

এইত বললাম আমাদের শুধু পৃথিবীর কথা,আমাদের মহাবিশ্বের ভিতরকার ক্ষতিকর বস্তুগুলার লিস্ট দেয়া শুরু করব কি? যেমন, ব্ল্যাকহোল,উল্কা,ধুমকেতু,সুপার নোভা,STARQUAKES ইত্যাদি…

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

-নারে ভাই, মাফ চাই, যথেষ্ট হয়েছে, আমার মাথা ঘুরাচ্ছে আজ, আরেকদিন ...

-ঠিক আছে, আজকে স্বল্প তথ্য দিয়ে ছেড়ে দিলাম,ভবিষ্যতে আগে দু-রাকাত নফল নামাজ পড়ে বিতর্কে আসবি।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

শিশু আয়েশা ও তার ৫১ বছর জামাই

-দেখ তোদের সমস্যাই হচ্ছে তোরা রাসুল কে দেখতে পারিস না, উনি ভালো কাজ করলেও তোদের ভালো লাগে না। উনি কোন খারাপ কাজ করতেই পারেন না, কারণ উনি আল্লাহর খাস বান্দা। উনার ছয় বছরের পিচ্চি বউ আয়েশার সাথে উনি বিয়ে করেছিল বিশেষ কিছু কারনেঃ
১- রাসুলের প্রথম বউ ছিল বয়স্ক, উনি চায়লে তো প্রথমেই কচি একজন কে বিয়ে করতে পারতেন
২-আমাদের হুমায়ুন আহমেদও অল্প বয়স্ক মেয়েকে বিয়ে করেছিল, জাতির পিতা শেখ মুজিব করেছিল, রবিন্দ্রনাথ করেছিল, ইংল্যান্ডের রাজা করেছিল, তাই রাসুলও করে ফেলেছিল...সিম্পল!

৩-আয়েশা শিশু হলেও অনেক জ্ঞানী ছিল, বিচক্ষন ছিল, বুদ্ধিমতি ছিল ইত্যাদি। তুই কি জানিস না যে বিজ্ঞানিরা প্রমান করেছে মেয়েরা ছেলেদের থেকে ১০ গুন তাড়াতাড়ি মেচিউর হয়।

৪-আয়েশার আরেক জায়গায় জুবায়ের নামের একজনের সাথে বিয়ে ঠিক ছিল

৫-শিশু 'মা আয়েশা' নিজে রাজি ছিল, আর অই সময় সবাই পিচ্চিদেরও বিয়ে করত, তাই রাসুলও পিচ্চি দেখেই বিয়ে করে ফেলেছিল।

৬-আর এই শিশু 'মা আয়েশা'কে রাসুল তো বিয়ে এমনি এমনি করে নাই,আল্লাহই অনেক আগে থেকে এই বাল্য বিবাহ পূর্বপরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। এর পিছনে আসল হোতা আল্লাহ্।

এখানে খারাপ তো কিছু দেখি না আমি, তোরা শালার সব আমার পেয়ারা রাসুল আর শিশু মা আয়েশা কে দেখতে পারিস না! এটাই তোদের আসল সমস্যা। কত সুন্দর জুটি তাদের,মাশাল্লাহ- ৫১:৬

-হা হা, আসলেই কি সুন্দর জুটি রে!! আমার মনে হয় না এইরকম জুটি ইসলামের ইতিহাসে আর কোন রাসুলের ছিল এবং বর্তমানে বা ভবিষ্যতে দেখতে পাব আর কাউকে!!

শোন ধর যে, তোর দাদার দাদারা পূর্বে ঘরে কাজের মেয়ের সাথে সেক্স করত, তখন কাজের মেয়ে বিক্রি জন্যে সপ্তাহে হাট/বাজার বসত, সবাই নিজ নিজ পছন্দমত কাজের মেয়ে কিনে নিয়ে যেত বাসায়, এবং অনেক অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েও ছিল, এই কাজের মেয়ে দিয়ে তারা ঘরের কাজ থেকে শুরু করে সব করত, সেক্স তো ছিল মামুলি ব্যাপার এবং এইসব তোদের দাদিরা মেনে নিত এবং তারা...

-আরে ধুর, কিসব উদাহরন দিচ্ছিস!! আরো ভালো কিছু পেলি না, কত জঘন্য ব্যাপার এটা, মেয়ে মানুষ কি শুধু ভোগের বস্তু নাকি? আর মানুষ আবার কেনা যায় কি করে? ফালতু যতসব!!

-আরে খেপিস কেন, আমি তো একটা উদাহরন দিচ্ছি মাত্র। কিন্তু দোস্ত সবাই তখন তাই করত, এতে খারাপ কি আছে। তখন সমাজে এটাই প্রথা ছিল।

-থাকুক সমাজে প্রথা, সমাজে পূর্বে অনেক জঘন্য প্রথাই ছিল, বর্তমান সমাজ সেগুলাকে লাথি দিয়ে বিদায় করে দিছে।খারাপ তো খারাপই,সেটা অবস্থা আর সময়ের উপর নির্ভর করে নাকি, বিশেষ করে এই সুনির্দিষ্ট ব্যাপারে।আমার দাদারা এইসব করত না,তোর দাদারা করলে করতে পারে!!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

-আরে খেপিস না, শোন,তাহলে তুই কিভাবে বলিস যে, রাসুলের সময়ে পিচ্চি অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের কে বিয়ে করা রেওয়াজ ছিল, তাই রাসুলও বিয়ে করে ফেলেছিল!!

-নাহ,রাসুলের ব্যাপার তো ভিন্ন,উনি তো আল্লাহ্‌র রাসুল,উনি সবকিছু পারেন

-ভন্ডামি একদম পরিষ্কার তাহলে!! শোন তুই কি মুজিব বা রবিন্দ্রনাথের জীবন হুবুহু অনুসরন করিস?

-নাহ তাহ হবে কেন, পছন্দ করা আর অনুসরন করা তো এক না

-ঠিক তাই,রাসুল হচ্ছে আজীবন, চিরন্তন মানুষের জন্যে অনুকরনীয়, উনি কিভাবে এই কাজ করেন? এমনকি ইসলামের অন্য কোন রাসুল কি এমন করেছিলেন? রাসুলের সাথে হুমায়ুন আহমেদ বা ইংল্যান্ডের রাজার তুলনা করা বোকামি, কারণ তারা কেউ "চিরন্তন অনুকরনীয়" নয়। তাহলে দেখ ব্যাপারটা কেমন দাড়াল, চিরন্তন অনুকরণীয় ব্যাক্তির বিয়ের ব্যাপারটাই ১৪৫০ বছর পর অনুকরণ করার যাচ্ছে না, তার নিজের অনুসারীরাই অনুকরন করতে লজ্জা পায়!! এর মানে কি দাড়াল? তাহলে উনি বা উনার কাজ চিরন্তন অনুকরণীয় কি করে হয়?

আচ্ছা তোরা মুমিনরা রাসুলের সুন্নাত বলতে কি বুঝিস?

-রাসুল যা যা করেছে সব করতে হবে,এই যেমন আমার বাবা টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত মাজেন না, উনি নিম গাছের ডাল দিয়ে দাঁত মাজেন, উনার অবশ্য দাঁতের অনেক রোগ আছে বটে।

-তাহলে রাসুলের বিয়ের ব্যাপার আসলে তোরা কেন লাফিয়ে পিছে চলে যাস? এখন কেন ৬ বছরের কাউকে বিয়ে করতে চাস না? রাসুল বা আল্লাহ্‌ কি এটা মানসুখ করে গেছিল?

-নাহ, মানসুখ করেন নাই বটে, তবে ...অ্যাঁ... মানে ...

-তুই কি IFTA নাম শুনেছিস?

-নাহ তো, কি এটা?

-সারা সুন্নি মুসলিম বিশ্বে ইসলামি শারিয়া ও দ্বীনের ব্যাপারে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ সৌদি সরকারের ইসলামি গবেষণা ও ইফতা বিভাগ (The General Presidency of Scholarly Research and IFTA), যার চেয়ারম্যান ছিলেন ইসলামি ফাতওয়ার সর্বোচ্চ মুফতি শাইখ আব্দুল আজিজ ইবনে বায, যার ডিক্রী বা রুলিংকে চ্যালেঞ্জে করার মত সাহস সুন্নি বিশ্বে কম আছে! এই গবেষণা ও ইফতা বিভাগ কোরান ও হাদিস বিষয়ে **সর্বোচ্চ জ্ঞানী মুফতিদের** সমন্বয়ে গঠিত।

বিবি আয়েশার বিবাহ নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে সৌদি গবেষণা ও ইফতা বিভাগ কি বলে জানিস?

-নাহ, কি বলে?

IFTA প্রশ্নঃ এটা কি সত্য যে অপ্রাপ্ত বয়সের বিবি আয়েশার সাথে নবির বিবাহ শুধু নবির জন্য প্রযোজ্য? নাকি এটি সকল মুসলিম উম্মার জন্যও সমান ভাবে প্রযোজ্য? অপ্রাপ্ত বয়সের মেয়েদের সাথে যৌনসঙ্গম করা যাবে কি ? তারা কি ৩ মাস ইদ্দত কাল পালন করবে ?

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

উত্তরঃ ফাতওয়া নং ১৮৭৩৪। “বিবি আয়েশা নবির (উনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক) সাথে বাগদত্তা হয়েছিলেন ছয় বছর বয়সে। নবি এই বিবাহ পূর্ণ করেন (যৌনসঙ্গম দ্বারা) মদিনায় যখন বিবি আয়েশার বয়স ছিল নয় বছর। এই বিধান শুধুমাত্র নবির জন্য নয়। অপ্রাপ্ত বয়সের মেয়ে বিবাহ করা ও যৌনসঙ্গম করা সবার জন্য বৈধ,এমনকি মেয়ে সাবালিকা না হলেও, যদি সে যৌনসঙ্গম করতে সক্ষম হয়। অপ্রাপ্ত বয়সের মেয়ের ইদ্দত কালও ৩ মাস হবে”।

বর্তমানের ইসলামিস্টরা দাবী করেন,নবী বিবি আয়েশার নয় বছর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন, যতদিন না উনার হায়েয হয় (সঙ্গমকালে বিবি আয়েশার হায়েয হয়েছিল এমন কোন দালিল হাদিসে বা সিরায় পাওয়া যায় না)। অর্থাৎ মাসিক হওয়ার বা সাবালিকা হওয়ার পূর্বে ইসলাম যৌনসঙ্গম সমর্থন করে না। কিন্তু উপরের ফাতওয়াতে এটি স্পষ্ট যে, ইসলামে যৌনসঙ্গম করার জন্য সাবালিকা হওয়া বা মাসিক হওয়া কোন পূর্ব শর্ত নয়।

খেয়াল করে দেখ ফতোয়াতে বলা হয়েছে “যৌনসঙ্গমে সমর্থ” হলেই সেক্স করা যাবে, এখানে স্ত্রীর অনুমতির কোন বালাই নাই। কিন্তু এখন সভ্য সমাজে জামাই যদি স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া সেক্স করে সেটাও ধর্ষণ বলে পরিগণিত হয়।

সৌদি আরব থেকে প্রকাশিত সরকারী ওয়েবসাইটে (alifta.gov.sa)এই ফতোয়া পরিষ্কারভাবে দেয়া হয়েছে যে, বাল্যবিবাহ সম্পূর্ণ হালাল, সহবাসও হালাল এবং তা শুধু নবীর জন্যেই নয়, সকলের জন্যেই হালাল। এই ফতোয়াটি সৌদি সর্বোচ্চ স্কলার এবং গ্র্যান্ড মুফতি আবদুল আজিজ ইবনে বাজ দ্বারাও সত্যায়িত।

তুই যদি কিছু মনে না করিস, আরো একটা ব্যাপার বলতে পারি।

-হুম অবশ্যই,বলে ফেল, সব তো জানা দরকার। বন্ধুদের মাঝে আবার মাইণ্ড কিরে!

-সৌদির একজন গ্র্যান্ড মুফতি আল শামারির ফাতওয়া দিয়েছিলেন, যে নবী আয়েশার ছয় থেকে নয় বছর পর্যন্ত তার সাথে মুফাক্ষাতা (উরুমৈথুন্য/THIGHING/উরুতে লিঙ্গ ঘর্ষণ করে বীর্যপাত) করতেন। অতি সংক্ষেপে, ফাতওয়ায় বলা হয়েছে যে, ছয় বছর বয়সে বিবি আয়েশা যৌনসঙ্গম করতে সক্ষম ছিলেন না বিধায় নবি মহাম্মাদ তাঁর লিঙ্গ মোবারক বিবি আয়েশার দুই উরুর মধ্য দিয়ে মৃদু ভাবে ঘর্ষণ করে নিজের কামনা পুরন করতেন। উনি নবি বিধায় উনার নিজের উপরে নিয়ন্ত্রন ছিল তাই মুফাক্ষাতা (উরুমৈথুন্য) সাধারণ মুসলমানের জন্য বৈধ নয়।

ইরানের আয়াতুল্লা রুহুল্লা খোমেনিও ব্যাপারটা অনুমোদন দেন (The Little Green Book ,Tahrir al-Wasilah, fourth edition, Qom, Iran, 1990)

[সুত্র-Permanent Committee for Scholarly Research and IFTA, Fatwa Number 31409, reference number 1809 issued on 7/5/1421 OR 8/8/2000, কিন্তু বিতর্কের কারনে তারা ফতোয়াটি অনলাইন থেকে তুলে নেয়। ফতোয়াটি নিচে সংযুক্ত করা হলো।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

এছাড়া ISLAMWEB.NET এই নিয়ে আরো ফতোয়া পাওয়া যায়, ফতোয়া নাম্বার-৯২০৫১ এবং ৩৯০৭, অসম্ভব কিছু না দুই দিন পরে যদি এগুলোও অনলাইন থেকে সরিয়ে নেয়া হয় তো!]

Appendix Z: Muhammad practiced sex with six years old Aisha by pressing his organ between her thighs and it is widely spread until now between Arabic youth. (Saudi Arabia Scholars Attest and do not deny that).

فتوى رقم<31409> تاريخ 7\5\1421ه

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :

قد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على ما ورد الى سماحة المفتي العام من المستفتي ابو عبدالله محمد الشمري والمحال الى اللجنة من الامانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 1809 وتاريخ 3\5\1421ه وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه :

انتشرت في الاونة الاخيرة وبشكل كبير وخاصة في الاعراس عادة مفاخذة الاولاد الصغار ,مع العلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد فاخذ سيدتنا عائشة رضي الله عنها

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء اجابت بمايلي:ليس من هدي المسلمون على مر القرون ان يلجأن الى استعمل هذه الوسائل الغير شرعية والتي وفدت الى بلادنا من الافلام الخلاعية التي يرسلها الكفار واعداء الاسلام ,اما من جهة مفاخذة رسول الله صلى الله عليه وسلم لخطيبته عائشة فقد كانت في سن السادسة من عمرها ولا يستطيع ان يجامعها لصغر سنها لذلك كان صلى الله عليه وسلم يضع اربه بين فخذيها ويدلكه دلكا خفيفا ,كما ان رسول الله يملك اربه على عكس المؤمنين

بناء على ذلك فلا يجوز التعامل بالمفاخذة لا في الاعراس ولا في المنازل ولا في المدارس ,لخطرها الفاحش ولعن الله الكفار ,الذين اتوا بهذه العادات الى بلادنا ,

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء

عضو:بكر بن عبد الله ابو زيد

عضو:صالح بن فوزان الفوزان

الرئيس:عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

এবং তোর রাসুল যে অন্তত মাসিকের সময়ও আয়েশাকে ছাড়তেন না, সেই ব্যাপারে একটা সহিহ হাদিস আছে, আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ "এবং তিনি আমাকে নির্দেশ দিলে আমি **ইযার** পরে নিতাম, আমার হায়েয অবস্থায় তিনি আমার সাথে **মিশামিশি করতেন**।"

ENGLISH -"During the menses, he used to order me to put on an Izar (dress worn below the waist) and used to **FONDLE me**".(সহীহ বুখারী,তাওহীদ প্রকাঃ, হাদিস নম্বরঃ ৩০০,মানঃ সহিহ)

-হায়েজ অবস্থায় মিশামিশি করতেন! হায়েজ অবস্থায় এটা আবার কেমন মিশামিশি?

-তুই ইংলিশ ভার্সনে দেখ, বলা আছে **FONDLE** করতেন, এর মানে ডিকশনারি দেখে নিস। এছাড়া তাকে ইজহার নামের বিশেষ এক পোশাক পড়াতেন যা কিনা তার **কোমড়ের নিচে ছিল**...আর কিছু কি ভেঙ্গে বুঝাতে হবে এখন?

তুই নিজে কি একজন শিশু বউয়ের সাথে পিরিওড অবস্থায়ও কোনরকমের! মিশামিশি করতে যাবি?

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

তুই কি জানিস তোর রাসুল কিন্তু নিজেই বিবাহিত নারীকে বিয়ে না করে তোদেরকে কচি কচি মেয়ে বিয়ে করতে নির্দেশ/সুপারিশ করেছেন, যাতে তোরা পিচ্চি বউদের সাথে বেশী বেশী ‘‘খেলা করতে’’ পারিস…

-কি বলিস ব্যাটা আবোল তাবোল, স্ত্রীর সাথে আবার খেলা কি? বউদের সাথে আবার কী খেলার জন্যে মানুষ বিয়ে করে,আর খেলা তো যেকন বয়সের নারীর সাথেই করা যায়, হা হা

-সেটাই আমারও কথা, রাসুল তো বলেছে ‘‘খেলা করতে’’, তোরা তো বিপদে পড়ে এখন বলিস রাসুল হয়ত ‘‘কুতকুত’’ খেলতে বলেছে বউদের সাথে,হা হা হা..মুল হাদিসে কি বলে শোন,

জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত:আল্লাহর রসুল (সা) আমাকে বললেন, ‘তুমি কি বিয়ে করেছো?’ আমি বললাম, হ্যাঁ।’ তিনি বললেন, ‘**সে কী কুমারী না পুর্ব-বিবাহিতা** (বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা)?’ আমি বললাম, ‘পূর্ব-বিবাহিতা।’ তখন তিনি বললেন, ‘**কুমারীর সাথে মজা করার স্বাদ থেকে বঞ্চিত রইলে কেন?’** শু’বা বলেন—এই ঘটনার কথা আমি আমর বিন দিনারের কাছে উল্লেখ করলে আমর বলেছিলেন, আমিও জাবেরের মুখে বর্ণনাটি শুনেছি। (আল্লাহর রসুল) তাকে বলেছেন—**তুমি একজন বালিকা বিয়ে করলে না কেন? তা’হলে তুমিও তার সাথে খেলতে পারতে, সেও তোমার সাথে খেলতে পারত**। (সহীহ্ বুখারী,তাওহীদ প্রকাঃ, নাঃ ৫২৪৭)

একইভাবে উনি আবার বন্ধ্যা (বাচ্চা হয় না)নারীদের কে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন। আমাকে বল নারী কি শুধু বাচ্চা পয়দা করা মেশিন? এইসব শিক্ষিত নারী জাতি শুনলে কি ভাববে?

মা‘কিল ইবনু ইয়াসার (রাযি.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে বললো, আমি **এক সুন্দরী ও মর্যাদা সম্পন্ন** নারীর সন্ধান পেয়েছি। কিন্তু সে বন্ধ্যা। আমি কি তাকে বিয়ে করবো? **তিনি বললেনঃ না।** অতঃপর লোকটি দ্বিতীয়বার এসেও তাঁকে জিজ্ঞেস করলে ***তিনি তাকে নিষেধ করলেন।*** লোকটি তৃতীয়বার তাঁর নিকট এলে তিনি তাকে বললেনঃ এমন নারীকে বিয়ে করে যে, প্রেমময়ী এবং **অধিক সন্তান প্রসবকারী**। কেননা আমি অন্যান্য উম্মাতের কাছে তোমাদের সংখ্যাঘিধক্যের কারণে গর্ব করবো। (আবু দাউদ, নাঃ ২০৫০,তাহকিককৃত,হাদিসের মানঃ হাসান, হাসান হাদিস আমলযোগ্য)

-হুম, বুঝলাম, আসলেই তো ব্যাপারগুলো অনেক বিব্রতকর…এইসব হাদিস তো জীবনে শুনান হয়নি আমাদের (ওয়াজে বা খুৎবায়)। হুজুররা কি ইচ্ছে করেই এইসব এড়িয়ে যায় তার মানে!

-শোন, ধর যে তুই তোর বউকে প্রান দিয়ে ভালোবাসিস, তোদের প্রায় ২৫ বছরের সংসার। হঠাৎ তোর বউ মারা গেল, তোর কি অবস্থা হবে?

-অনেক কষ্ট পাব, অনেক বছর সেই শোক থেকে বের হতে পারবই না।বলতে গেলে প্রথম সংসারের কথা ভুলে যাওয়া খুবই কষ্টকর।

-এইবার কি বলি মনোযোগ দিয়ে শোন, তুই কি এই শোকের মাঝেই, ঠিক তোর বউ মারা যাবার কিছু মাস পরেই একেবারে দু-দুটো বিয়ে করবি? যার মাঝে একটা আবার পিচ্চি মেয়ে, যখন তোর ঘরে আবার তার থেকেও বড় একটা মেয়ে আছে।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

-অসম্ভব,ব্যাপার, ২৫ বছর সংসার করে যে বউকে ভালোবাসি, দ্বিতীয়ত বিয়ে করার চিন্তা আসতেও বছরখানেক বা আরও বেশী লাগতে পারে। মারা যাবার কিছু মাস পরে তো কোনদিনই না, এটা তো ভন্ডামি বলতে গেলে, তার মানে প্রথম বউকে বিয়ে করেছিলাম বিশেষ কোন কারনে, তাই তার মারা যাবার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম, যেই বউ মারা গেল, আর তেমনি লাফিয়ে একের পর এক বিয়ে শুরু করে দিলাম, তাই না? কোন সুস্থ মস্তিস্কের মানুষ ২৫ বছরের সংসার করা স্ত্রীর মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই বিয়ে শুরু করে নাকি!

-ভেরী গুড, বাহ কে বলে মুমিনের জ্ঞান নাই! শোন তুই কি জানিস, তোর রাসুল খাদিজা মারা যাবার কিছু মাস পরেই সাওদা এবং আয়েশাকে বিয়ে করে?

-যাহ!! কি বলিস, এটা হতেই পারে না, এমন তো শুনি নাই,সত্যি কি তাই !

-হা হা,তোদের আলেম আর ইমামরা তো এইসব বিতর্কিত ব্যাপার নিয়ে ওয়াজ করেন না, আর তোরাও তো শুধু নামাজ ছাড়া আর ইসলামের কিছুই জানিস না। শোন কাফের/নিধার্মিকরা যে বলে, মোহাম্মদ খাদিজাকে সম্পত্তির লোভে বিয়ে করেছিল সেটা এমনি এমনি বলে না, মোহাম্মাদ বিয়ের আগে গরীব ছিল সেটা সবাই জানে। আর এই তো দেখ, তুই নিজেই বলে দিলি, যে লোক সত্যিই কাউকে ভালোবেসে ২৫ বছর সংসার করবে, সে কি করে সেই বউ মারা যাবার কিছু পরেই একের পর এক বিয়ে করা শুরু করে। তুই কি জানিস খাদিজা মারা যাবার পরবর্তী ১০ বছরেই তোর রাসুল ১১টি বিয়ে(মতান্তরে ১৩টি) করেছিল, মানে গড়ে প্রায় ১টি বিয়ে বছরে, এর মানে কি বুঝলি!! অথচ খাদিজার সাথে ২৫ বছরের সংসারে একটা বিয়ের সাহসও করেন নাই, কারণ সব সম্পত্তির মালিক ছিল খাদিজা। এখানে OCCAM'S RAZOR (অনেক ব্যাখা থেকে সবথেকে কম কঠিন ব্যাখ্যাটি মেনে নেয়া) এপ্লাই করে দেখ।

এছাড়া খাদিজা কে বিয়ে করার আগেই কিন্তু উম্মে হানির (চাচাত বোন) সাথে মোহাম্মদের প্রেম ছিল, আবু তালেব সেই বিয়েতে রাজি ছিলেন না, তাই খাদিজার বিয়ের প্রস্তাব আসার সাথে সাথে খাদিজার সাথে বিয়ে দিয়ে দেন। এমনকি বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও নবী মুহাম্মদ উম্মে হানিকে বিয়ের প্রস্তাব দেন আবারো (সহিহ মুসলিম, হাদিস একাঃ,নাঃ ৬৩৫৩, মানঃ সহিহ), যা কিনা উম্মে হানি প্রত্যাখ্যান করে, যদিও মোহাম্মদের বিবাহের প্রস্তাব আরও বেশ কয়েকজন নারী প্রত্যাখ্যান করেছিল বলে সহিহ রেফারেন্সও আছে।

[সুত্র-আবু বক্কর সিরাজুদ্দিন/Martin Lings-মোহাম্মদ এর জীবনী: "প্রারম্ভিক যুগের তথ্যের ভিত্তিতে তার জীবন" এবং "আসহাবে রাসুলের জীবনকথা", মহিলা সাহাবী, মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৮]

-এটা তো জানতাম না, আমিত ভেবেছিলাম উনি হয়ত শোক কাটাতে অনেক অনেক বিলম্বে বাকি বিয়ে করেছিলেন। উনি যে খাজিদার মৃত্যুর পরে "**বিয়ের সিরিয়াল**" শুরু করেছিলেন তা জানতাম না!

-মজার ব্যাপার কি জানিস, খাদিজার বয়স যে বিয়ের সময় আসলেও ৪০ ছিল সেটা নিয়েও আছে অনেক বিতর্ক। প্রাচীন ইসলামিক ইতিহাসবিদরাও সন্দেহ করেছিলেন। তার বয়স নিয়ে কিন্তু স্পষ্ট কোন হাদিস নাই, অনেকেই বলেন মোহাম্মদ কে বিয়ের সময় তার বয়স ছিল আসলে ২৭/২৮/২৯।

এখানে আরও একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখ, উনি নিজেই অল্প প্রয়োজনে/অপ্রয়োজনে একের পর এক বিয়ে করে গিয়েছেন,অথচ তার নিজের জামাতা আলী যখন অন্য বিয়ে করতে চেয়েছিল,উনি চরম বাঁধা দিয়েছিলেন(কারন নিজের মেয়ে কষ্ট পাবে বলে),কত বড় দ্বিচারিতা!!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

কুতায়বা(রহঃ)…মিসওয়ার ইবনু মাখরামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল(সা)কে মিম্বরে বসে বলতে শুনেছি যে, বনি হিশাম ইবনু মুগীরা, আলী ইবনু আবূ তালিবের কাছে তাদের মেয়ে শাদী দেবার জন্য আমার কাছে অনুমতি চেয়েছে; কিন্তু আমি **অনুমতি দেব না, আমি অনুমতি দেব না, আমি অনুমতি দেব না**, যতক্ষণ পর্যন্ত না আলী ইবনু আবূ তালিব আমার কন্যাকে তালাক দেয় এবং এর পরেই সে তাদের মেয়েকে শাদী করতে পারে। কেননা, **ফাতেমা হচ্ছে আমার কলিজার টুকরা এবং সে যা ঘৃণা করে, আমিও তা ঘৃণা করি** এবং তাকে যা কষ্ট দেয়, তা আমাকেও কষ্ট দেয়।(সহিহ বোখারি, প্রকাঃ ইসলামিক ফাঃ, নাম্বারঃ ৪৮৫০, মানঃ সহিহ)

-(দীর্ঘশ্বাস ফেলে) জানি না, তবে একটু ঘাপলা মনে হচ্ছে আসলেই…

-কিন্তু দোস্ত আয়েশা কিন্তু অনেক জ্ঞানী ছিল, সে অনেক হাদিস বর্ণনা করে গেছিল
-আচ্ছা, তোর ছোট বোন মাইশার বয়স কত এখন?
-এইত ৭ বছর হবে।

-তুই কি বলতে পারিস সে এখনই কতটা বুদ্ধিমতী বা সে ভবিষ্যতে একজন বিজ্ঞানি হবে নাকি কবি? মানে তুই কি এখন তার জ্ঞানের লেভেল বলতে পারবি।

-নাহ এটা তো একেবারে ১০০% সম্ভব না,তবে কিছু একটা হয়ত আন্দাজ করা যেতে পারে, আর সেটাও যে সঠিক হবে এমন না,অনেকে আছে ছোট বেলায় চালাক এবং বুদ্ধিমান থাকে পরে আবার থাকে না। ভবিষ্যতে কি হবে সেটা তো বলায় যাই না।

-তাহলে ৬ বছরের পিচ্চি আয়েশা ভবিষ্যতে অনেক হাদিস মুখস্থ রাখবে এবং অনেক জ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান হবে এইসব কি করে রাসুল বুঝল? আল্লাহ্ তো বলে নাই কোন আয়াতে/হাদিসে। আর উনার থেকেও বেশী হাদিস রচনা করেছেন অনেকেই।

আর মোহাম্মাদ তো তার শিশু বউকে সবথেকে বেশী ভালোবাসতেন,আয়েশার সান্নিধ্যে উনি সবথেকে বেশী সময় কাটিয়েছেন, তাই আয়েশাই সবথেকে বেশী জানবে, এটাই তো স্বাভাবিক। আচ্ছা রাসুল যদি ইসলামের প্রতিষ্ঠার কাজেই আয়েশাকে নিজের কাছে রাখতে চায়, তো উনি কি নিজের নাতনি বানিয়ে নিতে পারতেন না? বা জায়েদ এর মত করে দত্তক করে নিতে পারতেন না? শিশু মেয়েকে বিয়ে করেই সাথে রাখতে হবে কেন? **সর্বজ্ঞানী আল্লাহপাক ইসলামের খেদমতে একজন শিশুকে অন্য কোনভাবে তার রাসুলের সান্নিধ্যে রাখার উপায় পেলেন না?**

আর তোদের সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ কি এর থেকে ভালো বিকল্প কিছু পেলেন না? উনার আগেই শিশু মেয়েকে সপ্নে দেখাতে হবে কেন? উনার নিজের ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্যে উনাকে কি একটা বাচ্চা মেয়ের কাছেই ধর্না দিতে হবে? **উনি কি আসে পাশের অন্য কোন জ্ঞানী,প্রজ্ঞাবান প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ে খুজে পেলেন না? অথবা সর্বশক্তিমান কি আগে থেকেই অন্য ঘরে উনার প্রয়োজনমত একজন বিজ্ঞ,শিক্ষিত সাবালিকা গড়ে তুলতে পারলেন না?** উনি তাহলে কি সর্বজ্ঞানী আর সর্বশক্তিমান হলেন যে উনার শিশু মেয়ের কাছেই ধর্না দিতে হবে? সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ কি উনার দূরদৃষ্টি দিয়ে মুসলিমদের এই বিপদ আঁচ করতে পারেননি, যে এই নিয়ে ভবিষ্যতে মুসলিমদের সবথেকে বেশী দুর্ভোগ পোহাতে হবে?

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

আর তুই কোন PEER REVIEWED SCIENTIFIC JOURNAL তে এই তথ্য পেয়েছিস যে মেয়েরা ছেলেদের থেকে “ঠিক ১০ গুন” তাড়াতাড়ি প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যায় মানসিক এবং শারীরিকভাবে? কোন বিজ্ঞানি এই তথ্য দিয়েছেন? তুই তো সেই ছেলে যে পত্র-পত্রিকা আর ইউটিউব ভিডিও দেখে তথ্য দেস, এই প্রমান তো আগেই করেছি আমি। আর তোকে এটা প্রমান করতে হবে যে ৬ বছরেই একটা মেয়ে একটা ছেলের থেকে **১০ গুন মেচিউর** হয়ে যায় এবং সেই মেচিরিউটি বিয়ে করার জন্যে উপযুক্ত। তুই মনে হয় EMOTIONAL MATURITY সাথে PHYSICAL MATURITY প্যাঁচ লাগিয়ে ফেলেছিস রে!! বেশির ভাগ গবেষণা করা হয়েছে EMOTIONAL MATURITY এর উপরে,তোকে প্রমান করতে হবে ১০ গুন PHYSICAL MATURITY এর ব্যাপারে।

তোকে বরং আমি নির্ভরযোগ্য তথ্য দেই শোন, ২০১৩ তে PEER REVIEWED SCIENTIFIC JOURNAL-CEREBRAL CORTEX এর একটি পাবলিকেশনে, NEWCASTLE UNIVERSITY, UK এর DR MARCUS KAISER বলেন যে আমাদের মস্তিস্কের অকেজো নিউরোন সংযোগগুলাকে মস্তিক্স PRUNING করে বাদ দেয় এবং এই প্রোসেস মেয়েদের শুরু হয় ১০ থেকে ১২ বছর এর মধ্যে, অন্যদিকে ছেলেদের শুরু হয় ১৫-২০ বছর বয়সে। এবং পুরা ব্যাপারটা COGNITIVE & EMOTIONAL অংশে ঘটে। এটা শারীরিক মেচিউরিটি/PHYSICAL MATURITY নিয়ে কোন গবেষণা নয়। তুই হয়ত কারো কাছ থেকে শুধু “দশ” শুনে ভেবে নিয়েছিস - **“দশ গুন সব কিছুতেই”**। ভবিষ্যতে যা বলবি অথেনটিক রেফারেন্স দিবি। তোর অভ্যাস দেখি “ঝড়ে পড়া” জোকার নায়েকের মত হয়ে যাচ্ছে দিন দিন, রেফারেন্স ছাড়া বিজ্ঞানের কথা বলিস!!

[সুত্রঃ “Preferential Detachment During Human Brain Development: Age- and Sex-Specific Structural Connectivity in Diffusion Tensor Imaging (DTI) Data”, **PEER REVIEWED**, CEREBRAL CORTEX]

তুই কি জানিস যে স্বাভাবিক অবস্থায় মেয়েদের ৯ বছরের আগে PUBIC HAIR তৈরি হয় না, আবার শারীরিক সক্ষমতা!! আর পিরিয়ড হওয়া মানেই সে শারীরিকভাবে বাচ্চা ধারনে সক্ষম এমন নাও হতে পারে। যদিও আমরা জানি ১৩/১৪ বছর হলো মেয়েদের মাসিক রজস্রাব হওয়ার সাধারন সময়। ব্যাতিক্রম হিসাবে কোন কোন মেয়ের ৭/৮ বছরেও হতে পারে যা নিতান্ত অস্বাভাবিক (PRECOCIOUS PUBERTY)

এছাড়া বহু PEER REVIEWED পেপার আছে PUBERTY এবং ADOLESCENCE নিয়ে, একটু পড়ে দেখিস, কোন পেপার পাবি না যে স্বাভাবিক অবস্থায় ৬-৯ বছরে কোন মেয়ের বয়ঃসন্ধি/PUBERTY হয়। তোর রাসুল কিন্তু ৯ বছর (মতান্তরে ৮ বছর) বয়সেই সহবত শুরু করে দিয়েছিল..আর এই শিশুকে বিয়ের চিন্তা মাথায় এসে গিয়েছিল ৬ বছর বয়সেই!!

এছাড়া EMOTIONAL MATURITY এবং PHYSICAL MATURITY মাঝে তফাৎ আছে। আবার সেই EMOTIONAL MATURITY আসলেও তার **পরিপূর্ণতার** ব্যাপারও আছে। ম্যাচুরিটি আসা মানেই তা **পরিপূর্ণ নয়, এছাড়া বিয়ের জন্যে শারিরিক ও মানসিক পরিপূর্ণতা আলাদা বিষয়।**

-হুম,সেটা ঠিক বলেছিস…

-আচ্ছা ধর তোর বোন মাইশা পড়ালেখা শেষ করে ২৫ বছরে পা দিল, বিয়ের জন্যে দুটো পাত্র আসল, একজনের বয়স ৩০, আরেকজনের বয়স ৫৫, তবে ৫৫ বছর বয়স যিনি তিনি অনেক বিখ্যাত এবং ধনী। তুই কার সাথে বিয়ে দিবি?

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

-অবশ্যই ৩০ বছরের সাথে, কারণ বয়সের পার্থক্য কম, তাদের মধ্যে বোঝাপড়া ভালো হবে, এছাড়া মনের মিল বা শারীরিক একটা সামঞ্জস্যতাও আছে বটে। আমার বোন ৩৫ মানে সেই বুড়ো ব্যাটার তখন ৬৫,সেতো ৫৫ বছর বয়সেই আমার বোনের চাহিদা মেটাতে পারবে কিনা সন্দেহ!হা হা ...

-ঠিক তাই,বয়সের সামঞ্জস্যতা এখানে আসল ব্যাপার,তাহলে যেই মেয়ের বয়স ৬ বছর,তাকে তুই বেশির বেশী হয়ত ১০-১২ বছরের কারো সাথে বিয়ে দিতে পারিস (যদিও অপরাধ হবে), তাহলে সেই তুই কি করে রাসুলের মত ৫১ বছরের বয়স্ক একজন লোককে, একটা ৬ বছরের বাচ্চা মেয়ের সাথে বিয়ে দেয়ার যৌক্তিকতা খুজে পাস? ৬ বছরের বাচ্চাদের তো আমরা কোলে তুলে নেই। আয়েশা তখন পুতুল খেলত (সহিহ হাদিস অনুযায়ী)।

আর আয়েশার সাথে আগে যার (জুবায়ের) বিয়ের কথা ছিল,সেকি ৫১ বছরের বয়স্ক ছিল রে??

-হুম,তা ঠিক, বয়সের সামঞ্জস্যতার ব্যাপারটা খেয়াল করি নাই অবশ্য।

-আচ্ছা ধর, তোর বোন ক্লাস এইটে পড়ে,সে পাড়ার কোন ছেলের প্রেমে পড়েছে, তারা বাসা থেকে বের হয়ে গেল দুজনে বিয়ে করবে বলে। দুজনেই এই বিয়েতে রাজি, ছেলের বয়স ২২, এমনকি ছেলের বাবা-মাও রাজি, ছেলে ধনী বলে তোর বাবা-মাও গররাজী, এখন তুই কি করবি?

-তারে জোর করে ধরে এনে বাসায় আটকে রাখব,ফাজলামি নাকি,ক্লাস এইটে বিয়ে!

-কিন্তু তার তো এই বিয়ে তো মত আছে রে,সেতো রাজি,তাদের বাবা-মাও রাজি,সবাই রাজি।

-ফাজলামি কথা বার্তা, ক্লাস এইটের মেয়ের কি বিয়ে করার জন্যে মানসিক পরিপক্কতা এসেছে? সে যদিও কোনভাবে ধরেও নেই শারীরিকভাবে সক্ষম, কিন্তু অই বয়সে তার বিয়ে করার মত মানসিক পরিপক্কতা আসে নাই, সব থেকে আসল ব্যাপার সে AGE OF CONSENT এ উপনীত হয় নাই। সে বিয়েতে রাজি হলেও তার মতামতের মূল্য নাই, কারণ মতামত দেয়ার মত বয়সই তার হয় নাই-যাকে বলে AGE OF CONSENT। আমার বাবা-মা, তার বাবা-মা, এমনকি পুরা দেশ রাজি থাকলেও তাতে যায় আসে না, কারণ তার AGE OF CONSENT হয় নাই।

-একেবারে পারফেক্ট বলেছিস রে, এই না হল আসল মুক্তমনার মত কথা। শোন তাহলে ৬ বছরের বাচ্চার কি করে AGE OF CONSENT হয়? তখন কি করে এই যুক্তি দেস যে আয়েশার বাবা রাজি ছিল, মোহাম্মদ রাজি ছিল, আয়েশা রাজি ছিল,তাই বিয়ে সঠিক ছিল! আয়েশার তো AGE OF CONSENT ই ছিল না।

-হুম,তা অবশ্য একটা চিন্তার বিষয়..

-আচ্ছা ধর তুই তোর সব থেকে কাছের একজন প্রতিষ্ঠিত এবং সৎ বন্ধুকে অনেক ভালোবাসিস। তোদের আগে থেকেই অনেক ভালো সম্পর্ক। তোর একটা ছোট বোন আছে যার বয়স ২৫, আর তোর বন্ধুর বয়স ৩০। একদিন তোর সেই প্রতিষ্ঠিত বন্ধু হঠাৎ করে তোর বোনকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসল, তুই তখন কি করবি?

-আমিতো অনেক খুশি হয়ে যাব,খুশিতে তাকে জড়িয়ে ধরব,কারণ ভালো ছেলে পাওয়া কষ্টের ব্যাপার, যাকে অনেক আগে থেকেই চিনি এবং সৎ বলে জানি সে যদি বিয়ে করতে চায় আমার তো খুশিতে আটখানা হয়ে যাবার কথা।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

-তাহলে মোহাম্মাদ যখন আবু বকর কে প্রথম বিয়ের প্রস্তাব দিল,তখন আবু বকর কই খুশিতে মোহাম্মাদকে জড়িয়ে ধরে বলবে,'আমিতো এতদিন এই খবর শোনার অপেক্ষায় ছিলাম।', তা না করে আবু বকর বললেন- **"আমি তো তোমার ভাই,এটা কি করে সম্ভব**?" (সহিহ বুখারি, ভলিউম-৭, বই- ৬২, নং-১৮)

এটা শুনে কি তোর আসলেই মনে হয় যে আবু বকর এই বিয়েতে খুব খুশি ছিলেন? আর আবু বকর কি জানতেন না যে তার একই মায়ের পেটের ভাই মোহাম্মাদ নন,তাই এই বিয়ে অযৌক্তিক কিছু নয়,তাও উনি খুশি হয়ে বুকে জড়িয়ে না ধরে, উল্টা কিছুটা আপত্তিসুচক কথা কেন বললেন? আবু বকরের এই মন্তব্যে বিয়ের প্রস্তাবে বিব্রত হওয়ার আভাস একেবারে পরিষ্কার।

আবু বকর তো তার দশ বছর আগে থেকেই মোহাম্মাদের খাস দাসানুদাস হয়ে গিয়েছিল, তার কথায় ওঠে-বসে, এমনকি তার আজগুবি কথাবার্তাকেও (যেমন মিরাজের কেচ্ছা) সে বিনা প্রশ্নে বিশ্বাস করে। তার শিশু বাচ্চা মেয়ে বিয়ে করে তো নতুন করে কোন সম্পর্ক স্থাপনের কোন দরকার এখানে অত্যাবশ্যক দেখা যায় না। জোর করে যুক্তি গেলাতে চাচ্ছিস নাকি?

-অ্যাঁ...তাত জানতাম না, উনি এরকম কিছু বলেছিলেন নাকি !! নো কমেন্ট...

-তুই কি জানিস, তোর রাসুল নিজেও দাসী সেক্স করে গেছিল?

-নাহ, কি বলিস, সেরকম তো কখনও তো শুনি নাই

-উনার একজন দাসী ছিল, মারিয়া কিবতিয়া, যাকে মিশরের শাসকের কাছ থেকে উনি গিফট হিসেবে পেয়েছিলেন। মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে মোহাম্মদের এক ছেলেও হয়েছিল,নাম -ইব্রাহীম। এই ব্যাপারে কোন আলেমের দ্বিমত নাই। মারিয়া কিবতিয়ার সাথে উনার কোন বিয়ে হয় নাই, বিয়ে হওয়ার প্রশ্নও আসে না,কারণ তাকে তো সেক্স করার জন্যেই গিফত পেয়েছিলেন। এই জন্যেই তাকে উম্মুল মুমেনিন ধরা হয় না। এই ব্যাপারেও বিখ্যাত IFTA এর ফতোয়া আছে।

IFTA প্রশ্নঃ মারিয়া আল কিবতিয়া কি নবির স্ত্রী ছিলেন সেই হিসাবে উনি কি উম্মুল মুমেনিন (মুমিনদের মাতা)?

উত্তরঃ ফাতওয়া নং ৫৮৪৮। "মারিয়া আল কিবতিয়াকে নবী মিশরের শাসন কর্তা (আল মুয়াকিস) থেকে উপহার হিসাবে পেয়েছিলেন, উনাকে নবির পত্নী বা উম্মুল মুমেনিন (মুমিনদের মাতা) হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না। মারিয়া আল কিবতিয়া যুদ্ধ বন্দিনী ছিলেন যা নবির ডান হস্তের অধিগত ছিল (কাজেই **বিবাহ ছাড়াই** উনি নবির জন্য হালাল ছিলেন)। উনি ইব্রাহিম নামে নবির ঔরসজাত সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন, সেই কারনে উম্ম ওয়ালাদ (সন্তানের মাতা) উপাধি পেয়েছিলেন।"

এই মারিয়া কিবতিয়া যে নবীর বউ ছিলেন না,তা আরেকভাবে প্রমান করা যায়। দাসী মারিয়াকে কেন্দ্র করে নবীর অন্য বিবিদের সাথে যে রাগ গোস্বা চলছিল যার পরিপ্রেক্ষিতে সুরা আত তাহারিম এর প্রথম কয়েকটি আয়াত নাজিল হয়। বিবি হাফসাকে রাসুল কোন কাজে তার পিতা ওমরের বাসায় পাঠিয়ে দেন বা উনি নিজেই যান। এরপর বিবি হাফসার ঘরে তারই বিছানায় নবী মোহাম্মদ দাসী মারিয়ার সাথে যৌন সঙ্গম করেন,বিবি হাফসা কি মনে করে ফিরে আসেন, এবং নবীকে তারই বিছানায় মারিয়া কিবতিয়ার সাথে...অবস্থায় দেখে স্বভাবতই খুবই রেগে যান। নবী এটিকে বিবি আয়েশার কাছ থেকে গোপন রাখতে

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

বলেন। তখন উদ্ভূত বিপদ থেকে বাঁচতে নবী মারিয়াকে নিজের জন্যে হারাম করে নিলেন। আর ঠিক তখন কি হল জানিস?

-কি হল? বাকি বউরা সবাই জেনে গেল নাকি?

-আরে নাহ, ঠিক তখন স্বয়ং আল্লাহ্ নবীর সাথে দাসী মারিয়ার সহবত (সেক্স) চালু রাখার জন্যে আয়াত নাযিল করলেন। সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ কি করে নবীর ইচ্ছা না মিটিয়ে বসে থাকেন?

(৬৬ নাম্বার সূরা আত তাহরিম, ১-২)-"হে নবী, **আল্লাহ আপনার জন্যে যা হালাল করছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে খুশী করার জন্যে তা নিজের জন্যে হারাম করেছেন কেন**? আল্লাহ ক্ষমাশীল,দয়াময়। আল্লাহ তোমাদের জন্যে কসম থেকে অব্যহতি লাভের উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তোমাদের মালিক। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

[সুত্রঃ তাফসিরে ইবনে কাসির, অনুবাদ- ডঃ মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান, এছাড়া ডঃ ইয়াসির কাধিও এক ভিডিওতে এটা ব্যাখা করেন]

কি আজব কথা দেখ, যিনি আল্লাহর নবী, শ্রেষ্ট নবী, সারা জাহানের আদর্শ সকল যুগের জন্য তিনি যখন তখন দাসী বাদীর সাথে বিয়ে ছাড়াই যৌন আনন্দে মেতে উঠছেন। মারহাবা! আবার তিনি বলছেন – তার এ জীবনাদর্শ সবাইকে কঠোর ভাবে অনুসরন করতে। আবার আল্লাহপাক তার সেই কাজের অনুমোদনে সাথে সাথেই আয়াত নাযিল করে যাচ্ছেন (অইদিকে অনেক জরুরি বিষয়ে কুরআনে কিছুই বলা নাই!)

তুই কি জানিস, আল্লাহ্পাক এইভাবে প্রতি পদে পদে তার পেয়ারা রাসুল কে সাহায্য করার জন্যে সাথে সাথে অহী নাযিল করতেন, বিশেষ করে সেটা যদি হত রাসুলের সেক্স বা বিবাহ সঙ্ক্রান্ত, আল্লাহ্ এই ব্যাপারে খুব তৎপর ছিলেন। আল্লাহ্র এই অধিক তৎপরতার!! ব্যাপারটা আয়েশাও টের পায়।

তাই তিনি একদিন বলেই বসলেন-

ইবনু সালাম (রহঃ)...হিশামের পিতা উরওয়া থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, যে সব মহিলা নিজেদেরকে নাবী (সা)এর নিকট সমর্পণ করেছিলেন, খাওলা বিনতে হাকীম তাদেরই একজন ছিলেন। আয়িশা (রাঃ) বলেন, মহিলাদের কি লজ্জা হয় না যে, নিজেদের পুরপুরুষের কাছে সমর্পণ করছে? কিন্তু যখন কুরআন এ আয়াত অবর্তীর্ণ হল- "হে মুহাম্মাদ! তোমাকে অধিকার দেয়া হল যে নিজ স্ত্রীগণের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা আলাদা রাখতে পার।" আয়িশা (রাঃ) বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার মনে হয়,**আপনার রব আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার ত্বড়িৎ ব্যবস্থা নিচ্ছেন।** উক্ত হাদীসটি আবূ সাঈদ মুয়াদ্দিব, মুহাম্মাদ ইবনু বিশর এবং আবদাহ্ হিশাম থেকে আর হিশাম তার পিতা হতে একে অপরের চেয়ে কিছু বেশী-কমসহ আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। (সহীহ বুখারী,ইসলামিক ফাঃ, ৪৭৪০, মানঃ সহিহ)

তাফসিরে ইবনে কাসির (ইসলামিক ফাঃ,পৃষ্ঠা ১৩৬,১৩৭, সূরা আহজাবের ৫০/৫১ ব্যাখা) একই হাদিস বর্ণনায় যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা অত্যন্ত সৎ, উনি বাকিদের মত **ইচ্ছে করে** SUGARCOAT/ভাষায় সৌন্দর্য আনেন নাই, উনি অনুবাদ করেছেন, " আয়েশা (রা) রাসুল(সা) কে বলিলেন, আপনার প্রতিপালক দ্রুত **আপনার চাহিদা মুতাবিক** হুকুম নাযিল করেন", ইবনে কাসির সেখানে ব্যাখায় আরও উল্লেখ করেন রাসুল মোহর ছাড়াই যেকন নারীর সাথে সহবত/সেক্স করতে পারতেন, কারন উনি রাসুল!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

তুই কি জানিস যে,তোর রাসুল নিজে তার মেয়ের জামাই আলী কে সেক্স করার জন্যে নারী দিতেন (গনিমতের মাল হিসেবে)

বুরাইদা কর্তৃক বর্ণিতঃ ‘‘নবী আলীকে ‘খুমুস’ আনতে খালিদের নিকট পাঠালেন (যুদ্ধলব্ধ মালের নাম খুমুস)। আলীর উপর আমার খুব হিংসা হচ্ছিল, সে (খুমুসের ভাগ হিসেবে প্রাপ্ত একজন **যুদ্ধবন্দিনীর সাথে যৌনসঙ্গমের পর**) গোসল সেরে নিয়েছে। আমি খালিদকে বললাম- ‘‘তুমি এসব দেখ না’’? নবীর কাছে পৌছলে বিষয়টি আমি তাকে জানালাম। তিনি বললেন- ‘‘বুরাইদা, আলীর উপর কি তোমার হিংসা হচ্ছে’’? আমি বললাম-‘‘হ্যা,হচ্ছে’’। তিনি বললেন-‘‘তুমি অহেতুক ইর্ষা করছ, কারণ খুমুসের যেটুকু ভাগ সে(আলী) পেয়েছে তার চেয়ে আরও বেশী পাওয়ার যোগ্য সে(আলী)’’। (সহিহ বুখারি, তাওহিদ প্রকাঃ,নাঃ ৪৩৫০, মানঃ সহিহ)

-তোর এইসব হাদিস কিন্তু আমি জীবনে শুনি নাই, এইসব হাদিস নিয়ে তো ইমাম/আলেমরা কোন কথা বলেন না। উনারা তো সব সুন্দর সুন্দর আয়াত আর হাদিসগুলাই বলেন মাঠে ময়দানে এবং মসজিদের খুৎবায়।

-হা হা, এটাই তো কাহানী বন্ধু, এইসব নিয়ে কথা বললে তো আম-আদমির ঈমান চলে যাবে, আর উনাদের ধর্ম ব্যবসাও বন্ধ হয়ে যাবে।

আচ্ছা, ধর তুই একজন সৈনিক, যুদ্ধে তোরা পরাজিত হলি। এরপর তোর বউর সামনে তোকে, তার বাবাকে হত্যা করা হল, তাহলে সেই হত্যাকারীর উপর তোর বউয়ের কি ফিলিং (তাও আবার ভালবাসার অনুভব!!)হতে পারে।

-বলিস কি! সে ক্রুদ্ধ হয়ে যাবে,পারলে তাকেও হত্যা করবে,এটা আবার বলার লাগে নাকি...

-কিন্তু তোর রাসুল, সুন্দরী সাফিয়্যার বাবা এবং স্বামী কে হত্যা করে তার সাথে সেক্স করার জন্যে বিছানায় নিয়েছিলেন। রাসুলের কি তখন বউ এর অভাব ছিল? অন্য কোন সাহাবির হাতে সাফিয়াকে দিতে পারল না? উনার এত দরদ উঠলিয়ে পড়েছিল যে পরিবারের লোক হত্যা করে তার সাথেই সহবত করতে হবে? যেহেতু উনি নিজেই তার পরিবারের লোকজন হত্যা করেছেন, তাই উনি নিজের **বিছানায় না** নিয়ে অন্য ভাল বিকল্প বের করতেই পারলেন না?

(সহিহ বুখারী,ইফাঃ, নাঃ ২৬৯৪ এবং আবু দাউদ,ইসলামিক ফাঃ,নাম্বারঃ ২৯৮৪, মানঃ সহিহ)

তুই কি ভেবে দেখতে পারিস,কত জঘন্য হতে পারে ব্যাপারটা?

-হুম,আসলেই ব্যাপারটা এমন হয়ে থাকলে খুবই আপত্তিকর,উনি অন্য কোন সাহাবির হাতে দিতে পারতেন বা পালিত মেয়ের মত করেও রাখতে পারতেন। বিকল্প অবশ্যই ছিল তখন।

-আচ্ছা, তোর বউত মাশাল্লা অনেক শিক্ষিত, তোদের মাঝে কি ঝগড়া বিবাদ হয় মাঝে মাঝে?

-খুবই কম,না বললেই নয়। আর রাগের থেকে অভিমান বেশী। শিক্ষিত মেয়ে,মানসিকতা উন্নত।

-তুই কি ঝগড়া হলে তোর বউকে কখনও মাইর/প্রহার দিবি?

-ফাজলামি করার জায়গা পাস না? প্রথমত বউ কি শুধু ভোগ আর মাইরের জিনিস নাকি? মাইর দেয়া তো দুরের কথা, তুই যদি কোন নারীকে মাইর দেয়ার ইঙ্গিতও দিয়ে থাকিস, সেটাও জঘন্য ব্যাপার এবং

সত্যের সন্ধানে

shottershondhane.com

অনৈতিক। একমাত্র কাপুরুষরাই নারীদের গায়ে হাত তোলে। আর আমি যদি মাইর দিতে পারি,সেও দিতে পারবে না কেন? কিসব গা-গুলানি অনৈতিকতার কথা বলিস!! চিন্তাও করা যায় না এই যমানায়!

-হা হা, সেটাই ভালো,আমি জানতাম,তুই এইরকম উত্তর দিবি, কিন্তু চিন্তা করে দেখ, সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন, শুধুমাত্র পুরুষরা চায়লে নারীদের কে মাইর দিতে পারবে। এখানে উল্লেখ্য যে মাইর কিভাবে দিবে সেটা কুরআনে আল্লাহ্ স্পষ্ট করে বলেনও নাই।

“আর যাদের (স্ত্রীদের) মধ্যে কোন অবাধ্যতা খুঁজে পাও তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্যে অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না”- ৪ নাম্বার সূরা নিসা আয়াত ৩৪

-এটা শুনেছি আগে, কিন্তু মাইর/প্রহার দেয়ার আগে তো কিছু শর্ত আছে দোস্ত।

-হা হা, মাইরের আগে আবার শর্ত, এইমাত্র তো তুই বললি যেকোনো অবস্থায় তুই মারবি না, এটা চিন্তা করাই অসুস্থতা, আর একজন সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞানী স্রষ্টার মুখ দিয়ে “স্ত্রীকে মাইর/প্রহার” শব্দ বের হওয়াই আশ্চর্যের ব্যাপার। মাইর তো মাইর, তার আবার আগে পিছে শর্ত দিয়ে লাভ কি!! এটা তো ব্যাথা পাওয়ার প্রশ্নই নয়।

এমনকি এখানে প্রতীকি প্রহার বলেও কিছু বলা হয়নি, বিখ্যাত অনেক তাফসিরকারক (যেমন আল্লামা হাফেজ ইমদাদুদ্দিন ইবনে কাসির প্রমুখ) কিন্তু তোদের মত ত্যানা পেঁচিয়ে একে প্রতীকী প্রহার/Symbolic বলেননি। তারা স্পষ্ট প্রহার বলেই তাদের তাফসিরে ব্যাখা করেছেন।

এই হাদিস দেখ,তোর পেয়ারা রাসুল কিভাবে বউ পিটাতে হবে সে উপায়টাও বলে দিচ্ছেন, মানে প্রহার কর,তবে মুখে আঘাত করতে মানা করেছেন (হাসান হাদিস আমলযোগ্য)।

হাকীম ইবনু মু‘আবিয়াহ আল-কুশাইরী (রহ.) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো উপর তার স্ত্রীর কি হক রয়েছে? তিনি বললেনঃ ‘তুমি যখন আহার করবে তাকেও আহার করাবে। তুমি পোশাক পরিধান করলে তাকেও পোশাক দিবে। তার **মুখমন্ডলে মারবে না**, তাকে গালমন্দ করবে না এবং পৃথক রাখতে হলে ঘরের মধ্যেই রাখবে’।(আবূ দাউদ,তাহকিককৃত,নাঃ ২১৪২, মানঃ হাসান)

সবথেকে আশ্চর্যের ব্যাপার হল রাসুল “পরোক্ষভাবে” এও বলে গিয়েছিলেন, যে উনি চাইতেন স্ত্রীরা তার জামাই কে সেজদাহ করুক।

কায়স ইবনু সা‘দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,“আমি (ইরাকে অবস্থিত, কূফার সন্নিকটবর্তী) ‘হীরা’ শহরে গিয়ে দেখতে পেলাম যে, তারা তাদের নেতাকে সম্মানার্থে সিজদা করছে। এটা দেখে আমি মনে মনে বললাম,নিশ্চয় রাসুল(সা)ই সিজদা পাওয়ার সর্বাধিক উপযুক্ত। অতঃপর আমি রাসুল(সা)-এর নিকট এসে বললাম, আমি হীরা’র সফরে দেখতে পেলাম যে, সেখানকার অধিবাসীরা তাদের নেতাকে সিজদা করে। আমি স্থির করেছি যে, আপনিই সাজদার অধিক হকদার। এ কথা শুনে তিনি (রাসুল) জিজ্ঞেস করলেন, (তবে কি আমার মৃত্যুর পরে) তুমি আমার কবরের সম্মুখ দিয়ে গমনকালে কবরকে সিজদা করবে? উত্তরে আমি বললাম, (নিশ্চয়) না। তিনি (রাসুল) বললেন, না, (কস্মিনকালেও) করো না। কেননা আমি যদি (আল্লাহ ব্যতিরেকে) **অপর কাউকে সিজদা করতে বলতাম তবে স্বামীদের জন্য রমণীদেরকে সিজদা করার**

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

নির্দেশ করতাম।" (আবূ দাঊদ ২১৪০, মানঃ সহিহ এবং অন্য ভাষায় উল্লেখ আছে ইবনে মাজা,তাওহিদ প্রকাশনী, নাঃ ১৮৫৩, মানঃ হাসান)

এই হাদিসটি নিয়ে আমি বলার ভাষা হারিয়ে ফেলেছি, রাসুল বলেছেন স্ত্রীদের কম কম প্রহার করতে কারন দিন শেষে (মানে রাতের বেলা) তো স্ত্রীদের সাথেই **"মিলিত" হতে হবে!!** মানে রাতে বিছানায় স্ত্রীদের কাছে যেতে তো হবেই,সহবাসে সমস্যা যাতে না হয়,তাই গোলামের মত প্রহার করতে নিষেধ করেছেন,তবে একেবারে প্রহার করতে নিষেধ করেননি কিন্তু!

মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ (রহঃ)…আবদুল্লাহ ইবনু যাম'আ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সা)বলেছেন, "তোমরা কেউ নিজ **স্ত্রীদেরকে গোলামের মতো প্রহার করো না**। কেননা, **দিনের শেষে তার সাথে তো মিলিত হবে**"।(সহিহ বুখারি, ইসলামিক ফাঃ, নাঃ ৪৮২৫, মানঃ সহিহ)

এই হাদিসে তো রাসুল পরোক্ষভাবে প্রহার করতে প্ররোচনাও দিয়ে দিয়েছেন। উনি বলেনঃ

"স্ত্রীকে কেন প্রহার করা হলো সে বিষয়ে শেষ বিচারের দিন তাকে কোন প্রশ্ন করা হবে না" [আবু দাউদ,বই নং-১১,হাদিস-২১৪২,হাদিসটি অনেকে দুর্বল,আবার **অনেকে হাসান** বলেছেন]

আরেকটি খুব মজার হাদিস জেনে রাখ, তুই (স্বামী) ডাকা মাত্র তোর স্ত্রীকে তোর সাথে সেক্স করার জন্যে সাড়া দিতেই হবে, তোর স্ত্রী যতই ব্যস্ত বা যেখানেই থাকুক (উল্টোটা কিন্তু আবার বলা হয়নি)। রাসুল বলেছে তোর মনে যদি বিশেষ খায়েস!!জাগে আর তোর **বউ উটের পিঠেও** থাকে, তাহলেও তাকে তোর ডাকে সাড়া দিতে হবে…

'আবদুল্লাহ্ ইবনু আবূ আওফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআয (রাঃ) সিরিয়া থেকে ফিরে এসে নাবী(সা)-কে সাজদাহ করেন। নাবী(সা)বলেনঃ হে মু'আয! এ কী? তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায় গিয়ে দেখতে পাই যে, তথাকার লোকেরা তাদের ধর্মীয় নেতা ও শাসকদেরকে সাজদাহ করে। তাই আমি মনে মনে আশা পোষণ করলাম যে, আমি আপনার সামনে তাই করবো। রসূলুল্লাহ(সা)বলেনঃ তোমরা তা করো না। কেননা **আমি যদি কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ ছাড়া অপর কাউকে সাজদাহ করার নির্দেশ দিতাম**, তাহলে **স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সাজদাহ করতে।** সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! স্ত্রী তার স্বামীর প্রাপ্য অধিকার আদায় না করা পর্যন্ত তার প্রভুর প্রাপ্য অধিকার আদায় করতে সক্ষম হবে না। স্ত্রী **শিবিকার (অথবা উট/ইংলিশ ভার্সন - Camel Saddle) মধ্যে থাকা অবস্থায়** স্বামী তার সাথে জৈবিক চাহিদা পূরণ করতে চাইলে স্ত্রীর তা প্রত্যাখ্যান করা অনুচিত। (ইবনে মাজা,তাওহিদ প্রকাঃ, নাঃ ১৮৫৩, মানঃ হাসান)

আচ্ছা আমাকে বল তুই কি অসুখ হলে নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে দিবি অথবা অসুস্থ জানলে কোন ভদ্র, ভাল, সৎ নারীকে বিবাহ করতে অস্বস্তিবোধ করবি?

-আরে নাহ মাথা খারাপ, এইসব কোন আমলের কথা বাত্রা! আমি নিজেই তো অসুখে পরতে পারি। এমনকি আমার নিজেরও "গোপন" সমস্যা থাকতেই পারে। বরং অসুখ বিসুখ তো আল্লাহপাকের হাতে, তাই না?

-বাহ ভালই বলেছিস, অবশ্যই একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক তোর মতেই ভাববে, কিন্তু রাসুল কি করেছে শোন। কুষ্ঠ হওয়ায় নিজের এক স্ত্রীকে (আমরা বিনতে ইয়াযিদকে) তালাক দিয়েছিলেন, যিনি(রাসুল) কিনা

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

অলৌকিক মোজেজার অধিকারী ছিলেন, যিনি স্পর্শ করলেই অলৌকিক কুদরতে কুষ্ঠ রোগী ভাল হয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল,যার মুত্র/প্রসাব খেয়ে আরেক সাহাবি আজীবন পেটের পীড়া থেকে রেহাই! পেয়েছিলেন,যাকে আল্লাহ পাক সবচেয়ে বেশি সম্মান দিয়েছেন, তিনি রোগাক্রান্ত বলে সেই স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, আল্লামা ইবনে কাসীর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮৬ এবং The History of al-Tabari, Vol 39, p 188 Biographies of the Prophet's Companions and Their Successors/ Translated and annotated by Ella Landau-Tasseron)

এইবার জোরে চিল্লান দিয়ে বল, নিধার্মিকদের ফাসি চাই,আমার পেয়ারা আল্লাহর রাসুল নিয়ে বাজে মন্তব্য করেছে। তলোয়ার নিয়ে মাথে নেমে যা, নিধার্মিকদের হত্যা করতে। দুনিয়াতে প্রায় ১.২ বিলিয়ন নিধার্মিক/অজ্ঞেবাদি আছে, কয়জন কে হত্যা করবি। উল্টো নিধার্মিক/কাফের প্লাটফর্ম ছাড়া তো তোদের চলেই না। নিধার্মিকরা যা বলে তা সব তোদেরই সহিহ রেফারেন্স থেকে বলে, তফাৎ হচ্ছে তোদের আলেমরা যেটা বলেন না, আমরা জাস্ট তোদের সামনে তুলে ধরি, বাকি কাজ এমনি এমনি হয়ে যায়, সেই হিসেবে আমাদেরকেও ইসলামিক শিক্ষক বলতে পারিস। মজার ব্যাপার হচ্ছে USA এর নামকরা PEW RESEARCH CENTER এক পরিসংখ্যানে বলেছে যে আমিরিকার নিধার্মিক/অজ্ঞেয়বাদি ইত্যাদি ব্যাক্তিগন ধর্ম বিশ্বাসীদের থেকে বেশি ধর্ম জানেন। হতে পারে সারা দুনিয়াতেও একই ফলাফল আসবে, কারন আস্তিক হতে গেলে কিছুই করতে হয় না, কোন কষ্ট নাই, কোন খাটনি নাই, জাস্ট বাপ-দাদার ধর্ম বিশ্বাস করে নিলেই হয়,যে যে ঘরে জন্ম নিবে, সে সেই ঘরের ধর্ম মানবে এবং তার জন্যে জান দিবে। কিন্তু নিধার্মিক/অজ্ঞেয়বাদি হতে গেলেই তোকে জ্ঞানার্জন শুরু করতে হবে, তোকে বুঝতে হবে কেন তোর বিশ্বাসে ঘাপলা আছে, কেন অন্য বিশ্বাসগুলোও মানা যাবে না,বিজ্ঞান, ফিলোসপি ইত্যাদি নিয়ে জানতে হবে, নিজের বিশ্বাস কে চ্যালেঞ্জ করতে হবে,যেটা করার সাহস এবং জ্ঞান সবার হয় না। তাই অলস মানুষ কেন নিধার্মিক/অজ্ঞেয়বাদি হবে তুই বল। কে এত জানতে চায়, কে সমাজের বিরুদ্ধে যেতে চায়, কে চায় নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে। তাই তো দেখবি বিশেষ বিশেষ দিনে মসজিদে উপচে পড়া ভিড়, কিন্তু ৫ ওয়াক্ত নামাজে কাউকে পাবি না। ইসলামের বেসিক ব্যাপারগুলো নিয়ে আম- আদমি কে জিজ্ঞেস করে দেখ, উত্তরটা নিজেই পেয়ে যাবি। নিধার্মিক/অজ্ঞেয়বাদি হওয়া সবার কম্ম নয় রে বাপু!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

কুরআন কি মোহাম্মদের নিজের কথা

-তুই কি জানিস, কুরআনে আল্লাহ্ সেই ১৪৫০ বছর আগে আমাদের এই মহাবিশ্ব সম্প্রসারনের কথা বলে গেছেন। অথচ আমরা আজকে জানি এই ব্যাপার।

৫১ নাম্বার,সূরা আজ-জারিয়াত (৫১:৪৭)- "আমি নিজ হাতে মহাকাশকে সৃষ্টি করেছি এবং এটাকে সম্প্রসারিত করে চলেছি" (By Muhammad Mohar Ali - A Word for Word Meaning of the Qur'an)

-ভাইরে তোরা পারিসও। বিজ্ঞানের সাথে কোন কিছুকে মিলিয়ে খাওয়াতে দুনিয়াতে যদি কেউ অভিজ্ঞ হয়, তো সেটা মুমিন। কিভাবে যে ত্যানা পেঁচিয়ে অর্থের বারোটা বাজিয়ে আর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে তিল রে তাল বানাবি, সেটা তোরা ভালোই জানিস।

আগে তুই আমাকে নিশ্চিত কর যে কুরআনে তোর আল্লাহ্ 'সামা' এবং 'সামাওয়াত' দিয়ে কি বুঝায়ছে? আরবি ডিকশনারিতে দেখলে তুই পাবিঃ
Sky سماء (সামা)
Skies السماوات (সামাওয়াত)
Heaven الجنة (আল-জান্নাহ)
Universe الكون (আল কায়ন/ KAWN /আল-কূন)
Space فَضاء (ফাদা)

আমার একটা প্রশ্নের স্পষ্ট করে উত্তর দেয় আগে, তোদের আল্লাহ্ কি মহাবিশ্ব, মহাকাশ, জান্নাত এবং আকাশ এইগুলার মাঝে তফাৎ স্পষ্ট করে বুঝত কিনা?

-অবশ্যই বুঝত, আল্লাহ্ বুঝবে না মানে, আল্লাহ্ই নিজ হাতে বানায়েছেন।

-তাহলে ধর, তুই নিজে একটা "চিরন্তন অনুকরণীয় বই" লিখলি বিশাল এক সম্প্রদায়ের জন্যে। সেখানে "X" নামের একটা শব্দ আছে, যা কিনা তোর বইয়ে শতবারের অধিক এসেছে, এখন তুই জানিস যে, এই 'X' এর ৩-৪ টা অর্থ আছে, যার কোনটার সাথে আবার কোনটা মিল নাই। তুই এটাও জানিস যে এই অর্থগুলা নিয়ে তোর অনুসারীরা ভবিষ্যতে এক সময় তুমুল চিপায় পরবে,এছাড়া যেটার যা অর্থ সেটা সেভাবেই বলতে হবে,এটাই তো সততা,এরপরে সব জেনে শুনে তুই কি 'X' এর অর্থ কে পরিষ্কার করে না বলে,একে বিভ্রান্তিকর অবস্থায় ফেলে রেখে দিবি?

-নাহ,তা হবে কেন,আমি যদি জানিই আমি যা বলছি এর মানে তা নয়,তাহলে তো ভণ্ডামি হয়ে যাবে,আমি হয় স্পষ্ট করে বলে দিব,আর না হয় আমার লোকদের বিভ্রান্তিতে পরতে হয় এমন কিছু করব না। তো এতে কি হয়েছে এখন,কি বুঝাতে চাচ্ছিস তুই?

-তাহলে আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী যখন জানতেনই যে 'সামা' এবং 'সামাওয়াত' এর অনেকগুলা অর্থ আছে,তাহলে উনি কেন কোন আয়াতে স্পষ্ট করে বলে গেলেন না পার্থক্যগুলা। এমনকি ব্যাখ্যা না করে শুধু 'পার্থক্য' আছে এতটুকুও কি বলে যেতে পারতেন না?

এই সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ই না আবার বেশ কয়েকটা আয়াতে বলে গেছেন, উনি সব সুস্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেন!! উনি কি আসলেই সুস্পষ্ট কাকে বলে সেটা বুঝেন?

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

(২৬:২)-এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত
(৩৭:১১৭)-আমি উভয়কে দিয়েছিলাম সুস্পষ্ট কিতাব
(২:৩৪)-আমি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, তোমাদের পূর্ববর্তীদের কিছু দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহ ভীরুদের জন্যে দিয়েছি উপদেশ।

তোর রাসুলের হাজার হাজার হাদিস আছে, সেখানেও উনি কিছু স্পষ্ট করে বলে গেলেন না কেন? যদিও এটা বলিস যে তখনকার মানুষ যা বুঝত, সেভাবেই বলা হয়েছে, তাহলে তার মানে দাঁড়াবে, আল্লাহ্ জেনে শুনেই ভুল করে রেখেছেন, উনি জানেন এখানে ভুল আছে, কিন্তু মানুষ বুঝবে না, তাই উনি জেনে বুঝেই মানুষকে বিভ্রান্ত করে রেখেছেন, এটা কি আদৌ যৌক্তিক? মানুষ বুঝুক আর না বুঝুক, আল্লাহ্ কি বুঝে না যে এইগুলা উনি যা বলছেন, মানুষ সব ভুল বুঝতেছে? উনি সর্বশক্তিমান উনি কি একটা শব্দের ৩-৪ টা অর্থের ব্যাখ্যা করার মত জ্ঞান রাখেন না? উনি কি পরে রাসুলকে দিয়েও কিছু ব্যাখ্যামুলক হাদিস বলাতে পারতেন না?

এর থেকে প্রমান হয়, কুরআন লেখক ঠিকই সেই সময়ে যেটা বুঝেছে, সেটাই লিখেছে, বরং তোরা তার লিখাকে বাঁচাতে আপ্রান চেষ্টা করে যাচ্ছিস, এর আরো একটা প্রমান আছে আমার কাছে।

-কি প্রমান আছে তোর কাছে।

-প্রমানটা পেলে তুই আবার লজ্জাও পাবি, তোদের আলেম এবং অনুবাদকদের ভন্ডামির যে কটা দৃষ্টান্ত আছে এই সুরার অনুবাদ তার মধ্যে অন্যতম। তুই তো জানিস যে Edwin Hubble ১৯২৯ সালে মহাবিশ্বের সম্প্রারন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন,ঠিক তার পর থেকেই কুরআনের অনুবাদকরা ঝাপিয়ে পড়েছেন কুরআনের মাঝে এই তত্ত্ব কোন ফাঁক দিয়ে গলিয়ে ঢুকিয়ে দেয়া যায় কিনা সেই প্রয়াসে!! সেই পুরাতন জোচ্চুরি!! প্রথমে বিজ্ঞান আবিষ্কার করবে, তার আগে তোদের কুরআন অনুবাদকরা ঘাপটি মেরে থাকবে,যেই বিজ্ঞান কিছু আবিষ্কার করবে,অমনি সবাই ঝাপিয়ে পড়বে কিভাবে অর্থের বারোটা বাজিয়ে কুরআনে সেই বিজ্ঞান প্রমান করা যায়!! কত বড় ভণ্ডামি এটা! কুরআনে নাকি এত এত বিজ্ঞান! অথচ একটা বিজ্ঞানও বিজ্ঞানের আগে আবিষ্কার করা গেল না। এই জন্যে আমি সবাইকে উপদেশ দেই,যত পুরাতন তাফসির/অনুবাদ পড়া যায়,তত ভালো,কারণ পুরাতন অনুবাদকরা আধুনিক বিজ্ঞানগুলা তখন জানত না এবং এখনকার অনুবাদকদের মত ভন্ড ছিল না,তারা যেটা আসল সেটাই অনুবাদ করত। তুই যে অনুবাদ দিলি সেটা সেদিনকার অনুবাদ। পুরাতন অনুবাদ গুলা গিয়ে দেখ,সেখানে কয়টা অনুবাদে "**সম্প্রসারিত করে চলেছি/WE ARE STILL EXPANDING**" টাইপ কিছু আছে!!

তোর অনুবাদক MUHAMMAD MOHAR ALI এই সেদিন ২০০৩ সালে অনুবাদ করেছে এবং সে ইতিহাসের নামকরা অনুবাদক/তাফসিরকারকদের পায়ের সমান হবে না। এই ব্যাক্তিকে ইসলামিক স্কলার হিসেবেও ধরা যাবে কিনা সন্দেহ আছে।

তার পড়াশোনার ব্যাপারে WIKIPEDIA তে কি বলা আছে দেখ-

"Mohar Ali was born in **1932 in Khulna in Bengal. Studying at Dhaka University**, he obtained **a degree in History** in 1952 and Masters in 1953. In 1963 he obtained a PhD from SOAS, University of London, and in 1964 **studied Bar-at-law** at Lincolns Inn, London"

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

আরবি ভাষার উপর উনার পড়াশোনা বা পাণ্ডিত্য নাই, উনি ইসলামিক লাইনেও পড়েন নাই

এখন বুঝলাম, ইতিহাসের নামকরা সব অনুবাদক বাদ দিয়ে, তুই খুজে খুজে একবিংশ শতাব্দীর এইরকম একজন অপরিচিত অনুবাদক বেছে নিলি কেন! (PICK & CHOOSE FALLACY)

তবে এরকম ভন্ডামি চলতেই থাকবে। দেখবি ভবিষ্যতেও বিজ্ঞান আরো অনেক কিছু আবিষ্কার করবে,যেগুলা তোদের আলেমরা কুরআনে খুজে পাবে,কিন্তু তার আগে পাবে না।আবার হাতেনাতে ধরা খেয়ে গেলে বলে দিবে,কুরআন তো বিজ্ঞানের বই না,তবে এতে রয়েছে বিভিন্ন চিহ্ন (SIGN)। কিন্তু এইসব তথাকথিত চিহ্ন উনারা বিজ্ঞানের আবিস্কারের আগে খুজে পান না!!

কবে জানি কোন আলেমের ওয়াজে শুনেছিলাম, ফেসুবুকের মালিক মারক জাকারবারগ নাকি কুরআন থেকেই ফেসবুকের আইডিয়া পেয়েছিলেন, উনি একটা সুরার রেফারেন্সও (আম্বিয়া ৮৩) দিয়েছিল, উনি আরো বলেন কম্পিউটার, মোবাইল, বিমান, মাইক সব কিছু নাকি কুরআন গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছিলেন, হা হা হা…

-হুম, সেই আলেমের অয়াজ আমিও শুনেছিলাম, ইউটিউবে আছে, হা হা…

-আবারও আসি সেই আগের আয়াতে। আয়াত নিয়ে ব্যাখ্যা করার আগে তোদের আলেমদের ভন্ডামি আগে উন্মোচিত করি, দেখ নিচে দুনিয়ার সবথেকে পুরান এবং নামকরা কিছু অনুবাদ দিলাম (৫১:৪৭)-

Shakir- And the heaven, We raised it high with power, and most surely We are the makers of things ample.

Pickthal- We have built the heaven with might, and We it is Who make the vast extent
Yusufali- With power and skill did We construct the Firmament: for it is We Who create the vastness of pace.

Sahih Int-And the heaven We constructed with strength, and indeed, We are [its] expander.

BAYAAN FOUNDATION এর বাংলা অনুবাদ দেখ,

“আর আমি **হাতসমূহ** দ্বারা আকাশ নির্মাণ করেছি এবং **নিশ্চয় আমি শক্তিশালী**।”

মুজিবর রহমান অনুবাদ - “আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতা বলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী”

এইবার নামকরা এবং বিখ্যাত ইসলামিক আলেম মাওলানা মুহিউদ্দিন খানের বাংলা অনুবাদ দেখ। এই ব্যাক্তি ছিলেন কুরআনের মুফাসসির এবং “মাসিক মদিনা” জার্নালের সম্পাদক- যেটি দুনিয়ার অন্যতম সর্বাধিক পঠিত জার্নাল। বিখ্যাত তাফসির “মারেফুল কুরআন” এর প্রথম বাংলা অনুবাদ তিনিই করেন। **সৌদির বাদশা তাকে আমন্ত্রণ করেছিলেন কুরআনের তাফসির সজ্ক্রান্ত কাজে।** উনাকে **ভিআইপি খাতির** করা হয়েছিল। এই আয়াত [51:47] কে উনি কিভাবে অনুবাদ করেছেন,

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

মুহিউদ্দিন খান এর অনুবাদ -"আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছি এবং আমি **অবশ্যই ব্যাপক ক্ষমতাশালী**"

কত আশ্চর্য ব্যাপার দেখ, দুনিয়ার নামকরা সব অনুবাদকরা কুরআনে "ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারিত মহাবিশ্ব" পেল না, অথচ তোর অনুবাদক পেয়ে গেল!! উপরে বাংলা অনুবাদ খেয়াল করে দেখ, সেখানে তো "ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারিত মহাবিশ্ব" এর কোন কথাই নাই! মুহিউদ্দিন খান এবং BAYAAN FOUNDATION বলেছেন "**আমি অবশ্যই ব্যাপক ক্ষমতাশালী**", আর তোর অনুবাদক বলেছেন "**...সম্প্রসারিত করে চলেছি**", এত বড় পার্থক্য কি করে হতে পারে রে? মাওলানা মুহিউদ্দিন কি তাহলে ভুল জ্ঞানার্জন করেছিল!! সৌদি সরকার কি মানুষ না চিনে আমন্ত্রণ করেছিল? আর উপরে যে দুনিয়া খ্যাত ইংলিশ অনুবাদকদের অনুবাদ দিলাম, **তারা কি তোদের মত ঘাস খেয়ে অনুবাদ করেছিলেন?**

প্রখ্যাত ও সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তাফসীরকারক ইবনে কাসিরের তাফসীর দেখ-

"আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি আকাশকে স্বীয় ক্ষমতাবলে সৃষ্টি করেছেন এবং ওটাকে তিনি সুরক্ষিত, সুউচ্চ ও সম্প্রসারিত করেছেন। অবশ্যই তিনি মহাসম্প্রসারণকারী। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত কাতাদা (রঃ), হযরত সাওরী (রঃ) এবং আরো বহু তাফসীরকার একথাই বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ আমি আকাশকে স্বীয় শক্তি বলে সৃষ্টি করেছি। আমি মহাসম্প্রসারণকারী। আমি ওর প্রান্তকে প্রশস্ত করেছি, বিনা স্তম্ভে ওকে দাঁড় করে রেখেছি এবং প্রতিষ্ঠিত করেছি।"

তোর অনুবাদক কি ইবনে কাসির, মাওলানা মুহিউদ্দিন থেকে বড় আলেম?

(উল্লেখ্য- "মহাসম্প্রসারণকারী" এবং "এখনো সম্প্রসারিত করে চলেছি" দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার)

তাফসীর আবু বকর জাকারিয়া কি বলে দেখ,

[১] أَيْدٍ শব্দের অর্থ শক্তি ও সামর্থ্য। এ স্থলে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, মুজাহিদ, কাতাদাহ ও সাওরী রাহে মাহুমুল্লাহ এ তাফসীরই করেছেন। কারণ, এখানে أيد শব্দটি يَدٌ এর বহুবচন নয়। যদি শব্দটি يد এর বহুবচন হতো তবে তার বহুবচন হতো, أيدي । বরং أيد শব্দটির প্রতিটি বর্ণ মূল শব্দ। যার অর্থই হলো শক্তি। অন্য আয়াতে এ শব্দ থেকে বলা হয়েছে, وَأَيَّدْنَٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ "আর আমরা তাকে রুহুল কুদ্দুস বা জিবরালের মাধ্যমে শক্তি যুগিয়েছি"। [সূরা আল-বাকারাহ: ৮৭, ২৫৩] সুতরাং কেউ যেন এটা না ভাবে যে, এখানে أيد শব্দটি يد এর বহুবচন [দেখুন, আদওয়াউল বায়ান]।

[২] মূল আয়াতাংশ مُوْسِعُوْنَ অর্থ ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী এবং প্রশস্তকারী উভয়টিই হতে পারে। তাছাড়া مُوْسِعُوْنَ শব্দের অন্য আরেকটি অর্থও কোন কোন মুফাসসির থেকে বর্ণিত আছে, তা হলো রিযিক সম্প্রসারণকারী। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের রিযিকে প্রশস্ততা প্রদানকারী। [দেখুন, কুরতুবী] তবে ইবন কাসীর প্রশস্তকারী অর্থ গ্রহন করেছেন। তিনি অর্থ করেছেন, "আমরা আকাশের প্রান্তদেশের সম্প্রসারণ করেছি এবং একে বিনা খুঁটিতে উপরে উঠিয়েছি, অবশেষে তা তার স্থানে অবস্থান করছে।" [ইবন কাসীর]

আরবি গ্রামারে বেশিরভাগ শব্দের একটি TRILITERAL/এই ত্র্যাক্ষরিক শব্দমূল থাকে।

লামুসিউনা শব্দিটির শব্দমূল হচ্ছে ওয়াও সিন আইন (و س ع), এই ত্র্যাক্ষরিক/TRILITERAL শব্দমূল- ওয়াও সিন আইন (و س ع) কুরআনে ৩২ বার উল্লেখ আছে বিভিন্নভাবে (DERIVED FORM):

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

৬ বার 'আমি' ক্রিয়াপদ হিসেবে - ওয়াসি'য়া (وَسِعَ)
৬ বার বিশেষ্য পদ হিসেবে - সা'আত (سَعَة)
৫ বার 'উস' বিশেষ্য হিসেবে - (وُسْع)
৯ বার সক্রিয় ক্রিয়ারূপ/Active Participle - ওয়া'সি (وَٰسِع)
৪ বার সক্রিয় ক্রিয়ারূপ/Active Participle - ওয়া'সিয়াত (وَٰسِعَة)
২ বার IV Active Participle হিসেবে - মু'সি (مُوسِع)

কুরআনে ৩২ বার যে ক্রিয়ারূপ এসেছে তার কোনটার অর্থে EXPANDING (Present Continuous Tense) বলা হয়নি। যতগুলা জায়গায় এই শব্দমূল ব্যবহার(و س ع) করা হয়েছে, সবখানে বুঝান হয়েছে EXTEND or BIG or VAST ইত্যাদি। তাহলে হঠাৎ করেই এই আয়াতে (৫১:৪৭) "লামুসিউনা" বলতে কেন "EXPANDING (Present Continuous Tense)" বুঝান হবে?

কুরআনে সুরা বাকারাহ, ২৩৬ আয়াতেও কিন্তু আল্লাহ্ ধনী/ক্ষমতাবান বুঝাতে "মুসিইয়ী" ব্যবহার করেছেন। তাই অন্যান্য বেশিরভাগ নামকরা আলেম এবং মুফাসিররাও একে "ক্ষমতাশালী" বা "মহাসম্প্রসারণকারী" হিসেবে অনুবাদ করেছেন।

CLASSICAL ARABIC এ 'সামা' শব্দটির অর্থ হচ্ছে "উপরে কঠিন বস্তুর ছাদ" এছাড়া ত্র্যাক্ষরিক/TRILITERAL শব্দমূল (S-M-W) এর অর্থ হচ্ছে "উপরের কোন কিছু", এবং সেখান থেকে উদ্ভূত "সামা" এর অর্থ হচ্ছে "বাড়ির ছাদ" (সুত্র- Lane's Lexicon of Arabic)

আলোচ্য আয়াতে (৫১:৪৭) কিন্তু আল্লাহ্ **"নিজের হাত"** দিয়ে বানাবার কথাও বলেছেন, সেদিকে আর নাই বা গেলাম।

কথায় কথায় কুরআন বাঁচাতে অর্থকে এদিক অদিক করতে গিয়ে আলেমরা/APOLOGIST রা আরো বড় বিপদ ডেকে আনেন, কারণ প্রথমত এতে বিজ্ঞানের মুখাপেক্ষী হতে হচ্ছে, দ্বিতীয়ত বিজ্ঞান আর কুরআন পরস্পর সাংঘর্ষিক (Contradicting).

তাই বর্তমান সময়ের সুপরিচিত ইসলামিক এপলজিস্ট/APOLOGIST - Hamza Tzortzis বলেছিলেন - "Regrettably, the scientific miracles narrative has become AN INTELLECTUAL EMBARRASSMENT for Muslim apologists, INCLUDING MYSELF… Significantly, many Muslims who converted to Islam due to the scientific miracles narrative, have left the religion due to encountering opposing arguments"

(অর্থ-আফসোস হলেও সত্য, কুরআনে বৈজ্ঞানিক বিস্ময় খুজতে যাওয়া মুসলিম এপলজিস্টদের জন্যে বুদ্ধিবৃত্তিক হয়রানি/বিব্রতকর,এমনকি আমার জন্যেও…কুরআনে এইসব বিজ্ঞান দেখে অনেকেই যারা মুসলমান হয়েছিলেন তারা পরবর্তীতে আবার ধর্ম ছেড়ে দেন বিপরীত যুক্তি শুনে)

(সুত্র- Does the Qur'an Contain Scientific Miracles? A New Approach on how to Reconcile and Discuss Science in the Qur'an - hamzatzortzis.com)

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

স্রষ্টা যদি দয়ালুই হবেন তাহলে জাহান্নাম কেন?

(বিঃ দ্রঃ- এই ব্যাপারে আগেও বিস্তারিত বলা হয়েছে, "একজন অবিশ্বাসীর বিশ্বাস", "তাকদির বনাম স্বাধীন ইচ্ছা" এবং "স্রষ্টা কেন মন্দ কাজের দায় নেন না" অধ্যায়তে, সেগুলা পড়ে আসলে এখানে ব্যাপারগুলা আরো পরিষ্কার হবে)

-আচ্ছা আড়িফ তোদের স্রষ্টা কি দয়ালু নাকি পাষাণ?

-স্রষ্টা ন্যায়পরায়ন, তোকে বুঝতে হবে যে উনি যেমন দয়ালু, ক্ষমাশীল, তেমনি ন্যায়বিচারকও। তিনি কারো সাথে বিন্দু পরিমাণ অবিচার হতে দেন না, উনি কিছু রুলস তৈরি করে দিছেন আমাদের জন্যে। কিছু লোক এই রুলস ফলো করে যদি তার দেয়া বিধানমত জীবনযাপন করে, তাদের তিনি পুরুস্কার হিসেবে জান্নাত দেয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। এখন একদল লোক নামাজ, কালাম পড়ে, মিথ্যা বলে না, চুরি করে না, ঘুস খায় না ইত্যাদি, সে জান্নাতে যাবে।

আর কেউ যদি এইসব কেয়ার না করে জীবনযাপন করে, অসৎ ভাবে চলে, তাহলে তাদেরকেও কি আগের লোকদের সাথে জান্নাত দেয়া ঠিক হবে? এতে আগের সৎ লোকদের ঠকানো হল এবং এদের অন্যায় মেনে নেয়া হল। স্রষ্টা ন্যায়পরায়ন বলেই মাঝে মাঝে কঠোর হয়ে যান। এর মানে নয় উনি নিষ্ঠুর।

এটা হল স্রষ্টার ক্রাইটেরিয়া, তিনি যেমন, ন্যায় বিচারক, তেমনি পরম দয়ালু।তিনি জান্নাত এবং জাহান্নাম ঠিক করে রেখেছেন, আমাদের কর্মফল নির্ধারণ করবে আমাদের গন্তব্যস্থল।

উনি আমাদের একটা স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি দিয়েছেন, সাথে দিয়েছেন গাইডবুক। এই স্বাধীনইচ্ছা শক্তি দিয়েই আমরা সিদ্ধান্ত নেই আমরা জান্নাতে যাব না, জাহান্নামে যাব। কিন্তু আল্লাহ্‌ আবার সর্বজ্ঞানী, উনি আমাদের প্রতি পদক্ষেপ আগেই জানেন। তাই তিনি আগে থেকেই জানে বলেই আমাদের ভাগ্যলিপি আগেই লিখে রেখেছেন।

স্রষ্টা জাহান্নাম থেকে বাচার উপকরন হিসেবে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি দিয়েছেন। সাথে ফ্রি উইলও দিয়েছেন, এখন আমরা তা আকড়ে ধরে বাঁচব, না উপেক্ষা করে মরব তা আমাদের উপর নির্ভর করে।

-তুই এতক্ষন যা বললি তা হচ্ছে তোর বিশ্বাস, বাস্তবতা/FACT নয়। যখনই কেউ বলতে চায়বে যে "স্রষ্টা (আল্লাহ্‌)" একইসাথে পরম ন্যায়পরায়ন (PERFECTLY JUST) এবং পরম করুণাশীল (PERFECTLY MERCIFUL), প্রশ্ন আসবে - কার স্রষ্টা? কোন ধর্মের স্রষ্টা?

ঠিক তোর মত আরেক ধর্মের অনুসারী তার ধর্মের মত করে একটা ব্যাখ্যা দিবে।এটা একটা LOADED QUESTION FALLACY, তুই ধরেই নিয়েছিস যে শুধুমাত্র তোর ধর্মের স্রষ্টার অস্তিত্ব আছে, আর কারো নাই এবং সবকিছু তোর স্রষ্টার নিয়মেই হবে।দুনিয়াতে প্রায় ৪০০০+ ধর্ম আছে। এদের সবাই তার ধর্মের মত করে ব্যাখ্যা দিবে।

আর স্বাধীন ইচ্ছা শক্তিতো স্রষ্টার উপস্থিতিতে থাকতেই পারে না,সেটা আগেই ব্যাখ্যা করেছি।
(দেখুন পূর্বের চ্যাপ্টার- "তাকদির বনাম স্বাধীন ইচ্ছা" এবং "স্রষ্টা কেন মন্দ কাজের দায় নেন না")

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

তোর বিশ্বাস আর বাস্তবতা এক নয়,তুই যা ইচ্ছা বিশ্বাস করতেই পারিস।তোকে প্রমান করতে হবে স্রষ্টার অস্তিত্ব থাকলে কিভাবে আমাদের স্বাধীনইচ্ছা শক্তি বিরাজ করে। স্রষ্টা যদি থেকেই থাকে তাহলে উনি খুব ভালো করে জানেন কিভাবে একজন নিধার্মিক/কাফের কে মুমিন বানাতে হবে। আর যদি উনি স্বাধীনইচ্ছা শক্তির দোহাই দিয়ে ছেড়ে দেন,তাহলে আমাদের স্বাধীনইচ্ছা শক্তি দিয়ে আমরা তাকে অমান্য করলে উনার এত ক্রোধের তো কোন কারণ দেখি না!! উনি, যে ধর্মের স্রষ্টাই হউক,বেশির বেশী আমাকে কর্মের ভিত্তিতে বিচার করতে পারেন,সুনির্দিষ্টভাবে তাকে (আল্লাহ, ভগবান, ঈশ্বর, যেহোভা ইত্যাদি) মানতে হবে এবং তার দেয়া বিধানই মানতে হবে,এমন হলে তো তাহলে স্বৈরাচারীতা এবং স্বাধীনইচ্ছা শক্তিতে হস্তক্ষেপ হয় গেল।আমি শুধু আমার কর্মের জন্যে দায়ী থাকতে পারি,উনাকেই এবং উনার বিধানকেই মানতে হবে কেন? ৪০০০+ ধর্মের সবাই বলবে তাদেরটাই মানতে হবে।সবাই নিজ নিজ ধর্ম ছাড়া আর বাকি সব ধর্মকে বাতিল করে দেয়। আমি যতই সৎভাবে জীবন যাপন করি না কেন,কোন লাভ নাই, যদি না আমি শুধু তোর ধর্মের স্রষ্টা (আল্লাহ) এবং তার বিধানকে না মানি,তাহলে এখানে আবার ন্যায়পরায়ণতা হল কি করে? আমার সততার দাম কই থাকল? উনি তো জোর করে আমার উপর উনার ধর্ম চাপিয়ে দিচ্ছেন, উনি তো আমার কাছ থেকে জিগ্যেস করেন নাই আমি উনার তৈরি করা আজগুবি পরীক্ষায় অংশগ্রহন করতে রাজি কিনা এবং জোর করে চাপিয়ে দিলে আবার আমার স্বাধীনইচ্ছা শক্তি কিভাবে থাকে?

তোর আজগুবি (কু)যুক্তি অনুযায়ী জগতের যত অমুসলিম সৎ মানুষ আছেন, যারা মানব কল্যাণে কাজ করে গেছেন (মাদার তেরেসা, বিল গেটস, অয়ারেন বাফেট ইত্যাদি) তাদেরকে ধরে ধরে জাহান্নামের আগুনে ফেলা হবে!! তাদের সৎ কাজের কোন দাম নাই,জাস্ট এইজন্যেই যে, তারা তোর ধর্মের স্রষ্টা (আল্লাহ্) কে মানে নাই বা তারা বিধান মানে নাই!

এটা কি ন্যায়পরায়নতা?

অন্যদিকে আরেকজন অসৎ ব্যাক্তি,সে হয়ত অনেক অপরাধ করেছেন,কিন্তু সে জাস্ট মরার আগে খাস নিয়তে ঈমান আনলেও,কোন না কোন এক সময় জান্নাতে যাবেই।একজন মুসলমান যতই আকাম কুকাম করুক,সে কোন না কোন একদিন জান্নাতে গিয়ে ‘বড় স্তনের হুর’ আর ‘মদ’ পাবেই।

এটা কি ন্যায়পরায়নতা?

ঠিক এই মুহূর্তে দুনিয়া ধ্বংস হলেও দুনিয়ার প্রায় ৭৬% মানুষকে গলা ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে পাঠান হবে (স্বাভাবিক অবস্থায় ফিকহ অনুযায়ী), নারী, শিশু, বৃদ্ধ সবাইকে। এই কারনে নয় যে তারা সৎ বা অসৎ, বরং শুধুমাত্র এই কারনে যে তারা তোর ধর্মের স্রষ্টা (আল্লাহ্) কে মান্য করে নাই। তাদের সততার কোন মূল্যই নাই! যে যতই সৎ হউক না কেন, তাদের অনন্তকাল আগুনে পুড়ে মরতে হবে জাস্ট তোর নিজের স্রষ্টাকে মানে নাই তাই!!

এটা কি ন্যায়পরায়নতা?

আবার আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে যে,তাদেরকে তোর স্রষ্টাই অমুসলিমদের ঘরে জন্ম দিয়েছে, তারা মুসলিম ঘরে জন্ম নিলে,কোন না কোন একদিন জান্নাত পেতই। তোর স্রষ্টাই তাদের জোর করে অমুসলিম ঘরে জন্ম দিল।আবার সেজন্যে তাদেরকে অন্তত কাল আগুনে পুড়াবেন!!

এটা কি ন্যায়পরায়নতা?

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

(উল্লেখ্য হাতে গোনা দু-একজন কেউ অমুসলিম থেকে মুসলিম হল,না হোল সেটা বিবেচ্য নয় এখানে।সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করতে হবে,যেকোনো একক মুহূর্তে দুনিয়ার অধিকাংশই অমুসলিম। অনেকে মুসলিম থেকেও অমুসলিম হচ্ছে।কেউ মুসলিম ঘরে জন্ম নিলে জীবনেও অন্য ধর্ম ভালোভাবে পড়ে দেখে না বা পড়লেও কয়টা ধর্ম পড়বে,হাজার হাজার ধর্ম আছে। আর এত টাইম কই!আর পড়লেও সব নিজের ধর্মের চশমা দিয়ে বাকি ধর্ম পড়ে,বিধর্মীদের অবস্থাও একই)

কেউ হাজার হাজার/লাখ লাখ বছর ধরে কবরে আযাব ভোগ করে কেয়ামতের পর জাহান্নামে গেল, আর কেউ ডিরেক্ট জাহান্নাম চলে গেল (কেয়ামতের ঠিক আগে মারা গিয়ে), সে কবরের অতিরিক্ত আজাব পেল না!!

এটা কি ন্যায়পরায়নতা?

কেউ ৫০-১০০ বছর দুনিয়ায়তে কস্টের পরীক্ষা দিল, আর কেউ মায়ের পেটে থাকতে মারা গিয়েই বিনা পরীক্ষাতেই জান্নাত চলে গেল। (ভূমিষ্ঠ না করলে ভ্রূণ তৈরিরই দরকার কি ছিল!)

এটা কি ন্যায়পরায়নতা?

কেউ অনেক কষ্ট করে দুনিয়ার নানারকম পরীক্ষা দিয়েও প্রথম জাহান্নাম, অনেক পরে জান্নাত পেল, আর কেউ সারাজীবন আকাম করে, ঠিক মৃত্যুর আগে টাকা দিয়ে "খাস নিয়তে" হজ্জ করে ডিরেক্ট জান্নাত পেল।

এটা কি ন্যায়পরায়নতা?

মাত্র ১.০৬২৫ গ্রাম স্বর্ণের মূল্য মানের কোন কিছু চুরি (অল্প কিছু কারন বাদে) করলে তোর হাত কেটে ফেলা হবে।

এটা কি ন্যায়পরায়নতা?

এইরকম বহু বহু উদাহরন দেয়া যাবে, লিখে শেষ করা যাবে না। এছাড়া তোকে আগেই বলেছি "অপূরণীয় ক্ষতির" কোন পুরন দুনিয়াতে বা পরকালেও সম্ভব নয়। এখানে দুনিয়ার পরীক্ষার্থী (মানুষ) একতরফা একজন ভিকটিম মাত্র। (দেখুন পূর্বের চ্যাপ্টার - "তাকদির বনাম স্বাধীন ইচ্ছা")

একজন সর্বজ্ঞানী স্রষ্টার কোন প্রয়োজনই নাই দুনিয়া নামক আজগুবি কোন পরীক্ষাকেন্দ্র তৈরি করার। ব্যাপারটা হাস্যকর এবং কন্ট্রাডিকটিং। কারণ উনি যদি আমাদের কে পরীক্ষা নেয়ার জন্যে পাঠান, তার মানে কি এই দাড়ায় যে, উনি পরীক্ষার ফলাফল জানতেন না বলে পাঠিয়েছেন? যদি না জানেন, তাহলে আবার উনি সর্বজ্ঞানী হয় কি করে? আবার যদি জানেন তাহলে এই "পরীক্ষা পরীক্ষা" খেলার দরকার কি?

একজন স্রষ্টা একইসাথে পরম ন্যায়পরায়ণ (PERFECTLY JUST) এবং পরম করুনাশীল (PERFECTLY MERCIFUL) হতে পারে না। ন্যায়পরায়ণতা এবং করুণা শব্দ দুটো সহজাতভাবেই পরস্পর সাংঘর্ষিক বিষয়। ন্যায়পরায়ন হতে হলে তুই করুণাবান হতে পারবি না, কারণ ন্যায়পরায়ণতার সংজ্ঞাই হচ্ছে সচ্ছতা, পক্ষপাতশুন্য এবং ন্যায্য। যেখানে ন্যায্যতা আছে, সেখানে তুই করুণা ঢুকাতে গেলেই ন্যায়পরায়ণতার সংজ্ঞা বদলে যাবে। ন্যায়পরায়ণতা করার সময়ে তুই করুণা করতেই পারবি না, যতই তুই গোঁজামিল দেয়ার চেষ্টা করিস না কেন।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

ধর, তুই একজনের বিচার করতে যাচ্ছিস। এখন তুই একটা ন্যায্য ফলাফল চাচ্ছিস। এখন তুই যদি এখানে "ন্যায্যতা" বজায় রাখতে কোনভাবে 'করুনা' করিস, তাহলে এরপরের সবগুলা ন্যায্য ফলাফলেও তোকে 'করুণা'ই করতে হবে। তুই যদি ভাবিস, সব ফলাফলে 'করুনা' করবি না, কারো জন্যে করবি, কারো জন্যে করবি না, সেটাও তখন আবার অন্যায্য হয়ে যাবে। তাই ন্যায়পরায়ণতা করতে গেলে একইসাথে করুণা করতে পারবি না।

(MERCY IS THE SUSPENSION OF TRUE JUSTICE, THUS A DEITY BEING BOTH PERFECTLY MERCIFUL AND PERFECTLY JUST AT THE SAME TIME IS A RATIONAL CONTRADICTION. SHOWING MERCY IN THE FACE OF THAT WHICH IS JUST, DESTROYS JUSTICE)

আবার স্রষ্টার সর্বজ্ঞান এবং আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি একসাথে থাকতেই পারে না।
(দেখুন পূর্বের চ্যাপ্টার- "তাকদির বনাম স্বাধীন ইচ্ছা" এবং "স্রষ্টা কেন মন্দ কাজের দায় নেন না")

আল্লাহ্ যদি জানেন যে, আমি ঠিক কোন কাজটা করব, তাহলে আমাদের কোন স্বাধীনইচ্ছা শক্তি নাই। ধর,তোর স্বাধীনইচ্ছা শক্তি দিয়ে তুই "পানি খাবি" এবং "পানি খাবি না" বেছে নিতে পারিস।এখন তুই যদি এর যেকোনো একটা সত্যিই স্বাধীনভাবে করতে পারিস,তাহলে এখানে স্রষ্টার কোন হাত নাই,কিন্তু তার মানে এও দাড়ায় স্রষ্টা সর্বজ্ঞানী নয়,উনি জানেনই না তুই কোন কাজ করবি।

আবার স্রষ্টা যদি সর্বজ্ঞানী হয়,তাহলে তুই সেটাই করবি যেটা তোর স্রষ্টা আগেই জানে। তুই কি স্রষ্টার জ্ঞানের বাইরে কিছু করতে পারবি? পারবি না,তাহলে এখানে তোর স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে কি লাভ? তুই তো তার জ্ঞানের বাইরে কিছু করতেই পারছিস না! তুই সেটাই করবি যেটা উনি আগেই জানে। স্রষ্টা তোর প্রতিটা কাজ ১০০% জানে,এবং এর বাইরে তুই করতে পারছিসও না,তোর স্বাধীন ইচ্ছারশক্তির মূল্য নাই এখানে!

আমাদের স্বাধীনইচ্ছা শক্তি থাকতে হলে স্রষ্টা আগে কিছুই জানতে পারবে না,আমরা তখনই পরিপূর্ণভাবে স্বাধীন যখন আমাদের কাজের ফলাফল কেউ আগে জানে না। আর এইরকম হতে গেলে স্রষ্টা আবার সর্বজ্ঞানী হউন না। এটা কন্ট্রাডিক্টিং ব্যাপার।

মোটামুটি সব ধর্মেরই "সর্বজ্ঞানী স্রষ্টার ইচ্ছা" এবং "আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি" এই দুটো একটা দ্বিমুখী সমস্যা। এর কোন যৌক্তিক ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারে না।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের ইসলামের আছে ত্রিমুখী সমস্যা - "সর্বজ্ঞানী স্রষ্টার ইচ্ছা" এবং "আমাদের স্বাধীনইচ্ছা শক্তি" এবং "পূর্বনির্ধারিত ভাগ্য /লাউহে মাহফুজ/PREDESTINATION"

স্রষ্টা আমাদের সবকিছু আগেই লাউহে মাহফুজ লিখে রেখেছেন, এমনকি সম্পূর্ণ কুরআনও নাকি আগেই লিখা ছিল লাউফে মাহফুজে (তাহলে সেই কুরআনে আবার আয়াত মানসুখ হয় কি করে বুঝলাম না!! আর আগেই যা লিখা আছে, তা হতেই হবে,তার আবার শানে নুযূল থাকে কি করে,স্রষ্টা যা লিখেছেন তাই হতে হবে,অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত বা ঘটনা/পটভুমি লাগবে কেন?)

লাউফে মাহফুজে যা লিখা আছে,আমরা ঠিক (১০০%) তাই করব।আবার প্রতি বছর বছর (শবে কদর/বরাত) বা প্রতিদিন(মোনাজাত/রাতের শেষ প্রহর) আল্লাহ্ সবকিছু পরিবর্তন করেন। আবার বলা হচ্ছে আমাদের নাকি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিও দেয়া আছে !!!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

এই তিন বিষয়কে কে এক/সমন্বয়/RECONCILIATION করে আজ পর্যন্ত কেউ একটা সমাধান দিতে পারেন নাই,কারণ এই তিনটি ব্যাপারই MUTUALLY EXCULISVE,এরা একসাথে অবস্থান করতে পারে না। একটি আরেকটির অবস্থানকে নাকচ করে দেয়।

আমরা পুরো ব্যাপারটাকে নিম্নরুপ দিতে পারি, যাতে জিলাপির প্যাঁচটা অতি সহজে বুঝা যায়ঃ
ধারনা ১- মানুষের ১০০% স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে
ধারনা ২- স্রষ্টা ১০০% জানেন সবকিছু, সর্বজ্ঞানী
ধারনা ৩- সবকিছুই ১০০% আগে লিখা আছে (লাউফে মাহফুজ)

তাহলে তুই যা করতে চাস,তা কি পরিবর্তন করতে পারবি? ‘হ্যাঁ’ -তার মানে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে এবং স্রষ্টা সর্বজ্ঞানী নয়, ‘না’ -তার মানে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নাই, তবে স্রষ্টা সর্বজ্ঞানী।

স্রষ্টা কি আগেই জানেন তুই কি করবি? ‘হ্যাঁ-তার মানে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নাই এবং স্রষ্টা সর্বজ্ঞানী, ‘না’ - আমার স্বাধীন ইচ্ছা আছে, কিন্তু স্রষ্টা সর্বজ্ঞানী নয়।

তুই যা করবি তা কি স্রষ্টা পরিবর্তন করতে পারবে? ‘হ্যাঁ’ -তোর স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নাই, বা থাকলেও লাভ নাই, ‘না’ -তোর স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে,কিন্তু স্রষ্টা সর্বশক্তিমান নয়, কারণ উনি পরিবর্তন করতে পারবেন না।

লাউফে মাহফুজে যা লিখা আছে তার উল্টো কি তুই করতে পারবি? ‘হ্যাঁ’ -তোর স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে কিন্তু স্রষ্টা সর্বজ্ঞানী নয়, ‘না’ –স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নাই এবং স্রষ্টা সর্বজ্ঞানী।

স্রষ্টা নিজেই কি লাউহে মাহফুজে যা লিখা আছে তা পরিবর্তন করতে পারবে? ‘হ্যাঁ’ -তোর স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নাই কিন্তু স্রষ্টা সর্বশক্তিমান, ‘না’ -স্রষ্টা সর্বশক্তিমান নয়,কিন্তু তোর স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে।

স্রষ্টা কি জানেন উনি ভবিষ্যতে কি করতে যাচ্ছেন? ‘হ্যাঁ’ -উনি সর্বজ্ঞানী,কিন্তু উনার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নাই, ‘না’ -উনি সর্বজ্ঞানী নয় এবং উনার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে।

স্রষ্টা কি ভবিষ্যতে যা করবেন তা পরিবর্তন করতে পারবেন? ‘হ্যাঁ’ -স্রষ্টার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে,কিন্তু উনি সর্বজ্ঞানী নয়, ‘না’ -উনার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নাই এবং সর্বশক্তিমান নয়,কিন্তু উনি সর্বজ্ঞানী।

স্রষ্টা কি উনার পরীক্ষাকেন্দ্রের (পৃথিবীর) ফলাফল জানেন? ‘হ্যাঁ’- তাহলে যেটা আগেই জানেন তা করে দেখার যথার্থতা কই? সবার সময় নষ্ট! ‘না’- না জানলে উনি সর্বজ্ঞানী নয়।

স্রষ্টা কি জানেন উনাকেই না মানার কারনে উনার পরীক্ষাতেই বেশিরভাগ মানুষ যে অন্ততকাল আগুনে পুড়বে? ‘হ্যাঁ’- তাহলে উনার মত **সর্বদয়ালু** জেনেও কেন সেই পরীক্ষা নিচ্ছেন? ‘না’-উনি সর্বজ্ঞানী নন।

স্রষ্টা কি জানেন আমি নিধার্মিক হব এবং উনার বিরুদ্ধে অবস্থান নিব? ‘হ্যাঁ’- তাহলে জেনেও আমাকে তৈরি করলেন কেন? এই মুহূর্তেও প্রায় ৭৬% কাফের! ‘না’-তাহলে উনি সর্বজ্ঞানী নন।

উনি জানেন আমি নিধার্মিক হব, কিন্তু উনি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন, ‘সত্য’-তাহলে আমার জ্ঞান আর স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে নিধার্মিক হলে উনার সমস্যা কি? উনার এত জ্বলে কেন? উনার এত মাথাব্যথা কেন (ধরে নিলাম আমি একজন সৎ মানুষ)। ‘মিথ্যা’-তাহলে তো উনি সর্বজ্ঞানী নন।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

স্রষ্টা কি জানতেন না যে আদম ফল খাবে? 'হ্যাঁ'- তাহলে আদম বানায়লেন কেন এবং তার হাতের নাগালে সেই গাছ রাখলেন কেন? 'না' – উনি সর্বজ্ঞানী নন।

স্রষ্টা কি জানতেন না শয়তান আদম কে কুমন্ত্রনা দিবে? 'হ্যাঁ'- তাহলে সেই ইবলিশ তৈরি করলেন কেন এবং তাকে আদমের ধারে কাছে ঘেঁসতে দিলেন কেন? 'না'- উনি সর্বজ্ঞানী নন

স্রষ্টা কি ঘটনা/পটভুমি তৈরির মুখাপেক্ষী? 'হ্যাঁ'- এইজন্যেই উনি আদম –হাওয়া-ইবলিশ কাহিনীর পরিনতি জেনে বুঝেই বানিয়েছিলেন এবং উনি মুখাপেক্ষী, তাই সর্বশক্তিমান নন। 'না'-উনি সর্বশক্তিমান,উনি কিছুর মুখাপেক্ষী নন,পরীক্ষার জন্যে উনাকে পটভুমি তৈরি করতে হয় না।

এভাবে একের পর এক অগণিত প্রশ্ন করা যাবে যা পারস্পারিক সাংঘর্ষিক। দেখা যাচ্ছে যে, স্রষ্টা সর্বজ্ঞানী হলে আমাদের যেমন স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি থাকতে পারে না, তেমনি স্রষ্টা নিজেই একই সাথে সর্বজ্ঞানী এবং তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি থাকতে পারে না। আসলে কোন সত্ত্বাই সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান, সর্বত্রবিরাজমান ইত্যাদি হতে পারে না। এইগুলা পরস্পর সাংঘর্ষিক এবং MUTUALLY EXCLUSIVE। এইগুলা মানুষের বানানো কাল্পনিক স্রষ্টার গুন,যেসব গুন জোর করে চাপিয়ে না দিলে আস্তিকদের সমস্যার সমাধান হয় না! যার বাস্তবিক প্রমান তো দুরের কথা, ব্যাপারগুলা নিজেরাও জটিল এবং জিলাপির প্যাঁচ। তাই এইসবের স্পষ্ট উত্তর কুরআন, হাদিসে তো নাই, উল্টো এইসব নিয়ে প্রশ্ন করতে রাসুল মানাই করে দিয়েছেন! তাই আলেম এবং ইসলামিক এপলজিস্টরা নিজেরা নিজেরা উত্তর বানিয়ে নেন, অথবা বিধর্মীদের (মুলত খ্রিষ্টান) থেকে উত্তর ধার করে নেন। আর একেবারে কোনভাবেই না পারলে বলে দেন, "এইসব নিয়ে ভাবলে হবে না,পরকালে আল্লাহপাক বুঝাবেন, আপাতত ধর্ম পালন করতে থাক", এইসব Thought Terminating Cliché আমাদের দেশের হুজুরদের পুরাতন কৌশল।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

কুরআন মতে পৃথিবী সমতল নাকি গোল

-তুই কি জানিস পৃথিবী গোলাকার সেটা কুরআনে ১৪৫০ বছর আগেই আল্লাহ্ বলেন-

(৭১ নাম্বার সূরা নুহ, ১৯)- আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে ভূমিকে করেছেন বিছানা।

(২০ নাম্বার সূরা ত্বহা, আয়াত ৫৩)- তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে শয্যা করেছেন এবং তাতে চলার পথ করেছেন, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন এবং তা দ্বারা আমি বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি

প্রথমেই বলে রাখি অনুবাদ দিয়ে কুরআন কে জাস্টিফাই করা টা ভুল। সমতল শব্দের আরবি প্রতিশব্দ "সাবি', "আল মুস্তাবি" ইত্যাদি। কুরআন যদি পৃথিবীকে সমতল বুঝাত তাহলে এইসব শব্দ ব্যবহার করত, কিন্তু কুরআনে ব্যবহার করা হয়েছে 'ফারাশ', 'বাসাত', 'দাহাহা', যার কোনটার অর্থই সমতল নয়। এইগুলার অর্থ কার্পেট বা বিছানার মত করে বিছান (SPREAD OUT).

কুরআনে স্পষ্ট করে বলেন নি যে পৃথিবী গোল, কারণ কুরআন জিওগ্রাফির কোন বই নয়। তবে কুরআনে আল্লাহ্ ইঙ্গিত দিয়েছে।

-হায়রে, তোদের নিয়ে আর পারি না, এই একই কাম বহু আগে থেকে করে আসছিস। আচ্ছা আমারে একটা কথা আগে স্পষ্ট করে বল, তোদের সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ কি "আম রে আম, কলা রে কলা" বলতে জানেন না?

-তা কেন হবে, উনি সর্বজ্ঞানী, সবই জানেন, উনি কলাও চিনেন।

-তো উনি একের পর এক আয়াত খালি অস্পষ্ট করে বলে গেছে কেন? উনি যে ধর্মে কুরআন নাযিল করেছিলেন সেখানে কি অন্তত "গোল" বলে কোন আরবি শব্দ ছিল কি না বল আমাকে?

-ছিল তো, থাকবে না কেন? এটা কমন শব্দ।

-তাহলে তোদের সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ এত এত অস্পষ্ট আয়াত কেন দিল বল তো? একটা ছোটখাট আয়াতে স্পষ্ট করে "গোল" বলে দিলেই তো পারত। উনি নিজে বার বার করে বলেছেন, উনি নাকি সব কিছু স্পষ্ট এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। উনি যদি এত ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলেন, তাহলে আম-আদমি উনার গ্রন্থ পড়ে কি বুঝবে। তোরা আর কত অর্থের বারোটা বাজিয়ে এভাবে খেয়ে যাবি। এই একই কাম বছর বছর ধরে দেখে আসতেছি, সবার প্রথমে অর্থ পরিবর্তন, এরপরে আক্ষরিক/রুপক বানিয়ে দেয়া, এরপরে প্রসঙ্গ, এরপরে হাদিস বাতিল। আল্লাহ্ আবার ইঙ্গিত দিতে যাবে কেন রে? উনি কি স্পষ্ট ভাষায় কথা বলতে পারেন না? কুরআন যদি সত্যিই মহাগ্রন্থ হয়ে থাকে, অনেক ফালতু এবং অপ্রাসঙ্গিক আয়াতে কুরআন ভরপুর, কিন্তু জরুরী কাজে আল্লাহ স্পষ্ট কথা না বলে ইঙ্গিত দেয় কেন? আর তোরাই নিজেদের মধ্যে 'অর্থ' নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ করিস। কুরআন বিজ্ঞানের বই না, অথচ তোরা তো বিজ্ঞান দিয়েই কুরআন প্রমান করিস আজকাল। বিজ্ঞানের সাথে কুরআনের মিল না হলে তো কুরআন চলেই না। কুরআন তো দেখা যাচ্ছে আজকাল বিজ্ঞানের মুখাপেক্ষী।

আচ্ছা "গোল" বলতে তুই কি বুঝিস আমাকে এখন বুঝা?
-গোল মানে কি, ফুটবল খেলার গোল?

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

-আরে ধুর ব্যাটা, তোর খাবারের প্লেট কিরকম দেখতে?
-খাবারের প্লেট "গোল"
-আর ফুটবল খেলার মাঠ?
-সেটাও তো গোল।
-এটা কি পৃথিবীর মত "গোল"
-নাহ তা হবে কেন

-সেটাই হচ্ছে ব্যাপার, সেই সময়ের আরবরা পৃথিবীকে সমতলও ভাবত আবার গোলও ভাবত, এই "গোল" মানে কিন্তু তোর খাবারের প্লেট বা ফুটবল খেলার মাঠের মতই গোল, মানে কোন সমতল পৃষ্ঠের মাঝে গোল। কিন্তু আমরা পৃথিবীর আকার বলতে যেটা বুঝাই তা হচ্ছে ফুটবলের মত - 'গোলক' বা SPHERE, যার আরবি হচ্ছে - كُرَة / কুরওয়া। কুরআনে তো স্পষ্ট করে "গোল" বলাই হয় নাই, আর "গোলক" বলা তো দুরের কথা। আমাদের পৃথিবী কোন "গোল" নয়, আমাদের পৃথিবী একটা "গোলক" বা SPHERE.

শোন, পৃথিবী যে গোলক সেটা আরব বেদুইনরা না জানলেও গ্রীকরা অনেক আগে থেকেই জানত, প্রায় ২০০০ বছর আগে থেকেই তারা জানত পৃথিবী গোলক (সুত্র- NASA). তোর স্রষ্টা নতুন তো কিছু বলে নাই।প্রাচীন মুদ্রাতেও এর প্রমান পাওয়া যায়, মোহাম্মাদ নিশ্চয়ই ব্যবসার কাজে এইসব মুদ্রার সংস্পর্শে এসেছিল। তো এটা আবার কুরআনের মিরাকল কি করে হয়? মানুষ তো আগেই জানত।

তারপরেও আমরা দেখব আল্লাহ্ সুরা ত্বহা, ৫৩ আয়াতে আসলেই কি বলেছেন,

[Shakir] Who made the earth for you an expanse and......"

[Pickthal] Who hath appointed the earth as a bed and hath threaded roads for… ",

[Yusufali] "He Who has, made for you the earth like a carpet spread out; has enabled…".

[Sahih International] (It is He) who has made for you the earth as a bed [spread out]…"

এখানে আরবি "মাদহান" শব্দটির মানে কেউ করেছেন 'বিছানা', কেউ করেছেন 'বিছিয়ে দেয়া কার্পেট কেউ বলেছেন "প্রশস্ত/বিস্তৃতি" করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় বিজ্ঞ আলেমরা নিজেরাই এইসব অর্থ নিয়ে কত প্যারায় আছেন। অথচ আল্লাহ্ সোজা কথায় এত "ইঙ্গিত" দিলে, একজন সাধারন মুমিন কি করবেন তাহলে! এই ইঙ্গিতে এবং রুপকে ভরপুর গ্রন্থ আবার চিরন্তন অনুসরনীয় হয় কি করে?

(মাদহান = cradle or bed; a plain, even, or smooth expanse)

এরপরে আমরা সুরা নূহ, আয়াত ১৯ এর নামকরা কিছু ইংলিশ অনুবাদ দেখি-

YUSUF ALI-"'And Allah has made the earth for you as a carpet (spread out),

ABDUL HALEEM-and how He has spread the Earth out for you

MUFTI TAQI USMANI-And Allah has made the earth a spread for you,

SAHIH INTERNATIONAL-And Allah has made for you the earth an expanse

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

DR. GHALI-And Allah has the earth for you as an outspread (rug),

DR. MUSTAFA KHATTAB-And Allah ˹alone˺ spread out the earth for you

SHAKIR-And Allah has made for you the earth a wide expanse,

PICKTHALL-And Allah hath made the earth a wide expanse for you

MUHSIN KHAN-And Allah has made for you the earth wide spread (an expanse).

SAYYID ABUL ALA MAUDUDI-Allah has made the earth a wide expanse for you

এখানে আবার আরবি "বিসাতান" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যার মানে " এমন জিনিস যা বিছান আছে, মুলত কার্পেট। একই শব্দমূল থেকে আমরা পাই, "বিসাতুন" যার অর্থ স্থলভাগ, প্রসারিত, প্রশস্ত, বিস্তৃতি।

এই শব্দটি এক হাদিসেও (তিরমিজি ২৩৬৯, ইংলিশ) এসেছে, যেখানে নবীকে বসতে দিতে এক ব্যাক্তি মাদুর বিছিয়ে দিয়েছিল।

".. Then he came to hug the Prophet (s.a.w) and uttered that his father and mother should be ransomed for him. Then he went to grove of his and he spread out a mat for them (فَبَسَطَ لَهُمْ بِسَاطًا, fa-basata la-hum bisaatan, literally "and-(he)spread for-them a-mat"). Then he went to a date-palm and returned with a cluster of dates which he put down. ..."

উপরের কোন অনুবাদ দেখে এটা বুঝা যায় না যে আল্লাহ্ এখানে মাটির উপরের আরামদায়ক মাটি বা স্থলভাগকে বুঝিয়েছেন। বরং উনি পৃথিবীকে কার্পেটের মত করে বিছিয়ে বা সমান করে দিয়েছেন সেটাই স্পষ্ট বা অন্য কথায়- সমতল বানিয়েছেন। কারন "গোলক কার্পেট/Spherical Carpet" তো আর সম্ভব নয়।

আচ্ছা এবার আমাকে বল তোর বাসার "মাদুর" তুই কোথায় বিছাবি?

-মাদুর, আমি মাটিতে বা মেঝেতে বিছাব, আর কই বিছাব!

-ধর তোর কাছে বিশাল বড়, প্রায় তোর সমান একটা ফুটবলের মত "গোলক" আছে, ধরে নে কোন ভাস্কর্য টাইপ কিছু একটা। তোর কাছে যে মাদুর আছে, সেটা কি এই গোলকে বিছাবি?

-পাগল নাকি, মাদুর আবার এইরকম গোলকে কিভাবে বিছাব? এভাবে থাকবে নাকি মাদুর? মাদুর বিছাতে হবে সমতল স্থানে। মাদুর আবার কোন বেকুব কোন "গোলকে" বিছাতে যাবে?

-ঠিক তাই, তোর স্রষ্টা যখন কারপেট/মাদুর বিছাতে বলে, তখন সেটা কি "গোলক" এ বিছাতে বলে?

-নাহহ, তা কি করে হয়? গোলকে আবার কার্পেট বিছায় কেমনে? আর সেই সময় আরব দেশে এই রকম কোন গোলক ছিল না যে এই আজগুবি ধারনাও আসবে। মানুষ এখনও কার্পেট কোন গোলকে বিছায় নাকি? ব্যাপারটা ভাবতেই তো হাসি পায়।

-ভেরি গুড, এটাই ধরতে পারা তো সৌভাগ্যের ব্যাপার বটে!! স্রষ্টা যখন বলে আমি ভুমিকে করেছি বিছানা বা বিছিয়ে দিয়েছি বা কার্পেটের মত করে বিছিয়েছি, তখন উনি কোন "গোলক" বা SPHERE বুঝান না। উনি সমতল কিছু বুঝান। কারণ গোলকে কোন কিছু বিছান যায় না। বিছানর ব্যাপারটা আসেই শুধুমাত্র সমতলে।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

-অহ বুঝেছি, শোন বিছানা বলতে তো স্রষ্টা আসলে পৃথিবীর উপরিভাগের নরম এবং বসবাসযোগ্য মাটিকে বুঝিয়েছেন।

-আরে ব্যাটা আবারও সেই ত্যানা পেঁচান। তোর স্রষ্টা সবখানে এত 'ব্যাকরন' দিয়ে খেলে কেন রে? একটা ব্যাপারও কি তার বান্দাদের জন্যে স্পষ্ট করে বলতে পারে না? উনি কি বুঝায়ছে, ১৪৫০ বছর পরে তোরা কেমনে বুঝে গেলি? আর এই "বুঝান" নিয়ে তোদের আলেমদের মাঝেই তো নানা দ্বন্দ্ব।

আগেই তো বললাম যে বিছানার ব্যাপারটা আসেই "সমতল" কিছুকে বুঝালে। আর তুই কি ভুলে গেলি যে আল্লাহ্ বলেছে আমাদের আরো সাতটি পৃথিবী আছে? তো এখানে উনি কোন বসবাসযোগ্য মাটিকে বুঝিয়েছেন সাত সংখ্যা দিয়ে?

(৬৫ নাম্বার সূরা আত্ব-ত্বালাক্ব, ১২) - "আল্লাহ সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং **পৃথিবীও সেই পরিমাণে**, এসবের মধ্যে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং সবকিছু তাঁর গোচরীভূত."

এখানে "আরদ" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যার মানে land/জমি/স্থলভুমি এবং পৃথিবী উভয়ই বুঝায়।

এই সাত জমিন/ পৃথিবী নিয়ে এক হাদিসও আছে,

২৪৫২. সাঈদ ইবনু যায়দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কারো জমির অংশ জুলুম করে কেড়ে নেয়, কিয়ামতের দিন এর **সাত তবক জমিন** তার গলায় লটকিয়ে দেয়া হবে। (সহীহ বুখারী, তাওহিদ প্রকাশনী, পরিচ্ছেদঃ ৪৬/১৩, নাঃ ২৪৫২, মান- সহিহ)

যদিও হাস্যকর ব্যাপার হচ্ছে, এখানে আরো ৭টি পৃথিবী বা ৭টি জমিন কি করে থাকতে পারে তা আল্লাহ্ আর মুমিনরাই ভালো বলতে পারবে!! উল্লেখ্য যে, ৭ টি আকাশ এবং ৭টি পৃথিবীর/জমিন এই কাল্পনিক ধারনাটি প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যায়তেও ছিল।

কিন্তু স্বভাবগতভাবেই যেমন তোরা ত্যানা পেঁচিয়ে অর্থ করিস, সেভাবেই আমি যদি ধরে নেই তাহলে মাটির নিচে আরো ৭টি স্তর/বিছানা আছে এইরকম বুঝান হয়েছে, কারণ আপাতত সাতটি ভিন্ন পৃথিবী/গ্রহ ধরতে গেলে বিপদ আরো বাড়বে। সেই হিসেবে আল্লাহ্ কি সাতটি বিছানাই বুঝিয়েছেন, নাকি একটি বিছানা? আল্লাহ্ আরেক জায়গায় বলেছেন, উনি নাকি নিচের আকাশকে তারকা দ্বারা সুশোভিত করেছেন, অথচ এখানে তো বলেননি উনি সবার উপরের "বিছানা" কে খ্যাতা, বালিশ, কম্বল দিয়ে সুশোভিত করেছেন!! হা হা...

(উল্লেখ্য যে যারা অর্থের বারোটা বাজিয়ে বলতে চান যে সাত আসমান বলতে, প্রথম আসমান এই পুরা মহাবিশ্বকেই বুঝান হয়েছে, যদিও জোর করে এমন ভাবা হাস্যকর, তাহলে আল্লাহ্ যখন একই সাথে একই আয়াতে সাত আসমান ও সাত পৃথিবী বুঝান, তখন সেখানে এই সাত পৃথিবী বলতে আসলে কি বুঝান হয়েছে? প্রথম আসমান পুরা মহাবিশ্ব হলে প্রথম পৃথিবী কি? কিন্তু আমরা Occam's Razor এপ্লাই করলে পাই যে প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যায় এই সাত আসমান ও সাত পৃথিবীর/জমিন ধারনা ছিল, সেখান থেকেই আরবরা এই ধারনা পেয়েছে, ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক)

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

কিন্তু মাটির নিচের স্তর ভাগ করা হয়েছে দুই ভাবে, রাসায়নিক গঠন(Chemical Composition) হিসেবে এবং শারীরিক গঠন(Physical Properties) হিসেবে।

রাসায়নিক গঠন হিসেবে মুল স্তর ৪টি-CRUST, MANTLE, OUTER CORE, INNER CORE
(সুত্র- NASA)

শারীরিক গঠন (Physical Properties) হিসেবে মুল স্তর ৫ টি- LITHOSPHERE, ASTHENOSPHERE, MESOSPHERE, OUTER CORE, INNER CORE

আবার মজার ব্যাপার হচ্ছে, বেশির ভাগ গ্রহেরই উপরিভাগ ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে এবং ভিতরের অংশ উত্তপ্ত। তাই শুধু পৃথিবী নয়, মহাবিশ্বের বেশির ভাগ গ্রহই তো "বিছান", আল্লাহ্ শুধু পৃথিবীর কথা আলাদাভাবে জোর দিয়ে বললেন কেন?

এখন সবথেকে আসল ব্যাপার বলি, আমরা যে **বিছানায় থাকি, সেই বিছানা মোটেও আরামদায়ক নয়।** এই বিছানার ৯৯% জায়গায় আমরা থাকতেই পারি না। এই বিছানার বেশির ভাগই হচ্ছে জলভুমি (প্রায় ৭০% পানি)এছাড়া ২০% মরুভুমি,এবং আছে বিস্তীর্ণ বন এবং পাহাড়

এই অল্পটুকু বিছানায়ও মানুষ হত্যা করা জন্যে আল্লাহ্ জেনে বুঝে তৈরি করেছেন (মঙ্গলবারে) ভুমিকম্প, আগ্নেয়গিরি, সুনামি, হ্যারিকেন, টর্নেডো, খরা, বন্যা, বজ্রপাত অনেক কিছু। এত আরামের বিছানায় কি তোর সহজে ঘুম আসবে?

-কিন্তু তুই কি জানিস, সুরা আন-নাজিয়াত, আয়াত ৩০ আল্লাহ্পাক বলেছেন পৃথিবী উট পাখির ডিমের মত। দেখ কিভাবে কুরআন এত আগে পৃথিবীর স্পষ্ট আকার জেনে ফেলল!

-হা হা হা,তুই নিশ্চয়ই সেই জোকার নায়েকের ব্যাখ্যা শুনেছিস,একমাত্র উনার ডিকশনারিতেই উট পাখির ডিমের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এইবার ভালো করে আমার ব্যাখ্যা শোন।

তোকে আমি দুনিয়ার নামকরা কিছু অনুবাদ বলে যাই, তুই অনুবাদে **উটপাখির ডিম পাওয়া মাত্রই** আমাকে থামাবি!!

[Shakir 79:30] And the earth, He expanded it after that.

[Pickthal 79:30] And after that He spread the earth,

[Yusufali 79:30] And the earth, moreover, hath He extended (to a wide expanse);

Sahih International- And after that He spread the earth.

Abdul Majid Daryabadi- And the earth!- thereafter He stretched it out.

Maududi- and thereafter spread out the earth

Mohammad Shafi- And the earth thereafter — He spread it out.

Al-Bayat Inst.- and after that He spread out the earth;

সত্যের সন্ধানে

shottershondhane.com

Malik- After that He spread out the earth

Maulana Ali- And the earth, He cast it after that

Arberry- and the earth-after that He spread it out

ইবনে কাসির- "এবং এরপরে উনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন"।

কিরে তুইতো থামালি না আমাকে! উট পাখির ডিমটা কি পেলি না কোন অনুবাদে?

-আরে নাহ তো, আমিতো ভাবছিলাম, স্পষ্ট করে উট পাখির ডিম বলা আছে হয়ত। ডিম তো পেলাম না!

-আরে ধুর ব্যাটা, স্পষ্ট-অস্পষ্ট কোনভাবেই এতে কোন পাখির ডিমই নাই। উট পাখির ডিম তুই আপাতত উটপাখির খামারে রেখে আয়। তুই দুনিয়ার যত **নামকরা অনুবাদ/তাফসির** দেখবি, **১০০% মধ্যে কোন উটপাখির ডিম পাবি না,** অন্তত রাসুল মারা যাবার পর ১০০০ বছরের মধ্যে কোন তাফসিরে তো অসম্ভব। আজকাল নয়া কিছু ভণ্ড স্কলার (জোকার নায়েক টাইপ) কুরআনে বিজ্ঞান ঢুকানর জন্যে এইসব বাটপারি করে যাচ্ছেন।

এখানে যে আরবি আছে তা হচ্ছে- "ওয়াল আরদা বাআ-দা যালিকা **দাহাহা**"

এখানে যে "দাহাহা" শব্দটি আছে তা হচ্ছে VERB/ক্রিয়া, যার মানে বিস্তৃত করা/SPREAD। ভন্ড আলেমরা এই "দাহাহা" কে ধরে জোর করে "উট পাখির ডিম" বানিয়ে দিছেন।

"দাহাহা" শব্দটি একটি "ক্রিয়া" যার শেষে একটি SUFFIXED PRONOUN আছে "হা"। তাই এটাকে "উটপাখির ডিম" দিয়ে কাজ চালান যাবে না, বাক্যে 'ক্রিয়া'র জায়গায় জোর করে "বিশেষ্য/NOUN' বসিয়ে দিলে "দাহাহা" অর্থ দাঁড়াবে এমন- "উনি এটিকে উট পাখির ডিমের আকারে বানিয়েছেন", যা দুনিয়ার ৯৯.৯% অনুবাদকরাই ত্যাজ্য করেছেন, কারণ এটা ভাবাও হাস্যকর যে একটি ক্রিয়ার অর্থ এত জটিল হতে পারে।

ভন্ড অনুবাদকরা গোঁজামিল দেন এই বলে যে, "দাহাহা; শব্দটির মুলশব্দ/ROOT WORD হচ্ছে "দুহিইয়া", যার মানে হচ্ছে 'উটপাখির ডিম"

প্রথমত-"দাহাহা" শব্দটির শব্দমূল "দুহিইয়া" নয়, এটি "ডাহা মিথ্যা" কথা। "দুহিয়া" শব্দটি একটি 'বিশেষ্য/NOUN' এবং এর মুলশব্দ হচ্ছে "দা-হা-ওয়া", এই "দা-হা-ওয়া" থেকেই "দাহাহা" শব্দটি এসেছে। দ্বিতীয়ত, "দুহিইয়া" মানে কোনভাবেই 'উট পাখির ডিম নয়' এর মানে হচ্ছে উট পাখি যে স্থানে ডিম পাড়ে সেই স্থান/PLACE। কারণ উট পাখি ডিম পাড়ার আগে সেই স্থানকে সমান/SPREAD/FLAT করে নেয়। আর "দাহাহা" হচ্ছে ক্রিয়া, আর "দুহিইয়া" হচ্ছে বিশেষ্য। আবার "দাহাহা" ক্রিয়ার শেষের (suffix) "হা" আসলে একটি সর্বনাম/PRONOUN, যার অর্থ "ইহা"। মুল ক্রিয়া হচ্ছে "দাহা" যার অর্থ সমান করা।

"উটপাখির ডিম" দুটো শব্দ, একটি হচ্ছে "উটপাখি", আরেকটি "ডিম"। তুই ক্লাসিক্যাল আরবি বা আধুনিক আরবি কোথাও পাবি না যেখানে "দাহাহা" মানে উটপাখির ডিম। মজার ব্যাপার হচ্ছে আরেকটি হাদিসে রাসুল নিজে "উটপাখির ডিম" বুঝাতে 'দাহাহা' শব্দটি ব্যবহার করেন নাই (Sunan Ibn Majah

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

4:25:3086)। আরবিতে ডিম بَيْضِ (বায়দি) এবং উটপাখি النَّعَامِ (আন নায়ামি)। তাহলে "উটপাখির ডিম" আরবিতে হবে "বায়দি আন নায়ামি" ("দাহাহা" নয়)।

সবথেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে যদিও ভন্ড মোল্লাদের কথামত ধরেও নেই যে, 'দাহাহা' মানে হচ্ছে উট পাখির ডিম, তাও বড় রকমের সমস্যা থেকেই যায়।

কারণ আমাদের **পৃথিবীর** আকার হচ্ছে "**OBLATE SPHEROID**"

আর **"উটপাখির ডিম" হচ্ছে "PROLATE SPEHEROID/OVOID**", কোনভাবেই পৃথিবী দেখতে উটপাখি বা কোন প্রকার ডিমের মতই না।

এখন কি তাহলে তুই বুঝতে পারলি ভন্ড মোল্লারা, এমনকি তোদের জোকার নায়েক এভারেজ মুমিনদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে কিভাবে ব্রেইন অয়াশ করে? আর মানুষ না বুঝেই তালি মারে এবং 'আল্লাহু আকবর' বলে চিল্লান দেয়। এইরকম শত শত উদাহরন দেয়া যাবে শব্দের জোড়াতালি মেরে কোন আয়াত বা হাদিসকে সঠিক বানাবার।

-কিন্তু আল্লাহ্ বলেন, "তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি রাত্রিকে দিবস দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং তিনি সুর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিযুক্ত করেছেন প্রত্যেকেই বিচরণ করে নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত। জেনে রাখুন, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল"- (৩৯ নাম্বার সূরা আল-যুমার, ৫)।

দিন আসতে আসতে রাত্রিতে এবং রাত্রি আসতে আসতে দিনে পরিনত হতে পারে শুধু পৃথিবী গোল হলে, FLAT EARTH MODEL/সমতল পৃথিবীতে কি সেটা সম্ভব?

-ধুর ব্যাটা, এটা কি বুঝতে আবার বিশেষ জ্ঞান লাগে। অবশ্যই সম্ভব, FLAT EARTH MODEL/দুনিয়া সমতল হলেও সবাই দেখবে আসতে আসতে দিনের মধ্যে রাত, রাতের মধ্যে দিন প্রবেশ করতেছে। তফাৎ হচ্ছে সমতল পৃথিবীতে সবাই একই সাথে দেখবে আর গোল পৃথিবীতে একইসাথে দেখবে না।কিন্তু প্রভাব একই হবে। অন্ধকার রুমে একটা টর্চ লাইট নিয়ে টেবিলের একপাশ থেকে আসতে আসতে আরেক পাশে নে। টেবিলের উপর একই প্রভাব পড়বে।

আর এখানে আল্লাহ্ বুঝাচ্ছেন যে কিভাবে উনি সূর্য ও চন্দ্র এর সাহায্যে দিন ও রাত করেন, এখানে পৃথিবীর আকার বের করতে যাওয়া বোকামি। আরে ব্যাটা,আসতে আসতে রাত আর আসতে আসতে দিন হচ্ছে, এটা তো অই সময়ের আরবের সবাই জানত, এটাতো তুই যেমন জানিস, আমিও জানি, এটা তখনকার এবং এখনকার যেকোনো মানুষের স্বাভাবিক পর্যবেক্ষন। এখানে আবার পৃথিবীর আকার পাস কেমনে? এখন আমি যদি বলি "সূর্য আলো দেয়", তাহলে কি তুই এর মানে বের করবি যে আমি সূর্যে NUCLEAR FUSION এর কথা বুঝায়ছি? ত্যানা পেঁচান এইসবকেই বলে। জোর করে অর্থ বের করে আর কত রে! শুধু তাই না এখানে আলাদা আলাদা করে রাত ও দিন কে উল্লেখ করা হয়েছে, মানে বুঝান হচ্ছে এরা দুটো আলাদা সত্ত্বা। রাত আর দিন কি আলাদা নাকি? এটাতো আমাদের পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভরশীল। আমরা দেখি সেভাবে, কিন্তু দুটো একই জিনিস। খেয়াল করে দেখ এখানে বলা হচ্ছে যে "তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন" তার মানে এখানে স্রষ্টা 'রাত/অন্ধকার' কে আলাদা সত্ত্বা হিসেবে ধরেছেন। কিন্তু রাত/অন্ধকার বলে তো কিছুই নাই। আলোর অনুপস্থিতিই হচ্ছে অন্ধকার, রাত/অন্ধকার বলে আলাদা কোন সত্ত্বা হতে পারে না।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

ঠিক যেমন তুই কোন কিছু ঘুরিয়ে দিতে পারিস যাতে সেটা কিছুর সাথে পেঁচিয়ে/WRAP হয়ে যায়, তেমনি রাত এবং দিন পেঁচিয়ে যায় পৃথিবীর সাথে। কিন্তু বোকামি হবে তখন যখন তুই বলিস দিন এবং রাত একজন আরেক জনের সাথে পেচিয়ে/আচ্ছাদিত হয়। কারণ পৃথিবীতে দিন সবসময় সূর্যের দিকে এবং রাত তার বিপরীত দিকে অবস্থান করে।এরা একজন আরেকজনের সাথে প্যাঁচায় না।

-কিন্তু ৫৫ নাম্বার সূরা আর-রহমান-১৭ তে আল্লাহ্ বলেন-"তিনি দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের মালিক"।

গোলাকার পৃথিবীতেই শুধু একইসাথে দুই উদায়চল এবং দুই অস্তাচল সম্ভব, এখানে দুই পূর্ব বলতে বোঝানো হয়েছে যে পৃথিবীর কোনো এক জায়গায় সূর্য উদয় হওয়ার সময় তার বিপরীত পাশে (গোলক আকার পৃথিবীতে) সূর্য অস্ত যায়;এবং সেই জায়গায় যখন সূর্য অস্ত যায় তখন তার বিপরীত পাশে সূর্য উদয় হয় l তাহলে পৃথিবীর এই বিপরীত পাশের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সূর্য অস্ত যাওয়া আর সূর্য উদয় হওয়ার জন্যই দুই পূর্ব এবং দুই পশ্চিম বলা হয়েছে, একমাত্র গোল পৃথিবীতেই তা সম্ভব নয় কি?

-শোন এখানে এই ব্যাপারটি এসেছে দুই জায়গায়-

(৫৫ নাম্বার সূরা আর রহমান, ১৭)- "তিনি দুই উদয়াচল ও দুই অস্তালয়ের মালিক l"

[Pickthal 55:17] Lord of the two Easts, and Lord of the two Wests!

[Yusufali 55:17] (He is) Lord of the two Easts and Lord of the two Wests

(৭০ নাম্বার সূরা আল মা'আরিজ, ৪০)- "আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের পালনকর্তার, নিশ্চয় আমি সক্ষম l"

[Pickthal] But nay! I swear by the Lord of the rising-places and the setting-places of the planets that We verily are Able

[Yusufali] Now I do call to witness the Lord of all points in the East and the West that We can certainly

খেয়াল করে দেখ, সুরা-রাহমানে বলা আছে আল্লাহ্ দুটি উদয়াচল এবং দুটি অস্তাচলের মালিক এবং সুরা মায়ারিজে বলা আছে উনি সবগুলা উদয়াচলের এবং সবগুলা অস্তাচলের মালিক। তার মানে আল্লাহ্ দুটি উদয়াচল + সবগুলো উদয়াচল এবং দুটো অস্তাচল + সবগুলো অস্তাচলের মালিক।

এখানে খেয়াল করে দেখ যে তুই কি একই সাথে গোলক পৃথিবীতে তোর জায়গা থেকে দুটি সূর্যাস্ত এবং দুটি সূর্যোদয় দেখতে পারবি?

-নাহ, তাতো সম্ভব নয়।

-কিন্তু তুই যদি কোন সমতল পৃথিবীতে থাকিস তাহলে একইসাথে ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ব্যবধানে দুটি ভিন্ন অবস্থানে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দেখতে পারবি। তাই এখানে আল্লাহ্ কখনই দুটো বিপরীত দিকের সূর্যাস্ত এবং সূর্যোদয় কথা বলেননি, কারণ সেটা আমরা দেখতে পারবই না, আল্লাহ্ একই দিকের পূর্বের দুই প্রান্তে সূর্যোদয় এবং পশ্চিমের দুই প্রান্তে সূর্যাস্ত, মানে একইদিকের দুই উদয়াচল এবং দুই অস্তাচল বুঝিয়েছেন, কারণ সমতল পৃথিবীর ক্ষেত্রে একাধিক সূর্যউদয় এবং সূর্যাস্ত দেখা সম্ভব।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

আবার তোর এই যুক্তি তো মেরু অঞ্চলে খাটে না, সেখানে তো টানা ৬ মাস সূর্যই থাকে না, সেখানে তো দুটো সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত সম্ভব নয়। কিন্তু সমতল পৃথিবীর ক্ষেত্রে সম্ভব।

আবার সুরা রাহমানের সাথে সুরা মায়ারিজের আয়াত দুটোকে এক করলে আবার আরেকটা ভেজাল তৈরি হয়।মায়ারিজে বলা হয়েছে আল্লাহ্ সবগুলা উদয়াচলের এবং সবগুলা অস্তাচলের মালিক। এই আয়াতের ফলে গোলক আকার পৃথিবীর দুই বিপরীত পাশের ক্ষেত্রে যে দুই সূর্যাস্ত ও দুই সুর্যোদয়ের যুক্তিটি দেয়া হয়েছে সেটা ভেঙ্গে পড়োকারণ পৃথিবীতে বেশির বেশী দুটো সূর্যোদয় ও দুটো সূর্যাস্ত হওয়া সম্ভব,পৃথিবীর কোন এক অবস্থান আর তার বিপরীত অবস্থানের সাপেক্ষোকিন্তু কখনই অনেকগুলো সূর্যাস্ত বা অনেক গুলো সূর্যোদয় সম্ভব নয়, যেমনটা সুরা মায়ারিজে বলা হয়েছে। আরেকটু সহজ করে বলি, ধর যে, বাংলাদেশে সকাল হচ্ছে মানে সূর্যোদয় হচ্ছে। ঠিক সেই সময়ে আমেরিকাতে সূর্যাস্ত হচ্ছে। ঠিক বারো ঘন্টা পরে বাংলাদেশে সূর্যাস্ত হবে এবং সেই সময়টাতে আমেরিকাতে হবে সূর্যোদয়। তাহলে দুই সূর্যাস্ত বা দুই সূর্যোদয় হলো, কিন্তু এই সময় ব্যবধানে বাংলাদেশ এবং আমিরিকাতে কখনই অনেকগুলো সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত সম্ভব নয়।এখানে সব সময়ই বা সারা বছরই দুই সূর্যাস্ত বা দুই সূর্যোদয় হবে।

কিন্তু যদি সমতল পৃথিবীর কথা চিন্তা করিস তবে এই আয়াত দুটি দিয়ে খুব সহজেই ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে যে দুই উদয়াচল এবং অনেকগুলো উদয়াচল আবার দুই অস্তাচল এবং অনেকগুলো অস্তাচল সম্ভব।। এর মানে একমাত্র সমতল পৃথিবীতেই কেবল দুই উদায়চল ও দুই অস্তাচল এবং অনেকগুলো উদয়াচল ও অস্তাচল সম্ভব।

নিচের হাদিস থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ পৃথিবীকে সমতল ভাবেন, কারণ উনি প্রতিরাতের শেষ প্রহরে শেষ আসমানে নেমে আসেন।গোলক/SPHERE পৃথিবীতে সব সময়ই কোথাও না কোথাও রাত এবং কোথাও না কোথাও দিন থাকেই।এক মাত্র সমতল পৃথিবীতে একইসাথে সব জায়গায় রাত বা দিন হওয়া সম্ভব।

আবূ হুরাইরাহ (রা:) হতে বর্নিত ।রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: "**প্রত্যেক রাতে যখন রাতের প্রথম ৩য় অংশ** অতিবাহিত হয় তখন আমাদের প্রতিপালক মহাম ও কল্যানময় **আল্লাহ দুনিয়ার আসমান অর্থাত শেষ আসমানে অবতরন করেতে থাকেন** আর বলতে বলতে থাকেন: "কে এমন আছ , যে এখন আমাকে ডাকবে , আমি তার ডাকে সাড়া দিব। এখন কে এমন আছ যে আমার কাছে প্রার্থনা করবে আমি তাকে দান করবো । কে এমন আছ আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করব। ফাজরের আলো ছড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এরুপ বলতে থাকেন''। [মুসলিম: হাদিস একাডেমি ১৬৫৮ ই:ফা:১৬৪৩]

-কিন্তু ৮৪ নাম্বার সূরা আল ইনশিক্বাক্ব, ৩-4 আয়াতে আল্লাহ্ বলেন –"এবং যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে, এবং পৃথিবী তার গর্ভস্থিত সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শুন্যগর্ভ হয়ে যাবে"

পৃথিবী যদি আগেই গোল না হত, তাহলে কেয়ামতের সময় কেন আবার সমতল করা হবে বলা হল?

-তোর উত্তর তোর প্রশ্নেই আছে, আল্লাহ্ বলেছেন 'পৃথিবী শুন্য' হয়ে যাবে।

আরো কিছু অনুবাদ দেখলে পরিষ্কার হবে।

(৮৪ নাম্বার সূরা আল ইনশিক্বাক্ব, ৩-4) -এবং যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে, এবং পৃথিবী তার গর্ভস্থিত সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শুন্যগর্ভ হয়ে যাবে।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

[Shakir] And when the earth is stretched, And casts forth what is in it and **becomes empty**

[Pickthal] And when the earth is spread out, And hath cast out all that was in her, and is **empty**

[Yusufali] And when the earth is flattened out, And casts forth what is within it and becomes (clean) **empty**

এখানে কিন্তু আল্লাহ্ 'সাবি', 'আল মুস্তাবি', 'ফারাশ', 'বাসাত', 'দাহাহা' কোনটাই ব্যবহার করেন নাই।

এখানে আল্লাহ্ পৃথিবীর আকার পরিবর্তন করার কথা বলেন নি, আয়াত ৪তে তা স্পষ্ট। উনি বলেছেন কেয়ামতের দিন পৃথিবীর অভ্যন্তরে সবকিছু উনি ভেঙ্গে চুরে **সমান বা শুন্য করে দিবেন।**

একই কথা আল্লাহ্ অন্য জায়গায়ও বলেছেন, এখানেও উনি পৃথিবীর আকার নিয়ে কিছুই বলেন নি, বরং কেয়ামতের দিন সবকিছু **ভেঙ্গে সমান করে দিবেন** বুঝিয়েছেন।

(২০ নাম্বার সূরা ত্ব-হা, ১০৬)- অতঃপর পৃথিবীকে মসৃণ সমতলভূমি করে ছাড়বেন।

[Shakir 20:106] Then leave it a plain, smooth level
[Pickthal 20:106] And leave it as an empty plain,
[Yusufali 20:106] "He will leave them as plains smooth and level;
[Shakir 20:107] You shall not see therein any crookedness or unevenness.
[Pickthal 20:107] Wherein thou seest neither curve nor ruggedness.
[Yusufali 20:107] "Nothing crooked or curved wilt thou see in their place."

আর তোর কথা যদি মেনেই নেই,তাহলে তুই কি বুঝাতে চাচ্ছিস,এখন পৃথিবী গোল আছে ঠিকই, কিন্তু কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ আবার পৃথিবী সমতল /FLAT EARTH বানিয়ে দিবেন...হা হা হা...তোর স্রষ্টা তো দেখি সেই সমতল পৃথিবীর ভালবাসা ছাড়তেই পারছেন না!

অবশ্য মুসনাদে আহমদের এক সহিহ হাদিস অনুযায়ী পৃথিবীতেই আল্লাহপাকের হাশরের কার্যক্রম হবে (হাশরের ময়দানে মূল কেন্দ্র হবে শামভূমি। বর্তমান সিরিয়া, জর্দান, ফিলিস্তিন, ইসরাঈল, লেবানন, ইরাক, তুরস্ক, মিসর ও হেজাজ অঞ্চল হাদিসে বর্ণিত শামভূমির অন্তর্ভুক্ত)। কিভাবে যে আল্লাহপাক এত ছোট জায়গায় এত মানুষের (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সহ) বিচার করবেন আল্লাহপাকই জানেন!!!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

.

একটি DNA' র জবানবন্দী

কিছুদিন ধরে মনে হচ্ছে, একটূ শরীরের যত্ন নেয়া উচিৎ। সে প্রয়াসেই আমি আর বায়েজিদ ভাই মিলে প্ল্যান করলাম, প্রতিদিন বিকেলে পার্কে হাটতে বের হব। ঠিক ৫ টায় আমি পার্কে হাজির। বায়েজিদ ভাইয়ের কোন খবর নাই। আমি বেশ কয়েকটা চক্কর দিয়ে দিলাম। এইবার একটু বিশ্রাম করার উদ্দেশ্য একটি বেঞ্চ এ বসলাম। কিছুক্ষণ রেস্ট নেয়ার পর হঠাৎ দেখি সেখানে জগিং করতে আসা আরেকটি ছেলে আমাকে দেখে সালাম দিয়ে এগিয়ে আসল। ছেলেটি চায়ের দোকানের সেই হাসান ভাইয়ের সাথে গল্প করত। তার নাম মনে আছে আমার, সে আতিক। আমাদের আলোচনা তারাও শুনত এবং তার মাঝে বেশ ভালো RECEPTIVITY আছে, তাকে দেখে তখন বেশ CONFUSED মনে হত। সে এসে বসল পাশে।কিছু সোশ্যাল টক করার পর আমাকে বলল, "ভাই আপনাদের কথা শুনে আমার রীতিমত মাথা নষ্ট হবার উপক্রম, আগে হাসান ভাই যেসব যুক্তি দিত, আপাত দৃষ্টিতে ভালো মনে হলেও একটু ঘাপলা ঘাপলা মনে হত, অনেকটা জোর করে খাওয়ানর মত। একটা হচ্ছে যুক্তির জোর, আরেকটা হচ্ছে জোরের যুক্তি, উনার যুক্তি গুলা সব জোরের যুক্তির মত। উনারা কোন ভেজালে পড়লে একটা মোস্ট কমন প্যাটার্ন বা কৌশল অনুসরন করেন, যেমন প্রথমেই আরবি শব্দের অর্থ পরিবর্তন করে দিবেন বা আরো অনেক রকমের অর্থ বের করবেন"

-হুম, মুমিনরা EQUIVOCATION FALLACY করে অনেক। অর্থ পরিবর্তন করে কোন জিনিসকে হালাল করা শুধু মুমিনদেরই স্বভাব নয়,আপনি যদি বাইবেল,ভেদা ইত্যাদি পড়েন,দেখবেন তাদের ধর্মগ্রন্থ গুলাতেও ভুরি ভুরি বিজ্ঞান। সবাই একই রকম কৌশল অবলম্বন করেন। যদি অর্থ পরিবর্তন করা না যায় তো,তারা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে দিবেন,আর সেটাও না করতে পারলে, আজকাল তো তারা রীতিমত সহিহ হাদিসকেও বাতিল করার ধান্ধায় থাকেন। এই মোস্ট কমন প্যাটার্ন আপনি পাবেনই। তাদের **এই চেষ্টা** সত্যিই **তাদের অসহায়ত্ব** কে প্রমান করে।

-কিন্তু ভাই, এটাও তো ঠিক যে একটা আরবি শব্দের অনেক অর্থ থাকে, তাই না?

-তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে, মহাজ্ঞানী স্রষ্টা কি আপনার কাছে এমন একটা গ্রন্থ পাঠিয়েছেন, যার অর্থ বুঝতে গেলে আপনার দিন-রাত এক করতে হবে? এটা কি করে আবার চিরন্তন অনুসরণীয় জীবন বিধান হয়, যেটা বড় বড় আলেমরাই বুঝতে পারে না, একেক ব্যাপারে একেক জনের একেক মত,তাহলে একজন LAYMAN কি করবে? চিরন্তন অনুসরণীয় মানে বুঝেন কিছু!!

-হুম তা ঠিক বটে। দুনিয়াতে মুসলমানদের কয়েকশ ফেরকা বা দল, একেক দল আরেকজনকে আবার কাফের বলে। শিয়ারা প্রায় ১/২ মিলিয়ন সংখ্যায়, অথচ তারা আমাদের সুন্নি আলেমদের পাত্তাই দেন না, তাদের আছে নিজেদের আলাদা ইমাম, তাদের তাফসিরও আলাদা, আলাদা হাদিসও আছে। কুরআনের অর্থ করেছেন অনেকে, কারো সাথে কারো মিল নাই, এমনকি আজকাল তো কিছু ISLAMIC REFORMIST আছেন, যাদের অর্থ আগের কোন কিছুর সাথে মিল নাই। তাফসিরের কথা নাই বললাম। যে জিনিস মানুষ চিরন্তন অনুসরন করবে সেটা এত কঠিন কেমনে হবে তাই আসলে আমার মাথায় ঢুকে না!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

আমরা কথা বলতে বলতে দেখি বায়েজিদ ভাই ঘর্মাক্ত শরীরে পিছন থেকে এসে বললেন, 'কি রে, এখানেও প্যাঁচাল শুরু করেছিস, মুসলিম শুনলে তো তোদের কুপাবে, জানের ভয় নাই?' বলে উনি আমাদের সাথে বসলেন। তার মানে উনি আমার আগেই পার্কে এসে জগিং শুরু করে দিয়েছিলেন। বায়েজিদ ভাই পাশের ছেলেটিকে দেখে চিনতে পারলেন। তার সাথে হাত মিলালেন এবং একজন চা-অয়ালা কে ডাক দিয়ে বললেন ৩ টি লেবু চা দিতে। চা খেতে খেতে আতিক বলল, "আচ্ছা বায়েজিদ ভাই, একটা ব্যাপারে আমার কোন উত্তর মিলছে না"

-জি বলুন। মুমিনদের তো হাজার প্রশ্ন থাকে মাথায়, কিন্তু ভয়ে মুখে আনে না, আবার আল্লাহপাকই বলে দিছেন কিছু ব্যাপারে আলোচনা করাই যাবে না।

-ব্যাপারটা হচ্ছে DNA নিয়ে। আপনি তো অলরেডী জানেন অনেক কিছু, তাই বেশী ভনিতা না করে ডিরেক্ট প্রশ্ন করি। DNA একটি ভাষার মত, এতে অনেক তথ্য আছে। শুধু কতগুলা বাংলা অক্ষর রেখে হাজার কোটি ঝড় ঝাপটা আসলেও সেই অক্ষর গুলা পাশাপাশি মিলে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরীর' মত কোন কবিতা হয়ে যাবে না, অসম্ভব। ঠিক তেমনি শুধু কতগুলা DNA Nitrogenous Base/Nucleotide বা A, T, G, C এই চারটি লেটার দিয়ে এমনি এমনি একটা বিশাল বই তৈরি হয়ে যায় কিভাবে? এটা অনেকটা COMPUTER PROGRAM এর মত। তথ্য পেতে হলে আপনার দরকার একজন কনশাস মাইণ্ড বা বুদ্ধিমান সচেতন সত্ত্বা। বিবর্তন কি করে একটা DNA তৈরি করে ফেলে এভাবে। বিবর্তন তো একটা মাইণ্ডলেস প্রোসেস মাত্র। আপনি তো Antony Flew এর নাম শুনেছেন, উনি নিধার্মিকদের 'ভাবগুরু' ছিলেন, উনি DNA এর রহস্য দেখেই পরবর্তীতে আবার আস্তিক হয়ে গেছিলেন।

বায়েজিদ ভাই চায়ের শেষ চুমুক দিয়ে এবার শুরু করলেন।

-প্রথমত Antony Flew যে নিধার্মিকদের 'ভাবগুরু' ছিলেন এই আজগুবি তথ্য আবার কই পেলেন আপনি? নিধার্মিকদের আপনাদের মত কোন স্বর্গীয় AUTHORITY নাই বা পীর, হুজুর নাই, জীবনে থাকবেও না, হয়ত উনি একজন বড় নিধার্মিক ছিলেন,সেটা ভিন্ন ব্যাপার। নিধার্মিকদের অথরিটি হচ্ছে বিজ্ঞান এবং যুক্তি। তাদের কোন ভাবগুরু বা কোন গুরুও নাই।

-অহহ, সেই বিজ্ঞান যেটা পরিবর্তনশীল!!

-হুম সেই বিজ্ঞান যা এতক্ষণ আপনি ঝাড়লেন,সেই বিজ্ঞান যা দিয়ে আপনারা ইসলাম প্রচার করেন,সেই বিজ্ঞান যা দিয়ে আপনারা আজকাল কুরআন বাঁচাতে মরীয়া হয়ে উঠেন,সেই বিজ্ঞান যা দিয়ে আপনি দৈনিক জীবন ধারন করেন,সেই বিজ্ঞান যা দিয়ে আপনি বেঁচে আছেন। বিজ্ঞানের কোন গোঁড়ামি নাই,আর এটাই বিজ্ঞানের সৌন্দর্য,বিজ্ঞান তাই ধর্মের মত স্থির নয়।

আর আপনি মনে হয় জানেন না, যে Antony Flew কি রকম আস্তিক হয়েছিলেন আসলে, উনি ছিলেন DEIST বা যৌক্তিক একেশ্বরবাদী, মানে একজন স্রষ্টা আছে কিন্তু সেটা আপনাদের মত ইসলামের আল্লাহ নয়, **DEISM মানে হচ্ছে এতে কোন ধর্ম নাই, কোন ধর্মীয় গ্রন্থ নাই, কোন প্রার্থনা নাই, কোন নবী-রাসুল নাই, কোন আজগুবি আদেশ-নিষেধ নাই, কোন জান্নাত-জাহান্নাম নাই**। স্রষ্টা এখানে শুধু মহাবিশ্ব তৈরি করে চুপচাপ বসে থাকেন। এতে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের মত কোন PERSONAL GOD নাই, যিনি কিনা আপনি বাথরুমে বসে কি করেন সেটাও নজর রাখেন আবার তাকে না মানলে চিরন্তন আপনাকে আগুনে পুড়াবেন। হা হা, কি বুঝলেন তার মানে? আমি তো বরং বলি আপনিও একজন DEIST হয়ে যান, অনেক অনেক নিরাপদ

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

পজিশন এটা। ধর্মের ক্যাচাল নাই, কুপাকুপি নাই, আজগুবি সব নির্দেশনা নাই, চিরন্তন মানার মত ব্যাক্তি বা গ্রন্থ নাই,নারী পুরুষে বা মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ করা নাই। DEIST হয়ে যান সবাই।

যাই হউক, এবার আসি আসল কথায়।

DNA এ কোন কম্পিউটার প্রোগ্রামও নয়, ভাষাও নয়। এটা আসলে একরকম ENCODING. ঠিক যেমন আপনি হয়ত আমাদের কম্পিউটারে নানা রকমের ফাইল ফরম্যাট জানেন, যেমন- .BMP format/bitmap image file. সঠিক STIMULI পেলে এটি একটি ছবিতে পরিণত হয়। DNA কে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এর সাথে তুলনা করলে প্রশ্ন আসবেঃ

১- DNA কি একটা TURING-COMPLETE ভাষা (প্রায় সকল প্রগ্রামিং ভাষাই Turing-complete)
২- এটা কি FUNCTIONAL/ALGEBRAIC/LOGICAL/FUZZY LANGUAGE ?
৩- এতে কোন LOGIC SYSTEM ব্যবহার করা হয়েছে?
৪- এর পিছনে কোন EXECUTION বা COST MODEL আছে?
৫- DNA প্রোগ্রামিং ভাষা কি আমাদের কম্পিউটারে চালান যাবে?
৬- এর পিছনে কি FINITE STATE MACHINE আছে ?

এতক্ষন যা বললাম সব কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ভাষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।DNA এর ক্ষেত্রে নয়।

এখন আসেন আমরা ভাষা বলতে আমরা কি বুঝি -

ভাষা মানুষের মস্তিষ্কজাত একটি মানসিক ক্ষমতা যা অর্থবাহী বাকসংকেতে রূপায়িত (বাগযন্ত্রের মাধ্যমে ধ্বনিভিত্তিক রূপে বা লৈখিক রূপে) হয়ে মানুষের মনের ভাব প্রকাশ করতে এবং একই সমাজের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা করে।যোগাযোগের এমন মাধ্যম যেখানে তথ্য এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পাঠান হয়।

“A method of communication in which intended information is conveyed from one group or entity to another."

এই অর্থে DNA কোন ভাষাও নয়।

DNA কে আপনি INSTRUCTION বা RULE বলতে পারেন, আর এই INSTRUCTION বা RULE এর AUTHOR হচ্ছে - NATURAL SELECTION/MUTATION (বিবর্তন তত্ত্বের প্রাকৃতিক নির্বাচন পদ্ধতি)

বিখ্যাত জীববিজ্ঞানি Richard Dawkins বলেছেন -

“Dna Neither Cares Nor Knows. Dna Just Is. And We Dance To Its Music.”

(DNA is a product of CHEMICAL NATURAL SELECTION, not a creation of NATURAL SELECTION)

মজার ব্যাপার হচ্ছে যদি ধরেও নিই, কেউ একজন হয়ত DNA তৈরি করেছেই, তাও সেই পুরাতন DEIST GOD এর ধারনা এসেই পরে। অন্তত আপনাদের ইসলামের আল্লাহ বা PERSONAL GOD এর কোন ভুমিকার প্রয়োজন নাই তো। আপনারা যারা মহাকাশ ও জীবের উৎপত্তি নিয়ে সমস্যায় ভুগেন,DEIST হয়ে যান না

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

কেন? হতে পারে প্রথম প্রান তৈরি করে DEISTIC স্রষ্টা জীবের শুরুটা করে দিয়েছেন এবং এখন আর মহাবিশ্বে সক্রিয় নন।

বায়েজিদ- "এছাড়া বিখ্যাত APOLOGIST রা এখন আর প্রথম DNA তৈরি নিয়ে কথা বলেন না, কারণ আমাদের পৃথিবীতে উল্কা/METEORITE মধ্যেই DNA BUILDING BLOCK অস্তিত্ব পাওয়া গেছে, যা নাসা নিশ্চিত করেছে। অস্ট্রেলিয়াতে একটি উল্কা পাওয়া যায়, যার নাম Murchison Meteorite, এতে 14, 000 Molecular Compounds এবং ৭০ টির মত Amino Acid & Nucleobases পাওয়া যায়। এর মানে কি বুঝলেন? প্রান চায়লে পৃথিবীর বাইরে থেকেও আসতে পারে। আপনি PANSPERMIA নিয়ে একটু পড়ে দেইখেন।

আপনি কি জানেন কাজাখস্তান (যার ৮০% মুসলিম) এর দুজন বিজ্ঞানি, যারা ১৩ বছর HUMAN GENOME PROJECT কাজ করেছেন, তারা বলেছেন যে DNA আমাদের পৃথিবীর বাইরে থেকে অন্য কোন ALIEN বা ভিন গ্রহের প্রানি পাঠিয়ে থাকতে পারে, এটা DIRECTED PANSPERMIA এর বিষয়।

("Their conclusion was that humans were designed by a higher power, with a "set of arithmetic patterns and ideographic symbolic language" encoded into our DNA.They believe that 97 per cent of non-coding sequences in human DNA is genetic code from alien life forms")

[সুত্রঃ "The "Wow! signal" of the terrestrial genetic code", **PEER REVIEWED**, ICARUS]

এছাড়া আপনি হয়ত জানেন যে প্রাচীন পৃথিবীতে অনেক উল্কা এসে পড়ত, এইসব উল্কার মাধ্যমে পৃথিবীর বাইরে থেকে কোন কিছু আসা একদমই যৌক্তিক এবং আমরা তার প্রমান আগেই পেয়েছি।

আপনি কি জানেন PEER REVIEWED JOURNAL কি জিনিস?

আতিক- জি, এইগুলাই বিজ্ঞানের সবথেকে নির্ভরযোগ্য তথ্যসুত্র।

বায়েজিদ- ৩৩ জন Researcher একটা PEER REVIEWED JOURNAL এ প্রকাশ করেছে যে আমরা পৃথিবীতে যে 'অক্টোপাস' দেখতে পাই, সেটা আসলে পৃথিবীর বাইরে থেকে আসছে। তারা 'অক্টোপাস' কে ALIEN SPECIES বলে দাবী করেছে। তারা বলেছে এটা আদি পৃথিবীতে উল্কার বরফের মধ্যে দিয়ে এসেছে।

(সুত্র-"Cause of Cambrian Explosion - Terrestrial or Cosmic?", **PEER REVIEWED**, Progress in Biophysics and Molecular Biology)

এছাড়া অনেকে এটাও ভাবেন COSMIC DUST/SPACE DUST এর মাধ্যমেও জীবনের সুচনা হতে পারে।কারণ কিছু প্রানি আছে যারা মহাকাশেও বেঁচে থাকতে পারে(Tardigrades/Water Bear)।

তবে আমার এখানে আরেকটা প্রশ্ন আছে, ধরেন যে এই DNA আপনার আল্লাহপাক বা একজন INTELLIGENT DESIGNER বানিয়েছেন, তো আমার প্রশ্ন হল, তাহলে কিভাবে DNA তে প্রায় ৯১% JUNK DNA/SELFISH DNA (NON-CODING) থাকে, যার বেশির ভাগই কোন কাজে লাগে না বরং এইগুলা কিছু কিছু মারাত্মক অসুখের সাথে সম্পৃক্ত। একজন সুদুক্ষ ডিজাইনার এভাবে কি করে DNA তৈরি করে?

-ভুল বললেন, আগে এটা ভাবা হত, কিন্তু এখন বিজ্ঞানিরা প্রমান করেছেন যে JUNK DNA উপকারী।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

-হা হা, আপনি মনে হয় সেই **বিতর্কিত** ENCODE প্রোজেক্ট এর তথ্য দিচ্ছেন। একদমই ভুল, মাত্র ৫- ৯% এর মত DNA মুল কাজ/Function করে, বাকি সব এখনও JUNK DNA (এই নিয়ে পরে **বিশদ আলোচনা** আছে, দেখুন চ্যাপ্টার- **"ভেল্কিবাজির সাতকাহন"**)

আমি হঠাৎ মাঝখান থেকে বলে উঠলাম, "আচ্ছা এই আপনারাই না বিজ্ঞানের পরিবর্তনশীলতা কে বিজ্ঞানের দুর্বলতা বলে গণ্য করেন। এখন দেখছি সেই বিজ্ঞানের পরিবর্তনশীলতার ফায়দা নিচ্ছেন, হা হা, এটা তো ভণ্ডামি হয়ে গেল ভাই?"

বায়েজিদ- 'হুম, উনারা সুযোগ পেলেই বিজ্ঞানের পরিবর্তনশীলতা কে কাজে লাগান, আবার সুযোগ পেলেই বিজ্ঞান দিয়েই বিজ্ঞান কে ছোট করার চেষ্টা করেন, এখানে একটা ব্যাপার খেয়াল কর যে, বিজ্ঞান কিন্তু আস্তিকদের ভয়ে বা লজ্জায় নতুন গবেষণা বা তথ্য সংগ্রহ বন্ধ করে নাই, বিজ্ঞানিরা ঠিকই তাদের ভুল শুধরে নিয়েছেন JUNK DNA এর ব্যাপারে। নতুন তথ্য আস্তিকদের FAVOUR যাবে কি, যাবে না এইসব ফালতু বিষয়ে বিজ্ঞানের মাথা ব্যাথাই নাই, সে সত্য উন্মোচন করে। ধর্ম হচ্ছে স্থির, সে বিজ্ঞানের এই পরিবর্তনশীলতার সাথে নিজেকে মানিয়ে নেয় আর না মানাতে পারলে বলে দেয়- বিজ্ঞান পরিবর্তনশীল, তাই মানা যাবে না- একেবারে ভন্ডামি রীতিমত। আমিতো ভাবি এখন এই বিজ্ঞান যদি আবার দুদিন পরে বলে JUNK DNA আসলেই কোন কাজের না, তাহলে মুমিন ভাইরা কি তাদের ধর্ম ছেড়ে দিবেন? কখনই না, তাদের কথা হচ্ছে- বিচার মানি, কিন্তু তালগাছ আমার'।

PSEUDO GENE এর নাম কি শুনেছেন?

আতিক- জি নাহ ত।

বায়েজিদ- এইগুলা হচ্ছে পুরাতন জিন এর ধ্বংসাবশেষ (Relic of Gene) বলতে পারেন, মানে বেশিরভাগ কোন কাজে লাগে না (অল্পকিছু ছাড়া),একজন সুদক্ষ DNA কারিগর এই PSEUDO GENE তৈরি করেন কেন? মানুষের ২০-৩০ হাজার এর মত সুডোজিন থাকে, যা কিনা ক্যান্সার তৈরি করতেও পারে। বেশিরভাগ কাজে তো লাগেই না, উল্টো ঝুঁকিপূর্ণ।

বায়েজিদ- আপনি কি জানেন DNA MUTATION কি জিনিস?

আতিক- " জি, DNA কপি করার সময় যে ভুলটা হয় আর কি"

বায়েজিদ- "কেন হবে ভুল? এটা না আপনি বললেন একজন INTELLIGENT DESIGNER বানিয়েছেন, তাহলে MUTATION কি করে হয় এতে? মানুষের বহু মিউটেশন হয়। এক গবেষণায় দেখা গেছে প্রত্যেক ৩০ মিলিওন BASE PAIRতে একটি মিউটেশন হয় (or 175 mutations per diploid genome per generation)। বাবা-মা থেকে **নিস্পাপ শিশুতে** কেন ক্যান্সার হবে (এটা স্রষ্টার সেই ন্যায্য পরীক্ষাকেন্দ্র ধারনা বাতিল করে)? শুধু Germline Mutation-ই প্রায় ৫০টির অধিক ক্যান্সারের সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহর তৈরি করা DNAতে এত ভুল কেন ভাই? এই মিউটেশনের কারনে মানুষ/প্রানি/উদ্ভিদ কত মারাত্মক বিপদে পরে জানেন তো!!! এই দায় কার তাহলে? স্রষ্টার না মানুষের? স্রষ্টা একেবারে বিসমিল্লাহতেই এইরকম ভুল করে রেখেছেন কেন? এইসব কি INTELLIGENT DESIGN এর নমুনা??

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

[সুত্রঃ 1-“A practice guideline from the American College of Medical Genetics and Genomics and the National Society of Genetic Counselors: referral indications for cancer predisposition assessment”, **PEER REVIEWED**, Genetics in Medicine Journal

2- “Human Y chromosome base-substitution mutation rate measured by direct sequencing in a deep-rooting pedigree”, **PEER REVIEWED**, Current Biology

3- “Estimate of the mutation rate per nucleotide in humans”, **PEER REVIEWED**, GENETICS]

আল্লাহপাক প্রথমত DNA তে মিউটেশনের মত মারাত্মক একটা ভুল করে বসলেন, দ্বিতীয়ত উনি এটাই জানতেন না যে এই মিউটেশন নিয়েই পরবর্তীতে তার নিজের অনুসারীদের বিবর্তন সঙ্ক্রান্ত বড় রকমের বিপাকে পরতে হবে, ব্যাপারটা খুবই হাস্যকর!!

EPIGENOME এর নাম কি শুনেছেন?, আতিক- ‘জি না ভাই’

বায়েজিদ- EPIGENOME হচ্ছে জিন-প্রকাশ এর পরিবর্তন (Changes in Gene Expression)। সে নির্ধারন করে কোন জিন কাজ (প্রকাশ) করবে আর কোনটা করবে না। EPIGENOME পরিবর্তনশীল। এই এপিজিনোম ভুলভাবে জিন ট্যাগ করতে গিয়ে অনেক ক্যানসার তৈরি করে। এছাড়াও NON-CODING RNA এবং TRANSPOSON একইভাবে মারাত্মক অসুখের সৃষ্টি করে। তো আপনার সর্বজ্ঞানী স্রষ্টা কি সিস্টেম বানাইল যে বিসমিল্লাহতেই এত গলদ?
(আরও ভুল জানতে পড়ুন চ্যাপটার **“ভেল্কিবাজির সাতকাহন”**)

এখন আপনি বলেন, আমাদের শরীরে এত ‘অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ/VESTIGIAL ORGAN’ কেন থাকবে?

-অহহ বুঝছি,আপনি হয়ত APPENDIX এর কথা বলছেন, সেটা তো কাজ করে,অকাজের নয়।

-ভাই আমাদের প্রায় ৯ টি অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ/VESTIGIAL ORGAN আছে, এছাড়াও আছে BEHAVIORAL AND MOLECULAR VESTIGIALITY, কয়টা বলব?

আর আমরা সেটাকেই পরিপূর্ণ FUNCTIONAL বলব, যেটা ছাড়া আমরা বাঁচতে পারব না, বা যেটা আমাদের শরীরের কোন গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। এপেন্ডিক্সের যে কিছু উপকার আছে সেটা এখনও হাইপথিসিস এবং সেই উপকারও কোন অপরিহার্য বিষয়ই না। উল্টো এপেন্ডিসাইটিসের মত তীব্র যন্ত্রণাদায়ক অসুখ হয়।

আপনার **এপেন্ডিক্স কেটে বাদ দিলে কি আপনি মরে যাবেন**?

-জি না, কিছুই হবে না
-তাহলে ফালতু সেকেন্ডারি উপকার (তাও হাইপথিসিস) দিয়ে কি যায় আসে?

-আমাকে বলেন আপনারা তো “মানুষ বানর থেকে আসছে” বলে হাসাহাসি করেন, যদিও পুরা ব্যাপারটাই ভুল, মানুষ আর বানরের একই ANCESTOR, কেউ কারো থেকে আসে নাই। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনার সর্বজ্ঞানী আল্লাহপাক বানরের লেজের কশেরুকা আমাদের “আশরাফুল মাখলুকাত” এর পিছনে ধরিয়ে দিলেন কেন?

-মানে!! এইটা কি বলছেন।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

-মানে আমাদের পিছনে লেজের কশেরুকা বা COCCYX / TAIL BONE আছে, যেটার কোন মেজর ফাংশন নাই, উল্টো এটা প্রচণ্ড ব্যাথা (COCCYDYNIA) তৈরি করলে কেটে ফেলে দেয়া হয়, এই জিনিস আমাদের পিছনে কেন দিল স্রষ্টা? যেটা কাজে তো লাগেই না, উল্টো কারো জন্যে সমস্যা তৈরি করে। এটা কিন্তু শিম্পাঞ্জি,বনোবো এবং গরিলাদেরও আছে, মানে কি বুঝলেন!

-আমমম , এটা তো চিন্তার বিষয়!

-আপনি কি দেখছেন যে মাঝে মাঝে কিছু কিছু মানব শিশু পিছনে লেজ নিয়ে জন্মায়? দুনিয়াতে এইরকমের ঘটনা ৩০ এর অধিক আছে (মাঝে মাঝে মিউটেশনের কারনে পুরাতন জেনেটিক সুইচ চালু হয়ে যায়)। [সুত্রঃ "Human tails and pseudotails", **PEER REVIEWED**,Human Pathology]

-জি, দেখেছি, এমন কিছু কেস আছে বটে। ইন্ডিয়ায় হিন্দুরা এইরকম একজন বাচ্চাকে ভগবান হনুমানের অবতার বলে প্রচার করেছিল। আসলেই তো কেন এই সুপ্ত লেজ আমাদের থাকবে!!

-আচ্চা আপনার কি আক্কেল দাঁত আছে?

-জি আছে ত।

-এটা দিয়ে আপনাদের মুসলমানদের কোন অতিরিক্ত আক্কেল হচ্ছে কি?

-মানে কি ?

-মানে এটার কাজ কি? এটা কি কোন কাজে লাগে? বরং মাঝে মাঝে চরম অসুবিধা তৈরি করে, ঠিক APPENDIX এর মতই, তখন মানুষ তুলে ফেলে দেয়, কারণ এটা কোন কাজেরই না।এই রকম আরো অনেক আছে, যেমন PALMARIS LONGUS এবং OCCIPITALIS MINOR MUSCLE, এইগুলা ঠিক যেমন সব মানুষের থাকেই না, আবার যাদের থাকে কোনই কাজে লাগে না, এইসব স্রষ্টা দিয়েছে কেন তাহলে?

-তাত বলতে পারি না!! এইসব অপ্রয়োজনীয় জিনিস আছে তাই তো জানতাম না।

-আচ্ছা আমাকে বলেন, আপনি ছেলে না মেয়ে?

-কি সব বলছেন, ফাজলামি নাকি!!

-আচ্ছা, তো আপনি ছেলে হলে আপনার দু-দুটো অকেজো স্তন বুকের মধ্যে রাখার দরকার কি ছিল? এইগুলা কি দেখতে সুন্দর দেখায়? নাকি অন্য কোন **গুরুত্বপূর্ণ/PRIMARY কাজে** লাগে?

-হা হা হা,নাহ মানে এটা তো খেয়াল করি নাই।

-এটা কেন হয় জানেন তো?

-জি না

-কারণ আমরা সবাই জন্মের ৫-৬ সপ্তাহ পর্যন্ত **"একরকমের"** নারী থাকি বলতে গেলে (অনেক মুসলিম একে 'নিরপেক্ষ-অবস্থাও' বলতে পারেন,কিন্তু সেটা আবার আমাদের আদম -হাওয়া কাহিনীর সাথে সাংঘর্ষিক, কারন পুরুষ আদম আগে তৈরি হয়েছিল অকার্যকর স্তন দিয়েই, মজার ব্যাপার হচ্ছে নিরপেক্ষ ধরে নিলে সেটা

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

আবার তখন উল্টো বিবর্তনকে সাপোর্ট করে, সৃষ্টিতত্ত্বকে নয়)। মানুষের শুরুটা হয় আসলে নারীদের নকশা (Female Blueprint) দিয়ে,এই কারনেই হয়ত নারী ভ্রূণ (EMBRYO) বেশি বাঁচে। খেয়াল করেন শুধুমাত্র Y ক্রোমোজমের উপস্থিতি টের পেলেই (SRY Gene কারনে) আমাদের ভ্রুন/EMBRYO পুরুষে পরিনত হওয়া শুরু করে, এর আগে নয়। এর আগেই নারীর বৈশিষ্ট্য (স্তন) পুরুষে তৈরি হয়ে যায়। তার মানে এই দাঁড়াচ্ছে যে জরায়ুর Default Setup/Human Fetal Blueprint হচ্ছে নারীদের জন্যে। এছাড়া শুধু Chromosomal Sex দিয়ে লিঙ্গ/Gender নির্ধারণই করা যায় না। Gender এবং Sexual Orientation আলাদা ব্যাপার। আপনাদের কুরআন বা হাদিস অবশ্য এইসবের কিছুই বলে যায়নি। তাই সমকামীদের হত্যার বিধান আছে ইসলামে। হিজড়াদের নিয়েও তাচ্ছিল্য করার সহিহ হাদিস আছে।

(ইসলাম অনুযায়ী আদমের পাজড় থেকে হাওয়া তৈরি হলে আদম আর হাওয়া একই DNA কারনে ভাই-বোন হওয়ার কথা, এমনকি স্রষ্টা প্রথমেই যে পুরুষ তৈরি করল তাতে কি মনে করে অকার্যকর স্তন দিয়েছিল তা কেউ জানে না, কারন উনার কিন্তু নারী তৈরির প্ল্যানিং পরে মাথায় এসেছিল, তাই প্রথমেই পুরুষের অকার্যকর স্তন দেয়ার কোন যৌক্তিকতা নাই)

আচ্ছা,আমাকে একটা কথা বলেন, আপনারা মুসলমানি করেন কেন?

-কারণ রাসুল বলেছেন আর এটা এখন বৈজ্ঞানিক বলেও প্রমান হয়েছে।

-প্রথমত, রাসুল কি নিজে ৪০ বছর বয়সে মুসলমানি করেছিল বলে কোন সহিহ রেফারেন্স আছে? আমার জানামতে নাই, উনি তাহলে নিজে যেটা করে নাই সেটা মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিল কেন? এমনকি মেয়েদের মুসলমানি (বর্বর কাজ) করার সহিহ হাদিসও আছে (আবু দাউদ, আলবানা একাডেমি, নাঃ ৫২৭১)- এটা জানেন তো? এটা তো একটা ঝুঁকিপূর্ণ এবং বর্বর জিনিস,যেকোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে (বিশেষ করে নারীদের জন্যে)। আর দ্বিতীয়ত, যদি এটা বৈজ্ঞানিকই হয়,তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে যে,আল্লাহপাক নিজে এই ভুলটা এখনও প্রতিদিন করেই যাচ্ছেন? তাই আমরা জন্মের পরে স্রষ্টার করা ভুল, মুসলমানি করে শুধরে নিচ্ছি? উনি নিজেই তো FORESKIN ছাড়া আমাদের কে বানাতে পারতেন, তাহলে আর এত কাহানী হতো না। এই FORESKIN কেও অনেকে VESTIGIAL PART বলে থাকেন। এটা কোন কাজেই লাগে না। তাই আমরা কেটে ফেলে দিলেও কিছু হয় না। এইরকম বহু আছে এক এক করে বলতে থাকব নাকি?

-নাহ ভাই,আহেম আহেম,বুঝছি যা বুঝার...

-এটা তো বললাম শুধু VESTIGIAL ORGAN এর কথা, আপনাকে যে অঙ্গগুলো সঠিক ভাবে কাজ করে বা ফাংশনাল সেটার মাঝেও অনেক ভেজাল/ভুল নকশার প্রমান করতে পারি।

-তাই নাকি, তা কিভাবে?

-Recurrent Laryngeal Nerve নামের একটা অঙ্গ/নার্ভ আছে আমাদের। এই নার্ভটা/NERVE গলার LARYNX থেকে সরাসরি মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার দূরত্বে মস্তিস্কে না গিয়ে এটা চলে যায় আমাদের হৃদপিণ্ডের AORTA (মহাধমনী) এর নিচে। সেখান থেকে ঘুরে আবার আসে মস্তিস্কে। যেটা মাত্র কিছু দুরের মস্তিস্কে সরাসরি যেতে পারত, তা না করে সেটা দুনিয়া ঘুরে আসে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই নার্ভটাই জিরাফের শরীরে প্রায় ১৫ ফিট ঘুরে আবার উপরে যায়, কত হাস্যকর ডিজাইন তা কি বুঝতে পারেন? একজন সুদক্ষ জীব তৈরির কারিগর কি এভাবে জীব তৈরি করে?

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

আবার সুনিপুন দক্ষ হাতের ডিজাইনের শরীরে নারীদের CESAREAN Delivery (C-section) করাতে হবে কেন? মাঝে মাঝে এটা অপরিহার্য হয়ে পরে।

আস্তিকরা প্রায়ই মানুষের চোখের উদাহরন দিয়ে থাকেন, বলেন যে এত জটিল চোখ একজন দক্ষ কারিগর ছাড়া তৈরি হবে কি করে। অথচ আমাদের চোখ মোটেও ১০০% সঠিক ইঞ্জিনিয়ারিং/দক্ষতার নমুনা নয়। আমাদের চোখের সবথেকে আজগুবি ব্যাপার হচ্ছে আমাদের (সকল মেরুদন্ডী প্রাণীর) রেটিনা উল্টো করে প্রতিস্থাপন হয়েছে। আমাদের রেটিনাতে ফটো-রিসেপটর (আলোক সংবেদনশীল) কোষগুলা উল্টো করে সাজান! মানে যেদিকে থেকে চোখে আলো ঢুকে কোষগুলো সেইদিক মুখে করে সাজান হয়নি, বরং দেখা যায় চোখে আলো যে দিক দিয়ে ঢুকে সেদিকে ফটোসেলের নার্ভগুলো বেরিয়ে গেছে (অনেকটা উল্টো করে মাইক্রোফোন হাতে ধরার মতই), যার ফলে আমাদের চোখে বিশেষ ব্লাইণ্ড স্পট তৈরি হয় (যা দুই চোখের একত্রিত ফিল্ড অভ ভিজনের কারনে আমরা সহজে অনুধাবন করি না)। কিন্তু স্কুইড, অক্টোপাস ইত্যাদি প্রানিদের আবার সঠিকভাবে সাজানো আছে, যেদিকে আলো আছে সেদিকেই তার ফটোসেলগুলা বিন্যস্ত করা। এই কারনে তাদের কোন ব্লাইন্ড স্পটও নেই। এছাড়া আমাদের চোখের যে ক্ষীণ দৃষ্টি এবং দূর দৃষ্টির সমস্যা হয় (Myopia এবং Hyperopia) এর পিছনেও ভুল নকশাই মুল কারন বলে অনেকে মনে করেন। এছাড়া দুনিয়ার প্রায় ৬-৮% পুরুষ বিশেষ এক /একাধিক রঙ বুঝতে পারে না (নারীরা ০.৫%)। আবার আমরা কিন্তু চোখ দিয়ে দেখি না, আমরা মস্তিষ্ক দিয়ে দেখি, তাই আপনার মস্তিস্কে কোন অসুখ/সমস্যা হলেও আপনি চোখের সমস্যায় ভুগতে পারেন।

অন্য প্রানিদেরও একটা ছোট উদাহরন দেই। MOLE RAT/ SPALAX (আঁচিল ইঁদুর) একরকমের অসহায় ইঁদুর,বেচারাদের চোখ থাকিতেও অন্ধ, কারণ তাদের পুরো চোখ চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকায় তারা দেখতে পারে না। মারহাবা কত সুদক্ষ হাতে তৈরি!!

এইতো মাত্র কিছু উদাহরন দিলাম ভুল ডিজাইনের, এরকম ভুরি ভুরি উদাহরন আছে আমাদের শরীরে, অন্যান্য প্রানিতে এবং উদ্ভিদে, আমি কি এক এক করে বলা শুরু করব আরো?

-(ঝেড়ে কেশে)না,না, ঠিক আছে, বুঝেছি আসল ব্যাপারটা।

আতিক- ‘‘বুঝলাম, ভালোই জটিলটা আছে বটে, এবার অন্য প্রসঙ্গে যাই, আচ্ছা বিবর্তন নিয়ে কিছু প্রশ্ন ছিল; এটা তো একটা থিওরি মাত্র। এটা তো কেউই গ্রহন করে না’’

বায়েজিদ- ‘‘আপনাকে আগে বৈজ্ঞানিক থিওরির সংজ্ঞা জানতে হবে।কোনো একটি বিষয়ে বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে গড়ে ওঠা অনুমান বা ধারণা ও ধারনাসমষ্টির সারাংশই হল বৈজ্ঞানিক থিওরি বা তত্ত্ব। সাধারণত প্রাকৃতিক কোনো ঘটনার বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সাহায্যে। একটি প্রাকৃতিক ঘটনা কেন ও কিভাবে ঘটছে তার বিজ্ঞানসম্মত কারণ খুঁজতে চান বিজ্ঞানীরা। এই ঘটনা সম্পর্কে বহুদিন ধরে পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা ও গবেষণা করে তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। তারপর বিভিন্ন তথ্য ও পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে একটি সাময়িক বা অস্থায়ী অনুকল্প (HYPOTHESIS) প্রস্তুত করা হয় যা ব্যাখ্যা করতে পারবে ঘটনাটিকে। একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কখনোই কোন বিজ্ঞানীর মনগড়া কথা নয়। বহু তথ্য ও পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করেই গঠিত হয় প্রত্যেকটি তত্ত্ব।

আস্তিকরা বা মুমিনরা যখন বলে বিবর্তন তো একটা থিওরি মাত্র, তখন তারা জানেই না যে থিওরি আসলে কি? এমনকি অত্যেন্ত জ্ঞানী মুসলিম ব্যাক্তিও জানেন না’’

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

আতিক- ‘‘জ্ঞানী মুমিন ব্যাক্তিও জানেন না,এটা বলা কি ঠিক হল ভাই’’

বায়েজিদ- ‘‘জি ব্যাখা দিচ্ছি, বর্তমান প্রজন্মের নামকরা জ্ঞানী ইসলামিক আলেম বা স্কলার, ডাঃ জাকির নায়েক কে তো চিনেন আপনি,উনি বৈজ্ঞানিক থিওরি বলতে কি বুঝেন জানেন সেটা?’’

আতিক- ‘‘উনি বলেছেন আগে হাইপথিসিস হয়,এরপর থিওরি,এরপর থিওরি আরো শক্তিশালি হলে তখন সেটা LAW পরিনত হয়’’

পাশ থেকে আমি হো হো করে হেসে বললাম, ‘‘হায়রে, বেচারা জোকার নায়েক, উনি কিছু হলেই বলেন, আমি চিকিৎসক, তাই আমি BIOLOGY নিয়ে ভালো জানি, উনাকে একজন জিগ্যেস করেছিল বিবর্তন নিয়ে, উনি তার জবাব দেন প্রায় ৭ মিনিট, এই কম সময়ে উনি বহু ভুল কথা বলেন বিবর্তন নিয়ে, উনি এটাই জানেন না যে ডারউইন কোন দ্বীপে গিয়েছিলেন...’’

বায়েজিদ- “উনি যেটা বলেন, সেটা একদমই ভুল। কারণ LAW, FACT, THEORY একদমই ভিন্ন বিষয়,উনি সব তালগোল পাকিয়ে ফেলছেন!ধরেন,গাছ থেকে আপেল মাটিতে পড়লে সেটা হচ্ছে ঘটনা বা FACT, যেটা পর্যবেক্ষণ করতে পারি আমরা। যেমন ইভালুশন ঘটে এটাও একটা FACT/ সত্য ঘটনা।

এখন এই আপেল পড়ার ঘটনা ব্যাখা করা যায় নিউটনের সুত্র দিয়ে, যাকে বলে LAW/আইন বা নিয়ম, যা কিনা পর্যবেক্ষণকৃত ফ্যাক্টকে ব্যাখ্যা/বর্ণনা করতে পারে। LAW হচ্ছে চারিদিকে Observed Phenomenon/প্রাকৃতিক ঘটনা এর বর্ণনা (সাধারনত গানিতিক বর্ণনা)। LAW শুধু পর্যবেক্ষণকে বর্ণনা করে মাত্র। অন্যদিকে থিওরি কারণ ব্যাখ্যা করে। LAW, ‘‘কি’’ এর বর্ণনা দেয়, আর থিওরি ‘‘কিভাবে এবং কেন’’ এর ব্যাখ্যা দেয়। যেমন ধরেন, নিউটনের LAW OF GRAVITY জাস্ট পর্যবেক্ষণকে বর্ণনা করে, এটি মহাকর্ষ কিভাবে কাজ করে তার ব্যাখ্যা করে না। কিন্তু আইন্সটানের GENERAL THEORY OF RELATIVITY মহাকর্ষ কে ব্যাখ্যা করে। তাই আপনি এখন বলতে পারেন LAW OF GRAVITY যেমন আছে,তেমনি THEORY OF GRAVITY ও এখন আছে। কোনো একটি বিষয়ে বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে গড়ে ওঠা অনুমান বা ধারণা ও ধারনাসমষ্টির সারাংশই হল বৈজ্ঞানিক থিওরি বা তত্ত্ব। একটি সঠিক ও প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব এরকম হাজারো পর্যবেক্ষণ ও ভবিষ্যৎবাণীর সাহায্যে প্রমাণিত হয়। এইরকম সব পরীক্ষায় পাশ করেই বিবর্তন আজ একটি প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব। বিবর্তন ভুল প্রমান করে আজ পর্যন্ত একটি আর্টিকেল/পেপার কোন PEER REVIEWED JOURNAL (High Impact Factor) প্রকাশ হয়নি।

জাকির সাহেব একবার বলেছিলেন GRAVITY হচ্ছে শুধুমাত্র- LAW, অথচ উনি ‘থিওরি’ এবং ‘ল’ এর তফাৎটাই জানেন না। উনার ধারনা হচ্ছে থিওরি আরো শক্তিশালী হলে LAW তে পরিনত হয়। কিন্তু থিওরি কখনও LAW তে পরিণত হয় না। দুটো একেবারে ভিন্ন বিষয়। আবার LAW কিন্তু পরিবর্তন হতেও পারে (খুবই বিরল),এটা ভুল ধারনা যে LAW পরিবর্তন হতেই পারে না, যেমন ধরুন, কুয়ান্টাম দুনিয়ায় LAW OF GRAVITY কাজ করে না। এমনকি একই LAW ভিন্ন পরিবেশে বা অবস্থায় ভিন্ন ফলাফল দিতে পারে (মহাকাশে আপেল হয়ত উপরে দিকেও যেতে পারে)।

এখন আতিক ভাই, আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনারা হাজার হাজার বিজ্ঞান খুজে পান কুরআনে, যার বেশির ভাগই কোন না কোন বৈজ্ঞানিক থিওরি কে সাপোর্ট করে। এই আপনারাই কুরআনে বিগ ব্যাং থিওরি খুজে পান, কিন্তু বিবর্তন প্রসঙ্গ আসলেই অনেকটা নির্লজ্জের মত বলে বসেন এটা তো একটা থিওরি!!! ব্যাপারটা কি ভণ্ডামি নয়?’’

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

আতিক ভাই লজ্জায় চুপ করে রইলেন। উনি কি বলবে বুঝতে পারছেন না।

বায়েজিদ- ‘‘বিবর্তন হচ্ছে একটা ফ্যাক্ট বা ঘটনা। আপনারা যখন বলেন যে বিবর্তন থিওরি, তখন সে থিওরি টা আসলে কি সেটা কি জানেন?’’

আতিক- ‘‘জি ডারউইন যে থিওরি দিয়েছেন সেটা - THE ORIGIN OF SPECIES”

বায়েজিদ- ‘‘আসলে এখানে থিওরি হচ্ছে BY MEANS OF NATURAL SELECTION অংশটুকু, উনার বইটির নাম হচ্ছে ON THE ORIGIN OF SPECIES BY MEANS OF NATURAL SELECTION. বিবর্তন একটা ফ্যাক্ট, যেটা নিয়ে ডারউইন এর আগে ‘লেমারক’ নামে আরেকজন ব্যাক্তি আরেকটি থিওরি দিয়েছিলেন,কিন্তু পরে ডারউইনের (এবং আলফ্রেড ওয়ালেস) NATURAL SELECTION থিওরি বেশি গ্রহনযোগ্যতা পেয়েছে। আপনাদের জাকির নায়েক সাহেব বলেন, বিবর্তনকে নাকি ‘দুনিয়ার সব বিজ্ঞানি’ ত্যাজ্য করেছে, উনার মত ব্যাক্তির রেফারেন্স ছাড়া ফালতু কথা বলা কি একেবারে ডাহা মিথ্যা কথা এবং একটা ভন্ডামি নয়? এবং একটা কুযুক্তি -“JUST BECAUSE FALLACY”.

উল্টো এখন দেখা যায় বিবর্তন আইন্সটইনের রিলেটিভিটি থিওরি থেকেও বেশি জনপ্রিয়, সেজন্যেই বহু দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানশিক্ষা পাঠ্যসূচি/অধ্যায়তে অন্তর্ভুক্ত আছে, আপনাদের CREATION THEORY বা ‘হয়ে যাও থিওরি’ কি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানশিক্ষা অধ্যায়/পাঠ্যসূচিতে জীবনে দেখেছেন?’’

আমি- ‘‘হায়রে!! একে তো থিওরি আর LAW এর মধ্যেই তফাৎ জানেন না জোকার নায়েক, আবার মুখের উপর হাজার হাজার মানুষের সামনে ডাহা মিথ্যা কথা বলে দেন বিবর্তন নিয়ে, আর না জানা অল্প/অর্ধ/কুশিক্ষিত এবং বোকা মুসলমানরা না বুঝেই তালি দেয়!!’’

আতিক- ‘‘কিন্তু ভাই এক ছাগল বিজ্ঞানি মিলারের নাম তো শুনেছেন, উনি ১৯৫০ সালে এক এক্সপেরিমেন্ট করে দেখিয়েছে পৃথিবীতে কিভাবে প্রথম প্রানের শুরু হতে পারে, কিন্তু সে কিছু প্রোটিন তৈরি করতে পেরেছিল মাত্র ল্যাবে। তার পরীক্ষা নিয়ে তো সবাই হাসাহাসি করে!’’

বায়েজিদ- প্রথমত বিজ্ঞানিরা কেউ ছাগল হয় না,আর ছাগলরা কেউ বিজ্ঞানি হতে পারে না, তবে কিছু মুসলিমরা খুব সহজে ‘‘ছাগল বিজ্ঞানি’’ হতে পারে!(দুঃখিত)। সেই ব্যাক্তি কোন প্রোটিন অনু তৈরি করে নাই, সে এমাইনো এসিড তৈরি করেছিল এবং প্রথম প্রানের কোন এক্সপেরিমেন্টও এটা ছিল না। এই এক্সপেরিমেন্ট হয় ১৯৫২ সালে, এবং এটি কেন করা হয় সেটা মনে হয় আপনার কাছে পরিষ্কার নয়। মিলারের অনেক আগে Alexander Oparin এমন একটা তত্ত্ব দিয়েছিলেন যে প্রাচীন পৃথিবীতে উপস্থিত পরিবেশে Inorganic component থেকে Organic molecule তৈরি হতে পারে (কোন স্রষ্টার হস্তক্ষেপ ছাড়াই), কিন্তু সেটার কোন এক্সপেরিমেন্ট ছিল না। মিলার তার সেই তত্ত্ব কে এক্সপেরিমেন্টে রুপ দেন।তাদের মুল উদ্দেশ্য ছিল প্রমান করা যে Simpler Inorganic Precursors থেকে More Complex Organic Compounds তৈরি হতে পারে। সুখের ব্যাপার হচ্ছে ততটুকু ব্যাপার মিলার খুব ভালো করেই প্রমান করে ছেড়েছেন তার এক্সপেরিমেন্টে। তাদের মোটেও উদ্দেশ্য ছিল না পৃথিবীর প্রথম প্রান তৈরি করে দেখান! পৃথিবীতে প্রথম প্রানের উৎপত্তি নিয়ে দুটো HYPOTHESIS আছে- RNA World Hypothesis এবং PROTEIN World hypothesis। মিলারেরটা RNA World Hypothesis এর প্রাথমিক কিছু পরীক্ষা ছিল মাত্র। মিলার ২০০৭ এর মারা যাবার পর বিজ্ঞানিরা তার গবেষণাগারে গিয়ে দেখেন যে , মিলার তার আসল

সত্যের সন্ধানে

shottershondhane.com

পরীক্ষায় ২৫ টি এমাইনো এসিড পেয়েছিলেন (যদিও মিলার এর থেকে কম উল্লেখ করেছিলেন, কারণ তার কাছে পর্যাপ্ত TOOLS ছিল না সে সময়ে)। যদি ধরেও নিই মিলারের পরীক্ষায় কিছু সমস্যা ছিল, কিন্তু মিলারের এই পরীক্ষার পর কিন্তু বিজ্ঞানীরা কেউ বসে ছিল না, এরপরে আরো অনেক উন্নত ভার্সনের এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে (নতুন নতুন প্রভাবক সংযোজন করে), যেগুলাতে এমাইনো এসিড ছাড়াও অন্য Organic Compund পাওয়া গিয়েছে, এমনকি RNA and DNA Nucleobases ও পাওয়া গেছে। মিলারের সেই এক্সপেরিমেন্ট থেকে বিজ্ঞানের নতুন এক শাখা - PREBIOTIC CHEMISTRY চালু হয়েছে।

আর হ্যাঁ, বিগ ব্যাং থিওরি নিয়েও কিন্তু প্রথমে হাসাহাসি হয়েছিল বিজ্ঞানি মহলে এবং এই 'বিগ ব্যাং' নামকরনও কিন্তু তখন ব্যাঙ্গ করেই দেয়া হয়েছিল। আজকাল এই বিগ ব্যাং থিওরিই কিন্তু মুসলমানরা কুরআনেও খুজে পাচ্ছে!! এর মানে কি দাঁড়াল তাহলে ...

বায়েজিদ- আচ্ছা, আপনি কি আপনাদের "CREATION THEORY" বা আল্লাহর আদমের কাহানিকে বিবর্তন থেকেও অধিক গ্রহনযোগ্য মনে করেন?

আতিক- অবশ্যই করি, আল্লাহপাক এভাবেই বলেছেন

বায়েজিদ- আদম থেকে শেষ রাসুল পর্যন্ত কত বংশধর গেছে বলে মনে করেন আপনি?"
আতিক- অনেকে বলে থাকেন সাহাবি কেরামরা এবং নবীজি নিজে তার বংশ তালিকা বলে গেছেন, তবে প্রায় ৪০+ কিছু একটা হবে আর কি!

বায়েজিদ - বিতর্ক থাকাতে আমরা কিছু বাড়িয়ে ধরে নিলাম হজরত আদম থেকে নিয়ে আমাদের নবী হচ্ছে ৫০ তম বংশধর (Genealogy)। ১৪৫০ বছর আগের প্রতি জেনারেশন যদি ৩৫ বছর (গবেষণা এবং পরিসংখ্যান অনুযায়ী) করে এভারেজ ধরা হয়,তাহলে আদম থেকে মোহাম্মাদ প্রায় ১৭৫০ বছরের মত হয়। এর সাথে আরো ১৪৫০ বছর (বর্তমান সময়) যোগ করলে হয় ৩২০০ বছরের মত। তার মানে এখন থেকে প্রায় ৩২০০ বছর আগে আদমের জন্ম।

অথচ মিশরের পিরামিডই ৪০০০ বছরের বেশি পুরান। পৃথিবীতে লিখিত অবস্থায় যে প্রথম মহাকাব্য "গিলগামেশ" পাওয়া যায়, তার বয়সই প্রায় ৩০০০+ বছর। শকুনের হাড় দিয়ে বানান একটি বাঁশি পাওয়া গিয়েছে প্রায় ৩৫০০০ বছর পুরোন। একটি মূর্তি (ধরা হয় প্রাচিন দেবতা) পাওয়া যায় (Venus figurine) যার বয়স ২৫-৩০ হাজার বছর। প্রথম জীবের(এককোষ) প্রমান পাওয়া যায় পৃথিবীতে প্রায় ৩+ বিলিয়ন বছর আগে। আমাদের পূর্ব পুরুষদের (HOMININ) মধ্যে (Ardipithecus Ramidus, এটা Australopithecus এর আগে) প্রজাতির একটি ফসিল পাওয়া যায়, যার নাম – আরডি (ARDI), এটি প্রায় ৪.৪ মিলিয়ন বছর পুরানো। আর আমাদের HOMO SAPIENS এর সবথেকে পুরোন ফসিল পাওয়া যায়, যেটা প্রায় ২-৩ লাখ বছর আগের। এসবের মানে আপনি এখন কি বুঝলেন? আপনাদের ঘড়ি তো "মুলত" শুরু হয়েছে ১৪৫০ বছর আগে থেকে! হা হা, আর কিছু কি বুঝিয়ে বলতে হবে?

তবে আপনি যেহেতু বললেন বংশধরের সংখ্যা নিয়ে কিছুটা বিতর্ক আছে, তাই BENEFIT OF DOUBT দিয়ে,আমি আদম থেকে মোহাম্মদের বংশধর ধরলাম ১০০ বংশধর (অনেকে বলেন এটা ৮১ হবে),তাহলেও মাত্র ৫০০০ বছর হয়(এভারেজ ৫০ বছর করে বংশ ধরে নিলেও),তবে মানসিক সন্তুষ্টির জন্যে আয়ুষ্কাল এবং বংশ যা খুশি বাড়ালেও ফলাফল কোনটাই পৃথিবীর বাস্তবতার ধারে কাছে যাবে না,আপনারা নিজেরা চেষ্টা করে দেখতে পারেন,হা হা হা...

সত্যের সন্ধানে

shottershondhane.com

আবার সহিহ হাদিস অনুসারে আমরা দেখতে পাই কাবা শরীফ তৈরি হয়েছিল মসজিদুল আকসা থেকে মাত্র ৪০ বছর আগে (সুনান নাসাঈ, অধ্যায়-৮, হাঃ ৬৯১),মজার ব্যাপার হচ্ছে যে সুত্রেই হিসেব করেন না কেন মসজিদুল আকসার বয়স হিসেব করলে ৩০০০ বছরের বেশি হয় না (অনেকে বলেন খ্রিষ্টপূর্ব ২১৭০ তে ইব্রাহীম প্রথম তৈরি করেছিলেন)এবং আমরা জানি আদমই প্রথম কাবা শরীফ বানিয়েছিলেন,তাহলে আমরা আদমের বয়স এখানেও পাচ্ছি প্রায় ৩৫০০ বছরের কম! **আগেই বলেছি এইসব হিসেব যেদিক দিয়েই করেন ধরা খাবেন বাস্তবতার সাথে**।

দ্বিতীয়ত, আপনি কি আপনার বাচ্চাকে আদম আর হাওয়ার কেচ্ছা কাহানী শুনাবেন, আল্লাহ্ হাত দিয়ে প্রথমে আদম কে বানায়ছিল কাদা মাটি দিয়ে, এরপর **আদমের মনো রঞ্জনের জন্যে** (মানে সেক্স) আদমেরই পাজড় থেকে হাওয়া কে বানায়ছিল। উনি চায়লে পাঁজরের হাড় বাদ দিয়ে, উনার 'কুন' পাওয়ার দিয়ে দুজন কে আলাদা করে বানাতে পারতেন। আবার নারী তৈরি করেছেন পরে, মানে **প্রথমে আল্লাহর নারী তৈরির প্ল্যানই ছিল না।** প্রথমেই নারী তৈরি করলে বরং আপনারা মুসলমানরা আজকাল চিল্লাতে পারতেন যে "নারীকে বেশি অধিকার দেয়া হয়েছে", যেহেতু নারী দিয়েই মানব সভ্যতার শুরু এবং বিকাশ, তাই আমি সর্বজ্ঞানী স্রষ্টা হলে সবার আগে নারীকেই তৈরি করতাম। এরপর আরেক কাহানী শুরু হয়ে যায়,আদমের ছেলে **কাবিল তার নিজের বোনের সাথে সেক্স করার জন্যে** আরেক ভাই হাবিল কে হত্যা করে। মানব ইতিহাসের **প্রথম হত্যার সুচনা** করে আপনার **ইসলাম**। এরপর **কাবিল তার বোনের সাথে সেক্স করে করে** আপনার মত **মুসলমানদের বংশধর** তৈরি করেছেন। (যাকে আমরা বলি INCEST, অথচ কুরআনে ভাই বোনের সাথে বিয়ে হারাম করা হয়েছে এবং এই কুরআন বহু আগেই লাউহে মাহফুজে সংরক্ষিত আছে, তাহলে আল্লাহ্পাক নিজের আইন নিজেই লঙ্ঘন করে ফেললেন!)। এখন আপনি কি আপনার কোমলমতি বাচ্চাকে আদমের এই **আজগুবি, অনৈতিক এবং অবৈজ্ঞানিক কেচ্ছা কাহানী** শিখাবেন যেখানে **INCEST এবং মানুষ হত্যা শিখায়**, নাকি বিবর্তন শিখাবেন যেটা অনেকভাবে প্রমান করতে পারবেন, এমনকি আপনার শরীরের মধ্যেই বিবর্তনের প্রমান আছে। আর আদমের এই আজগুবি কেচ্ছা কাহানী কি আপনার, বিজ্ঞানের প্রমানিত এবং যৌক্তিক বিবর্তন তত্ত্ব থেকে ভালো কোন বিকল্প মনে হয়? ধরে নেন বিবর্তন ভুল, প্রশ্ন হচ্ছে বিবর্তনের বিকল্প অন্য কি প্রমান আপনার কাছে আছে যা বৈজ্ঞানিক ভাবে সমর্থনযোগ্য? আমরা যেহেতু এখানে বিজ্ঞান নিয়ে কথা বলছি, তাই আপনাকে অন্য বৈজ্ঞানিক বিকল্প দিতে হবে, গাঁজাখুরি কোন বিশ্বাস নয়, আপনি নিশ্চয়ই জ্ঞানী, শিক্ষিত, যুক্তিবাদী মানুষকে আপনার সৃষ্টিতত্ত্ব বা "বিশ্বাস" দিয়ে কিছু প্রমান করতে পারবেন না!ভন্ডামিটা হচ্ছে যে আপনারা নানা রকমের বিজ্ঞানেরই দ্বারস্থ হউন বিবর্তন ভুল প্রমান করতে, কিন্তু যখন এর বিকল্প বৈজ্ঞানিক কিছু চাওয়া হয়, তখন বিজ্ঞান ফেলে রেখে এক লাফে নিজের ব্যাক্তিগত "বিশ্বাস" বা গাল-গল্পে চলে যান। বিবর্তনের এত এত বৈজ্ঞানিক প্রমান থাকার পরও যদি ভুল হয়,তাহলে আপনাদের "বিশ্বাস" বা "কুন থিওরি" কিভাবে বৈজ্ঞানিক হয়? ব্যাপারটা অনেক বেশি হাস্যকর।

এখানে মজার ব্যাপার খেয়াল করেন, আল্লাহ্ আদম কে কোন বয়সে তৈরি করেছিল? যদি বলেন নাবালক অবস্থায়, তাহলে একজন নাবালককে ফল খাওয়ার জন্যে এত বড় শাস্তি কিভাবে দেন? আর আল্লাহর বেহেশতি বাগানের এত দুর্বল নিরাপত্তা ব্যবস্থা যে শয়তান তা ভেদ করে কুমন্ত্রণা দিয়ে ফেলে? আর শয়তানের এত বড় দুঃসাহস কি করে হতে পারে? সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করেছে, সে উপলব্ধি করেছে 'সর্বশক্তিমান' স্রষ্টা আসলে কি জিনিস!! তারপরেও সে আল্লাহ্কে পাত্তা না দিয়ে আদম-হাওয়াকে প্ররোচিত করে কিভাবে? আবার আল্লাহ্পাকই কেনই বা যা নিষেধ করেছেন (ফল) তাই হাতের নাগালে রাখবেন? আর যদি বলেন সাবালক অবস্থায় আদম কে পাঠিয়েছিল, তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে আল্লাহ্ তাকে কি কি শিখিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছিল? আল্লাহ্ আদম কে এত কিছু শিখায়ল অথচ আমরা দেখতে পারি প্রাচীনকালের মানুষ কত বর্বর

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

এবং জ্ঞানহীন ছিল, কোন ভাষাই ছিল না প্রথমদিকে। আইনস্টাইন মাত্র ২৬ বছর বয়সেই THEORY OF RELITIVITY তৈরি করে ফেলেছিল, অথচ আল্লাহ্ আদমকে কি শিখিয়েছিল যে তাদের কোন উন্নতিই ছিল না, আল্লাহ্ কি আইনস্টাইনের মত জ্ঞান দিয়ে আদম তৈরি করতে পারলেন না? আল্লাহ্ জ্ঞান যখন দিবেনই, কম দিবেন কেন? নাকি আসলেই স্রষ্টার নিজেরই এত জ্ঞান!ছিল না। আদমকে ভুরি ভুরি জ্ঞানদান করলে আজকে আমরা প্রযুক্তিগতভাবে যে অবস্থায় এসেছি;তা আরো হাজার হাজার বছর আগে পৌঁছে যেতাম।

এখানে উল্লেখ্য যে বৈজ্ঞানিকভাবে পুরুষ আগে এসেছিল (Y-chromosomal Adam) নাকি নারী (Mitochondrial "Eve") তা নিয়ে বিতর্ক আছে,কিছু গবেষণা বলে নারী আগে,কিছু বলে পুরুষ, কিছু বলে প্রায় কাছাকাছি সময়। যদিও বিবর্তন অনুযায়ী প্রথম "মানুষ" বলা ঠিক হবে না। তবে আপনাদের "আদম তত্ত্ব!" অনুযায়ী বৈজ্ঞানিকভাবে প্রথম পুরুষ আর নারীর একই DNA পাওয়া যায়নি। আদমের/পুরুষের পাজড়ের হাড় থেকে হাওয়া/নারী তৈরি হলে SAME DNA হওয়ার কথা এবং সেই হিসেবে তারা ভাই-ভাই/বোন-বোন(Monozygotic) হওয়ার কথা, আর যাই হউক অন্তত গায়রে মাহরম হওয়ার উপায় দেখি না... হা হা…

এছাড়া বৈজ্ঞানিকভাবে বলতে গেলে শুধু এক জোড়া মানুষ দিয়ে কিন্তু এখনকার দুনিয়ার এত বিচিত্র মানবজাতি তৈরি হওয়াও সম্ভব না (যে পরিমান জেনেটিক ভ্যারিয়েশন এখন মানুষের মাঝে আছে সেটা এক জোড়া মানুষ দিয়ে সম্ভব ছিল না)।

[সুত্রঃ 1-"An African American paternal lineage adds an extremely ancient root to the human Y chromosome phylogenetic tree", **PEER-REVIEWED**, American Journal of Human Genetics

2-"A Revised Root for the Human Y Chromosomal Phylogenetic Tree: The Origin of Patrilineal Diversity in Africa", **PEER-REVIEWED**, American Journal of Human Genetics

3. Genetic variation, classification and 'race', **PEER-REVIEWED,** Nature

4. A global reference for human genetic variation, **PEER-REVIEWED,** Nature

5. Genomic evidence for the Pleistocene and recent population history of Native Americans, **PEER-REVIEWED,** Science

6. The genetic structure and history of Africans and African Americans, **PEER-REVIEWED,** Science]

- কিন্তু ভাই অনেকেই একটা প্রশ্ন করে যে বানর থেকে মানুষ আসলে, এখনও বানর রয়ে গিয়েছে কেন? এটার উত্তর কি হতে পারে?

- হা হা আচ্ছা শুনুন, প্রথমত বিবর্তন নিয়ে যাদের জ্ঞান হাটুতে তারাই এইসব বলে, বিবর্তন কখনই বলে না যে মানুষ বানর থেকে এসেছে, মুলত বানর এবং মানুষের ANCESTOR/পূর্বপুরুষ এক ছিল, এটাই ব্যাস। কিন্তু এর প্রেক্ষিতে আমি আরও কিছু প্রাসঙ্গিক মজার প্রশ্ন আপনাকে করিঃ

১- ব্রিটিশ থেকে আমিরিকানরা আসলে, এখনও ব্রিটিশরা রয়ে গিয়েছে কেন?

২- বানর থেকে বহু সময় ধরে মানুষ আসতে না পারলে (ধরে নিলাম), মানুষ আবার হুট করেই নিমিষেই বানর হয় কি করে? (সুরা বাকারাহ-৬৫-৬৬)... হা হা হা...

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

আতিক ভাইয়ের মুখে চিন্তা এবং হতাশার ছাপ দেখা গেল, অই দিকে সূর্য ডুবে ডুবে, মাগরিবের আজান দিচ্ছে। উনি আমাদের বললেন, ‘‘আমার যে কি হচ্ছে, সবকিছু এখন গোলমেলে লেগে যাচ্ছে, শয়তান ধরেছে নাকি বুঝতেছি না’’

আমি আতিক ভাইকে বললাম, ভাই আজান দিচ্ছে, সহিহ হাদিস মতে, **আযান দিলে শয়তান পাদতে পাদতে পালায়** (মুসলিম,মানঃ সহিহ,৩৮৯), আমার মনে হয় আপনারও এখন চলে যাওয়া উচিৎ। আমাদেরও ক্লান্ত লাগছে। আপনি আমার মোবাইল নাম্বার রেখে দিন, পরে আবার আমরা একদিন আলোচনা করব।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

কুরআনে বিজ্ঞান- কাকতালীয় নাকি বাস্তবতা

-তুই কি জানিস, কুরআনে কত কত বিজ্ঞান আছে। কুরআনে বিজ্ঞান কোন কাকতাল নয়। এটা বাস্তবতা। তোকে একটা উদাহরন দেই। ১৪৫০ বছর আগে কেউ জানত না যে মৌমাছিদের মাঝে শুধু নারী মৌমাছিই হচ্ছে কর্মী মৌমাছি। পুরুষ মৌমাছিদের কাজ শুধু বাচ্চা উৎপাদনে রানি মৌমাছিকে সাহায্য করা। অথচ কুরআনে আল্লাহ্পাক বলেন-

(১৬ নাম্বার সূরা আন-নাহল, ৬৮)- ''আপনার পালনকর্তা মধু মক্ষিকাকে আদেশ দিলেনঃ পর্বতগাহ্রে, বৃক্ষ এবং উঁচু চালে গৃহ তৈরী কর''

এখানে আল্লাহ্ আরবি শব্দে শুধু নারী মৌমাছিকে উদ্দেশ্য করেছেন কর্মী মৌমাছি বলে।ভেবে দেখ এত আগে কেউই জানত না যে একমাত্র স্ত্রী মৌমাছিই হচ্ছে কর্মী।

-দীর্ঘশ্বাস !! তোদের নিয়ে আর পারি না। এমন একটা জায়গা নাই তোরা শব্দ নিয়ে খেলিস না। কবে যে এইসব থেকে ক্ষান্ত হবি। কুরআনে বিজ্ঞান বের করতে গিয়ে তোরা আরো নিজেদের বিপদ দেকে আনিস। আর আগেই বার বার বলেছি, তোদের স্রষ্টা সবকিছু এত এত রুপক আর অস্পষ্ট করে বলে কেন? স্পষ্ট করে বলে দিল না কেন, "সবাই শোন, সব শ্রমিক মৌমাছি হচ্ছে নারী", তাহলে উনার অনুসারীদের প্রতিটা আয়াত থেকে তেনা পেঁচিয়ে বিজ্ঞান বের করত হতো না!! তোদের এইসবে ক্লান্তিও লাগে না?

শোন, আরবি ভাষা কি তোর রাসুলের বা আল্লাহর তৈরি?

-নাহ অনেক আগে থেকেই আরবি ভাষা ছিল।

-তাহলে আরবরা সে সময় যে ভাষায় কথা বলত, আল্লাহ্ যদি সে ভাষায়ই কথা বলে,সেখানে কি আল্লাহর আলাদা কোন ক্রেডিট আছে?

-আমমম … নাহ নাই তো …

-তোদের স্রষ্টা তোদের রাসুলরে নবী বানাবার হাজার বছর আগে থেকেই তখনকার আরবরা মৌমাছির আরবি শব্দ যা "স্ত্রীবাচক" সেটাই ব্যবহার করত। এখন তোর স্রষ্টা এসে তাদের শব্দ ধার করে একটা কথা বলে দিয়ে, ক্রেডিট নিচ্ছে কেন? এটা তো আরবদের ভাষা, সেখানে মৌমাছি শব্দটাই স্ত্রীলিঙ্গ।

কি সব যুক্তি দাড় করাস তোরা!

আরবিতে ব্যাকরনগত লিঙ্গ অনেক সময় জীবের/SUBJECT এর বাস্তব লিঙ্গের সাথে মিলে না, এটি বিশেষভাবে দেখা যায় বহুবচনে (পশুপাখি, পোকামাকড়, গাছ ইত্যাদি), যেমন- "হিংস্র সিংহগুলা" এটি ব্যাকরণগত ভাবে স্ত্রীলিঙ্গ, বাস্তব জীবনে তাদের লিঙ্গ যাই হউক না কেন। সাধারণ অর্থে "নাহল" মানে মৌমাছি (পুরুষ এবং স্ত্রী), এই ব্যাপারে কারো দ্বিমত নাই।

"নাহল" শব্দটি হচ্ছে COLLECTIVE NOUN OF SPECIES - এটি দিয়ে একত্রে পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়ই বুঝান যায় অথবা এখানে লিঙ্গ বিবেচ্য বিষয় নয় (বাস্তব লিঙ্গ যাই হউক)। একে ব্যাকরনগত ভাবে পুরুষ বা স্ত্রীলিঙ্গ যেকোনো একটা বিবেচনা করা যাবে (বাস্তব লিঙ্গ যাই হউক না কেন)। কুরআন এইরকম অনেক Collective

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

Noun কে স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে গণ্য করেছে। যেমন এই একই সুরার, আয়াত ৭৯ আল্লাহ্ "পাখিগুলো" বলতে স্ত্রীলিঙ্গ এবং পুরুষলিঙ্গ উভয়ই বুঝিয়েছেন, যদিও "পাখিগুলো" এখানে ব্যাকরনগত ভাবে স্ত্রীলিঙ্গ। ঠিক একইভাবে "পিপড়াগুলো/ANTS" হচ্ছে ব্যাকরনগত ভাবে স্ত্রীলিঙ্গ, এরকম আরো অনেক উদাহরন আছে।

এছাড়াও আরবিতে দুরকমের বিশেষ্য/NOUN আছে,

১-RATIONAL NOUN - যেমন মানুষ, জ্বীন, শয়তান ইত্যাদি
২-IRRATIONAL NOUNS- হচ্ছে যা মানুষ নয়,যেমন পশুপাখি, গাছপালা, বই, টেবিল

ভেজাল হচ্ছে যে এই দুই প্রকারের NOUN এর একবচনে কোন সমস্যা নাই, কিন্তু বহুবচনে ভেজাল টা হয়। RATIONAL NOUN এর বহুবচনকে শুধু বহুবচন হিসেবেই ধরা হয় কিন্তু IRRATIONAL NOUN এর বহুবচন কে 'একবচন স্ত্রীলিঙ্গ/FEMININE SINGULAR' হিসেবে ধরা হয়।যেমন, هَٰذَا كَلْبٌ (এটি একটি কুকুর) বহুবচন করলে দাঁড়াবে- هَٰذِهِ كِلَابٌ (এইগুলা কুকুর)- যা একটি একবচন স্ত্রীলিঙ্গ। আলোচ্য সুরায় নাহল বা মৌমাছি শব্দের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার খাটে।

আর শোন,আসল মজার কথা বলি তোকে,তোদের **কুরআনের বহু বহু আগেই** (প্রায় ৩৫০ BC) **এরিস্টটল বলে গিয়েছিল যে**, শ্রমিক **মৌমাছি হচ্ছে-স্ত্রী**,আর DRONE হচ্ছে পুরুষ (যদিও সে ভুল করে রানি মৌমাছিকে রাজা মনে করেছিল)।আর এরিস্টোটলের অনেক আগেই এটা মানুষ জানত, তোদের কুরআন তো অনেক অনেক দেরি করে ফেলল রে, হা হা হা...

[সুত্রঃ 1- History of Animals, Book 5, Chapter 18, 350 BC , by ARISTOTLE

2- "All the queen's men", **PEER REVIEWED**, Current Biology]

আচ্ছা যাউক লজ্জার কিছু নেই,ত্যানা পেঁচালে এমন হয়,এরপরের আয়াত খেয়াল কর,

"এরপর প্রত্যেক ফল হতে কিছু আহার কর এবং অতঃপর তোমার প্রতিপালকের সহজ সরল পথ অনুসরন কর। তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙে পানীয় নির্গত হয়। তাতে মানুষের জন্যে রয়েছে রোগের প্রতিকার। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।"

এখানেও তোকে PEER REVIEWED SCIENTIFIC JOURNAL বা গ্রহণযোগ্য সোর্স থেকে প্রমান দিতে হবে যে মাছি **সর্বাবস্থায়** ফল খায় এবং **তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় বের হয়।** মাছি NECTAR DEARTH সময় হয়ত বাধ্য হয়ে ফল খেতে পারে, কিন্তু সেটাও সবরকমের ফল নয়, এখানে আল্লাহ্ বুঝিয়েছেন মাছি সবসময় সবরকমের ফল খায়। কিন্তু এই আয়াতে আল্লাহ্ বুঝাতে চাচ্ছেন যে মাছি ফল খেয়ে মধু তৈরি করে, এইজন্যে আল্লাহ্ বলেছেন সবরকমের ফল খাও। অথচ মাছি মধু তৈরি করে ফুলের নেকটার/NECTAR থেকে, ফল থেকে নয়। আল্লাহর বলা উচিৎ ছিল, "হে মৌমাছিরা তোমরা ফুলের কুড়ি/Blossom থেকে নেকটার/রস সংগ্রহ কর"।

আর মাছি কোন **কিছু খেতেও পারে না**, সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্র কি আরবি শব্দের অভাব পরেছিল নাকি? উনি কি জানতেন না যে মাছি খায় না, **পান করে/চুষে নেয়।**

আর মধুর যে ঔষধী গুন আছে সেটা তো মানুষ প্রাচীনকাল (প্রায় ৫০০০-৮০০০ বছর আগেই) থেকেই জানে,এতে কুরআনের কি আবিষ্কার হল রে? সেই হিসেবে কুরআন তো ধার করা জ্ঞান বিতরন করেছে মাত্র!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

[সুত্রঃ 1- "Natural Products and Wound Management: A Never-Ending Story, **PEER REVIEWED**, Clinical Infectious Diseases Journal

2- "Traditional and Modern Uses of Natural Honey in Human Diseases: A Review", **PEER REVIEWED**, Iranian Journal of Basic Medical Sciences]

এছাড়া সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ কি জানতেন না যে দুনিয়াতে সব মধু স্বাস্থ্যকর নয়, কিছু মধু (**TOXIC HONEY**)আছে শরীরের জন্যে ক্ষতিকর? Oleanders, Rhododendrons, Mountain Laurels, Sheep Laurel, And Azaleas এর ফুল থেকে তৈরি মধু শরীরের জন্যে ক্ষতিকর, আল্লাহ্ কি ভুলে **বিষযুক্ত ফুল** তৈরি করেছিলেন বিষ মধুর জন্যে?

-(দীর্ঘশ্বাস ফেলে) ঠিক আছে বুঝলাম, কিন্তু তুই কি খেয়াল করেছিস এই আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, "অতঃপর তোমার প্রতিপালকের সহজ সরল পথ অনুসরন কর"।

এখানে আল্লাহ্ মৌমাছিদেরকে সহজ-সরল পথে চলার নির্দেশ দিচ্ছে। এখানে আল্লাহ্ মৌমাছিদের WAGGLE DANCE এর ব্যাপার ইঙ্গিত দিয়েছেন। মৌমাছিরা WAGGLE DANCE দিয়ে অন্যদের ফুলের উদ্যানের পথ বাতলে দেয়, এই পথকেই আল্লাহ্ সরল সোজা পথ বলেছেন।

-হায়রে !! চালু হয়ে গেছে আবার তোর "রুপক-ইঞ্জিন", তোরা ভাই পারিসও। শোন প্রথমত নামকরা অনেক অনুবাদেই তোর এই 'সরল-সোজা পথ' নাই। নিচে লক্ষ্য কর-

[মুহিউদ্দীন খান]- "এরপর সর্বপ্রকার ফল থেকে ভক্ষণ কর এবং **আপন পালনকর্তার উম্মুক্ত পথ সমূহে চলমান হও। তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙে পানীয় নির্গত হয়**। তাতে মানুষের জন্যে রয়েছে রোগের প্রতিকার। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন রয়েছে"

[SAHIH INTL.]-"Then eat from all the fruits and **follow the ways** of your Lord laid down
[SHAKIR 16:69]- "Then eat of all the fruits and **walk in the ways** of your Lord submissively..."
[PICKTHAL 16:69]- "Then eat of all fruits, and **follow the ways** of thy Lord, made smooth..."
[YUSUFALI 16:69]- "Then to eat of all the produce (of the earth), and **find with skill the spacious paths** of its Lord: ..."

আর থাকলেও সেটার সাথে মৌমাছির WAGGLE DANCE এর সাথে কি মিল পেলি আল্লাহ্ই মালুম! আর মৌমাছি এই নাচ দিয়ে কোন দিকে পথ /Direction সেটা নির্দেশ করে, পুরোটা চলার পথ নয়। এছাড়া মৌমাছি চলার জন্যে সূর্যের উপরও (SUN-COMPASS) নির্ভর করে।

[SUN-COMPASS সুত্রঃ 1-"The depth of the honeybee's backup Sun-Compass systems"- **PEER REVIEWED,** Journal of Experimental Biology,

2- "Honeybee Navigation", **PEER REVIEWED,** Current-Biology]

যাই হউক, WAGGLE DANCE ছাড়াও মৌমাছিদের আরো নাচ আছে - ROUND DANCE & TRANSITIONAL DANCE. কখন কোন নাচ দিবে তা মৌমাছির প্রজাতি ভেদে এবং গন্তব্যস্থলের দূরত্ব ভেদে

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

নির্ধারিত হয়। আর যেমন আগেই বলেছি,WAGGLE DANCE ছাড়াও মৌমাছি দিক নির্দেশনার জন্যে সূর্যের উপরও (Sun-compass) নির্ভর করে।

তবে আসল মজার ব্যাপার হচ্ছে,গবেষণায় দেখা গেছে যে, মৌমাছি এই নাচ থেকে বেশিরভাগ সময়ে সঠিক দিক নির্দেশনা পায় না,হা হা হা...APIS MELLIFERA প্রজাতির মৌমাছির উপর গবেষণা করে দেখা গেছে যে, **৯৩% মৌমাছি** WAGGLE DANCE থেকে **সঠিক দিক নির্দেশনা পায় নাই** বা মান্য করে নাই। গবেষনায় দেখা গেছে মৌমাছিরা **মাত্র ১০% সময়ে** WAGLE DANCE অনুসরন করে। WAGGLE DANCE কে আগে যেমন কার্যকরী ভাবা হত, এখন তেমন ভাবা যায় না। কিছু মৌমাছি ৫০টি WAGAL RUN দেখার পরও **সঠিক পথ খুজে পায় না।**

[সূত্র- 1-"Informational conflicts created by the waggle dance"- ROYAL SOCIETY JOURNAL**, PEER REVIEWED**

2-"Why Do Honey Bees Dance?"- Behavioral Ecology and Sociobiology**, PEER REVIEWED**.

3-"The Honeybee Waggle Dance: Can We Follow The Steps?", Trends in Ecology & Evolution, **PEER REVIEWED**

4-" Honey bee recruitment : The Dance-Language Controversy"- Science Magazine, Resonance, **PEER REVIEWED]**

অহহ হয়ত খেয়াল করেছিস যে একই আয়াতে (১৬:৬৯) বলা হয়েছে, **মৌমাছির পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানিও বের হয়**। কি বিজ্ঞান! রে বাবা, চটজলদি এটাকেও সহিহ বিজ্ঞান দ্বারা প্রমান করে ফেল দেখি! অথবা অর্থের ত্যানা পেচানি শুরু করে দেয়,প্রাচীন পদ্ধতি তো আছেই!

আচ্ছা, মৌমাছি নিয়ে যখন কথা আসল, এই নিয়েই তোদের বিজ্ঞান!ময় ধর্মের আরেকটা উদাহরন দেই। এই হাদিসটি শোন,

কুতায়বা(রহঃ)...আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন,রাসুলুল্লাহ (সা)বলেছেনঃ যখন তোমাদের কারও কোন খাবার পাত্রে মাছি পড়ে, তখন তাকে সম্পূর্নভাবে ডুবিয়ে দিবে,তারপরে ফেলে দিবে। কারণ,**তার এক ডানায় থাকে শিফা/রোগের প্রতিরোধ, আর অন্য ডানায় থাকে রোগ জীবানু**। [সহীহ বুখারী (ইফাঃ) ৫৩৬৬,হাদিসের মানঃ সহিহ]

কত বিজ্ঞান!!ময় তাই না? এখন তোদের সেই "রুপক ইঞ্জিন" চালু করে দেয়, ত্যানা পেঁচিয়ে প্রমান করার চেষ্টা কর যে রাসুল আসলে অন্য কিছু বুঝিয়েছে!! তোকে বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমান করতে হবে মাছির এক ডানায় থাকে রোগের প্রতিষেধক, আরেক ডানায় থাকে রোগজীবাণু। **অবশ্যই PEER REVIEWED SCIENTIFIC JOURNAL থেকে প্রমান করবি,**তোর তো আবার খাসলত ব্লগপোষ্ট, ম্যাগাজিন আর ইউটিউব ভিডীও থেকে রেফারেন্স দেয়া!

ভবিষ্যতে খাবারের পাত্রে মাছি পড়লে মাছি চুবিয়ে 'বিসমিল্লাহ' বলে খাদ্য খেয়ে ফেলবি। আল্লাহ্র নামে খেয়ে ফেললে কিছু হবে না,আর এক ডানায় তো প্রতিষেধক আছেই,সমস্যা কি?

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

এছাড়া কোন সমস্যা হলে ইসলামে 'সকল রোগের ওষুধ' কালি জিরা তো আছেই,যত অসুখবিসুখ হউক, মুমিনদের উচিৎ চিকিৎসকের কাছে না গিয়ে শুধু কালি জিরা খাওয়া। তোদের রাসুল তো বলেছেন: "তোমরা কালোজিরা ব্যবহার করবে, কেননা এতে একমাত্র **মৃত্যু ব্যতীত সর্বরোগের মুক্তি** এতে রয়েছে" (সহীহ বুখারীঃ ১০/১২১)। তবে আমার মাথায় একটা জিনিস ঢুকে না রাসুল যে বিষ খেয়ে মারা গেলেন (হাদিসের আলোকে অনেক আলেমদের মত),বা যে বিষের যন্ত্রণায় তার মরা মরা অবস্থা হয়েছিল (সহিহ হাদিস),উনি তখন উনার নিজের উপদেশ (কালি জিরা) নিজেই গ্রহন করলেন না কেন!! আর মুমিনরা কালি জিরা, মধু আর প্রার্থনা বাদ দিয়ে খালি চিকিৎসকের কাছে যায় কেন?

তোদের কি লজ্জাও লাগে না, যে বিজ্ঞানের সাহায্যে দুনিয়াতে বেঁচে আছিস, ধর্ম বাঁচাতে এবং ধর্ম প্রচার করতে যে বিজ্ঞানের সাহায্য নেস, সেই বিজ্ঞানকেই কালেভদ্রে নিন্দা করিস অথবা উত্তর না পেলে সেই বিজ্ঞানকেই সীমিত বলে শান্তি পাস? আর এই যে বিজ্ঞান দিয়ে কুরআন প্রমান করে একের পর এক ধরা খাচ্ছিস, এতেও কি লজ্জা হয় না? নামকরা এক মুসলমান এপলজিস্ট আছে, নাম হামজা জরজিস,বড় বড় নিধার্মিকদের সাথে বিজ্ঞানের গভীর ব্যাপারগুলো নিয়েও বিতর্ক করেন। উনি নিজেও অতীতে বিজ্ঞান দিয়ে কুরআন প্রমান করতেন, কুরআনের বিজ্ঞান নিয়ে একটি বইও লিখে ফেলেছিলেন, এরপর যখন বিজ্ঞান মহলে চরম ধরা খেলেন, এখন একেবারে কথার সুরই (এবং কৌশল) পাল্টে ফেলেছেন। এখন হামজা জরজিস বলেন - "Regrettably, the scientific miracles narrative has become AN INTELLECTUAL EMBARRASSMENT for Muslim apologists, INCLUDING MYSELF…Significantly, many Muslims who converted to Islam due to the scientific miracles narrative, have left the religion due to encountering opposing arguments"

অর্থাৎ- "আফসোস হলেও সত্য, কুরআনে বৈজ্ঞানিক বিস্ময় খুজতে যাওয়া মুসলিম এপলজিস্টদের জন্যে বুদ্ধিবৃত্তিক হয়রানি/বিব্রতকর, এমনকি আমার জন্যেও…কুরআনে এইসব বিজ্ঞান দেখে অনেকেই যারা মুসলমান হয়েছিলেন তারা পরবর্তীতে আবার ধর্ম ছেড়ে দেন বিপরীত যুক্তি শুনে"।

এরপরেও কি তোরা (মুসলমানরা) কুরআনে বিজ্ঞান খোজা থেকে বিরত হবি?

এই যে এভাবে জোর করে ত্যানা পেঁচিয়ে অর্থ বের করে বিজ্ঞানের সাথে মিল দিচ্ছেন এইগুলাকে যুক্তিবিদ্যায় বলে Texas Sharpshooter Fallacy এবং এইসব POSTDICTION. এক কথাতেই বাতিল করা যায়। সব ধর্মের সবাই করে যাচ্ছে, আমরাও চায়লে যেকন কিছু থেকে এভাবে বিজ্ঞান বের করতে পারি বৈকি।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

THE OMNIPOTENCE PARADOX

দুই বন্ধু, আশিক এবং বেলাল এসেছে বায়েজিদ ভাইয়ের সাথে আড্ডা দিতে। এরা দুইজনে বায়েজিদ ভাইয়ের পাশের হলে থাকে, বয়সে ছোট।

-আচ্ছা তোদের স্রষ্টা কি সর্বশক্তিমান? আশিক প্রশ্ন করল বেলালকে
-হুম, স্রষ্টা সবকিছুই পারেন, উনি পারেন না এমন কিছুই নাই।
-তাহলে সে কি এমন কোন পাথর তুলতে পারবে, যেটা সে নিজেই উঠাতে পারবে না।

-এইসব যুক্তি আসলে দেয়াই ঠিক না, মাঝখান থেকে বায়েজিদ ভাই বাঁধা দিয়ে বললেন।
-কিন্তু কেন বায়েজিদ ভাই, আসিকের প্রশ্ন।

-এইটা হচ্ছে একটা কুযুক্তি, যাকে বলে LOADED QUESTION FALLACY, ধর তোমাকে আমি জিগ্যেস করলাম, 'তুমি কি গতকাল রাতে মদ খেয়েছ', এখন তুমি এখানে উত্তর যাই দাও না কেন, সেটার অর্থ বুঝাবে, তুমি মদ খাও। এইধরনের যুক্তি পেশ করা ঠিক নয়। কারণ কেউ "LOGICALLY IMPOSSIBLE" জিনিস করতে পারে না।তবে এখানে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করার মত,স্রষ্টা অযৌক্তিক কিছু করতে পারেন না,তার মানে উনি সর্বশক্তিমান হয়েও যুক্তির(Logical Constraints) বাইরে কিছুই করতে পারেন না,উনি নিজেই যুক্তির কাছে মুখাপেক্ষী। স্রষ্টা নিজেই যদি যুক্তির উপর নির্ভর করেন, তাহলে আমাদেরও স্রষ্টা উপর নির্ভর না করে,যুক্তির উপরই নির্ভর করা উচিৎ- আর এটাই নিধার্মিক/অজ্ঞেয়বাদিরা বলে আসছে যুগ যুগ ধরে।

তবে ব্যাপারটা আমি অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করতে পারি, যদি তোমরা শুনতে চাও?

-অবশ্যই,কিভাবে ব্যাখ্যা করেন

-যদিও স্রষ্টা "LOGICALLY IMPOSSIBLE" কিছু ছাড়া সবই পারেন, তারপরেও স্রষ্টার কিছু লিমিট/ সীমা থেকেই যায়, যেটা LOGICALLY IMPOSSIBLE নয়। যেমন ধর, স্রষ্টা কি খারাপ কিছু করতে পারবে?

-নাহ উনি পারবেন না

-সংজ্ঞা অনুযায়ী, স্রষ্টা খারাপ কিছু করতে পারবে না, কারণ উনি Omnibenevolent/ চিরহিতৈষী। কিন্তু আমরা মানুষ কিন্তু খারাপ, ভালো সব কিছুই করি। আমরা ভুল করি, খারাপ কাজ করি যা LOGICALLY POSSIBLE বা যৌক্তিক, কিন্তু স্রষ্টা তা পারেন না। যৌক্তিকভাবে সম্ভব হলেও স্রষ্টা খারাপ কাজ করতে পারেন না।

ঠিক একইভাবে, স্রষ্টা কি বলতে পারবেন,"আমি স্রষ্টা নই"? এটা যৌক্তিকভাবে সম্ভব হলেও উনি কখনও বলবেন না বা পারবেন না।

-আসলে এমন না যে স্রষ্টা খারাপ কাজ করতে পারেন না, উনি জাস্ট করতে চান না।

-তাহলে উনি মানুষকেও সেভাবে তৈরি করলেন না কেন? তাহলে তো এত খারাপ কিছু থাকে না দুনিয়াতে। উনি কি তাহলে উনার প্রয়োজনেই "খারাপ" তৈরি করে রেখেছেন?

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

-কিন্তু স্রষ্টা তো তার মতই,উনি তো মানুষের মত না।উনি উনার চরিত্রের বাইরে কাজ করেন না

-তাহলে এর মানে দাড়ায় উনি সবকিছু আসলেই পারেন না! উনি তাহলে সর্বশক্তিমান নয়। স্রষ্টা যদি তাই করে যা তিনি স্রষ্টা হিসেবে করেন, সেই যুক্তিতে তো মানুষও সর্বশক্তিমান। মানুষও তাই করে, যা সে করতে পারে মানুষ হিসেবে। স্রষ্টা স্রষ্টাসুলভ আচরন করে, মানুষও মানুষ সুলভ আচরন করে। তফাৎ কই?

-স্রষ্টা যা করেন তা সবই ভালো, উনি নৈতিকতার মানদণ্ড। উনি যা করেন সব নৈতিক।
-তার মানে উনি যদি খারাপ কাজও করতে বলেন সেটাও ভালো হয়ে যাবে (যদি উনি ভালো বলেন তো!)

তাহলে তুমি বলত, মানুষকে দান করা ভালো কাজ নাকি খারাপ কাজ?

-অবশ্যই ভালো কাজ
-তাহলে স্রষ্টা কি এই কাজ পছন্দ করেন?
-অবশ্যই করেন

-স্রষ্টা কি ভালো কাজ বলে একে পছন্দ করেন, নাকি স্রষ্টা পছন্দ করেন বলেই "মানুষকে দান করা" একটি ভালো কাজ? (একে বলে **EUTHYPHRO DILEMMA**)

-আমমম, নাহ, এটা অবশ্যই ভালো কাজ বলেই স্রষ্টা পছন্দ করেন।

-তার মানে দাঁড়াচ্ছে, ভালো এবং মন্দ বা নৈতিকতা বুঝতে কোন স্রষ্টার দরকারই পরে না, এর থেকে বড় সমস্যা হচ্ছে ABSOULTE MORALITY বলে কিছু হতে পারে না, যা কেউ একজন আগেই তৈরি করে রাখবেন। MORALITY নির্ভর করে "একক কোন প্রসঙ্গ/ WITHIN A GIVEN CONTEXT" এর উপর, যা সময়ে সময়ে এবং অবস্থা অনুযায়ী পরিবর্তন হয়। তুমি কি বলতে পারবা 'মানুষ হত্যা' বা 'ধর্ষণ' করা খারাপ কাজ? প্রয়োজনে (আত্মরক্ষা, যুদ্ধ, আইনের শাসন ইত্যাদি)তুমি মানুষও হত্যা করতে পার, এমনকি ধর্ষণকে যুদ্ধের একটি অস্ত্র (Psychological Warfare) হিসেবে অতীতেও ব্যবহার করা হয়েছে (আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধেও এটা ব্যবহার হয়েছিল)। আবার হাজার হাজার স্রষ্টা থেকে ঠিক কোন স্রষ্টার নৈতিকতাকে মান/আদর্শ ধরবে?

এছাড়া যদি তুমি কাউকে ধর্ষণ, হত্যা বা খারাপ কাজ না করো শুধু এই কারনে যে, কোন একটা অপ্রাসঙ্গিক গ্রন্থ/স্রস্টা/এজেন্ট নির্দেশ দিয়েছে, তার মানে দাড়ায় তুমি ব্যাক্তিগতভাবে AMORAL - নৈতিক চেতনা বর্জিত। অর্থাৎ মানুষ হিসেবে তোমার নৈতিক জ্ঞানই নাই। অথচ মাথায় রাখবে পশুদেরও কিন্তু নৈতিকতা আছে,যা কিনা ABSOULTE MORALITY ধারনা কে নাকচ করে দেয়, কারন পশুদের কোন ধর্ম বা গ্রন্থ নাই।

ধর, স্রষ্টা হাজার বছর আগে বলে গেলেন যে, "X" নামক কাজটি করা যাবে না। কিন্তু পরে দেখা গেল যে 'X' কাজটি বিশেষ অবস্থায় করা জরুরী হয়ে পড়েছে,অথবা এখন আর 'X' কাজটি করলে হাজার বছর আগের মত কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু স্রষ্টা হাজার বছর আগের অবস্থা বিবেচনা করে তা নিষেধ করে গিয়েছেন (ইসলামে এইরকম উদাহরন আছে, নাসেখ/মানসুখ)।

তাই দুনিয়াতে যেকোন মুহূর্তে, এমনকি এই মুহূর্তে দুনিয়ার সকল রাষ্ট্র, বুদ্ধিজীবী, জ্ঞানী ব্যাক্তিবর্গ,বিজ্ঞানি,দার্শনিক ইত্যাদি একত্রে করেও কোন একটি "নৈতিকতার বিধান বা Standard" অথবা

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

কোন বিশেষ “নৈতিকতার পুস্তক” তৈরি করা সম্ভব হবে না, যা কিনা **আজীবন, চিরন্তন** অনুসরণ করা যাবে (একে বলে DIVINE COMMAND THEORY, হাস্যকর অযৌক্তিক ব্যাপার)

তুমি হয়ত জান, তোমাদের আল্লাহ্ নিজেই অনেকবার নিজের গ্রন্থেই অনেক কিছু পরিবর্তন/মানসুখ করে গেছেন। রাসুলও একই কাজ করেছেন, এমনকি কুরআন এবং হাদিসে “নৈতিক শিক্ষার স্বল্পতার” কারনে তৈরি হয়েছে ইজমা, কিয়াস (যেমন কেউ নেশার উদ্দেশ্য ইয়াবা খেতে পারবে কিনা অথবা ছবি তোলা যাবে কিনা ইত্যাদি)। একই নৈতিক ইস্যুতে তৈরি হয়েছে বহু মত,আর হাতে গোনা কিছু নিয়ম/শিক্ষা/নির্দেশনা/নৈতিকতা উল্লেখ আছে মাত্র।

-আল্লাহ্ পুরাতন কিছু বাদ দিয়ে আরো ভালো কিছু আদেশ দিয়েছেন, এতে সমস্যা কোথায়?

-হা হা, তার মানে তোমাদের স্রষ্টা সর্বজ্ঞানী নয়, উনি প্রথমেই জানতেন না, উনার নিজের কোন কাজটি ভবিষ্যতে সঠিক হবে না! আর একবার পরিবর্তন করলে পরেও যে পরিবর্তন করার প্রয়োজন হবে না তার নিশ্চয়তা কি? আর শুধু উনি নিজেই তো না, তার রাসুলও একই কাজ করে গেছেন। আর একবার করলেও বুঝতাম, অনেকবার করেছেন! একটা উদাহরন দিয়ে বুঝাই,

প্রথমবার আল্লাহ্ বলেছেন মদে উপকারও আছে, আবার অপকারও আছে (২ নাম্বার সূরা বাকারার, ২১৯)

দ্বিতীয়বার বলা হয়েছে মাতাল অবস্থায় কেউ যাতে নামাজের কাছে না যায়, এতে পরোক্ষভাবে মদ খাওয়া যাবে এমন ইঙ্গিত আছে।তবে খেয়ে নামাজ পড়া যাবে না(সুরা নিসা:আয়াত ৪৩)

তৃতীয়বার সম্পূর্ণরূপে মদকে হারাম করা হয়। (৫ নাম্বার সূরা মায়েদা: আয়াত ৯০-৯১) এখানে দেখা যাচ্ছে, মদ আমাদের জন্যে সব সময়েই বা পরিস্থিতিতেই খারাপ, সেটা বুঝতে স্রষ্টাকে **৩** বার মত পাল্টাতে হয়েছে। তাই দেখা যাচ্ছে, কুরআনই প্রমান যে ABSOLUTE MORALITY বলে কিছু থাকতে পারে না। আমার জানামতে শুধু কুরআনেই প্রায় **২১** টির মত আয়াত মানসুখ আছে(হাদিসে আছে আরো)।

আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় কোন সত্ত্বা একইসাথে সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান, সর্বত্রবিরাজমান, OMNIBENEVOLENT/চিরহিতৈষী ইত্যাদি হতে পারে?

-কেন পারবে না, এইসবই একজন স্রষ্টার গুন।

-নাহ পারবে না, কারণ এই গুনগুলা কারো পক্ষেই ধারন করা সম্ভব নয়। এইগুলা পরস্পর সাংঘর্ষিক।

স্রষ্টা যদি জানেন ভবিষ্যতে কি হবে, তাহলে উনি উনার সর্বশক্তি দিয়ে সেই ভবিষ্যৎ পরিবর্তন করতে পারবেন না, কারণ উনি যদি পরিবর্তন করতে পারেনই, তাহলে উনার ভবিষ্যৎবানী ভুল হয়ে যায়, সেই হিসেবে তখন আবার উনি সর্বজ্ঞানীও হন না। আবার না করতে পারলে তখন তিনি সর্বশক্তিমান হন না।

ধর যে সর্বজ্ঞানী এবং সর্বশক্তিমান স্রষ্টা “X” সময়ে ভাবলেন যে “Y” সময়ে উনি “A” কাজটি করবেন। এখন “Y” সময়ে এসে উনি যদি সত্যিই “A” কাজটি করে ফেলেন, তাহলে উনি সর্বশক্তিমান স্রষ্টা হন না, কারণ উনি “A” বাদে অন্য কোন কাজ করতে পারেননি। আবার যদি উনি “A” কাজটি না করে “B” কাজটি করেন, তাহলে উনি সর্বজ্ঞানী হন না, কারণ উনি যা ভেবেছিলেন উনি নিজেই তা করেন নি।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

উনি সর্বজ্ঞানী হলে উনি কি জানতেন না যে, আদম ও হাওয়া ফল খাবে? নাকি উনি জেনেও সব কাহানী নিজে নিজেই বানিয়েছেন? আর উনি যদি জানতেনই যে তারা ফল খাবে, তাহলে উনি আশ্চর্য/ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন কেন এই ঘটনায়? আবার আদম আর হাওয়ার ফল খেয়ে ফেললেও, উনিত আবারও আরেক জোড়া পরিশুদ্ধ নতুন আদম এবং হাওয়া তৈরি করে নিতে পারতেন, উনি কি সর্বশক্তিমান নয়? উনি নিজ পছন্দেই আদম ও হাওয়া বানিয়ে, আবার নিজ পছন্দেই তাদের কে দিয়ে ফল খাইয়েছেন। আবার উনি নতুন করে এক জোড়া আদম ও হাওয়া না বানিয়ে তাদের বংশধরদের জন্যে "জাহান্নাম" তৈরি করে রেখেছেন আগেই!! এইসব তো হাস্যকর।

আবার উনি আদম তৈরি করে ফেরেশতাদের তলব করলেন মতামত জানতে। স্রষ্টা আবার কিসের মতামত জানবে তার সৃষ্টি থেকে? আর না জানলে ডাকার দরকার কি ছিল? উনি কি উনার প্ল্যান ফেরেশতাদের সাথে শেয়ার করার জন্যে মুখাপেক্ষী? সবথেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে উনি আদমকে নিজেই আগে থেকে কিছু জিনিস শিক্ষা দিয়ে, এরপর ফেরেশতাদের সাথে আদমের পরীক্ষা নিলেন, এটা তো ভণ্ডামি হয়ে গেল!আদম তো তাহলে আগেই **প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া পরীক্ষায়ই পাশ করল**!! স্রষ্টার পরীক্ষায় ন্যায্যতা কিভাবে থাকল? আর এইসবের যৌক্তিকতা কি? উনি কি আবার ঘটনা তৈরি (মানে গল্প বানিয়ে পটভুমি তৈরি করা) করার মুখাপেক্ষী?

আবার একজন "সর্বত্রবিরাজমান" স্রষ্টা কিন্তু ডোবার পচা পানিতে থাকবেন না বা টয়লেটে। উনি যদি সবখানেই থাকবেন, তাহলে আজ পর্যন্ত কেউ উনার টিকিটিও খুজে পেল না কেন, এটা **FERMII PARADOX** মতই। তোমার কাছে কি ব্যাপারটা ঘাপলা মনে হয় না, যে প্রথমত স্রষ্টা দুনিয়া তৈরি করতে ৪.৫ বিলিয়ন সময় নিল (কুন এর সেই ক্ষমতা!),এরপর মিলিয়ন মিলিয়ন বছর পরে কোন এক আরব দেশের রাসুলদের কাছে দেখা দিল, যখন সভ্যতার কোন উন্নতিই ছিল না, এবং তথ্য রেকর্ড রাখার ভাল উপায় ছিল না,এরপরে থেকেই উনি গায়েব!! উনি আর এখন **প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত** সভ্যতায় দেখা দেন না, উনি সর্বশক্তিমান হয়েও আমাদের সামনে আসতে লজ্জা বা অস্বস্তি অনুভব করেন!! উনি সেই হাজার বছর আগে হাতে গোনা কয়েকজনের সাথে "একান্তে" দেখা করেছেন, উনি কিন্তু **অতীতেও হাজার হাজার মানুষের সামনে আসেন নাই**,উনি কি সবার সামনে আসতে সঙ্কোচ বোধ করেন বা লজ্জা পান? অথচ উনি নাকি সর্বত্র বিরাজমান। একটি ছোট শিশুকে যখন কেউ নির্জনে ধর্ষণ করে হত্যা করে, তখনও উনি **সেখানে বিরাজমান** এবং **সর্বশক্তিমান হয়েও নিশ্চুপ থাকেন!!**

"You either have a God who sends child rapists to rape children or you have a God who simply watches it and says, 'When you're done, I'm going to punish you.'If I could stop a person from raping a child, I would. That's the difference between me and your God." Tracie Harris

Omnibenevolent/চিরহিতৈষী হতে গেলে উনি "পরীক্ষা নামের" খেলা তৈরি করে মানুষকে আগুনে পুড়াবেন না, কারণ উনি তো আগেই জানেন এই "পরীক্ষা নামক খেলার" ফলাফল কি? উনি তো আগেই জানেন কে কে উনারই তৈরি করা জাহান্নামে যাবে, উনি জেনেশুনে কি করে আবার এই "খেলা" করেন, যদি উনি SADIST না হয়ে থাকেন। আর যদি না জেনে করেন, তাহলে তো উনি সর্বজ্ঞানী হন না, আর জেনে করলে উনি নিষ্ঠুর এবং SADIST। তুমি যদি আগেই জেনে থাক তোমার কোন কাজের ফলে বিলিয়ন বিলিয়ন (অগনিত) মানুষ অন্তকাল আগুনে পুড়বে তাহলে কি তুমি সেই কাজ করবে?

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

-হুম, নাহ আমি করব না, বুঝলাম ব্যাপারটা... বড়ই গোলমেলে স্রষ্টার কাজ-কারবার..

-আবার একজন PERFECT LOVING স্রষ্টা কি করে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকেন? এটা কি ঐশ্বরিক ভালবাসার প্রমান? আমাদের ভালবাসার মানুষ সবসময় পাশে পাশে থাকে, আর স্রষ্টা থাকেন লুকিয়ে। স্রষ্টার মত কেউ আমাদের ভালোবাসলে তো আমরা সেটাকে ভালবাসাই বলতাম না।

ধর, এক বাবা তার ছেলেকে রাস্তায় ছেড়ে দিছে, অন্য কোন ব্যাক্তি এসে ছেলেটিকে নিয়ে নিজের ছেলের মত মানুষ করল।ছেলেটি প্রতিষ্ঠিত হল, এখন তার সেই বাপ এসে দাবী করল তার ছেলের কাছে, তাকে সব সময় প্রশংসা করতে হবে, তার কাছে নতি স্বীকার করতে হবে, কারণ তিনিই ছেলেটিকে জন্ম দিয়েছেন। এটা যেমন একটা ভণ্ডামি, ঠিক তেমনি, স্রষ্টা দুনিয়া তৈরি করে তাতে মানুষকে হত্যা করবার জন্যে তৈরি করেছেন NATURAL EVIL/নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ। পৃথিবীতে মানুষ হত্যা করার জন্যেই অনেক অনেক উপাদান তিনি দিয়ে রেখেছেন। আমরা যুগ যুগ ধরে নিজেদের জ্ঞান আর শ্রম দিয়ে এইসবের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছি,অথচ ঠিক তখন স্রষ্টা এসে সব কিছুর জন্যে "প্রশংসা এবং প্রার্থনা" দাবী করে বসেছেন।

সর্বশক্তিমান স্রষ্টার আবার আমাদের প্রার্থনা লাগে কেন? উনি তো দেখা যাচ্ছে আমাদের প্রার্থনার মুখাপেক্ষী? উনাকে তেল না দিলে উনার চলেই না, দিনে অনেকবার করে তাকে ডাকতেই হবে। ভুলে গেলা কি আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে? স্বাধীনইচ্ছা শক্তি দিলে উনি আবার জোর করে আমাদের উপর প্রার্থনা চাপিয়ে দিচ্ছেন কেন? জোর করে চাপিয়ে দিলে সেটা তো আর স্বাধীন ইচ্ছা দিয়ে করা হল না! একজন সর্বশক্তিমান সত্ত্বার তো এইসব ফালতু চামচামি বা প্রার্থনার উর্ধে থাকার কথা, তাই না?

আরে দুনিয়াতেই তো একজন ক্ষমতাধর ব্যাক্তি কারও চামচামির ধার ধারেন না। ধরো তোমার দেশের প্রধানমন্ত্রী দাবী করল সবাইকে প্রতিদিন ২০ বার করে তার নাম জপ করতে হবে, তাহলে ব্যাপারটা কিরকম হাস্যকর দাঁড়াবে? বিজ্ঞানিরা প্রতিদিন তাদের গবেষণাগারে গিয়ে সবাই হাতে হাত ধরে বলেন না "হে মহাকর্ষ শক্তি তুমি মোরে করেছ মহান, তুমিই আমাদের আঁকড়ে রাখ, তোমার শক্তি আমাদের থেকে অনেক বেশী"...হা হা। কিন্তু স্রষ্টার প্রতিদিন অনেকবার করে মানুষের "স্তুতিমূলক বাক্য" ছাড়া চলেই না। এমনকি উনার তৈরি ফেরেশতারা ২৪/৭ ঘণ্টা উনার প্রশংসা করলেও উনার তাতে পুষায় না!!

তাই কথায় আছে **- HONEST GRANDNESS NEEDS NO PRAISE** (সত্যিকার মহৎ এর প্রশংসা লাগে না)

আর প্রার্থনা (কিছু চাওয়ার উদ্দেশ্য) আমরা কেন করব? স্রষ্টা সর্বজ্ঞানী,উনি নিজেই তো জানেন আমাদের কি প্রয়োজন। আবার আমাদের প্রার্থনা করার মানে এই দাড়ায় যে স্রষ্টা আমাদের জন্যে যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তাতে আমাদের মোটেই আস্থা নাই। তাই স্রষ্টার প্ল্যানিং উপেক্ষা করে আমরা আমাদের মত দাবী/প্রার্থনা করি। আর এই কেমন "ন্যায্য পরীক্ষাকেন্দ্র" যার ফলাফল আপনি পরীক্ষা চলাকালীনও পাবেন (যদি প্রার্থনা কবুল হয় তো), আবার পরেও পাবেন।

এখন এইসবের উত্তর দিতে বললে, মুসলমানরা গিয়ে বিধর্মীদের (মুলত খ্রিষ্টান) থেকে যুক্তি ধার করে নিয়ে আসবে, অথবা নিজেদের মত করে যুক্তি দিবে (AD HOC FALLACY) যার কোন ইসলামিক রেফারেন্স (কুরান/হাদিস/সিরাত) থাকবে না। মাথায় রাখবে শুধু তর্কে জেতার জন্যে যুক্তি না দিয়ে, সেই যুক্তিতে নিজের মানসিক সন্তুষ্টি এসেছে কিনা সেটাও বিবেচনা করতে হবে।

FOR EVERY PLAYER WHO CREDITS GOD FOR THE WIN, A PLAYER FROM THE OPPOSING TEAM CAN LOGICALLY BLAME GOD FOR THE LOSS - NEIL DEGRASSE TYSON

সত্যের সন্ধানে

shottershondhane.com

ভেল্কিবাজির সাতকাহন

আজ শুক্রবার, বায়েজিদ ভাই তার বাসায় স্পেশাল রান্না বান্না করেছেন, তার ছোটবেলার বন্ধু আড়িফ আসবে। তাই উনি আমাকেও দাওয়াত দিলেন। উনার বন্ধু আবার এমনি হঠাৎ আসছেন না, তিনি নাকি খবর পেয়েছেন যে বায়েজিদ ভাই নিধার্মিক হয়ে যাচ্ছেন, তাই বন্ধুকে ইসলামের দাওয়াত দিতে আসছেন। ভদ্রলোক মানুষ হিসেবে খারাপ না, তবে একটু 'বিচার মানি তালগাছ আমার' টাইপ আর কি। উনি মুলত ম্যাগাজিন, পত্রপত্রিকা, ব্লগপোষ্ট, ইউটিউব ইত্যাদি থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। আমি ঠিক দুপুরে খাবার টাইমে গিয়ে হাজির। দেখি বায়েজিদ ভাই আর আড়িফ ভাই খাওয়া শুরু করে দিয়েছেন। আমাকে দেখে বায়েজিদ ভাই মুচকি হেসে বললেন, 'কিরে জুমার নামায পরে আসলি নাকি?' আমি উনাদের সাথে খাবারে যোগ দিলাম। বায়েজিদ ভাই আমার সাথে আড়িফ ভাইয়ের পরিচয় করে দিলেন। উনারা আমি আসার আগেই একচোট বিতর্ক করে ফেলেছিলেন। এখন খাবার জন্যে একটু বিরতি দিলেন। খাবার শেষ করে আমরা যে যার মত বসলাম, আমি জানি এখন আড়িফ ভাইয়ের ইসলাম প্রচার শুরু হবে। ভাবতে ভাবতেই উনি শুরু করে দিলেন...

-আচ্ছা বায়েজিদ, তুই যে একটু আগে বলেছিলি আমাদের শরীরে ৯১% হচ্ছে JUNK DNA.তুই কি জানিস যে বিজ্ঞানিরা আবিষ্কার করেছে যে, আসলে JUNK DNA এর বিশেষ FUNCTION/কাজ আছে?

বায়েজিদ ভাই হো হো করে হেসে দিলেন, এরপর বললেন,

-তুই কি জানিস ঠিক কোন বিজ্ঞানিরা এটা বলেছে যে JUNK DNA আসলেই কাজ করে বা এর FUNCTION আছে? এইসব তথ্য আসলে তুই কথেকে পাস?

-নাহ তাত বলতে পারব না, তবে আমি এইসব জেনেছি অনলাইন থেকে, EvolutionNews, IdeaCenter, The Guardian, The Fox news, NewYork Times, Daily Mail, Live Science, Science Mag(**blogpost**) ইত্যাদি থেকে আর কি!

-হায়রে! এই তোর জ্ঞানার্জন? পুরা ঘটনা জানলে জীবনে আর এই নিয়ে কোন দাবী করবি না। আর তোর এইসব গাঁজাখুরি রেফারেন্স (যেনতেন NEWS,MAGAZINES,BLOGPOSTS etc) দিয়ে বিজ্ঞান হয় না। সবই ফালতু রেফারেন্স দিচ্ছিস, পক্ষপাতদুষ্ট ওয়েবসাইট দিয়েও বিজ্ঞান হয় না। তোর রেফারেন্সের মধ্যে EVOLUTIONNEWS আর IDEACENTER এর নাম দেখা যাচ্ছে, এরা Intelligent Design এর সমর্থক, এবং বিবর্তনকে ভুয়া প্রমাণ করার জন্য যা যা করা দরকার, সেগুলো অনুসরণ করে লেখা ছাপায়। অন্যদিকে, বিজ্ঞান কিন্তু আগে থেকে লক্ষ্য ঠিক করে নিয়ে কাজ করে না। বিজ্ঞান যে কোনো বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি খোঁজার চেষ্টা করে, এবং যেদিকে যুক্তি পায়, সেটাকেই প্রচার করে।

এখানে আরেকটা মজার ব্যাপার আছে তুই Science Mag আর Live Science এর যে রেফারেন্সগুলো দিতে চাচ্ছিস, ওরা কিন্তু বিবর্তন তত্ত্বের সমর্থনে প্রায়ই পোস্ট দিয়ে থাকে। তোর সুবিধা হচ্ছে বলে একটা পোস্ট নিবি, অন্যগুলো গ্রাহ্য করবি না- এটা এক ধরনের কুযুক্তি, PICK AND CHOOSE FALLACY. আবার SCIENCE MAG এর যে একটা **ব্লগপোস্ট** দিয়েছিস (Study reveals culprit behind Piltdown Man, one of science's most famous hoaxes) সেটাও একজন **সাংবাদিকের** লেখা, যিনি নিজেও হয়ত বিবর্তন

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

সমর্থন করেন (আর PiltdownMan এর ঘাপলা **বিবর্তন সমর্থনকারীরাই** বের করেছিল)।তুই তো বৈজ্ঞানিক রেফারেন্স কি তাও বুঝিস না দেখি!!

এবার আসল কথায় আসি,JUNK DNA এর FUNCTION!! ব্যাপারে প্রথমে বের করেছে ENCODE (Encyclopedia of DNA Elements) নামের একটা Public Research Project. তারা দাবী করেছিল যে তারা আরো ১০ হাজার নতুন জিন খুজে পেয়েছে, এবং সাজেস্ট করেছিল যে আমাদের প্রায় ১৮% এর মত DNA অন্যান্য জিনকে নিয়ন্ত্রন করে। তারা আরো দাবী করেছিলেন, আমাদের প্রায় ৮০% (**১০০% নয়**)এর মত DNA এর Biochemical Function /জৈব রসায়নিক কার্যক্রম আছে।

(Encode researchers claimed to have identified more than 10, 000 new genes and suggested that up to 18% of our DNA is responsible for regulating other genes. They said about 80% (**NOT 100%)** of DNA had a biochemical function.)

কিন্তু কাজের/FUNCTION সংজ্ঞা কি হবে তা নিয়েই তারা ভুলটা করেছিল। তারা FUNCTION বলতে যেটা বুঝিয়েছিল সেটা নিয়ে ENCODE এর বাইরে বিজ্ঞানিদের মধ্যে তুমুল সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। যা নিয়ে পরবর্তীতে বহু পিয়ার রিভিউড আর্টিকেল প্রকাশিত হয়েছে (রেফারেন্স নিচে)। তারা তোদের মতই Biological Acitivty আর Function গুলিয়ে ফেলেছিল!

একটা ছোট উদাহরন দেই তাহলে বুঝবি, তারা ৩ টা CRITERIA/মানদণ্ড ঠিক করে নিছিল DNA এর FUNCTION নির্ধারন করার জন্যে, তার মদ্ধে সবার প্রথম ছিল, RNA(mRNA) TRANSCRIPTION.

এখন তোর কি মনে হয় TRANSCRIPTION কোন FUNCTION হতে পারে, কারণ PSEUDO GENE ও তো শুধু TRANSCRIBE করে, তাদের তো কোন ফাংশন নাই। আসল FUNCTION এর CRITERIA অনুযায়ী তো আমাদের মাত্র ১.৫% DNA FUNCTIONAL কারণ তারাই প্রোটীন তৈরি জন্যে কোড করে।

তুই কি Non-Coding RNA (ncRNA) এর নাম শুনেছিস, এরা TRANSCRIBE ঠিকই করে, কিন্তু TRANSLATION করে না (অল্প কিছু করলেও তা কার্যকর প্রোটিন নয়), ENCODE এর আজিব মানদণ্ড হিসেবে এরাও তো তাহলে FUNCTIONAL হয়ে যায়। মুলত এরাও JUNK RNA. এদের উপস্থিতি ক্যান্সার ও আলঝাইমার রোগের সাথে সম্পর্কিত, তোর INTELLIGENT DESIGNER স্রষ্টা কেন এইসব রেখে দিল জিনোমে? উনি কি জানতেন না আদমের শরীরের জন্যে কোনটা উপকারী এবং কোনটা ক্ষতিকর?

জীববিজ্ঞানে FUNCTION এর দুটো ধারনা আছে, ১- SELECTED EFFECT, ২- CAUSAL ROLE. এখানে ENCODE ভুল বা ইচ্ছে করে CAUSAL ROLE কে FUNCTION হিসেবে ধরেছে। একটা উদাহরন দিলে বুঝবি- ধর আমাদের হৃদপিণ্ডের SELECTED EFFECT FUNCTION হচ্ছে ব্লাড পাম্প করা, এখন কেউ যদি বলে যে পাম্পের সময় হৃদপিণ্ডের যে শব্দ হয় সেটা অথবা শরীরে যে ৩০০ গ্রামের মত হৃদপিণ্ডের ওজন সংযোজিত হচ্ছে, এইগুলা হচ্ছে হৃদপিণ্ডের SELECTED EFFECT FUNCTION, তাহলে সে বড় ভুল করবে, কারন এইসব হচ্ছে মুলত CAUSAL ROLE।

BIOLOGICAL ACTIVITY আর BIOLOGICAL FUNCTION যে এক নয় এটা তারা বুঝতে পারে নাই বা বিবেচনায় নেয়নি। DNA এর কোন BIOLOGICAL ACTIVITY থাকার মানে নয় যে কোষে (CELL PHYSIOLOGY) তার কোন জরুরী FUNCTION আছে।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

(ENCODE adopted a strong version of the causal role definition of function, according to which a functional element is a discrete genome segment that produces a protein or an **RNA** or displays a reproducible biochemical signature (e.g., protein **binding**). Oddly, ENCODE not only uses the wrong concept of functionality, it uses it wrongly and inconsistently.ENCODE Consortium has fallen trap to the genomic equivalent of the human propensity to see meaningful patterns in random data—known as **Apophenia**)

ENCODE প্রায় ৩০ টির মত পেপার সাবমিট করেছিল NATURE সহ বেশ কিছু জার্নালে। ২০০৭ তে সবার প্রথমে তারা (pilot-phase publication, ENCODE Project Consortium 2007) বলেছিল **৬০% জিনম** কোন না কোন কাজ করে। এরপরে আবার ২০১২ তে এক প্রেস কনফারেন্স করে তারা দাবী করেছিল ৮০.৪% জিনোম কোন না কোন কাজ করে। পরে তাদেরই একজন LEAD AUTHOR (T. Ryan Gregory) দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, আসলে আমাদের **ভুল ছিল, ৮০% ব্যাপারটা বিভ্রান্তিকর**, **এটা হবে ৪০%** । এরপরে আবারো তাদের আরেকজন LEAD AUTHOR (Stephen S. Hall) বলেন আসলে ৪০% নয়, **এটা হবে ২০%** এবং এরা দুজনেই সেই প্রোজেক্টের LEAD AUTHOR ছিল।

[সুত্রঃ 1-Gregory TR. , ENCODE spokesperson: 40%, not 80%, 2012 Genomicron (September 28, 2012)

2- Hall SS. Journey to the genetic interior, Sci Am., 2012, vol. 307(4) (pg. 80-84)]

তাদের এই বিভ্রান্তি দেখে বিখ্যাত NATURE এ প্রকাশিত অন্য এক আর্টিকেলে উল্লেখ করা হয় কত পারসেন্ট জানিস?

-(দীর্ঘশ্বাস ফেলে) আমি আর কী বলব!! তুই বল।

-NATURE তাদের ২০১২ এর বাৎসরিক বৈজ্ঞানিক সংক্ষিপ্তসার(SYNOPSIS)উল্লেখ করে মাত্র ২০%, তাহলে এখন কাহানী কি বুঝলা মামা? **৮০% থেকে এক লাফে ২০%,** তাহলে এই বিতর্কিত ২০% নিয়েও কি প্রশ্ন করা যেতে পারে না?

(এই নিয়ে **NATURE** এর আরেকটি আর্টিকেল আছে-"**FIGHTING ABOUT ENCODE AND JUNK**")

(সূত্র- 366 days: 2012 in review, **NATURE**, Richard Van Noorden, Synopsis of the year 2012)

পরবর্তীতে LD Ward এবং M Kellis নামের দুজন গবেষকও এই প্রোজেক্ট নিয়ে ভিন্ন মত দেন।

[সূত্র- Evidence of abundant purifying selection in humans for recently acquired regulatory functions, **PEER REVIEWED**, Science Magazine, 2012, vol. 337, pg. 1675-1678]

-বলিস কি,আরও আপত্তি!কিন্তু এরা আবার কারা?

-হা হা হা, এরাও হচ্ছে **CO-AUTHORS** of the Principal Publication of the **ENCODE Consortium(2012) ,** মানে তাদের নিজেদের লোকেরাই তাদের ভুল বুঝতে পেরেছিল।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

আর এমন না যে ENCODE এই কাজ একাই করেছে। এই কাজ কিন্তু **আরো অনেকেই করেছে** (Smith et al. 2004; Meader et al. 2010; Ponting and Hardison 2011), এবং **কেউই ১৫% উপরে FUNCTIONAL GENOME এর প্রমান পায় নাই।**

[সূত্রঃ "What fraction of the human genome is functional?" **PEER REVIEWED**, Genome Research Journal]

বিজ্ঞানী **KERSTIN LINDBLAD-TOH** এর দল ২০১১ তে গবেষণা করে পেয়েছেন **মাত্র ৫.৫%** ,যা কিনা সেই একই বিখ্যাত **NATURE** জার্নাল প্রকাশিত হয়েছে।

(সূত্র- Lindblad-Toh K, et al. A high-resolution map of human evolutionary constraint using 29 mammals, **PEER REVIEWED**, **NATURE**, 2011, vol. 478, pg. 476-482)

তুই তো বোকার মত THE GUARDIAN এর রেফারেন্সও দিলি, অথচ **THE GUARDIAN নিজেরাই এক আর্টিকেল প্রকাশ করে- "**Scientists **ATTACKED OVER CLAIM** that 'junk DNA' is vital to life (24Feb, 2013)", যদিও এটা Peer Reviewed কিছু নয়,এটা নিউজপেপার।

তাদের প্রকাশিত আর্টিকেলের কিছু অংশ পড়ে দেখ,

"Everything that <u>ENCODE CLAIMS IS WRONG</u>. Their statistics are horrible, for a start, " the lead author of the paper, Professor Dan Graur, of Houston University, Texas, told the Observer. "This is not the work of scientists. **This is the work of a group of BADLY TRAINED TECHNICIANS**.... Just **because a piece of DNA has biological activity does not mean it has an important function in a cell**," said Graur"

এছাড়া COMPARATIVE GENOMICS এর হিসেব অনুযায়ী মানব জিনোমের ৮-১৫% কার্যকরী।

আমি মাঝখান থেকে বলে উঠলাম, 'ভাই এই ENCODE কিন্ত এই এতটুকু কাজের জন্যে প্রায় ২৮৮ মিলিয়ন ডলার খেয়ে ফেলেছিল এবং তাদের দলে **ইচ্ছা করে কোন EVOLUTIONERY BIOLOGIST নেয়** নাই বলেও অভিযোগ আছে। অনেকেই এতটুকু কাজের জন্যে এত বড় বাজেটের সমালোচনা করেন।

[পূর্ববতী আলোচনার রেফারেন্সসমুহঃ

1-"On the Immortality of Television Sets: "Function" in the Human Genome According to the Evolution-Free Gospel of ENCODE", **PEER REVIEWED , Genome Biology and Evolution.**

2-"The ENCODE project: Missteps overshadowing success", **PEER REVIEWED, Current Biology.**

3-"The C-value paradox, junk DNA and ENCODE"- **PEER REVIEWED, Current Biology**

4-"Is junk DNA bunk? A critique of ENCODE"- **PEER REVIEWED,** PNAS

5- "The case for junk DNA". **PEER REVIEWED** , PLOS Genetics

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

6-“An Upper Limit on the Functional Fraction of the Human Genome”, **PEER REVIEWED, Genome Biology and Evolution**

7-“8.2% of the Human Genome Is Constrained: Variation in Rates of Turnover across Functional Element Classes in the Human Lineage”, **PEER REVIEWED**, PLOS Genetics

8-“Evidence for turnover of functional noncoding DNA in mammalian genome evolution” , **PEER REVIEWED,** Genomics]

বায়েজিদ- তবে এমন নয় যে এর আগেও বিজ্ঞানিরা একেবারে সকল JUNK DNA কে Non-Functional বলত, তারা জানত যে অল্প কিছু JUNK DNA/NON-CODING DNA এর কিছু BIOLOGICAL ACTIVITY আছে। তবে, JUNK DNA এর অন্যতম কাজ হলো, এটি প্রাণীদের বিবর্তনেও বড় ভূমিকা রাখে। ২০০৬ সালে NATURE প্রকাশিত এক প্রবন্ধ বলেছে যে, TRANSPOSABLE ELEMENT (TE), যাকে আগে কেবল JUNK DNA ভাবা হতো, সেটা আসলে জেনেটিক বৈচিত্র্যর উৎস হিসেবে কাজ করে বিবর্তনে ভূমিকা রাখে। আমাদের জিনোমের প্রায় ৪৫-৫০% হচ্ছে এই TE.অহহ জানিয়ে রাখি এই TE কিন্তু মারাত্মক কিছু অসুখের জন্যে দায়ী, স্রষ্টা কি জেনে বুঝে আদমের শরীরের এইসব দিয়ে রেখেছিল?

আর এপিজিনোম হচ্ছে জীন প্রকাশের মাঝে পরিবর্তন (changes in gene expression, not in DNA sequence)। আমাদের জিনোমকে বই এর প্যারাগ্রাফ ধরলে একে যতিচিহ্ন ধরতে পারিস। ঠিক যেমন একই গল্পে/বাক্যের যতিচিহ্ন পরিবর্তন করে দিলে বাক্য/গল্প পরিবর্তন হয়ে যাবে,এপিজেনেটিক্সও ঠিক তাই করে। কিন্তু এই এপিজেনেটিক্সও JUNK DNA এর কার্যকারিতা নিয়ে কাজ করে। এছারাও জেনেটিক-এক্সপ্রেশনের ওপর পরিবেশের প্রভাবও এপিজেনেটিক্সের গণ্ডির মধ্যে পড়ে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এই JUNK DNA কিংবা EPIGENETICS দুটোই বিবর্তনের সত্যতা নিশ্চিত করে।

[সুত্রঃ 1-“ A role for epigenetic inheritance in modern evolutionary theory? A comment in response to Dickins and Rahman”, **PEER REVIEWED**, **Proceedings B**

2-“Epigenetic variation creates potential for evolution of plant phenotypic plasticity”, **PEER REVIEWED**, **New Phytologist**

3-“Evolution Heresy? Epigenetics Underlies Heritable Plant Traits”, **PEER REVIEWED, Science Magazine**

4- “Junk DNA as an evolutionary force”, **PEER REVIEWED**, **NATURE**]

তবে তোকে আসল মজার কথা বলি শোন,<u>যদি ১% JUNK DNAও আমাদের শরীরে পাওয়া যায়, সেটাও তোর স্রষ্টাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে</u>, কেন স্রষ্টা এতটুকুও JUNK DNA তৈরি করবেন? প্রথমত কাজে লাগে না, কিন্তু Maintain করতে বিপুল COST OF ENERGY আছে, এর উপরে মারাত্মক রোগ তৈরি করে। **কেন অল্প হলেও মারাত্মক ভুল থাকবে?** কোনো বিজ্ঞানি বা ENCODE আজ পর্যন্ত বলে নাই একেবারে ১০০% DNA হচ্ছে FUNCTIONAL. এমনকি ENCODE বলেছিল (যদি ধরেও নেই) **২০% হচ্ছে NON-FUNCTIONAL**, এখন প্রায় ৩.২ বিলিয়ন Haploid BASE PAIRS (6.2 bllion in diploid) এর **২০% কিন্তু অনেক বড় সংখ্যা**! এত বড় ভুল একজন সর্বজ্ঞানী এবং সুদক্ষ মানব কারিগর স্রষ্টা কি করে করেন? ১% ভুল দিয়েও তো

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

তোদের সুদুক্ষ এবং সুনিপুন স্রষ্টা রেহাই পাচ্ছে না রে! মাথায় রাখবি, তোদের স্রষ্টা কিন্তু INTELLIGENT DESIGNER!!

আড়িফ- (দীর্ঘশ্বাস ফেলে)আচ্ছা বুঝলাম এখন ব্যাপারটা, এখন বলত বিবর্তনবাদীরা বলে যে একটা প্রানি থেকে ধীরে ধীরে আরেকটা প্রানি বিবর্তিত হয়। তারা বলে শিম্পাঞ্জি থেকে মানুষ আসছে বিবর্তনের মাধ্যমে। এটা কি সম্ভব?

বায়েজিদ- প্রথমত, 'বিবর্তনবাদী' শব্দটা অর্থহীন, যেমনটা 'অভিকর্ষবাদী' অথবা 'মহাকর্ষবাদী' শব্দটা অর্থহীন। সব পদার্থবিদই মহাকর্ষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, এজন্য তাদেরকে 'মহাকর্ষবাদী' ট্যাগ দেয়া হয় না। তেমনিভাবে বিবর্তন স্বীকার করলেই বিবর্তনবাদী বলা ভুল, সব জীববিজ্ঞানীই বিবর্তন তত্ত্বকে স্বীকার করেন। 'বিবর্তন তত্ত্ব ভুল' এরকম দাবি করা কোনো বৈজ্ঞানিক জার্নাল তুই দেখাতে পারবি? তুই তো পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত আর্টিকেল থেকে সব পড়িস,একটু বড় বড় বৈজ্ঞানিক জার্নাল গুলাও পড়ে দেখিস মাঝে মাঝে।

কোনো বিজ্ঞানী যদি আদতেই বিবর্তনতত্ত্বকে ভুল প্রমাণ করে যথোপযুক্ত প্রমাণ সহ কোন বৈজ্ঞানিক জার্নালে নিজের গবেষণা প্রকাশ করেন,আজকের যুগে তার খ্যাতি ডারউইন বা আইনস্টাইনকেও ছাড়িয়ে যাবে। আর তোরা নিজে বুঝিস না, তাই বিবর্তন সঠিক না, একে বলে Argument From Incredulity ফেলেসি বা একটা কুযুক্তি। একটা জিনিস বুঝতে না পারাই মানে সেটা মিথ্যা হয়ে যাওয়া নয়। **আর বিবর্তন তত্ত্ব যদি কোনদিন ভুল প্রমাণ হয়েও যায় এর মানে এইটা নয় যে তোদের "হয়ে যাও/কুন" তত্ত্ব সঠিক। এটাও একটা FALSE DILEMMA কুযুক্তি।**

কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্যকে ভুল প্রমাণিত করতে চাস,ভালো কথা। আগে যে তথ্যকে ভুল প্রমাণিত করতে চাচ্ছিস, সেটি অন্তত ঠিকমতো জেনে নেয়। রেফারেন্সের কোনো নামগন্ধ নাই,হুট করে বলে বসলি 'মানুষ শিম্পাঞ্জি থেকে এসেছে'। এই কথা নাকি আবার 'বিবর্তনবাদীরা বলে'! বিবর্তন নিয়ে **বেসিক জ্ঞান রাখা ব্যাক্তিও** তো এইসব কথা বলে না রে!

আরে বোকা, মানুষ শিম্পাঞ্জি থেকে আসেনি। সঠিক তথ্য হলো, মানুষ, শিম্পাঞ্জি, বোনোবো, ওরাং ওটান, আর গরিলা প্রজাতিগুলো একই পূর্বপুরুষ থেকে এসেছে। এই কারনেই মানুষ, শিম্পাজি, গরিলা,অরাংওটাং ইত্যাদির (PRIMATES)এর জিনোমে অনেক সুডো জিন/PSEUDO GENE একই রকম এবং একই অবস্থানে পাওয়া যায়। যেমন মানুষের বেটাগ্লোবিন জিন (β-globin genes) এর মাঝে একটি সুডোজিন আছে যা শিম্পাঞ্জি জিনোমের ঠিক একই জায়গায়(Locus)পাওয়া যায়,এমনকি এদের মাঝে দুটো প্রাচীন মিউটেশন (substitute and deletion) মানুষ ও শিম্পাঞ্জির জিনোমে একই জায়গায় পাওয়া যায়।

এছাড়া ভিটামিন-সি তৈরির জন্য দায়ী GLO (বা GULO) জিনের মিউটেশন মানুষ এবং শিম্পাঞ্জির ক্ষেত্রে এই রকম, তাই মানুষ এবং শিম্পাঞ্জি কেউই ভিটামিন-সি তৈরি করতে পারে না। প্রশ্ন হলো, মানুষ এবং শিম্পাঞ্জি পূর্বপুরুষ যদি একই না হয় তবে এদের জিনোমের মিউটেশনে এত মিল কি করে হলো? এবং একই জায়গায় একই রকমের এত সুডোজিন কি করে আসল ? এর উপরে তোদের স্রষ্টা আবার লেজের কশেরুকাও (COCCYX) আদমের পিছে ধরিয়ে দিয়েছে!! এই COCCYX/TAILBONE কিন্তু শিম্পাঞ্জি, বনোবো এবং গরিলাদেরও আছে, কি বুঝলি তাহলে?

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

আবার শোন, মানুষের ২৩ জোড়া ক্রোমজম এবং শিম্পাঞ্জির ২৪ জোড়া ক্রোমজম আছে। আমাদের মানুষের 'ক্রমোজম ২' বাকি ক্রমোজম গুলা থেকে একেবারেই আলাদা, এই ক্রমোজমে একই সাথে অতিরিক্ত (vestigial)Teleomere এবং (vestigial)Centromere আছে, যা থাকার কথা নয়। তাহলে এইরকম হল কি করে? দেখা গেছে দুটো আলাদা ক্রমোজম END-TO-END এক করা হলে ঠিক যেভাবে দেখাবে, এই ক্রমোজমের Teleomere এবং Centromere ঠিক একইভাবে সুবিন্যস্ত আছে। তার মানে অন্য কোন দুটো ক্রমোজম এখানে এক/FUSE হয়ে গিয়েছে। দেখা গেছে মানুষের এই 'ক্রোমজম ২' এর Same Pattern Of Gene এবং জেনেটিক ম্যাটারিয়াল শিম্পাঞ্জির 'ক্রমোজোম ২ (2A and 2B)' তে উপস্থিত। এই জন্যেই বেশির ভাগ বিজ্ঞানি এটাই মনে করেন যে শিম্পাঞ্জির এই ক্রমোজম দুটো আমাদের 'ক্রমোজোম ২' তে FUSE হয়ে গেছে। এটা বিবর্তনের THEORY OF COMMON DESCENT/একই Ancestor থেকে আগমন কে প্রমান করে। শিম্পাঞ্জির এবং বনোবো সাথে আমাদের DNA এর মিল হচ্ছে **প্রায় ৯৯%,** আর গরিলার সাথে মিল হচ্ছে **প্রায় ৯৮%,** এর মানে কি বুঝলি রে? আল্লাহ্‌ এই দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রজাতিতে এত এত মিল দিল কেমনে এবং কি কারনে? এবং **এই মিল অন্য কারো সাথে কেন দেয় নাই?**

[সূত্র-1-"Origin of human chromosome 2 : an ancestral telomere-telomere fusion"- **PEER REVIEWED,** PNAS

2- "Differences between human and chimpanzee genomes and their implications in gene expression, protein functions and biochemical properties of the two species", **PEER REVIEWED,** BMC Genomics

3- "The bonobo genome compared with the chimpanzee and human genomes", **PEER REVIEWED,** NATURE]

তুই কি এন্ডোজেনাস রেট্রো ভাইরাস/ENDOGENOUS RETROVIRUSES এর নাম শুনেছিস?

-নাহহ তো, এটা কি?

-এন্ডোজেনাস রেট্রো ভাইরাস জীবের কোষে ঢুঁকে Reverse Transcription করে প্রথমে নিজের VIRUS RNA থেকে VIRUS DNA তৈরি করে, এরপর তার নিজের ভাইরাস DNA হোস্ট এর DNAতে ধুকিয়ে দেয় (Retroviral integrase মাধ্যমে)। এরপর হোস্টের DNA স্বাভাবিক Transcription-Translation (Central Dogma) মাদ্ধমে তা পরবর্তী প্রজন্মেতে ছড়িয়ে দেয়। তাই এটা হচ্ছে জেনেটিক ফসিল। মানুষের জেনোমের প্রায় ৫-৮% হচ্ছে এই প্রাচীন ভাইরাসের ফসিল, এদের বলে HERV (Human Endogenous Retroviruses)। মজার ব্যাপার হচ্ছে আমরা যখন একই রকমের (related) প্রজাতির জিনোম তুলনা করি আমরা দেখি এই ভাইরাস ঠিক একই জায়গায় অন্যান্য প্রজাতিতেও পাওয়া যাচ্ছে। যেমন মানুষ এবং শিম্পাঞ্জির জিনোমে প্রায় ৭ টি এন্ডোজেনাস রেট্রো ভাইরাস সিগনেচার পাওয়া যায় হুবুহু একই জায়গায়। এই সিগনেচার দুটি ভিন্ন প্রজাতির জিনোমে একই গঠনের এবং একই জায়গায় পাওয়া যায় (ERV insertion in the same locus) এবং এটা তখনই হবে যখন আমাদের এই দুই (related)প্রজাতির আদি পুরুষ/ANCESTOR এক /SAME হবে।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

তোর ‘আদম তত্ত্ব’ এর কোন ব্যাখা দিতে পারবে কি? স্রষ্টা (Intelligent Designer!) ৮% অপ্রয়োজনীয় (বেশিরভাগ) এবং ক্ষতিকর ভাইরাস রেখে দিল কেন আদমের শরীরে (জিনোমে)? এইগুলা যে শরীরের জন্যে হুমকিস্বরূপ হতে পারে (ক্যান্সার, Autoimmunity etc) তা কি উনি জানতেন না?

এখন পর্যন্ত মানব জেনোমে বিশটিরও বেশি শ্রেণীর HERV পাওয়া গেছে। সম্প্রতি ফ্রান্সের একদল বিজ্ঞানী মানব জেনোম থেকে পাঁচ মিলিয়ন বছরের পুরোনো একটি রেট্রোভাইরাস পুনর্নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছে, এই ভাইরাসের নাম দেয়া হয় “ফিনিক্স”।

[সূত্র-1-“Retroviruses and primate evolution”- **PEER REVIEWED** BioEssays

2- “Human endogenous retroviruses in the primate lineage and their influence on host genomes”, **PEER REVIEWED,** Cytogenetic and Genome Research

3- “Beneficial and detrimental effects of human endogenous retroviruses”, **PEER REVIEWED**, Internationl Journal of Cancer]

জাংক DNA কাজের নাকি অকাজের সেটা পরের কথা, প্রশ্ন হলো বিবর্তন ভুল হলে অতিপ্রাচীন পরজীবী ধরনের এই বিপুল পরিমাণের DNA সিকোয়েন্স মানব জিনোমে এলো কীভাবে?

আড়িফ- বুঝলাম; কিন্তু বন্ধু, দুনিয়াতে কোটি কোটি প্রানি,সেই হিসেবে কোটি কোটি মিসিং লিঙ্ক/ MISSING LINK পাওয়া যাবার কথা। কিন্তু কোন একটা মিসিং লিঙ্ক তো পেল না কেউ।

বায়েজিদ- তোর কথা শুনে মনে হয় তুই হারুন ইয়াহইয়া/HARUN YAHYA থেকে তথ্য সংগ্রহ করিস। যে ব্যাটার আরেক নাম Adnan Oktar। তারে পুলিশ ধরেছিল অনেকগুলা অভিযোগে (ধর্ষণ, অবৈধ অস্ত্র, Financial Fraud And Sexual Abuse, Child Abuse ইত্যাদি) সে আরেক খ্রিস্টান সোর্স থেকে কপি করে তার বই লিখত (আর বোকা মুসলমান তার থেকে কপি করে)

জীবাশ্ম/ফসিল কিভাবে হয় সেটা আগে বুঝতে হবে তোকে। ফসিল এমন না যে চাইলেই হয়ে যাবে। জীবাশ্ম (Fossil) বলতে প্রাণী বা উদ্ভিদ পাথরে পরিণত হয়েছে এমন ধরনের বস্তুকে বোঝায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের উদ্ভিদ ও প্রাণীর ধ্বংসাবশেষ তথা মৃতদেহের চিহ্ন পাওয়া যায় ভূগর্ভ কিংবা ভূ-পৃষ্ঠের কঠিন স্তরে সংরক্ষিত পাললিক শিলা অথবা যৌগিক পদার্থে মিশ্রিত ও রূপান্তরিত অবস্থায়।

সব জায়গায় ফসিল হয় না। ফসিল সবথেকে বেশী পাওয়া যায় SEDIMENTARY ROCK/পাললিক শিলা তে, কারণ এদের তাপমাত্রা এবং চাপ ফসিল সংরক্ষন করার জন্যে উপযুক্ত। কিছু পাওয়া যায় METAMORPHIC ROCKS/রুপান্তরিত শিলার মধ্যেও, কিন্তু তাদের চাপ ও তাপমাত্রা উপযুক্ত নয়। IGNEOUS ROCKS/আগ্নেয়গিরির পাথরেও কোন ফসিল টিকে না। এছাড়া প্রানির শুধুমাত্র শক্ত অংশগুলাই ফসিল হয়। নরম অংশগুলা (চামড়া, মাংস, অভ্যন্তরীণ অঙ্গ ইত্যাদি) খুব সহজেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং ফসিল হতে পারে না। কিন্তু হাড় এবং শক্ত খোলক ইত্যাদির ভালো ফসিল তৈরি হয়। আবার গাছপালা/PLANT থেকে স্থলপ্রানির ফসিল কম পাওয়া যায়, কারণ হচ্ছে ফসিল হতে হলে প্রানিকে অবশ্যই পানির কাছাকাছি পরিবেশে মারা যেতে হবে এবং কাদা মাটি বা পলিমাটিতে চাপা পড়তে হবে। তাই দেখা যায় শুধুমাত্র যে সকল স্থলপ্রানি পানির কাছাকাছি মারা গেছে তাদেরই ফসিল পাওয়া যায় সবথেকে বেশী। এই কারনে ফসিলের এত স্বল্পতা। আমরা চাইলেই হাতের কাছে ফসিল পাই না।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

তবে যা পেয়েছি তাও কম না, বিবর্তন প্রমান করার জন্যে তাই যথেষ্ট। ব্যাপার হচ্ছে আস্তিকদের ভুরি ভুরি প্রমান দিলেও তারা বুঝতে চায় না। তারা যেটা করে প্রথমে একটা Transitional Fossil দাবী করবে, দুদিন পরে যখন বিজ্ঞানিরা সেটা আবিষ্কার করে ফেলবে, তখন তারা আবার আরেক প্রজাতি/গন/পরিবারের Transitional Fossil দাবী করবে, এভাবে করে চলে আসছে আজ পর্যন্ত। তোরা প্রত্যেক GENERATION OF SPECIES এর ফসিল দেখতে চাস, মানে পারলে যেন একটি প্রজাতির প্রতি সদস্য/MEMBER এর ফসিল দাবী করিস! যেটা হাস্যকর! গড়ে প্রতি বিলিয়ন হাড়ের মাঝে মাত্র একটা হাড় ফসিলে রুপান্তর হয়। ধর যে, উত্তর আমিরিকার সম্পূর্ণ জনসংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশ **হয়ত** ফসিল হতে পারে। ফসিল হতে হলে জীবের বিশেষ কিছু প্রাকৃতিক শর্ত মানতে হয়। আস্তিকরা জানে না যে তারা নিজেরাই মানুষ এবং উটপাখি-যে কিনা বালুর নিচে মুখ লুকিয়ে রাখে, এই দুইয়ের মাঝের Transitional Fossil (সারকাজম!)। আর বিবর্তনের প্রমান শুধু ফসিল দিয়ে হয় না, এখন বহু বহু উপায় আছে বিবর্তন প্রমান করার। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে **HOMOLOGOUS STRUCTURES, MOLECULAR BIOLOGY, BIOGEOGRAPHY, DIRECT OBSERVATION, VESTIGIAL ORGAN** ইত্যাদি। প্রত্যেকটা নিয়ে এখানে আলোচনা করতে গেলে যুগ পেরিয়ে যাবে!

-আচ্ছা,তিমি কি চিনিস?

-হুম, তিমি মাছ তো সবাই চিনে।

-কিন্তু এটি মাছ নয়,তিমি মাছ স্তন্যপায়ী প্রানি। তিমি এসেছে স্থলপ্রানির থেকে এবং এর প্রমান দেখা যায় আধুনিক তিমি মাছের শরীরে কিছু অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ বা VESTIGIAL ORGAN থেকে, যা কিনা স্থলের স্তন্যপায়ীদের থাকে (ফাংশনাল),যেমন- পেলভিস এবং HINDLIMB হাড়। **তোর স্রষ্টা নিশ্চয়ই স্থলপ্রানির এইসব অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ ভুল করে তিমির শরীরে রেখে যায় নাই**? এই তিমির অনেক অনেক TRANSITIONAL FOSSIL আছে।

তোকে বালীন তিমির TRANSITIONAL FOSSIL এর একটা ছবি/ARTWORK দেখাই –

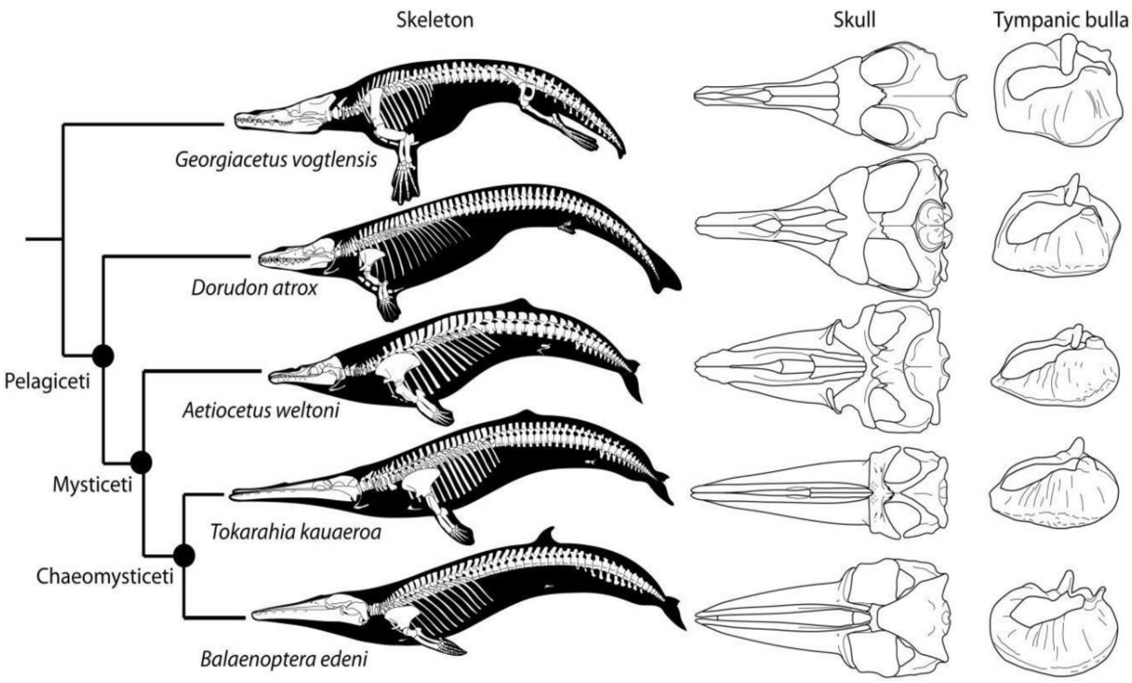

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

TIKTAALIK এর নাম শুনেছিস, এটা হলো সেই মিসিং-লিংক যেটা বিবর্তনের ধারায় মাছ এবং টেট্রাপোড শারীরিক কাঠামোর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে। Tiktaalik ফসিলটি ছিলো প্রায় তিন ফুট লম্বা, আকৃতি অনেকটা কুমিরের মাথা ও চ্যাপ্টা পাখাযুক্ত RAY-FIN মাছের মতো। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো, Tiktaalik শরীরে বিশেষ ধরণের দৃঢ় হাড় ছিলো, যেটা দিয়ে সে অগভীর পানিতে পাখাকে (fin) লাঠির মতো অঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করতো। প্রশ্ন হলো, TIKTAALIK আবিষ্কারের এক যুগ পরও আস্তিকদের মিসিং-লিংক খোঁজা কতটুকু যুক্তিযুক্ত?

আমার মনে হয় তোর অন্য প্রজাতির মিসিং লিংক নিয়ে আগ্রহ কম,মানুষ নিয়ে বেশি। শিম্পাঞ্জি থেকে যে মানুষ আসেনি,এটা তো আগেই বলেছি। তাহলে এই দুটোর মধ্যে মিসিং লিংক এর প্রশ্ন উঠছেই না। আর মানুষ (গণ – হোমো, প্রজাতি – সেপিয়েন্স)-এর আগে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া হোমো গণের মধ্যে যে এতগুলো প্রজাতির ফসিল প্রমাণ পাওয়া গেছে,সেগুলো কি তোদের চোখে পরে না? আস্তিকদের কথা শুনলে মনে হয় বিবর্তন একটা LINEAR PROCESS, বিবর্তন আসলে BRANCH/শাখা-প্রশাখার মত PROCESS। অর্থাৎ, এক প্রজাতি গেলো, আরেক প্রজাতি এলো, বিবর্তন এমন নয়। একই প্রজাতি থেকে এক বা একাধিক প্রজাতিতে বিবর্তিত হতে পারে। তোকে হোমো সেপিয়েন্সের কোন কোন পূর্বপুরুষ বা কাজিনের ফসিল কোন কোন সালে পাওয়া গেছে, সেটার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা বলি শোন-

Homo habilis – ১৯৬০
Homo gautengensis – ২০১০
Homo rudolfensis – ১৯৭২
Homo erectus – ১৮৯১
Homo naledi – ২০১৩
Homo heidelbergensis – ১৯৯৭
Homo neanderthalensis – ১৮২৯
Homo floresiensis – ২০১৪
Homo sapiens – তোর মত মুসলমানদের কবর খুঁড়লেই পাবি...

বোঝাই যাচ্ছে যে, এগুলোর একটা ছাড়া বাকি সবগুলোই আবিষ্কৃত হয়েছে চার্লস ডারউইনের বিখ্যাত বই "অরিজিন অফ স্পিসিস" প্রকাশ হবার অনেক পরে, এমনকি এই তো কয়েক বছর আগে পর্যন্ত। তাই, ডারউইনের সময়ে যে সমালোচকেরা "মিসিং লিংক কই, মিসিং লিংক কই" বলে চিল্লাচিল্লি করতো, তাদের আসলে একটু ঠাণ্ডা হয়ে আসা উচিৎ। মানে, অনেক তো হলো, দেড়শো বছর চলে গেলো, এবার একটু মিসিং লিংক নিয়ে ক্ষান্ত হওয়া উচিৎ, তাই না?

আর আগেই বলেছিলাম যে, তুই যেসব নামীদামী সায়েন্স ম্যাগাজিনের কথা বললি, ওরা কিন্তু নিয়মিতই বিবর্তনের প্রমাণসহ প্রবন্ধ ছাপাচ্ছে। তুই যদিও পিয়ার রিভিউড জার্নাল পর্যন্ত যেতে পারিস নাই। আর তুই যে অনলাইন ব্লগের রেফারেন্স দিলি, সেই Livescience এ গিয়ে দেখ, ভুরি ভুরি মিসিং লিঙ্ক পাওয়ার খবর পেয়ে যাবি, হা হা ...

আমি মাঝখান দিয়ে বললাম, ভাই এছাড়া এখন বিবর্তন আগের থেকে অনেক উন্নতি হয়েছে, আমাদের এখন জেনেটিক এভিডেন্স আছে (NEO-DARWINISM)। আর মিসিং লিঙ্ক এর এই সমস্যা একটা থিওরি

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

দিয়ে সমাধান করা যায় যেটাকে বলে PUNCTUATED EQUILIBRIUM। ডারউইন বলেছিল অনেক লম্বা সময় ধরে প্রজাতি পরিবর্তন হয়,এই পরিবর্তন হয় ধীরগতির, স্থির এবং একইরকম- একে বলে GRADUALISM, কিন্তু আমাদের এখন আরেকটি থিওরি আছে, যেখানে কিছু সময় ধরে প্রজাতিতে কোন পরিবর্তন হয় না,সবকিছু STABLE থাকে,এরপরে হঠাৎ করে বড় রকমের একটি পরিবর্তন হয়,এরপর আবারো কিছু সময় STABLE থাকে,এরপর আবারো বড় পরিবর্তন হয়,এভাবে করে চলতে থাকে,একে বলে PUNCTUATED EQUILIBRIUM। যেহেতু হঠাৎ করে প্রজাতিতে বড়সড় পরিবর্তন আসে,তাই মাঝের TRANSITIONAL SPECIES বলে আর কিছুই পাওয়া যায় না। বিবর্তন একইসাথে এই দুই থিওরিতে এগুতে পারে।

আড়িফ ভাই বায়েজিদ ভাইকে বলল, “কিন্তু দোস্ত, একটা ব্যাপার, বিজ্ঞানিরা যে PILTDOWN MAN এবং IDA নামের দুটো মিসিং লিঙ্ক পেয়েছিল,তা কিন্তু পরবর্তীতে ভুল প্রমান হয়েছিল”

বায়েজিদ- ভালো কথা, তো সেই ভুলটা কোন মুসলিম বের করেছিল রে?

আড়িফ- নাহহ মানে.. ইয়ে…বিজ্ঞানীরাই বের করেছিল আর কি।

বায়েজিদ- তাই তো বললাম, কোন মুসলিম বিজ্ঞানি বের করেছিল? আরে ব্যাটা **এটা যারা বের করেছিল তারা নিজেরাও বিবর্তনীয় তাত্ত্বিক এবং বিবর্তনের সমর্থক দল**। এইসব কেলেঙ্কারি যারা উন্মোচন করেছেন তারা নিজেরাও বিবর্তন গবেষক, কি বুঝলি? সুতরাং এখানে বিবর্তনের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে কেন? বিজ্ঞান এর পদ্ধতিই এমন যে সে নিজেই সকল তথ্যকে যাচাই করে। তোদের মত মুসলমান দিয়েই মুসলমানদের ইতিহাস/তথ্য ব্যাখা করে না! যে কেউ বিজ্ঞানকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। এখানে বিবর্তন-তাত্ত্বিকেরাই সকল প্রমাণ যাচাই করে কোনটা সঠিক, কোনটা ভুল বের করেছেন। এই ফসিলটা মিথ্যা প্রমাণ করেছেন বলে অন্যান্য ফসিলের উদাহরণগুলো তো মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে না।

এখানে প্রসঙ্গের বাইরে গিয়ে ছোট্টো একটা উদাহরণ দেই, যাতে বিজ্ঞানের মধ্যে নিরপেক্ষ থাকার প্রবণতাটা পরিষ্কার হয়। যারা ভিনগ্রহে প্রাণ আবিষ্কারের জন্য গবেষণা করছেন, তারাই কিন্তু “এলিয়েন মহাকাশযান পৃথিবীতে এসেছে” এমন দাবির সবচেয়ে কঠিন সমালোচক। ঠিক তেমনি, যারা বিবর্তন-সমর্থক বিজ্ঞানী,তারা এমনি এমনি বিবর্তনকে সমর্থন করেন না,যথেষ্ট প্রমাণ আছে বলেই করেন।

এছাড়া তুই বিভিন্ন প্রানির MORPHOLOGICAL ANALOGY/ গঠন-সাদৃশ্য খেয়াল করে দেখ, মানুষ, কুকুর, পাখি এবং তিমি- সবারই বাহু বা ডানায় কিছু কমন হাড় আছে- HUMERUS, RADIUS & ALNA, WRIST BONES & DIGITS.এরা কত ভিন্ন প্রজাতি, অথচ কত মিল দেখ!(Homologous Features)। একই পূর্বপুরুষ না হলে এই রকম মিল থাকে কি করে?

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

তোর বোঝার সুবিধার্থে একটা ছবি দিচ্ছি, খেয়াল করে দেখ-

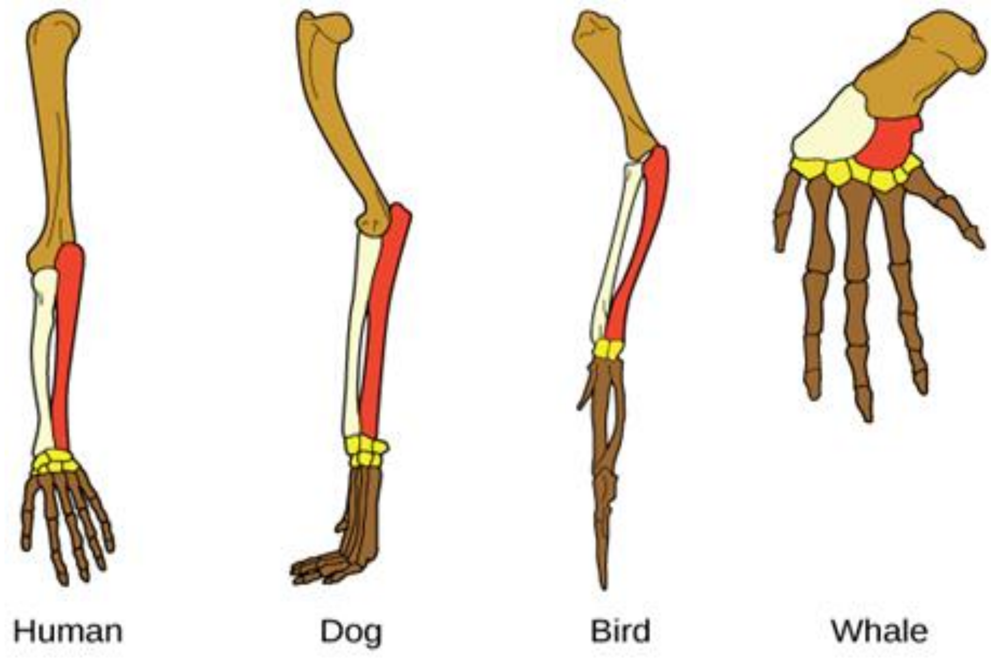

Homologous Features among different species due to common ancestor

এছাড়া HOMOLOGOUS EMBRYONIC STRUCTURES বা বিভিন্ন প্রানির ভ্রূণের সাদৃশ্যতা খেয়াল করে দেখবি। সেখানেও অনেক মিল পাবি।বিশেষ করে সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীর **ভ্রূণ অবস্থায়** মাছের মত ফুলকা (GILS SLIT) এবং লেজ থাকে। (মানুষের পিছনের Coccyx/Tailbone তার উদাহরন)

বায়েজিদ- তুই তো জানিস আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ ফসিল আছে। আর ফসিলগুলা পাললিক শিলাতে/Sedimentary Rock স্তরে স্তরে (LAYER/ STRATUM) পাওয়া যায়। সবথেকে নিচের স্তর সবথেকে প্রাচীন, আর সবথেকে উপরের স্তর তুলনামুলক নতুন। সবথেকে নিচের স্তরে তুই পাবি প্রাচীন সব জীবের ফসিল, তার উপরের স্তরে পাবি তার পরবর্তী সময়ের জীবের ফসিল, এভাবে করে আসতে আসতে উপরে দিকে পরবর্তী জীবের ফসিল পাবি। কিন্তু কখনই দেখা যায় না, যে একদম নিচের দিকে কোন মেরুদণ্ডী প্রানি বা একদম উপরের দিকে এককোষী প্রানি পাওয়া যাচ্ছে। নিচের দিকে সব পাওয়া যায় এককোষী বা সরলতম প্রানি, যতই উপরের দিকে উঠবি, ততই জটিলতম প্রানিদের ফসিল পাবি। এটা কি বিবর্তন প্রমান করে না? বিবর্তন না হলে সব স্তরে কম বেশী সব প্রানির ফসিল পেতি, তাই না?

তোদের সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী কিন্তু পাললিক শিলার স্তরগুলোতে (STRATA)সব প্রাণীর ফসিলগুলো একসাথেই পাওয়া যেত। এমনকি মানুষ এবং ডাইনোসরদের ফসিলও একসাথেই (একই স্তরে) পাওয়া যাওয়ার কথা, তাই না? হা হা হা …

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

তোকে একটা ছবি দেখাই (STRATA) তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধা হবে-

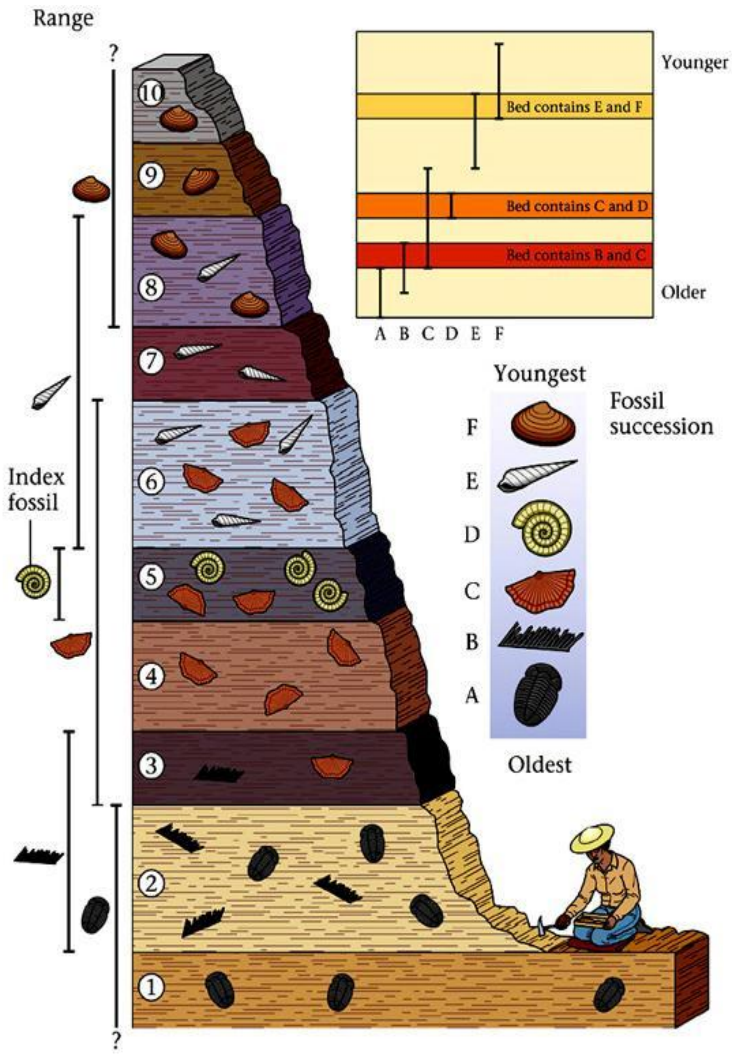

আমাদের পৃথিবীতে GEOLOGIC TIME হিসেবে ৪ টি ERA আছে, যাদের বলে Geological ERA.

১-প্রি-ক্র্যাম্বিয়ান, ২-পেলিওজয়িক, ৩-মিজোজয়িক এবং ৪-সিনোজয়িক। আমরা মানুষ আছি এখন ‘সিনোজইয়িক এরা’তে। একেক ERA তে একেক প্রানির উদ্ভব হয়েছিল, এবং ফসিলগুলা পাললিক শিলায় সেভাবেই পাওয়া যায়। তুই দুনিয়ার সব আস্তিক বিজ্ঞানিদের বলে দেখ জাস্ট প্রি-ক্র্যাম্বিয়ান ERA তে একটা খরগোশ বা যেকোনো একটা স্তন্যপায়ী প্রানির ফসিল দেখাতে ব্যাস, তাহলেই তো বিবর্তন ভুল প্রমান হয়ে যায়!! কেউ কি পেরেছে রে আজ পর্যন্ত? চ্যালেঞ্জ তো অনেক আগেই দেয়া আছে,জাস্ট ভুল প্রমান করে দেখা তো পারলে! তোর জন্যে আরো সোজা করে দেই যা, জুরাসিক যুগে/Period যদি একটা ম্যামোথ (বিশালকার দাঁতের লোমশ হাতি, Genus-Mammuthus) এর ফসিল দেখাতে পারিস তায়লেও তো বিবর্তন ভুল হয়ে যায়, করে দেখা পারলে!!

আরো একটা কাজ করে দেখাতে পারিস, ক্যাঙ্গারু অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ বাদে দুনিয়ার আর কোথায় পাওয়া গিয়েছে তা প্রমান করে দেখা পারলে। তোর আজগুবি সৃষ্টিতত্ত্ব (বিশেষ করে নুহ নবীর নৌকা থিওরি! যেখান থেকে পরবর্তী সব জীবের উৎপত্তি) দিয়ে তো BIOGEOGRAPHY ব্যাখা করতে পারবি না। বিবর্তন

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

BIOGEOGRAPHY ব্যাখা করতে পারে। তোদের নুহের কেচ্ছা অনুযায়ী সুদুর দক্ষিন মেরু থেকে একজোড়া প্যাঙ্গুইন হাঁটতে হাঁটতে আরবে এসে পৌঁছেছিল! বা অস্ট্রেলিয়া থেকে এক জোড়া ক্যাঙ্গারু... হা হা...

তারপর আছে শক্তিশালী DNA এভিডেন্স। এখন MOLECULAR BIOLOGY আছে, DNA এভিডেন্স হল সবচেয়ে বড় প্রমাণ। আধুনিক যুগে জিনোম সিকুয়েন্স এর মাধ্যমে খুব সহজেই আমরা প্রত্যেক প্রাণীর SCIENTIFIC CLASSIFICATION করে ফেলতে পারি এবং সেই প্রাণীটি EVOLUTIONARY TREE তে কোথায় অবস্থিত সেটাও বের করে ফেলতে পারি।

আরও একটি চ্যালেঞ্জ দিলাম, প্রথম সারির HIGH IMPACT FACTOR এর যেকন ১০টা PEER REVIEWED JOURNAL এর একটাতেও একটি আর্টিকেল/লিখা দেখা পারলে যা বিবর্তনের বিরুদ্ধে গিয়েছে! উল্টো এর পক্ষে অনেক আর্টিকেল পেয়ে যাবি।

যেদিন এসব প্রমান করতে পারবি,সেদিন পর্যাপ্ত জ্ঞান নিয়ে আবার ফিরে আসিস বিতর্ক করতে...

-কিন্তু দোস্ত মানুষের উপকারী/উপযুক্ত মিউটেশন RANDOMLY হতে গেলে তো অনেক সময় লাগার কথা,আড়িফ ভাই বলল। এরপরে সেটা জনসংখ্যায়/Population গিয়ে স্থির হতে (FIXATION) আরও সময় লাগার কথা। প্রত্যেকটা মিউটেশন একের পর এক তৈরি হয়ে সমগ্র জনসংখ্যায় ছড়িয়ে তার ফ্রিকোয়েন্সি স্থির হতে গেলে যে সময় লাগবে তা মহাবিশ্বের বয়সের চেয়ে বেশি।

-আরে বোকা, তোকে কে বলেছে যে মিউটেশনগুলো একটা পর একটা ধারবাহিকভাবে হবে এবং একের পর এক স্থির হবে, এইসব জ্ঞান কোথেকে অর্জন করেছিস? পরিবেশে টিকে থাকার জন্য সবচেয়ে ভালো গুন/TRAIT দরকারই নেই, র‍্যান্ডম মিউটেশনের কারনে লভ্য অপশনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভালোটা সিলেক্ট হলেই হবে, আর বিবর্তন সেটাই করে। উপকারী মিউটেশন বলে কিছু নাই, উপস্থিত অপশনগুলোর মাঝে পরিবেশের সাপেক্ষে যেটা গ্রহনযোগ্য এবং ভাল সেটাই সিলেক্ট হবে। আপাত খারাপ কোন মিউটেশনও যদি প্রাণীর পরিবেশগত FITNESS ভাল প্রভাব ফেলে সেটাও ভাল মিউটেশন হয়ে যাবে। এটা প্রাণীদের মধ্যে উন্নয়নের প্রতিযোগিতা না, বরং বিবর্তন হলো একটা প্রতিযোগিতার উন্নয়নের ধারা, এখানে প্রাণীদের কোনো নির্দিষ্ট সমাপ্তি রেখা নেই। আজকে আপাত ভাল গুন/TRAIT এর প্রাণীটা টিকে যাবে প্রতিযোগিতায়, কিন্তু কালকে প্রতিযোগিতাটা নিজেই আরো উন্নত হবে, জটিল হবে। গতকালকের ভাল গুন/TRAIT তখন আর কাজে লাগবে না, এরপর আবার সিলেকশন হবে, আবার "আপেক্ষিক ভাল গুন/TRAIT" সিলেক্ট হবে। সেটা হতে হতে পরিবেশ আরো জটিল হবে, অন্যদের সাথে প্রতিযোগিতা বাড়বে। এভাবেই বিবর্তন চলতে থাকবে।

সব মিউটেশন একই গুন/TRAIT জন্যে হয় না, একেক টা মিউটেশন একেকটা গুন/TRAIT জন্যে হতে পারে। আর এই ভিন্ন ভিন্ন মিউটেশনের জন্যে TRAIT উপর একইসাথে সিলেকশন কাজ শুরু করে দিবে। তোর কথামত একটার জন্যে আরেকটা অন্ততকাল বসে থাকবে না! তোকে কে বলেছে যে,প্রথমে একটা মিউটেশন হবে, এরপর সেটা সিলেক্ট হবে, সমগ্র জনসংখ্যায় ছড়াবে,ফ্রিকুয়েন্সি স্থির হবে,তারপর গিয়ে আরেকটা মিউটেশন হবে! এইসব তথ্য কই পেয়েছিস? একইসাথে অনেকগুলা মিউটেশন হয়ে সবগুলার উপরই সিলেকশন কাজ শুরু করে দিতে পারে একইসাথে এবং কোন মিউটেশনই সহজাতভাবে স্বয়ং খারাপ বা ভাল হয় না। ধর যে একটা পাখীর ঠোঁট লম্বা হওয়ার এবং পাখা বড় হওয়ার দুটো মিউটেশন হলো। এখন

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

সিলেকশন কিন্তু একইসাথে এই দুটোর উপর কাজ শুরু করে দিবে,একই সাথে খাওয়ার জন্যে এবং উড়ার জন্যে তার যোগ্যতা যাচাই/ENVIRONMENTAL FITNESS পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে।

আর এই WAITING TIME PROBLEM এর সমাধান গানিতিক ভাবেও করা যায়

[সুত্রঃ 1-“Simple evolutionary pathways to complex proteins”, **PEER REVIEWED**, PROTEIN SCIENCE

2- “Waiting for Two Mutations: With Applications to Regulatory Sequence Evolution and the Limits of Darwinian Evolution”, **PEER REVIEWED,** GENETICS]

দীর্ঘ আলোচনার পর আড়িফ ভাই এখন নিজেই চোখে সর্ষে ফুল দেখছে মনে হচ্ছে…

বায়েজিদ-আচ্ছা, আমাকে একটা কথা বলত, তোদের স্রষ্টা কি সব প্রানি একসাথেই তৈরি করেছিল (FIXISM)?

-উনি,একইসাথে সব প্রানি তৈরি করেছিল, আলাদা আলাদা করেছে বলে হাদিস কুরানে কিছু বলা নাই। অন্তত এমনটাই ইঙ্গিত দেয়া আছে সবজায়গায়। এমনকি নুহ নবীর নৌকার ঘটনা তাই বলে, নৌকার অবশিষ্ট জীব থেকে বাকিদের উৎপত্তি।

-তাহলে তোদের কুরআনে স্পষ্ট তো দুরের কথা, ঘুরিয়ে পেঁচিয়েও একটা ডাইনোসরের কথা বা অইরকম কোন প্রানির কথা বলে নাই কেন? তোদের পক্ষে যদিও শব্দের মারপ্যাঁচ দিয়ে কুরআনে ডাইনোসর বের করাও সম্ভব! শুধু ডাইনোসর না, যেকোন কিছুই বের করা সম্ভব! হা হা…

-অ্যাঁ! তাত জানি না… ফাজলামো করিস না…

-আচ্ছা সব প্রান যদি একসাথেই তৈরি করে, তাহলে ডাইনোসর আর মানুষ কি একসাথে ছিল বলতে চাচ্ছিস, বা থাকা সম্ভব? নুহ এর নোকায় কি সব প্রজাতির এক জোড়া ডাইনোসরও ছিল, হা হা…

আর অইসময়ে কি প্রযুক্তি দিয়ে এত বিশালকার নৌকা তৈরি করল যেখানে দুনিয়ার সব প্রজাতির (মিলিওন মিলিওন) এক জোড়া প্রাণী **একইসাথে অনেক দিন** রাখা সম্ভব? (জোড়া ছাড়াও প্রাণী আছে দুনিয়াতে)। এইসব ফালতু জিনিস এই সময়ে আমাদের খাওয়াতে চাচ্ছিস?

-অ্যাঁ…নাহহ, মানে… ইয়ে… তা কেমনে !!

-আচ্ছা বল,স্রষ্টা সব প্রান যদি একসাথে তৈরি করেন,তাহলে আমরা পাললিক শিলার স্তরগুলাতে (STRATA) একসাথে সব জীবের ফসিল পাই না কেন?

-অ্যাঁ…তাতো বলতে পারব না, এইসব নিয়ে তো হাদিস, কুরআনেও কিছু বলা নাই!!

-আচ্ছা আমাকে বল, আল্লাহপাক কুরআনে ছোটখাট এক লুত জাতির ধ্বংসের কথা উল্লেখ করেছেন (কিছু মানুষের ভুলের জন্যে পুরা সম্প্রদায়কে হত্যা করা কতটা যৌক্তিক?) অথচ পৃথিবীতে যে বড় বড় ৫ টি ব্যাপক বিলোপ সাধন বা MASS EXTINCTION হল, সেটা কেন উল্লেখ করেন নাই? এত বড় ঘটনা কি করে এড়িয়ে গেলেন। আরেকটা ব্যাপার, এইরকম বড় বড় ৫ টি MASS EXTINCTION দিয়ে লাখ লাখ প্রান হত্যা করার

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

উদ্দেশ্য কি ছিল আসলে? উনি কি প্রথমে একবার ভেবেছিলেন যে,জীবের/দুনিয়ার ডিজাইনে কিছু ভুল ছিল, তাই একটা EXTINCTION দিয়ে আবার নতুন করে সব শুরু করি? নাকি উনার ইচ্ছা হয়েছিল তাই লাখ লাখ প্রান নিজেই তৈরি করে আবার নিজেই হত্যা করেছিলেন? দুনিয়াতে যত প্রজাতির প্রাণী বেঁচে ছিল তার প্রায় ৯৯% প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং এর দায় কার তাহলে? এটা কি INTELLIGENT DESIGN বা সুদক্ষ কারিগরের নমুনা? একজন INTELLIGENT DESIGNER কেন তার তৈরি সৃষ্টি বার বার ধ্বংস করবে? উনি কি প্রান হত্যা করতে মজা পান নাকি? পশুপাখী ইত্যাদির যেহেতু FREEWILL বা পরীক্ষা নাই (সম্ভবও না),তাই তারা কিন্তু **নিরপরাধ/মাসুম ছিল।**

বায়েজিদ- আচ্ছা আমিরিকার প্রতিষ্ঠান NASA (National Aeronautics and Space Administration) নাম শুনেছিস তো?

আড়িফ - কি যে বলিস, দুনিয়ার অন্যতম নামকরা প্রতিষ্ঠান NASA,এটা চিনে না এমন কেউ আছে? NASA এর আবিস্কার বা কথা বর্জন করতে গেলে দশবার ভাবতে হবে!

বায়েজিদ- এই NASA কিন্তু বিবর্তন অনুমোদন করে "প্রানের সংজ্ঞা" দিয়েছে, জানিস সেটা?

আড়িফ- নাহহ তো, বলিস কি!

বায়েজিদ- NASA প্রানের সংজ্ঞা দিয়েছে এভাবে, "Life is a self-sustaining chemical system capable of **DARWINIAN EVOLUTION** (অর্থাৎ জীবন হচ্ছে ডারউইনিয়ান বিবর্তনে সক্ষম আত্মনির্ভরশীল কেমিক্যাল সিস্টেম)"।

আড়িফ ভাই এখন মুখে কুলুপ এঁটেছেন, লজ্জায় উনার চোখ উপরে উঠছে না আর...

আড়িফ ভাইয়ের অবস্থা দেখে বায়েজিদ ভাই বলল- কিরে তুই হুজুর মানুষ, এত কষ্ট করে এতদুর থেকে এই আশায় এসেছিলি যে আমারে কিছু হেদায়েত দিবি, শুধরে দিবি, কিন্তু তোর অবস্থা তো দেখে আমার কষ্ট হচ্ছে, তোর মস্তিষ্ক তো মনে হচ্ছে তোকেই ধোঁকা দিয়েছে!! তুই তো হেদায়েত দিতে এসে উল্টা হেদায়েত প্রাপ্ত!! হয়ে গেলি রে, হা হা হা।

আড়িফ ভাই হাসতে হাসতে তাকে বললেন, বাহ তুই তো দেখছি "প্যারাডক্সিকেল বায়েজিদ"

বায়েজিদ ভাই বাঁধা দিয়ে বললেন, "প্যারাডক্সিকেল বায়েজিদ" কথাটাও ভুল বললি, এর মানে দাড়ায় বায়েজিদ নিজেই প্যারাডক্স অথবা তার কথাবাত্রা সব কন্ত্রাডিকটিং/সাংঘর্ষিক, তুই বরং নামকরন করতে পারিস এভাবে, "প্যারাডক্স এবং বায়েজিদ"

আর শোন, নিধার্মিক হওয়া সহজ নয়, এ এক অনন্য শক্তির অভিব্যক্তি। একজন মূর্খও ধার্মিক হতে পারে, কিন্তু নিধার্মিক হতে পারে না। নিধার্মিক হতে হলে নিরপেক্ষতা, যুক্তিবাদ ও বিচারিক ক্ষমতা থাকতে হয়, পর্যাপ্ত পরিমানে RECEPTIVITY থাকতে হয়, সাথে প্রচুর জ্ঞানার্জন করতে হয়। স্রোতের বিপরীতে নৌকা বাওয়া অনেক কঠিন কাজ,এতে মানসিক শক্তিরও প্রয়োজন। ছোটবেলা থেকে বাপ-দাদার ধর্মকে আগলিয়ে বড় হয়ে একতরফা অন্ধের মত লড়াই করে যাওয়ার মধ্যে কোন কৃতিত্ব নাই। যদি এমন হত যে সকল বাচ্চাদেরকে ছোটবেলা থেকেই কোন ধর্ম শিক্ষা দেয়া হবে না, যতক্ষণ না তারা ১৮ বছর পূর্ণ করে, তাহলে আমার মতে মাত্র দুই-তিন জেনেরেশন লাগত দুনিয়া থেকে সব ধর্ম গায়েব হতে। সেই শিশুকাল থেকেই

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

তোরা আছিস একটা ECHO CHAMBER মধ্যে, এর বাইরে গিয়ে চিন্তা করার সাহসও তোদের নাই। ভাল করে নিরপেক্ষভাবে বাকি ধর্মগুলা কয়টা পড়েছিস জীবনে? আর বড় হয়ে যতদিনে পড়ার ইচ্ছা জাগবে ততদিনে তো ইসলামের চশমা পরে ইসলামের ছাঁচেই তৈরি হয়ে গিয়েছিস!

তোর কাছে কি বাপ-দাদা থেকে প্রাপ্ত ধর্ম, প্রথা, ঐতিহ্যর গুরুত্ব বেশি নাকি যুক্তি, বিচার-বিবেচনা ও বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব বেশি? যুক্তি, বিচার-বিবেচনা ও বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব বেশির অর্থ- তুই কালোকে কালো, সাদাকে সাদা, ভালোকে ভালো, খারাপকে খারাপ, আগুনকে আগুন আর পানিকে পানি বলতে আপোসহীন। আর বাপ-দাদা থেকে প্রাপ্ত ধর্ম, প্রথা ও ঐতিহ্যের গুরুত্ব বেশির অর্থ- তুই কালোকে কালো, সাদাকে সাদা, ভালোকে ভালো, খারাপকে খারাপ, আগুনকে আগুন আর পানিকে পানি ততক্ষন বলবেন যতক্ষন উহা তোর ধর্ম, প্রথা ও ঐতিহ্যের সাথে মিল থাকে।তোর ধর্ম যদি কালোকে সাদা বলে, তোরা সাথে সাথে উহাকে সাদা বলতে থাকিস। যদি খারাপ কে ভালো বলে, তোরাও সেই খারাপকে ভালো করার পিছনে কুযুক্তি খুজে বের করিস। এখানে যুক্তি ও বিবেক-বুদ্ধির রায় তোদের কাছে গৌন।

তোর মত বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষ যারা অন্য ধর্মে আছে তারাও একই কাজ করে আসতেছে। অন্য ধর্মগুলা পড়ে দেখেছিস কখনও? তোর কাছে যতই হাস্যকর লাগুক না কেন তাদের কাছে সব যৌক্তিক- ঠিক তোর মত। তারাও তোদের মত ত্যানা পেঁচিয়ে আর গোজামিল দিয়ে তাদের ধর্ম কে বাঁচিয়ে রেখেছে। খ্রিস্টান ধর্মের বিজ্ঞানগুলা দেখলে তো রীতিমত টাস্কি খাবি রে। তারাও তোদের মত 'অর্থ আর প্রসঙ্গ' পরিবর্তন করে ধরা কে সরা জ্ঞান করে রেখেছে। মুসলিমদের প্রতিটা অভিযোগের বিপরীতে তাদের যুক্তি রেডী আছে, যা ঠিক তোদের মতই, ত্যানা পেঁচান আর ধরা কে সরা জ্ঞান করার মত। তোরা বরং যেসব ফিলসফিক্যাল প্রশ্নের উত্তর পাস না, তাদের থেকে ধার করিস। আর বলার তো অপেক্ষাই রাখে না তারাই দুনিয়া মাতিয়ে বেড়াচ্ছে সব ক্ষেত্রে,আর তোরা হাদিস কুরআনে এত এত বিজ্ঞান! পেয়েও পিছিয়ে আছিস যে শুধু তাই না,উল্টো এই খ্রিস্টান আর ইহুদিদের কাছে দাস হয়ে আছিস, তারা যা বলে তাই করিস। তোদের ইসলাম ধর্মের শুরু যে জায়গা থেকে,যেখানে স্বয়ং আল্লাহ্‌র ঘর বিরাজমান, সেই রাষ্ট্রই খ্রিষ্টান/ইহুদিদের "তেল মেরে" চলে।

বাংলাদেশেই এখন নিধার্মিক/অজ্ঞেয়বাদি সংখ্যা অগণিত। আর আসলে নিধার্মিকদের আসল পরিসংখ্যান সহজে বের হয় না, কারন মুসলিম দেশগুলাতে খুব সহজে পাসপোর্ট/NID ইত্যাদি কোথাও নিধার্মিক/অজ্ঞেয়বাদি ইত্যাদি পরিচয় দেয়া যায় না এবং মুসলিম দেশগুলোতে তো সরকার এটা বুঝার উপায়ও রাখে না (মুরতাদের শাস্তিও হত্যা), এমনকি অনেক উন্নত দেশেও নিধার্মিক/অজ্ঞেয়বাদী ইত্যাদি পরিচয় বৈধভাবে সরকারী খাতায় উল্লেখ করা সমস্যাযুক্ত। তা না হলে দেখতি নিধার্মিক/অজ্ঞেয়বাদি ইত্যাদির আসল সংখ্যা আধুনিক বিশ্বে কোথায় গিয়ে দাড়াত! এরপরেও কিছু সোর্স অনুযায়ী সংখ্যাটা এখন প্রায় **১.২ বিলিওন (অর্থাৎ অবস্থানগত দিক থেকে ৩য়)**

এই মুহূর্তে দুনিয়াতে মুসলিম আছে প্রায় ১.৯ বিলিয়ন (প্রায় ২৪%),সেই হিসেবে দুনিয়ার প্রায় ৬১% মানুষ অন্যান্য ধর্মের অনুসারী (নিধার্মিক বাদে), এবং তারা সবাই নিজের ধর্মকে সঠিক মনে করে, তাদের সবার কাছে নিজ ধর্ম ঠিক, বাকি সব ভুয়া...

আর তাই তো নিধার্মিক/অজ্ঞেয়বাদীরা বলে, তোরা সবাই "সঠিক" , হা হা হা ...

(একই সাথে সবাই সঠিক হলে সবাই ভুয়া হয়ে যায়, Argument From Inconsistent Revelations)

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

আবার মজার ব্যাপার খেয়াল কর যে, দুনিয়াতে এই মুহূর্তে প্রায় ৪০০০ এর বেশি ধর্ম আছে, শুধু যদি মুসলমানদের কথাই ধরি, তাহলে তোরাও দুনিয়াতে ৩৯৯৯ টি ধর্মের স্রষ্টাকে মানিস না, বা আরেক কথায় তোরাও "এক অর্থে নিধার্মিক", তোদের সাথে আমাদের জাস্ট তফাৎ এতটুকুই যে আমরা একজন স্রষ্টা বেশি (মানে ৪০০০) কে মানি না, আর তোরা একজন স্রষ্টা কম কে মানিস না (মানে ৩৯৯৯, নিজের ধর্ম বাদে)। এমনকি তোদের স্রষ্টাও "এক অর্থে নিধার্মিক", কারন সে নিজেও তার কোন স্রষ্টাকে মানেন না। এছাড়া কুরআনে কিন্তু নাস্তিক/ নিধার্মিক (আরবি- মুলহিদ)শব্দটাই নাই, হতে পারে সেক্ষেত্রে সকল নিধার্মিকরা বেঁচে যাবে, কি বলিস?

আর তোরা তো ধরেই নিয়েছিস (বাকি সবার মতই) শুধু তোদের ধর্মই সঠিক, কিন্তু পরকালে গিয়ে যদি দেখিস যে, তোর নিজের ধর্ম বাদে এই ৩৯৯৯ ধর্মের অন্য একজন স্রষ্টাই সঠিক। তাহলে তো তোরা আরো বড় বিপদে! অন্য ধর্মের স্রষ্টা তোদের ছাড় দিবে না, কারন তোরা তাকে বাদ দিয়ে অন্য স্রষ্টা মেনেছিস! আর নিধার্মিক/অজ্ঞেয়বাদীরা তাদের বিচার বুদ্ধি জ্ঞান দিয়ে কাউকেই মানে নাই। হাজার হাজার ধর্ম থেকে কপাল গুনে তোর ধর্মের স্রষ্টা পেয়ে যাবার সম্ভাবনা কতটুকু? (বহুল প্রচলিত PASCAL'S WAGER THEORY!! খণ্ডন)

এর উপরে তোদের রাসুলের সহিহ হাদিস মতে মুসলমানদের ৭৩ ফেরকার মধ্যে শুধু এক ফেরকা জান্নাতে যাবে, যার মানে বুঝা যাচ্ছে উনি নিজেও টের পেয়েছিলেন যে উনার উম্মতদের বেশির ভাগই জাহান্নামী হবে। উপরের ব্যাপারগুলো বিবেচনা করলে তোর আর আমার স্রষ্টায় বিশ্বাস করা বা না করার ফলে "পরকালের ঝুঁকির" মাঝে কোনই তফাৎ নাই। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে তোর কি মনে হয় না যে একজন সর্বজ্ঞানী এবং সর্বোত্তম স্রষ্টা মানুষের ব্যাক্তিগত ধর্ম বা বিশ্বাস বাদ দিয়ে ব্যাক্তির কাজকর্মের উপর নির্ভর করেই তাকে বিচার করবেন, বা সেটাই একজন "জ্ঞানী এজেন্ট/এনটিটি" থেকে কাম্য?

আর না করলে উনি তখন আবার সর্বজ্ঞানী এবং সর্বোত্তম হউন কি করে? একজন ব্যাক্তি সারাজীবন সৎ জীবনযাপন করে পরকালে স্রষ্টা শুধু "তার নিজেকে" বিশ্বাস না করার জন্যে অন্ততকাল আগুনে পুড়াবেন আর আরেকজন মুসলিম কপাল গুণে (আসলে আল্লাহপাকের ইচ্ছায়) মুসলিম ঘরে জন্ম নেয়াতে প্রথমেই (বা কোন এক সময়ে)অন্ততকাল জান্নাতে মদ খাবে আর সেক্স করবে- এরকম স্রষ্টা যদি আমাকে জাহান্নামে ঠেলেও দেয়, তাও আমার মানসিক সন্তুষ্টি থাকবে যে অন্তত স্রষ্টা থেকে আমার জ্ঞান এবং নৈতিকতার মানদণ্ড অনেক উপরে। একজন স্রষ্টা যদি সত্যিই সর্বজ্ঞানী হয়ে থাকেন, তাহলে একজন সৎ মানুষের চিন্তা করার কিছুই নাই। একজন সৎ মানুষ ইহকালে কিভাবে সৎভাবে জীবনযাপন করল সেটাই একজন সৎ, ন্যায্য, বিচক্ষণ এবং সত্যিকার সর্বজ্ঞানী স্রষ্টার (যদি থেকেই থাকে) কাছে আসল বিবেচ্য হওয়া উচিৎ, সেই সৎ মানুষ ইহকালে কি খেল, কি পড়ল, কাকে এবং কয়টা বিয়ে করল, কার নাম জপ করল, কার নামে প্রতিদিন মাথা ঠেকাল বা কার নামে যুদ্ধ (জিহাদ) করল ইত্যাদি ফালতু মনুষ্যোচিত/Anthropomorphic এবং পার্থিব মানসিকতা একজন সর্বজ্ঞানী স্রষ্টার থাকারই কথা নয়। আর একেবারে স্রষ্টা ছাড়া কেউ চলতেই না পারলে একজন অব্যক্তিক স্রষ্টা (IMPERSONAL GOD /DEISM) মানতেও সমস্যা কি? এটা তাও বাকি স্রষ্টাদের থেকে "তুলনামুলক" ভাল এবং নিরাপদ ধারনা, এতে অন্তত তোদের মত কথায় কথায় ত্যানা পেঁচিয়ে ভণ্ডামি করে কিছুকে রক্ষা করতে হয় না!

অবশেষে আমি সেদিনের মত সবাইকে বিদায় দিয়ে বেরিয়ে গেলাম, আড়িফ ভাইয়ের বিধ্বস্ত চোখের দিকে একবার তাকালাম, সেখানে আমি এখন আরেকজন "বায়েজিদ ভাই" দেখতে পাচ্ছি।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com